contents

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল
হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা

দারুল কিতাব
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

contents

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ) [তৃতীয় খণ্ড]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

প্রকাশনায়

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০০৭

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র।

অনুবাদকের আরজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন–দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার–ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকে ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত–পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।"

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শিরক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় 'উম্মি বি' নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল–আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফূটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন

সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিষ্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত–আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল–ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ

কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন চতুর্থ জিল্‌দ পড়া হইতেছিল বিধায় চতুর্থ জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের অশেষ তৌফিকে এইবার তৃতীয় জিলদের তরজমা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হইতেছে। ইনশাআল্লাহ বাকী জিল্‌দগুলি পরবর্তীতে তরজমা করা হইবে বলিয়া আশা রাখি। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

বিনীত আরজগুজার

বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

সূচীপত্র

contents

নবম অধ্যায়

সাহাবা (রাঃ)দের নফসের খাহেশাতকে পরিত্যাগ করা

contents

—৩

॥ ॥ ॥ ॥ ॥

অষ্টম অধ্যায়

সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) কিভাবে নিজেদের মাল দৌলত ও আল্লাহ তাবারাকা ও তায়ালার দেওয়া নেয়ামতসমূহকে আল্লাহর রাস্তায় ও তাঁহার সন্তুষ্টির পথে খরচ করিতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা তাহাদের নিকট নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করা অপেক্ষা কিরূপ অধিক প্রিয় ছিল। আর এই কারণেই তাহারা নিজেদের অভাব অনটন সত্ত্বেও অন্যদেরকে কিরূপে অগ্রাধিকার দিতেন।

খরচ করার প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ প্রদান

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়াছিলাম। এমন সময় খালি গায়ে, খালি পায়ে পশমের ডোরাকাটা চাদর ও জুব্বা পরিহিত কিছু লোক ঘাড়ের উপর তলোয়ার ঝুলাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুযার গোত্রের ছিল, বরং সকলেই মুযার গোত্রীয় ছিল। তাহাদের উপবাসের অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি ঘরে গেলেন। (সম্ভবতঃ তাহাদেরকে খাওয়াইবার জন্য কিছু আনিতে গেলেন, কিন্তু ঘরে কিছুই পাইলেন না অথবা নামাযের জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন।) তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া হযরত বেলাল (রাঃ)কে হুকুম করিলেন, তিনি (জোহর অথবা জুমুআর নামাযের) আযান দিলেন এবং তারপর একামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ– الى اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

অর্থ ঃ 'হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণী (আদম আঃ) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই প্রাণী হইতে তাহার জোড়া (বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাদের উভয় হইতে বহু নর–নারী বিস্তার করিয়াছেন, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করিয়া থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হইতেও ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন।'

এবং সূরা হাশরের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۔

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য (অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের জন্য) কি প্রেরণ করিয়াছে।'

(প্রত্যেক) ব্যক্তির উচিত যে, সে তাহার দীনার হইতে, দেরহাম হইতে, কাপড় হইতে, এক সা' (সাড়ে তিন সের) গম হইতে বা এক সা' খেজুর হইতে কিছু না কিছু সদকা করে। এমনকি তিনি ইহাও বলিলেন, খেজুরের একটি টুকরা হইলেও যেন তাহাই সদকা করে। (অর্থাৎ যাহার নিকট বেশী আছে সে যেমন সদকা করে তেমনি যাহার নিকট কম আছে সেও সদকা করে।) বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং একজন আনসারী একটি থলি লইয়া আসিল (থলিটি এত ভারী ছিল যে,) তাহার হাত উহা উঠাইতে পারিতেছিল না বরং উঠাইতে অক্ষম হইয়া গেল। তারপর লোকজন একের পর এক আনিতে আরম্ভ করিল। (লোকেরা এত মাল আনিয়া জমা করিল যে,) আমি খাদ্যশস্য ও কাপড়-চোপড়ের দুইটি বিরাট স্তূপ দেখিতে পাইলাম। আমি দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক (খুশীতে) এরূপ চমকাইতেছে যেন তাহার চেহারা মোবারকের উপর স্বর্ণের পানি দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন ভাল পন্থা চালু করিবে, সে উহার সওয়াব লাভ করিবে এবং তাহার পর যত লোক সেই ভাল পথে আমল করিবে, তাহাদের সমপরিমাণ সওয়াবও সে লাভ করিবে এবং ইহাতে আমলকারীদের সওয়াবে কোন প্রকার কম করা হইবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন খারাপ পন্থা চালু করিবে, উহার গুনাহ তাহার উপর থাকিবে এবং তাহার পর যত লোক উক্ত গুনাহের কাজ করিবে তাহাদের সকলের সমপরিমাণ গুনাহের বোঝা তাহার উপর থাকিবে এবং ইহাতে তাহাদের গুনাহতে কোন প্রকার কম করা হইবে না। (তারগীব)

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উৎসাহ প্রদানের হাদীস পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীস

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুধবার দিন বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট আসিলেন—অতঃপর তিনি বিস্তারিত হাদীস উল্লেখ করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনসারদের জামাত! তাহারা বলিলেন, লাব্বাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, (ইসলামপূর্ব) জাহিলিয়াতের যুগে তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিতে না, কিন্তু সে যুগে তোমাদের মধ্যে অনেক গুণাবলী ছিল। তোমরা এতীমদের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে, নিজেদের মাল অন্যের জন্য খরচ করিতে এবং মুসাফিরদের খেদমত করিতে, কিন্তু এখন যখন আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও তাঁহারা নবী পাঠাইয়া তোমাদের উপর দয়া করিলেন তখন তোমরা নিজেদের মাল সামলাইয়া রাখিতে লাগিয়া গিয়াছ। (অথচ মুসলমান হওয়ার পর তো আরো বেশী খরচ উচিত ছিল। কারণ, ইসলাম তো অন্যের উপর খরচ করার প্রতি উৎসাহ দেয়।) যাহা কিছু মানুষে খায় উহাতে আজর ও সওয়াব রহিয়াছে, (কাহারো বাগান হইতে) হিংস্রপ্রাণী ও পাখিরা যাহা খায় উহাতেও (বাগানের মালিকের জন্য) আজর ও সওয়াব রহিয়াছে। (এই ফযীলত শুনামাত্র) আনসারগণ (নিজ নিজ বাগানে) চলিয়া গেলেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাগানের দেয়ালে ত্রিশটি করিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। (যাহাতে প্রত্যেকেই আসিয়া ফল খাইতে পারে।) (30/05/2015)

নবী করীম (সাঃ)এর খোতবা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনায় আগমনের পর) সর্বপ্রথম খোতবা এইভাবে দিলেন,

তিনি মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পছন্দ করিয়াছেন। অতএব দানশীলতা ও উত্তম চরিত্রের দ্বারা ইসলামী যিন্দেগীকে উত্তম বানাও। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ, উহার শাখাসমূহ দুনিয়াতে ঝুকিয়া রহিয়াছে। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি দানশীল হইবে সে উহার একটি শাখাকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী হইবে। এমনিভাবে সে উহাকে ধারণ করিয়া থাকিবে, অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবেন। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, কৃপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ, উহার শাখাসমূহ দুনিয়াতে ঝুকিয়া রহিয়াছে। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি কৃপণ হইবে সে উহার একটি শাখাকে ধারণ করিয়া থাকিবে, অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার বলিলেন, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দানশীলতা অবলম্বন কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দানশীলতা অবলম্বন কর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের মাল খরচের আগ্রহ

হযররত ওমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহাকে কিছু দান করার আবেদন করিল। তিনি বলিলেন, এখন আমার নিকট তোমাকে দেওয়ার মত কিছু নাই, তবে তুমি আমার পক্ষ হইতে কোন জিনিস বাকীতে খরিদ করিয়া লও, পরে যখন আমার নিকট কিছু আসিবে তখন আমি উহা পরিশোধ করিয়া দিব। হযরত ওমর (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে পূর্বে দান করিয়াছেন। (আবার তাহার ধারকর্জের টাকা কেন নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিতেছেন।) আল্লাহ তাআলা আপনাকে

নিজ সামর্থ্যের বাহিরে কোন কিছু করার হুকুম প্রদান করেন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর এই কথা পছন্দ করিলেন না। একজন আনসারী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি খরচ করুন, আরশের মালিকের পক্ষ হইতে কম হওয়ার ভয় করিবেন না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন এবং তাহার চেহারা মোবারকের উপর হাসির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে ইহারই আদেশ করা হইয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীস

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া কিছু চাহিল। তিনি তাহাকে দান করিলেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট চাহিল। তিনি (কিছু না থাকার কারণে) তাহার সহিত (পরে দেওয়ার) ওয়াদা করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক আপনার নিকট চাহিল আর আপনি তাহাকে দান করিলেন। তারপর অমুক চাহিল, আর আপনি তাহাকেও দিলেন। তারপর অমুক চাহিল আর (আপনার নিকট দেওয়ার মত কিছু না থাকা সত্ত্বেও) আপনি তাহাকে দেওয়ার ওয়াদা করিলেন। তারপর অমুক আসিয়া চাহিল, আর আপনি তাহাকেও দেওয়ার ওয়াদা করিলেন! (অর্থাৎ আপনার নিকট থাকে তো দান করুন, কিন্তু যখন না থাকে তখন আগামীর জন্য ওয়াদা করার কি প্রয়োজন? অপারগতা প্রকাশ করিলেই হয়।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাহার এই কথাকে অপছন্দ করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা ছাহমী (রাঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি খরচ করুন, আরশের মালিকের পক্ষ হইতে কম হওয়ার ভয় করিবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে ইহারই আদেশ করা হইয়াছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তাহার নিকট খেজুরের কয়েকটি স্তূপ রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল! এইগুলি কি? হযরত বেলাল (রাঃ) আরয করিলেন, আপনার মেহমানদের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কি এই ভয় নাই যে, দোযখের আগুনের ধোঁয়া তোমাকে স্পর্শ করিবে? হে বেলাল! খরচ কর এবং আরশের মালিকের পক্ষ হইতে কম হওয়ার ভয় করিও না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার খাদেমার ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ তিনটি পাখী হাদিয়া দিল। তিনি একটি পাখী তাহার খাদেমাকে দিলেন। পরদিন খাদেমা সেই পাখীটি লইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। তিনি (পাখীটি দেখিয়া) বলিলেন, আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই যে, আগামীকালের জন্য কিছু রাখিও না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক আগামীদিনের রুযী পৌঁছাইয়া দিবেন। (সুতরাং আজ যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণই খরচ করিয়া ফেল। আগামীর জন্য যদিও জমা করিয়া রাখা জায়েয আছে, তবুও যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ খরচ করিয়া আগামীর জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করা অতি উচ্চ পর্যায়ের বিষয়।)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদেরকে বলিলেন, আমাদের নিকট এই মাল হইতে কিছু বাঁচিয়া গিয়াছে। তোমাদের কি রায়, আমি উহা কোথায় খরচ করিব? লোকেরা বলিল,

আমীরুল মুমিনীন! আপনি সর্বদা আমাদের সর্বসাধারণের কাজে ব্যস্ত থাকেন, যেই কারণে নিজের পরিবার পরিজনের দেখাশুনা ও নিজের কাজকর্ম ও ব্যবসা করার সুযোগ পান না, অতএব এই মাল আপনিই গ্রহণ করুন। হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি কি বল? আমি বলিলাম, লোকেরা তো আপনাকে পরামর্শ দিয়াছে। তিনি বলিলেন, না, তুমি নিজের অন্তরের কথা বল। আমি বলিলাম, আপনি নিজের একীনকে কেন ধারণায় পরিবর্তন করিতেছেন? (অর্থাৎ এই মাল যে আপনার নহে তাহা ভালভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন ধারণা করিতেছেন যে, এই মাল আপনার হইতে পারে এবং লোকদের নিকট পরামর্শ চাহিতেছেন?) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ উহার সপক্ষে তোমাকে দলীল বা প্রমাণ পেশ করিতে হইবে। আমি বলিলাম, অবশ্যই আল্লাহর কসম, আমি উহার প্রমাণ পেশ করিব। আপনার কি স্মরণ আছে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যাকাতের মাল উসূল করার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। আপনি যখন হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর নিকট যাকাত উসূল করিতে গেলেন তখন তিনি আপনার নিকট যাকাত প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। এই কারণে আপনাদের উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। তারপর আপনি আমাকে বলিলেন, আমার সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে চল, আমরা তাঁহাকে হযরত আব্বাস (রাঃ) যাহা করিয়াছেন তাহা জানাইব। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া তাহাকে অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন পুনরায় তাহার নিকট হাজির হইয়া তাহাকে অত্যন্ত প্রসন্নমনা দেখিলাম। আপনি তাঁহাকে হযরত আব্বাস (রাঃ)এর আচরণ সম্পর্কে বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বলিলেন, তোমার কি জানা নাই যে, মানুষের চাচা তাহার পিতা সমতুল্য হইয়া থাকে? অতঃপর আমরা তাহাকে বলিলাম, আমরা প্রথম দিন

আপনার খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলাম আপনার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন রহিয়াছে, কিন্তু পরদিন আসিয়া দেখিলাম, আপনি হাসিখুশি আছেন। তিনি বলিলেন, প্রথম দিন তোমরা যখন আমার নিকট আসিয়াছিলে তখন আমার নিকট সদকার দুইটি দীনার অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল। এই কারণে তোমরা আমার মন খারাপ দেখিয়াছ। পরবর্তী দিন যখন তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমি সেই দীনার যথাস্থানে ব্যয় করিয়া দিয়াছি। এই কারণে আমাকে হাসিখুশী দেখিয়াছ।

হযরত ওমর (রাঃ) (হযরত আলী (রাঃ)কে) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আল্লাহর কসম, তুমি প্রথম আমাকে যে কথা বলিয়াছ এবং পরবর্তী যে ঘটনা শুনাইয়াছ উহার জন্য আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করিতেছি।

মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট কিছু মাল আসিল। তিনি উহা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করার পর কিছু অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তিনি এই ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি যদি উহা ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজনের জন্য জমা করিয়া রাখেন তবে ভাল হয়। হযরত আলী (রাঃ) নিশ্চুপ ছিলেন। কিছুই বলেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল হাসান! কি হইল, আপনি কিছু বলিতেছেন না? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, লোকেরা তো নিজেদের রায় বলিয়া দিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, আপনাকেও বলিতে হইবে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা (কোরআন শরীফে) মাল খরচের স্থানসমূহ বলিয়া দিয়াছেন এবং) এই মাল বন্টন করিয়া অবসর হইয়া গিয়াছেন। (অতএব এই অবশিষ্ট মাল ও আপনাকে নির্দেশিত স্থানে খরচ করিতে হইবে।) অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন

যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহরাইন হইতে কিছু মাল আসিয়াছিল। তিনি সেই মাল বন্টন করিয়া শেষ করার পূর্বেই রাত হইয়া গেল। (সুতরাং তিনি সেই রাত্র মসজিদেই কাটাইলেন এবং) সারাদিন মসজিদে থাকিয়াই নামায পড়াইলেন। (অর্থাৎ সারাদিন মসজিদে বসিয়া সেই মাল বন্টন করিতে থাকিলেন, ঘরে গেলেন না।) যতক্ষণ না তিনি সেই মাল বন্টন করিয়া শেষ করিয়াছেন ততক্ষণ আমি তাহার চেহারা মোবারকে চিন্তা ও পেরেশানীর ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন,—তবে তো এই অবশিষ্ট মাল আপনাকেই বন্টন করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) উহা বন্টন করিয়া দিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, আমি সেই মাল হইতে আটশত দেরহাম পাইয়াছি।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর হাদীস

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। তাঁহার চেহারা অত্যন্ত মলিন ছিল। আমার মনে ভয় হইল যে, তাহার কোন ব্যথাবেদনা হইয়াছে কিনা। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হইয়াছে? আপনার চেহারা মলিন কেন? তিনি বলিলেন, গতকল্য যে সাতটি দীনার আমার নিকট আসিয়াছিল উহার কারণে। আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে এখনও উহা বিছানার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, সাতটি দীনার যাহা আমার নিকট আসিয়াছিল এখন পর্যন্ত উহা কাহাকেও দিতে পারি নাই।

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাতটি দীনার ছিল যাহা তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি অত্যাধিক অসুস্থ

হইয়া পড়িলেন তখন বলিলেন, হে আয়েশা! সেই স্বর্ণগুলি আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও। এই বলিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে লইয়া এমন ব্যস্ত হইয়া রহিলেন যে, সেই দীনার পাঠাইবার সুযোগ পাইলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা কয়েকবার বলিলেন এবং প্রতিবারই তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িতেন আর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। (এবং দীনারগুলি পাঠাইবার সুযোগ পাইতেন না)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনারগুলি নিজে হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন এবং তিনি উহা সদকা করিয়া দিলেন।

সোমবার দিবাগত রাত্রের সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের চেরাগ প্রতিবেশী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) স্ত্রীদের মধ্য হইতে একজনের নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, আমাদের এই চেরাগে তোমার ঘিয়ের ডিব্বা হইতে একটু ঘি ঢালিয়া দাও। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুযন্ত্রণায় আক্রান্ত হইয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় আমাকে সেই স্বর্ণগুলি সদকা করিয়া দিতে আদেশ করিলেন যাহা আমার নিকট রক্ষিত ছিল। (কিন্তু আমি তাঁহার খেদমতে মশগুল থাকার দরুন উহা সদকা করিতে পারি নাই।) তারপর তাঁহার যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেই স্বর্ণ কি করিয়াছ? আমি বলিলাম, আপনার অসুস্থতার কারণে আপনার খেদমতে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহা লইয়া আস। সুতরাং হযরত আয়েশা (রাঃ) সাত অথবা নয়টি দীনার লইয়া আসিলেন। বর্ণনাকারী আবু হাযেম (রহঃ) সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) দীনারগুলি লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি এই দীনারগুলি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট থাকা অবস্থায় আল্লাহর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যু) হইত তবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি মনে করিত? (অর্থাৎ তাঁহাকে অনেক লজ্জিত হইতে হইত) যদি এই দীনারগুলি থাকা অবস্থায় আল্লাহর সহিত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাক্ষাৎ হইত তবে আল্লাহর উপর তাঁহার ভরসা অবশিষ্ট থাকিত না।

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার হাত ধরিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে বলিলেন, হে আবু যার! আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আমার নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে আর আমি উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই, অতঃপর মৃত্যুর সময় উহা হইতে আমার নিকট এক কীরাত (অর্থাৎ এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ) পরিমাণও অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। আমি বলিলাম, আপনি কি (কীরাত বলিতেছেন, না) কেনতার (অর্থাৎ চার হাজার দীনার) বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, হে আবু যার! আমি কমের দিকে যাইতেছি, আর তুমি বেশীর দিকে যাইতে চাহিতেছ, আমি আখেরাত চাহিতেছি, আর তুমি দুনিয়া চাহিতেছ। কীরাত। (অর্থাৎ কেন্‌তার নহে, বরং কীরাত।) এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন।

হযরত আবু যার (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু যার (রাঃ) হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর নিকট আসিলেন (এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন।) হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত আবু

যার (রাঃ)এর হাতে একটি লাঠি ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে কা'ব! হযরত আবদুর রহমান (ইবনে আওফ) (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং তিনি অনেক মাল সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। এই মালসম্পদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? হযরত কা'ব (রহঃ) বলিলেন, যদি তিনি এই মাল হইতে আল্লাহর হক অর্থাৎ যাকাত আদায় করিয়া থাকেন তবে তাহার জন্য কোন অসুবিধা নাই। ইহা শুনামাত্র হযরত আবু যার (রাঃ) নিজের লাঠি উঠাইয়া হযরত কা'ব (রহঃ)কে মারিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, এই পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ লাভ করি আর উহা খরচ করিয়া দেই, আর এই খরচ আল্লাহর নিকট কবুলও হইয়া যায়, অতঃপর উহা হইতে ছয় উকিয়া অর্থাৎ দুইশত চল্লিশ দেরহাম আমার (মৃত্যুর) পরে রাখিয়া যাই। তারপর তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া তিনবার বলিলেন, আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই হাদীস শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, শুনিয়াছি।

গাযওয়ান ইবনে আবি হাতেম (রহঃ) হইতেও এইরূপ দীর্ঘ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত কা'ব (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু ইসহাক! যে মালের যাকাত আদায় করা হইয়া থাকে উহা খরচ না করিয়া রাখিয়া দেওয়ার কারণে মালিকের উপর কোন হকের দাবী বা শাস্তির আশঙ্কা রহিয়াছে কি? হযরত কা'ব (রহঃ) বলিলেন, না। হযরত আবু যার (রাঃ)এর নিকট একটি লাঠি ছিল। তিনি উঠিয়া সেই লাঠি হযরত কা'ব (রহঃ)এর উভয় কানের মাঝে মাথার উপর মারিয়া বলিলেন, হে ইহুদী মহিলার বেটা, তুমি মনে করিতেছ, যাকাত আদায়ের পর তাহার মালের মধ্যে আর কাহারো হক বাকী রহে নাই? অথচ আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

—৪

অর্থাৎ, আর তাহাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত।

অন্য জায়গায় এরশাদ করিতেছেন—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّاَسِيرًا

অর্থাৎ, আর তাহারা আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বতে গরীব ও এতীম ও কয়েদীকে খাবার দান করে।

অপর এক জায়গায় এরশাদ করিতেছেন—

وَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

অর্থাৎ, এবং যাহাদের ধনসম্পদে সওয়ালকারী ও বঞ্চিতের জন্য নির্ধারিত হক রহিয়াছে।

হযরত আবু যার (রাঃ) এরূপ কোরআনের আয়াতসমূহ উল্লেখ করিতে লাগিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে (আল্লাহর রাস্তায়) সদকা করার হুকুম দিলেন। সেদিন আমার নিকট যথেষ্ট পরিমাণে মাল ছিল। আমি মনে মনে বলিলাম, যদি আমি (নেক কাজে) হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে কোনদিন অগ্রগামী হইতে পারি তবে আজকের দিনেই পারিব। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আনিয়া পেশ করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজ পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, তাহাদের জন্যও কিছু রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, যেই পরিমাণ আনিয়াছি সেই পরিমাণ তাহাদের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট (ঘরে) যাহা ছিল তিনি সবই

লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর! তুমি নিজ পরিবারের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (এর সন্তুষ্টি)কে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহার এই উত্তর শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, আমি কখনও কোন ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে অগ্রগামী হইতে পারিব না।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিল, হে ধনবানগণ, সমস্ত নেকী তো তোমরাই লইয়া গেলে। তোমরা সদকা কর, গোলাম আযাদ কর, হজ্জ কর এবং আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ কর। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আর তোমরা আমাদেরকে ঈর্ষা কর। সে বলিল, অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে (এইজন্য) ঈর্ষা করি। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, অভাবগ্রস্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তির এক দেরহাম খরচ করা আমাদের ন্যায় ধনীদের দশহাজার খরচ করা অপেক্ষা উত্তম। তোমাদের অভাব-অনটনের ভিতর দিয়া সামান্য আমাদের অধিক হইতে উত্তম। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আয়েশা (রহঃ) বলেন, একজন সওয়ালকারী আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। হযরত আলী (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) অথবা হযরত হুসাইন (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার মায়ের নিকট যাইয়া বল, আমি তোমার নিকট যে ছয় দেরহাম রাখিয়াছিলাম উহা হইতে একটি দেরহাম দিয়া দাও। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আম্মাজান বলিতেছেন, সেই ছয় দেরহাম তো আপনি আটার জন্য (খরিদ করার) রাখিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কোন বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত

হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট যাহা রহিয়াছে উহা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে উহার উপর তাহার অধিক আস্থা না হইবে। তোমার মাকে বল, ছয় দেরহাম (সবটাই) যেন পাঠাইয়া দেয়। তিনি ছয় দেরহাম হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) সেই সওয়ালকারীকে উহা দিয়া দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী (রাঃ) নিজ স্থানেই বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি উট লইয়া তাহার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উট কত দামে বিক্রয় করিবে? সে বলিল, একশত চল্লিশ দেরহামে বিক্রয় করিব। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, উহাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও। দাম কিছুদিন পরে দিব। লোকটি উট বাঁধিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, উটটি কার? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার। লোকটি বলিল, বিক্রয় করিবে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কত দাম? তিনি বলিলেন, দুইশত দেরহাম। লোকটি 'আমি খরিদ করিলাম' বলিয়া উট ধরিয়া দুইশত দেরহাম দিয়া দিল। হযরত আলী (রাঃ) পূর্বোক্ত ব্যক্তি যে বাকীতে বিক্রয় করিয়াছিল তাহাকে একশত চল্লিশ দেরহাম দিয়া দিলেন এবং ষাট দেরহাম লইয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, ইহা কি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার সেই ওয়াদা যাহা তিনি আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে আমাদের সহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি নেককাজ করিবে সে উহার দশগুণ পাইবে। (কান্‌য)

এক ব্যক্তির সদকা প্রদানের ঘটনা

হযরত উবাই (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠাইলেন। আমি এক ব্যক্তির নিকট গেলাম। সে যখন তাহার সমস্ত পশু জমা করিল তখন

আমি (হিসাব করিয়া) দেখিলাম, এই সমস্ত জানোয়ারের মধ্যে তাহার উপর একটি এক বৎসরের উটনী ওয়াজিব হয়। সুতরাং আমি বলিলাম, এক বৎসরের একটি উটনী প্রদান কর। কেননা এই পরিমাণই তোমার যাকাত। সে বলিল, এই কম বয়সের উটনী না দুধ দিতে পারিবে, আর না আরোহণের কাজে আসিবে। বরং এই উটনীটি জোয়ান বয়সের এবং মোটাতাজাও আছে, ইহা লইয়া যাও। আমি বলিলাম, আমাকে যে জানোয়ার লওয়ার হুকুম করা হয় নাই আমি উহা লইতে পারি না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকটেই আছেন। যদি ভাল মনে কর তবে তুমি যাহা আমাকে দিতে চাহিতেছ তাহা নিজেই তাঁহার খেদমতে পেশ করিতে পার। তিনি যদি গ্রহণ করেন তবে আমিও গ্রহণ করিয়া লইব। আর যদি তিনি গ্রহণ না করেন তবে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। সে বলিল, আমি তাহাই করিব। অতএব সে আমার সহিত চলিল এবং সেই উটনীটিও সঙ্গে লইল যাহা আমাকে দিতে চাহিয়াছিল।

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছার পর সে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমার জানোয়ারের যাকাত উসুল করার জন্য আপনার প্রেরিত ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়াছিল। আর আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে কখনও (আমার জানোয়ারের যাকাত লওয়ার জন্য) না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন, আর না তাহার পক্ষ হইতে কেহ আসিয়াছে। সুতরাং আপনার প্রেরিত ব্যক্তির সামনে আমি আমার সমস্ত জানোয়ার একত্রিত করিয়া দিয়াছি। আপনার প্রেরিত ব্যক্তি বলিল, আমার উপর মাত্র এক বৎসরের একটি উটনী ওয়াজিব হইয়াছে। যাহা না দুধ দিবে আর না আরোহণের কাজে আসিবে। এইজন্য আমি আপনার প্রেরিত ব্যক্তির সামনে একটি জোয়ান ও মোটাতাজা উটনী পেশ করিয়াছি যে, ইহা লইয়া লও। কিন্তু সে উহা লইতে অস্বীকার করিয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সেই উটনী, আমি আপনার খেদমতে লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার উপর ওয়াজিব তো এক বৎসরের উটনীই। তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় উহা হইতে উত্তমটা দিতে চাও, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উহার উত্তম বদলা দান করিবেন। আমরা উহাকে কবুল করিতেছি। সেই ব্যক্তি (আনন্দের সহিত) পুনরায় বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সেই উটনী, আমি উহাকে আপনার খেদমতে লইয়া আসিয়াছি। আপনি উহাকে গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা গ্রহণ করার হুকুম দিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির জন্য তাহার জানোয়ারে বরকতের দোয়া করিলেন।

(কান্য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আসমা (রাঃ)এর দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আসমা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক দানশীলা কোন মহিলা দেখি নাই। অবশ্য তাঁহাদের উভয়ের দানের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) অল্প অল্প করিয়া জমা করিতেন। যখন যথেষ্ট পরিমাণ জমা হইয়া যাইত তখন উহা বন্টন করিয়া দিতেন। আর হযরত আসমা (রাঃ) তো আগামী দিনের জন্য কিছুই রাখিতেন না। (অর্থাৎ যাহাই আসিত সঙ্গে সঙ্গে বন্টন করিয়া দিতেন।)

হযরত মুআয (রাঃ)এর দানশীলতা

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্ত সুশ্রী যুবক ছিলেন। নিজ কাওমের যুবকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন। তিনি কোন জিনিস জমা করিয়া রাখিতেন না। তিনি কর্জ করিয়া (অন্যদের জন্য) খরচ করিতেন। এমনকি (একবার) তাহার সমস্ত মালপত্র দেনার দায়ে পরিবেষ্টিত হইয়া গেল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন যে, পাওনাদারদেরকে আমার কর্জ মাফ করিয়া দেওয়ার জন্য সুপারিশ করুন। (তিনি সুপারিশ করিলেন) কিন্তু পাওনাদারগণ মাফ করিতে অস্বীকার করিল। যদি তাহারা কাহারো সুপারিশে কাহারো কর্জ মাফ করার হইত তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সুপারিশের) কারণে অবশ্যই করিত।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কর্জ আদায়ের জন্য তাহার সমস্ত মালপত্র বিক্রয় করিয়া দিলেন। হযরত মুআয (রাঃ) (সেখান হইতে) এমন অবস্থায় উঠিলেন যে, তাহার নিকট আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। মক্কা বিজয়ের বৎসর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই ক্ষতি পূরণের জন্য তাহাকে ইয়ামানের এক অংশের গভর্নর বানাইয়া পাঠাইলেন। তিনি সেখানে গভর্নর হিসাবে থাকিতে লাগিলেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর মাল অর্থাৎ যাকাতের মাল দ্বারা ব্যবসা করিয়াছেন। তিনি ইয়ামানে থাকিয়া ব্যবসা করিতে থাকিলেন। এইভাবে তাহার নিকট অনেক মাল জমা হইয়া গেল। ইতিমধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়া গেল।

অতঃপর যখন তিনি (মদীনায়) ফিরিয়া আসিলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট লোক পাঠাইয়া যেই পরিমাণ মাল দ্বারা তাহার কালাতিপাত হইতে পারে তাহা রাখিয়া বাকী সমস্ত মাল তাহার নিকট হইতে লইয়া লউন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মালের ক্ষতিপূরণের জন্য তাহাকে ইয়ামান পাঠাইয়াছিলেন। অতএব আমি নিজে তাহার নিকট হইতে কিছু লইব না। সে যদি স্বেচ্ছায় দেয় তবে লইতে পারি। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা মানিলেন না তখন হযরত ওমর (রাঃ) নিজেই হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং উক্ত বিষয়ে

তাহার সহিত আলোচনা করিলেন। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে আমার মালের ক্ষতিপূরণের জন্যই পাঠাইয়াছিলেন। অতএব আমি আপনার কথা মানিতে পারিব না। (হযরত মুআয (রাঃ) যেহেতু যাকাতের মাল দ্বারা ব্যবসা করিয়াছিলেন সেহেতু মুনাফার সম্পূর্ণ মালের মালিক তিনি ছিলেন। অতএব তিনি মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ রাখিয়া আসল যাকাতের মাল ফেরত দিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু মুসলমানের সম্মিলিত যাকাতের মাল দ্বারা এই মুনাফা অর্জন করিয়াছেন সেহেতু সম্পূর্ণ মুনাফা নিজে না রাখেন বরং প্রয়োজন পরিমাণ রাখিয়া বাকী মুনাফার মাল বাইতুল মালে জমা করিয়া দেন। কারণ ইহাই উত্তম। কিছুদিন পর) হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত মুআয (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইলে হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার কথা মানিয়া লইলাম। আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন আমি সেরূপ করিতে প্রস্তুত আছি। কারণ, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি অনেক পানির ভিতর রহিয়াছি এবং ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিতেছি। আর হে ওমর! আপনি আমাকে উহা হইতে বাঁচাইয়াছেন।

অতঃপর হযরত মুআয (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন, (এবং কসম খাইয়া বলিলেন যে, তিনি উহা হইতে কান কিছু গোপন করেন নাই। এমনকি নিজের চাবুকটিও সামনে রাখিয়া দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকট হইতে এই মাল লইব না, বরং আমি তোমাকে এই সমস্ত মাল হাদিয়া স্বরূপ দিয়া দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এখন তুমি এই মাল লও, কেননা, তুমি যখন সমস্ত মাল বাইতুল মালে জমা করিয়া দিয়াছ, তখন এই মাল তোমার জন্য হালাল ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে। তারপর হযরত মুআয (রাঃ) সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। (কান্‌য)

ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে

আছে, তিনি বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) সুশ্রী যুবক ও অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। নিজ কাওমের যুবকদের মধ্যে অতি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। যে কেহ তাহার নিকট কিছু চাহিত তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উহা দান করিতেন। (যেহেতু কর্জ করিয়া অন্যকে দিতেন) এই কারণে তাহার কর্জ এই পরিমাণ হইয়া গেল যে, তাহার সমস্ত মালপত্র উহাতে পরিবেষ্টিত হইয়া গেল। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চেহারা ও উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। সর্বাপেক্ষা হাত খোলা (অর্থাৎ দানশীল) ছিলেন। এই দানশীলতার কারণে অনেক ঋণী হইয়া গিয়াছিলেন। (অধিক দান-খয়রাতের দরুন তাহার হাতে ঋণ পরিশোধ করার মত কিছুই ছিল না।) অবশেষে পাওনাদারগণ তাহার পিছনে লাগিলে তিনি কিছুদিন নিজের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। পাওনাদারগণ তাহাকে ধরিতে না পারিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্যের জন্য আসিয়া হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠাইয়া হযরত মুআয (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে পাওনাদারগণও তাহার সহিত উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার নিকট হইতে আমাদের হক উসূল করিয়া দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পাওনাদারদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, 'যে ব্যক্তি মুআযের ঋণ মাফ করিয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহম করুন।' এই দোয়া শুনিয়া কতিপয় পাওনাদার তাহাদের পাওনা মাফ করিয়া দিল, কিন্তু অন্যান্যরা মাফ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের পাওনা উসূল করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুআয! তাহাদের (ঋণ পরিশোধের) ব্যাপারে তুমি ধৈর্যধারণ কর।

(অর্থাৎ তোমার সমস্ত মালপত্রও যদি দিতে হয় তবে তাহাই কর এবং ধৈর্যধারণ কর।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সমস্ত মালপত্র লইয়া পাওনাদারদেরকে দিয়া দিলেন। পাওনাদাররা নিজেদের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া লইল। তাহারা প্রত্যেকে নিজের পাওনা হকের সাত ভাগের পাঁচ ভাগ করিয়া পাইল। পাওনাদাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, আমাদের বাকী পাওনা পরিশোধের জন্য তাহাকে (গোলাম হিসাবে) বিক্রয় করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইবার তাহাকে ছাড়িয়া দাও। তোমাদের (বাকী পাওনা আদায়ের ব্যাপারে) তাহার উপর আর কোন জোর খাটানো চলিবে না।

অতঃপর হযরত মুআয (রাঃ) বনু সালামার এলাকায় চলিয়া গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, হে আবু আব্দির রহমান, তুমি যেহেতু একেবারে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছ। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া কিছু চাহিয়া লও। তিনি বলিলেন, আমি তাহার নিকট কিছুই চাহিব না। হযরত মুআয (রাঃ) এইভাবে কিছুদিন কাটাইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাহাকে ডাকিয়া ইয়ামান পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা তোমার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন। হযরত মুআয (রাঃ) ইয়ামান চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই অবস্থান করিয়া রহিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়া গেল।

যেই বৎসর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে আমীরে হজ্জ বানাইয়া পাঠাইলেন সেই বৎসর হযরত মুআয (রাঃ)ও হজ্জে আসিলেন। জিলহজ্জের আট তারিখে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে গলাগলি করিলেন এবং একে অপরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। তারপর উভয়ে

মাটিতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই সময় হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট কতিপয় গোলাম দেখিতে পাইলেন। হাদীসের বাকী অংশ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর লোকেরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে খলীফা বানাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে আমীরুল হজ্জ বানাইয়া পাঠাইলে সেখানে মক্কায় তাহার সহিত হযরত মুআয (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহার সহিত অনেক গোলাম দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকগুলি কে? হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, 'এইগুলি ইয়ামানবাসীরা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়াছে আর এইগুলি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জন্য। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার ব্যাপারে আমার রায় এই যে, তুমি এই সমস্ত গোলামগুলিকে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট লইয়া যাও।

বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত মুআয (রাঃ)এর পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি আগুনে ঝাপ দিতে চাহিতেছে, আর আপনি আমার কোমর ধরিয়া রাখিয়াছেন। অতএব এখন আমার রায় এই যে, আমি আপনার রায়কে মানিয়া লই। সুতরাং তিনি উক্ত গোলামগুলিকে লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং বলিলেন, এই গোলামগুলি তো আমি হাদিয়া হিসাবে পাইয়াছি আর এইগুলি আপনার জন্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা তোমার হাদিয়া তোমার জন্য মঞ্জুর করিলাম। অতঃপর

হযরত মুআয (রাঃ) সেখান হইতে নামাযের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিলেন (এবং তিনি নামায পড়াইলেন)। তিনি দেখিলেন, তাহারা অর্থাৎ গোলামগণ সকলেই তাহার পিছনে নামায পড়িতেছে। হযরত মুআয (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার জন্য নামায পড়িতেছ? তাহারা বলিল, আল্লাহ তায়ালার জন্য। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, তবে তোমরা তাহার জন্য হইয়া গিয়াছ। এই বলিয়া তিনি তাহাদের সকলকে আযাদ করিয়া দিলেন। (হাকেম)

প্রিয় জিনিসকে খরচ করা

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক খাইবারের জমিন দান করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) খাইবারে কিছু জমিন লাভ করিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, আমি এমন একটি জমিন পাইয়াছি যাহা অপেক্ষা উত্তম মাল আমি আর কখনও পাই নাই। উহার ব্যাপারে আপনি আমাকে কি আদেশ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে আসল জমিন ওয়াকফ করিয়া উহার আমদানীকে সদকা করিতে পার। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) নিম্নবর্ণিত শর্তে উহার আমদানীকে সদকা করিলেন। শর্তাবলী এই যে, এই জমিন বিক্রয় করা যাইবে না বা কাহাকেও দান করা যাইবে না। আর না উত্তরাধিকার সূত্রে কেহ ইহার মালিক হইবে। ইহার আমদানী গরীব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে খরচ হইবে এবং গোলাম আযাদ করা, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও মেহমানদের জন্য খরচ করা হইবে। আর যে ব্যক্তি এই জমিনের মুতাওয়াল্লী বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে তাহার জন্য অনুমতি রহিল যে, সাধারণ নিয়মানুসারে সে নিজে বা নিজ

বন্ধু-বান্ধবদিগকে খাওয়াইতে পারিবে, তবে উহার আমদানী হইতে নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখার অনুমতি নাই।

পছন্দনীয় জিনিস খরচ করিয়া দেওয়া

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, তিনি যেন (খোরাসানের পথে অবস্থিত) জালুলা নামক শহরের কয়েদীদের মধ্য হইতে একটি বাঁদী খরিদ করেন। (হযরত আবু মূসা (রাঃ) একটি বাঁদী খরিদ করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত বাঁদীকে অত্যন্ত পছন্দ করিলেন) তিনি উক্ত বাঁদীকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন—

'তোমরা কখনও পূর্ণ সওয়াব লাভ করিবে না, যতক্ষণ না নিজেদের প্রিয় বস্তুকে খরচ করিবে।'

অতঃপর তিনি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর বাঁদী আযাদ করা

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর একটি বাঁদী ছিল। (বাঁদীর আদব-আখলাক ও তাহার রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া) যখন তিনি অত্যন্ত মোহিত হইলেন তখন তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়া নিজের গোলামের সহিত বিবাহ দিয়া দিলেন। গোলামের ঘরে তাহার একটি ছেলে হইল। নাফে' (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি সেই শিশুসন্তানকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেন আর বলিতেন, আহ! এই সন্তান হইতে অমুকের কতই না প্রিয় ঘ্রাণ অনুভূত হইতেছে। অর্থাৎ তাহার সেই আযাদ করা বাঁদীর ঘ্রাণ অনুভূত হইতেছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর অপর একটি ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার আমার

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۔

এই আয়াত স্মরণ হইল। তখন আমি আল্লাহ তায়ালা আমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, মারজানা নামক রুমী বাঁদীই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। অতএব আমি বলিলাম, মারজানা আল্লাহর জন্য আযাদ। (আযাদ করার পরও যেহেতু তাহার প্রতি আন্তরিক মহব্বত রহিয়াছে, সেহেতু বলিতেছি যে, আল্লাহর জন্য আযাদ করিয়া দিয়া তাহাকে আবার বিবাহ করিয়া লওয়া) যদি আল্লাহর জন্য দেওয়া জিনিস ফেরত লওয়ার অর্থে না হইত তবে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইতাম।

হাকেম হইতে অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, অতঃপর তিনি হযরত নাফে' এর সহিত তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলেন। অতএব সে নাফে' এর সন্তানের মা হইয়া গেল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর খরচের বর্ণনা

হিলইয়া নামক গ্রন্থে আবু নুআঈম (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর অভ্যাস ছিল যে, তাহার নিজের মালসম্পদ হইতে যখনই কোন জিনিস বেশী পছন্দনীয় হইত তৎক্ষণাৎ তিনি উহা আল্লাহর নামে খরচ করিয়া দিয়া আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করিতেন। তাহার এই অভ্যাসের কথা তাহার গোলামরাও বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং কখনও তাহার গোলামদের মধ্য হইতে কেহ নেক কাজে নিজেকে অত্যন্ত সক্রিয় দেখাইত এবং সারাক্ষণ মসজিদে (বসিয়া এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন তাহার এরূপ ভাল অবস্থা পরিলক্ষণ করিতেন তখন তাহাকে আযাদ করিয়া দিতেন। তাঁহার সঙ্গীগণ বলিতেন, হে আবু আব্দির

রহমান! আল্লাহর কসম, (মসজিদ ও মসজিদে এবাদতের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্কই নাই,) ইহারা তো শুধু আপনাকে (ধোঁকা দেওয়ার জন্য এরূপ করিতেছে। (যেন তাহাদের এবাদত দেখিয়া আপনি খুশী হইয়া যান এবং আযাদ করিয়া দেন।) তিনি উত্তরে বলিতেন, যে ব্যক্তি আমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিয়া ধোঁকা দিবে আমরা আল্লাহর খাতিরে তাহার ধোঁকা খাইব।

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, আমি একদিন সন্ধ্যায় দেখিলাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একটি উৎকৃষ্ট উটের উপর সওয়ার হইয়া যাইতেছেন, যাহা তিনি অনেক বেশী দামে খরিদ করিয়াছিলেন। চলিতে চলিতে তাহার নিকট উহার চলনভঙ্গি অত্যন্ত পছন্দ হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি উট বসাইলেন এবং উহা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, হে নাফে'! ইহার লাগাম খুলিয়া হাওদা নামাইয়া লও এবং ঝুল পরাইয়া কুঁজের এক পার্শ্বে জখম করিয়া দাও। (সে যুগে কোরবানীর জানোয়ারের চিহ্ন হিসাবে উটের কুঁজে জখম করিয়া দেওয়া হইত) তারপর উহাকে কোরবানীর জানোয়ারের মধ্যে শামিল করিয়া দাও।

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজ উটনীতে সওয়ার হইয়া কোথাও যাইতেছিলেন। উটনীটি তাহার খুবই পছন্দ হইল। তৎক্ষণাৎ আখ্ আখ্ শব্দ করিয়া উটনীকে বসাইলেন এবং বলিলেন, হে নাফে'! ইহার উপর হইতে হাওদা নামাইয়া ফেল। হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, আমি মনে করিলাম, তাহার হয়ত কোন প্রয়োজন দেখা দিয়াছে অথবা উটনীর ব্যাপারে তাহার কোন সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমি উহার উপর হইতে হাওদা নামাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, দেখ, ইহার উপর যে সামানাপত্র রহিয়াছে উহা দ্বারা অন্য একটি উটনী খরিদ করা যায় কিনা? (অর্থাৎ এই উটনী যেহেতু পছন্দনীয় হইয়াছে সেহেতু ইহাকে তো আল্লাহর নামে কোরবানী দিতে হইবে। আর সফরের জন্য ইহার সামানাপত্র বিক্রয় করিয়া অপর একটি উটনী খরিদ করিয়া

লও।) আমি বলিলাম, আমি আপনাকে কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য দ্বারা অপর একটি উটনী খরিদ করিতে পারেন। অতএব তিনি নিজের সেই উটনীকে (কোরবানীর চিহ্ন হিসাবে) ঝুল পরাইয়া দিলেন এবং উহার গলায় জুতার মালা লটকাইয়া দিলেন। তারপর উহা কোরবানীর জানোয়ারের মধ্যে শামিল করিয়া দিলেন। এইভাবে যখনই কোন জিনিস তাহার পছন্দনীয় হইয়া উঠিত তখনই উহাকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া দিতেন। (অর্থাৎ আল্লাহর নামে খরচ করিয়া দিতেন যাহাতে কাল–কেয়ামতে কাজে আসে।)

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সর্বদা এই অভ্যাস ছিল যে, যখনই তাহার নিজস্ব সম্পদ হইতে কোন জিনিস পছন্দ হইত তৎক্ষণাৎ উহা আল্লাহর নামে খরচ করিয়া দিতেন এবং মালিকানা অধিকার হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া ফেলিতেন। কোন কোন সময় একই মজলিসে ত্রিশ হাজার আল্লাহর জন্য সদকা করিয়া দিতেন। হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, ইবনে আমের তাহাকে দুইবার ত্রিশ হাজার করিয়া দিলেন। তিনি (আমাকে) বলিলেন, হে নাফে'! আমার ভয় হয় যে, ইবনে আমেরের দেরহাম আমাকে ফেৎনায় না লিপ্ত করিয়া দেয়, যাও তুমি আযাদ। সফর ও রমজান শরীফ ব্যতীত কখনও পূর্ণ মাস একাধারে গোশত খাইতেন না। কখনও পূর্ণ মাস অতিবাহিত হইয়া যাইত কিন্তু এক টুকরা গোশতও মুখে দিতেন না।

সাঈদ ইবনে আবি হেলাল (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জুহফা নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। বলিলেন, আমার মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে। তাহার সঙ্গীগণ অনেক তালাশ করিয়া একটিমাত্র মাছ পাইলেন। তাহার স্ত্রী সফিয়্যাহ বিনতে আবি ওবায়েদ উহা লইয়া রান্না করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন। এমন সময় তাহার নিকট একজন মিসকীন আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি এই মাছটি লইয়া যাও। তাহার স্ত্রী বলিলেন,

সুবহানাল্লাহ! আমরা অনেক কষ্ট করিয়া বিশেষভাবে আপনার জন্য এই মাছ রান্না করিয়াছি। (অতএব এই মাছ আপনি নিজে খান।) আমাদের নিকট সফরের অন্যান্য সামানপত্র রহিয়াছে। আমরা সেখান হইতে এই মিসকীনকে দিয়া দিব। তিনি (নিজের নাম উল্লেখ করিয়া) বলিলেন, আবদুল্লাহর নিকট এই মাছ খুবই পছন্দ হইতেছে। (এইজন্য মিসকীনকে তো এই মাছটিই দিতে হইবে।)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাহার স্ত্রী বলিলেন, আমরা তাহাকে একটি দেরহাম দিয়া দিব যাহা এই মাছ অপেক্ষা তাহার বেশী কাজে আসিবে। মাছটি আপনি খান এবং আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ করুন। তিনি বলিলেন, আমার মনের ইচ্ছা ইহাই যাহা আমি বলিতেছি।

হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর সদকা করার ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনা মুনাওয়ারাতে আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক খেজুরের বাগান হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর ছিল। এই সমস্ত বাগানের মধ্যে বাইরুহা নামক বাগান তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কারণ উহা মসজিদে নববীর নিকটে ছিল এবং উহার পানিও অত্যন্ত উত্তম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় সেই বাগানে যাইতেন এবং উহার পানি পান করিতেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যখন

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ 'তোমরা পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিসকে খরচ করিবে।' এই আয়াত নাযিল হইল তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিস

খরচ না করিবে ততক্ষণ তোমরা পরিপূর্ণ কল্যাণ হাসিল করিতে পারিবে না। আমার সমস্ত সম্পদের মধ্যে বর্হিরুহা নামক বাগান আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আমি উহা আল্লাহর ওয়াস্তে সদকা করিতেছি এবং আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার নেকী ও কেয়ামতের দিন সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে পাইব বলিয়া আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উহাকে যেখানে ভাল মনে করেন খরচ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বাহ্ বাহ্! ইহা বড় লাভজনক সম্পদ, ইহা বড় লাভজনক সম্পদ।

বোখারী গ্রন্থে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমার কথা শুনিয়াছি, তবে আমার রায় এই যে, তুমি উহাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। হযরত আবু তালহা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাই করিব। সুতরাং হযরত আবু তালহা (রাঃ) সেই বাগান নিজের আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর ঘোড়া সদকা করা

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) বলেন, যখন

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

নাযিল হইল তখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) নিজের একটি ঘোড়া লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। উহার নাম শিবলাহ ছিল। তাহার সমুদয় মালের মধ্যে এই ঘোড়া তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি আরজ করিলেন, এই ঘোড়া আল্লাহর নামে সদকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার ছেলে হযরত উসামা

ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে আরোহণের জন্য দান করিলেন। (হযরত যায়েদ (রাঃ) ইহা পছন্দ করিলেন না যে, তাহারই সদকা করা জিনিস তাহার ছেলে পাইয়া যায়, কারণ ইহাতে সদকা করা জিনিস নিজের ঘরেই রহিয়া গেল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ (রাঃ)এর চেহারায় এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এই সদকা কবুল করিয়াছেন। (অতএব ঘোড়া যেই পাক ইহাতে তোমার সওয়াব কম হইবে না।)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক ধনসম্পদের মধ্যে অংশীদার তিনজন। এক—তকদীর, যে তোমার ধনসম্পদ হইতে ধ্বংস ও গবাদীপশুর মৃত্যুর মাধ্যমে নিজের অংশ লইয়া যায় এবং তোমাকে জিজ্ঞাসাও করে না যে, তোমার উত্তম প্রকারের মাল হইতে লইবে, না নিম্নপ্রকারের লইবে। দ্বিতীয় হইল—ওয়ারিশগণ, যাহারা এই অপেক্ষায় রহিয়াছে যে, তুমি কখন (কবরে) মাথা রাখিবে। (অর্থাৎ, তুমি কখন মরিবে আর তাহারা তোমার ধনসম্পদ লইয়া যাইবে।) তাহারা তোমার ধনসম্পদও লইয়া যাইবে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে তুমি নিন্দনীয়ও হইবে। তৃতীয় অংশীদার তুমি নিজে। অতএব তুমি এই চেষ্টা কর যেন অন্যান্য অংশীদার অপেক্ষা দুর্বল না হও। (অর্থাৎ তুমি আল্লাহর রাস্তায় অধিক পরিমাণে ধনসম্পদ খরচ করিয়া পূর্বোক্ত উভয় অংশীদার হইতে অগ্রগামী হও।) কারণ, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ .

মনোযোগ দিয়া শুন, আমার ধনসম্পদের মধ্য হইতে এই উটটি আমার নিকট অধিক প্রিয়। সেহেতু আমি ইহাকে নিজের জন্য অগ্রে (অর্থাৎ আখেরাতে) প্রেরণ করিতে চাহিয়াছি।

নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যের জন্য মাল খরচ করা

নবী করীম (সাঃ)এর ঘটনা

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি পাড়যুক্ত বুনা চাদর লইয়া আসিল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে পরিধান করাইবার জন্য এই চাদর আনিয়াছি। তিনি মহিলার নিকট হইতে চাদর গ্রহণ করিলেন এবং যেহেতু তাঁহার প্রয়োজনও ছিল, অতএব তিনি উহা পরিধান করিলেন। সাহাবাদের মধ্য হইতে একজন তাঁহার পরিধানে উক্ত চাদর দেখিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, খুবই সুন্দর চাদর! আপনি ইহা আমাকে পরিধানের জন্য দিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা! এই বলিয়া তিনি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও উহা তাহাকে দিয়া দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন তখন সাহাবা (রাঃ) উক্ত সাহাবীকে খুবই তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, তুমি ভালকাজ কর নাই, তুমি নিজেই দেখিতেছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজেরই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আর এই জন্যই তিনি উহা পরিধান করিয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও তুমি উহা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছ। তোমার তো জানা আছে যে, তাহার নিকট কেহ কোন জিনিস চাহিলে তিনি কখনও নিষেধ করেন না, বরং দিয়া দেন। উক্ত সাহাবী বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধান করার কারণে চাদরটি বরকতময় হইয়াছে, আমি উহার বরকত হাসিল করার জন্য চাহিয়া লইয়াছি। আমি উহাকে হেফাজত করিয়া রাখিব যাহাতে উহা আমার কাফনে ব্যবহার হইতে পারে।

হযরত সাহ্ল (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কালো পশমের এক জোড়া রেখাদার পশমী কাপড় বুনানো হইয়াছিল। উহার পাড় সাদা রাখা হইয়াছিল। তিনি উহা পরিধান করিয়া সাহাবাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং নিজের উরু মোবারকের উপর হাত মারিয়া বলিলেন, তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, কেমন সুন্দর কাপড়! একজন গ্রাম্য সাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, এই কাপড় জোড়া আপনি আমাকে দান করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, কেহ কোন জিনিস চাহিলে তিনি কখনও না বলিতেন না। অতএব তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তুমি লইয়া যাও এবং তাহাকে দিয়া দিলেন। আর তিনি নিজের পুরাতন দুইখানা কাপড় আনাইয়া পরিধান করিয়া লইলেন। তারপর তিনি ঐরকম দুইখানা কাপড় পুনরায় বুনাইবার জন্য বলিলেন। সেই কাপড় বুনানোর কাজ আরম্ভ হইয়াছিল এবং কাপড় তাঁতে চড়ানো ছিল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

হযরত আবু আকীল (রাঃ)এর খরচের ঘটনা

হযরত আবু আকীল (রাঃ) বলেন, তিনি দুই সা' (সাত সের) খেজুরের বিনিময়ে সারারাত্র কোমরে রশি বাঁধিয়া কুঁয়া হইতে পানি উঠাইলেন। অতঃপর এক সা' নিজ পরিবারের প্রয়োজনে তাহাদিগকে দিয়া এক সা' আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলেন এবং কিভাবে উপার্জন করিয়াছেন সেই ঘটনাও তাঁহাকে জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইগুলি সদকার মালের সহিত রাখিয়া দাও। মুনাফিকরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তির এক সা' খেজুরের আল্লাহ তায়ালার কি প্রয়োজন ছিল? সে তো নিজেই উহার মুখাপেক্ষী। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল

করিলেন—

اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ - الاية

অর্থ ঃ ঐ সমস্ত লোক যাহারা সেই সমস্ত মুমিনীনদের প্রতি বিদ্রূপ করে যাহারা মন খুলিয়া দান-খয়রাত করে এবং তাহাদের প্রতি যাহাদের শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ব্যতীত কোন সম্বল নাই। অতঃপর তাহাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের (মুনাফিকদের) প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

হযরত আবু সালামা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, আমি একটি জামাত পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তোমরা সদকা দান কর। ইহা শুনিয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট বর্তমানে চার হাজার দেরহাম রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে দুই হাজার আল্লাহ তায়ালাকে ধার দিতেছি (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য দিতেছি যাহা আল্লাহর নিকট হইতে আখেরাতে লইব) আর দুই হাজার নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে দিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুশী হইয়া) তাহাকে দোয়া দিলেন যে, তুমি যাহা দিয়াছ উহাতে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন এবং যাহা রাখিয়াছ উহাতেও বরকত দান করুন। অপর একজন আনসারী (মেহনত মজদুরী করিয়া) দুই সা' (সাত সের পরিমাণ) খেজুর জোগাড় করিলেন। তিনি খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (মেহনত মজদুরী করিয়া) দুই সা' খেজুর উপার্জন করিয়াছি। এক সা' আপন রবকে দিতেছি, আর অপর এক সা' আপন পরিবার-পরিজনের জন্য রাখিতেছি। তাহাদের উভয়ের ব্যাপারে মুনাফেকরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, আবদুর রহমান

ইবনে আওফের মত অধিক খরচকারী লোক তো শুধু লোক দেখানোর জন্য খরচ করিতেছে। আর এই (গরীব) ব্যক্তি যাহা খরচ করিতেছে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উহার কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর খরচের ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) যিনি স্বপ্নে (ফেরেশতাকে) আযান দিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই বাগান সদকা করিলাম এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে দান করিলাম। তাহার পিতামাতা ইহা জানিতে পারিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বাগানের আয় দ্বারাই আমাদের জীবিকা নির্বাহ হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বাগান তাহাদের উভয়কে দান করিয়া দিলেন। পিতামাতার ইন্তেকালের পর সেই বাগান পুনরায় তাহাদের ছেলে (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)) পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে পাইয়া গেলেন (এবং ওয়ারিস হিসাবে উহার মালিক হইয়া গেলেন)।

একজন আনসারীর খরচের ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন স্ত্রীর নিকট লোক পাঠাইলেন (যে, খাওয়ার কিছু থাকিলে যেন পাঠাইয়া দেন।) তিনি উত্তরে জানাইলেন যে, ঘরে খাওয়ার কিছুই নাই। সেই পাক যাতের কসম যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ

করিয়াছেন, আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তারপর তিনি একে একে অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তাহারা সকলে একই উত্তর দিলেন যে, ঘরে খাওয়ার কিছুই নাই, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছু নাই। অতঃপর তিনি (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, কে আছে আজ রাত্রে এই ব্যক্তির মেহমানদারী করিবে? আল্লাহ্ তায়ালা তাহার উপর রহম করুন। একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি। সুতরাং উক্ত সাহাবী সেই ব্যক্তিকে নিজ ঘরে লইয়া গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কিছু আছে কি? স্ত্রী বলিল, তেমন কিছু নাই, তবে শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার আছে। আনসারী বলিলেন, তাহাদিগকে কোন জিনিস দিয়া ভুলাইয়া রাখ, যখন তাহারা খাবার চাহিবে তখন তাহাদেরকে ঘুম পাড়াইয়া দিও। আর যখন আমাদের মেহমান ভিতরে আসিবে তখন বাতি নিভাইয়া দিও এবং তাহার সম্মুখে এরূপ ভান করিও, যেন আমরাও খাইতেছি।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, যখন মেহমান খাইতে আরম্ভ করিবে তখন উঠিয়া বাতি (ঠিক করার ভান করিয়া উহা) নিভাইয়া দিও। অতএব যখন তাহারা খাইতে বসিলেন তখন শুধু মেহমানই খাইলেন, আর তাহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উপবাস রাত কাটাইলেন। পরদিন সকালে যখন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা উভয়ে আজ রাত্রে মেহমানের সহিত যে আচরণ করিয়াছ তাহা আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থ ঃ এবং তাহারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তাহারা ক্ষুধার্তই থাকে।

সাত ঘরের ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একটি বকরীর মাথা সাত ঘরে ঘুরিতে থাকিল। প্রত্যেকেই অপরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিতেছিলেন। অথচ তাহাদের প্রত্যেকেরই সেই বকরীর মাথার প্রয়োজন ছিল। অবশেষে সাত ঘর ঘুরিয়া বকরীর মাথা সেই প্রথম ঘরে ফিরিয়া আসিল যেখান হইতে প্রথম অপর ঘরে গিয়াছিল। (কান্‌য)

আল্লাহ তায়ালাকে করজদানকারী

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ রহিয়াছে। আমার দেয়াল ঠিক করার জন্য উহার প্রয়োজন। আপনি তাহাকে গাছটি আমাকে দিয়া দেওয়ার আদেশ করুন, যাহাতে আমি উহা দ্বারা আমার দেয়াল ঠিক করিয়া লইতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই লোকটিকে বলিলেন, তুমি খেজুরের এই গাছটি দিয়া দাও, ইহার বিনিময়ের তুমি জান্নাতে খেজুর গাছ পাইবে। সে ব্যক্তি অস্বীকার করিল।

হযরত আবু দাহ্‌দাহ্ (রাঃ) (ঘটনা জানিতে পারিয়া) সেই খেজুর গাছের মালিকের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, তুমি আমার এই বাগানের বিনিময়ে তোমার খেজুর গাছটি আমার নিকট বিক্রয় কর। সে ইহাতে রাজী হইয়া গেল। হযরত আবু দাহ্‌দাহ্ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার বাগানের বিনিময়ে সেই খেজুর গাছ ক্রয় করিয়া লইয়াছি, এখন আমি উহা আপনাকে দান করিতেছি। আপনি উহা সেই ব্যক্তিকে দিয়া দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অত্যন্ত খুশী হইয়া) কয়েকবার বলিলেন, আবু দাহ্‌দাহ্ জান্নাতে ফলযুক্ত

বড় বড় অনেকগুলি খেজুর গাছ পাইবে। অতঃপর হযরত আবু দাহ্দাহ্ (রাঃ) নিজ স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে উম্মে দাহ্দাহ্, তুমি এই বাগান হইতে বাহির হইয়া আস। আমি এই বাগানকে জান্নাতে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। তাহার স্ত্রী বলিলেন, অত্যন্ত লাভজনক বিক্রয় হইয়াছে, অথবা এই ধরনের কোন কথা বলিয়াছেন। (এসাবাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ٠

অর্থ ঃ কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দিবে, অতঃপর তিনি তাহার জন্য উহাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন এবং তাহার জন্য রহিয়াছে সম্মানিত পুরস্কার।

তখন হযরত আবু দাহ্দাহ্ (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট হইতে করজ চাহিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। হযরত আবু দাহ্দাহ্ (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার হাতখানা দিন। তিনি নিজের হাত মোবারক তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। হযরত আবু দাহ্দাহ্ (রাঃ) তাহার হাত মোবারক ধরিয়া বলিলেন, আমার একটি বাগান যাহাতে ছয় শত খেজুর গাছ রহিয়াছে, আমি উহা আমার রবকে করজ হিসাবে দিলাম। অতঃপর সেখান হইতে ফিরিয়া নিজের বাগানে আসিলেন। তাহার স্ত্রী হযরত উম্মে দাহ্দাহ্ (রাঃ) ও তাহার সন্তানগণ বাগানের ভিতর ছিলেন। তিনি আওয়াজ দিয়া বলিলেন, হে উম্মে দাহ্দাহ্! তাহার স্ত্রী বলিলেন, লাব্বায়েক। তিনি বলিলেন, বাগান হইতে বাহির হইয়া আস, কেননা আমি এই বাগান আল্লাহকে করজ হিসাবে দিয়া দিয়াছি।

ইতিপূর্বে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর উক্তি বর্ণিত

হইয়াছে যে, তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট বর্তমানে চার হাজার দেরহাম রহিয়াছে, তন্মধ্য হইতে দুই হাজার আমি আমার রবকে করজ দিলাম।

লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাল খরচ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইসলামে দাখিল করার জন্য বা ইসলামের উপর মজবুত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাওয়া হইলে তিনি অবশ্যই তাহা দান করিতেন। সুতরাং এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ময়দানভরা সদকার বকরী তাহাকে দেওয়ার হুকুম দিলেন। সে সমস্ত বকরী লইয়া নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হে আমার কাওম, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, কারণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দান করেন যে, তাঁহার নিজের কোন অভাবের আশংকাই নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, কখনও কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুনিয়া হাসিল করার উদ্দেশ্যে আসিত, কিন্তু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের দ্বারা ও তাঁহার উত্তম ব্যবহার ও আখলাকের দরুন) সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তাহার ঈমান এরূপ মজবুত হইয়া যাইত যে, তাহার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও মর্যাদাবান হইয়া যাইত। (বিদায়াহ)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, একজন আরবী লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার নিকট দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জমিন চাহিল। তিনি সেই জমিন তাহার নামে লিখিয়া দিলেন। ইহাতে সে মুসলমান হইয়া গেল এবং নিজ

কাওমের নিকট যাইয়া বলিল, তোমরা মুসলমান হইয়া যাও, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছি যিনি এমন লোকের মত দিল খুলিয়া দান করেন যাহার কোন অভাবের ভয় নাই।

পূর্বে হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরিয়া ফিরিয়া গনীমতের মাল পরিদর্শন করিতেছিলেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সাফওয়ান (রাঃ)ও দেখিতে লাগিলেন। জেএররানার সম্পূর্ণ ময়দান উট, বকরী ও রাখাল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সাফওয়ান দীর্ঘসময় পর্যন্ত উহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে আড়চোখে দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আবু ওহাব, এই (গনীমতের মাল দ্বারা পরিপূর্ণ) ময়দান কি তোমার পছন্দ হয়? হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই সম্পূর্ণ ময়দান ও উহাতে যে পরিমাণ গনীমতের মাল রহিয়াছে, সবই তোমার। ইহা শুনিয়া হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, এত বিরাট দানের সাহস একমাত্র নবীই করিতে পারেন এবং কলেমায়ে শাহাদাত—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

পড়িয়া সেখানেই মুসলমান হইয়া গেলেন।

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে মাল খরচ করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মাল খরচ করা

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মক্কা হইতে) হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন

তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)ও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট সে সময় পাঁচ অথবা ছয় হাজার দেরহাম যাহাই ছিল সম্পূর্ণই নিজের সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চলিয়া গেলেন। আমার দাদা হযরত আবু কোহাফা (রাঃ) আমাদের ঘরে আসিলেন। তিনি তখন অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় আবু বকর (রাঃ) তোমাদিগকে নিজের যাওয়ার আঘাতের সহিত মালেরও আঘাত দিয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ নিজে তো চলিয়া গিয়াছেই তৎসঙ্গে সমস্ত মালও লইয়া গিয়াছে, তোমাদের জন্য কিছুই রাখিয়া যায় নাই।) আমি বলিলাম, দাদাজান, কখনই নয়। তিনি আমাদের জন্য অনেক মাল রাখিয়া গিয়াছেন।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমি ছোট ছোট পাথর লইয়া ঘরের সেই তাকের মধ্যে রাখিয়া দিলাম যেখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের টাকা পয়সা রাখিতেন। তারপর সেই পাথরগুলির উপর একটি কাপড় রাখিয়া দাদাজানের হাত ধরিয়া বলিলাম, দাদাজান, এই মালের উপর হাত রাখুন। তিনি উহার উপর নিজের হাত রাখিলেন (এবং উহাকে দেরহাম দীনার ভাবিলেন।)। বলিলেন, তবে তো কোন অসুবিধা নাই, সে যদি এই পরিমাণ মাল তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইয়া থাকে তবে ভাল করিয়াছে। ইহাতে তোমাদের চলিয়া যাইবে। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। তবে আমি এই কাজ বুড়া মিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য করিয়াছিলাম।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তবূকের যুদ্ধে নিজের সমস্ত মাল খরচ করিয়াছিলেন, যাহার পরিমাণ চার হাজার দেরহাম ছিল।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর মাল খরচ করা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে খাব্বাব সালামী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিলেন এবং জাইশে উসরাহ (অর্থাৎ তবূকের যুদ্ধে গমনকারী লশকর)এর উপর খরচ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হাওদার নীচের চট ও হাওদাসহ এক শত উট আমার দায়িত্বে রহিল (অর্থাৎ আমি দিব)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের এক সিঁড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং পুনরায় (খরচ করার) উৎসাহ প্রদান করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) পুনরায় বলিলেন, হাওদার নীচের চট ও হাওদাসহ একশত উট আমার দায়িত্বে রহিল (অর্থাৎ আমি দিব)। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, (হযরত ওসমান (রাঃ)এর অত্যাধিক খরচের উপর আনন্দিত হইয়া) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাত নাড়াইতেছিলেন যেমন মানুষ আশ্চর্যান্বিত হইয়া হাত নাড়িয়া থাকে। বর্ণনাকারী আবদুস সামাদ নিজের হাত নাড়িয়া দেখাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলিতেছিলেন, এত অধিক খরচ করার পর ওসমান যদি আর কোন (নফল) আমল নাও করে তবে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) হাওদার নিচের চট ও হাওদা সহ তিনশত উটের দায়িত্ব নিজের উপর লইলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর হইতে বলিতেছিলেন, এত খরচ করার পর অথবা বলিয়াছেন, আজকের পর কোন গুনাহের কারণে ওসমানের আর ক্ষতি হইবে না।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাইশে উসরাহ্ (অর্থাৎ তবূকের যুদ্ধের জন্য লশকর) তৈয়ার করিতেছিলেন তখন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁহার নিকট এক হাজার দীনার লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার কোলের উপর ঢালিয়া দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইগুলিকে ওলট–পালট করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, আজকের পর ওসমান যে কোন (গুনাহের) আমল করিবে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। এই কথা তিনি কয়েকবার বলিয়াছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে ইহাও আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আয় আল্লাহ! ওসমানের এই দানকে ভুলিবেন না, আজকের পর ওসমান যদি আর কোন নেক আমল না করে তবে তাহার কোন ক্ষতি নাই।

হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাইশে উসরার সাহায্যের জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেদমতে দশ হাজার দীনার পাঠাইলেন। সেইগুলি আনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। তিনি দীনারগুলিকে উপর–নীচে ওলট–পালট করিতে লাগিলেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)এর জন্য দোয়া করিতে লাগিলেন—হে ওসমান! আল্লাহ তোমার মাগফিরাত করুন, আর যে গুনাহ তুমি গোপনে করিয়াছ বা প্রকাশ্যে করিয়াছ, আর যে গুনাহ তুমি গোপন রাখিয়াছ বা কেয়ামত পর্যন্ত তোমার দ্বারা হইবে—সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন। এই আমলের পর যদি ওসমান আর কোন নেক আমল নাও করে তবে কোন পরওয়া নাই।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাইশে উসরার প্রস্তুতির জন্য সামানপত্র দিলেন এবং

সাতশত উকিয়া স্বর্ণ আনিয়া দিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) তবূকের যুদ্ধের সময় এক হাজার বাহন দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পঞ্চাশটি ঘোড়া ছিল।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, তবূকের যুদ্ধে হযরত ওসমান (রাঃ) নয়শত পঞ্চাশটি উটনী এবং পঞ্চাশটি ঘোড়া দিয়াছিলেন, অথবা বলিয়াছেন, নয়শত সত্তরটি উটনী ও ত্রিশটি ঘোড়া দিয়াছিলেন।

(মুন্তাখাব)

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) তবূকের যুদ্ধে এক-তৃতীয়াংশ লশকরের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামানপত্র দিয়াছিলেন। এমনকি বলা হইত যে, তাহাদের আর কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট ছিল না, তিনি তাহাদের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর মাল খরচ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ ঘরে ছিলেন, এমন সময় তিনি মদীনায় বিরাট শোরগোলের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শোরগোল কিসের? লোকেরা বলিল, সিরিয়া হইতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর ব্যবসায়ী কাফেলা প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সামানপত্র সহ আগমন করিয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, (এই কাফেলায়) সাতশত উট ছিল, উহার আওয়াজে সমস্ত মদীনা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আমি দেখিয়াছি আবদুর রহমান ইবনে আওফ হামাগুড়ি দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিতেছে।' হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর নিকট এই কথা পৌঁছার পর তিনি বলিলেন, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করিব যাহাতে (পায়ের পাতার

উপর) দাঁড়াইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি। এই বলিয়া তিনি ব্যবসায়ী সমস্ত সামানপত্র ও হাওদা সহ সম্পূর্ণ কাফেলা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দিলেন।

যুহরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবেন আওফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিজের অর্ধেক মাল অর্থাৎ চার হাজার দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়াছেন। অতঃপর চল্লিশ হাজার সদকা করিয়াছেন। তারপর চল্লিশ হাজার দীনার সদকা করিয়াছেন। তারপর পাঁচশত ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দিয়াছেন। তারপর দেড়হাজার উট আল্লাহর রাস্তায় দিয়াছেন। তাহার অধিকাংশ মাল ব্যবসার দ্বারা উপার্জিত ছিল।

যুহরী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার তাহার অর্ধেক মাল সদকা করিয়াছেন। তারপর আবার চল্লিশ হাজার দীনার সদকা করিয়াছেন। তারপর আরেকবার পাঁচশত ঘোড়া ও পাঁচশত উট সদকা করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশ মাল ব্যবসা দ্বারা উপার্জিত ছিল।

পূর্বে জেহাদের অধ্যায়ে তবূকের যুদ্ধের বর্ণনায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর দুইশত উকিয়া সদকার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ)এর মাল খরচ করা

আবু হাযেম (রহঃ) বলেন,আমরা মদীনায় কাহারো সম্পর্কে এমন শুনি নাই যে, হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) অপেক্ষা অধিক বাহন আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়াছেন। একবার দুইজন গ্রাম্যলোক মদীনায় আসিয়া বলিতে লাগিল, কে আছে আল্লাহর রাস্তায় (যাওয়ার জন্য) সাওয়ারী বা বাহন দান করিবে? লোকেরা তাহাদেরকে হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়া দিল। তাহারা হযরত হাকীম (রাঃ)এর

—৬

নিকট তাহার ঘরে আসিল। হযরত হাকীম (রাঃ) তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কি চায়? তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। হযরত হাকীম (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এই ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিও না, আমি এখনি তোমাদের নিকট আসিতেছি।

হযরত হাকীম (রাঃ) একপ্রকার মিসরী কাপড় পরিধান করিতেন যাহা জালের ন্যায় পাতলা ও চার দেরহাম মূল্যের অত্যন্ত সস্তা কাপড় ছিল। উক্ত কাপড় পরিধান করিয়া হাতে একটি লাঠি লইয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার সঙ্গে নিজের দুইজন গোলামও বাহির হইয়া আসিল। (তারপর উক্ত গ্রাম্য দুই ব্যক্তিকে লইয়া বাজারের দিকে চলিলেন।) পথে যে কোন ময়লা আবর্জনার স্তূপের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে যদি সেখানে এমন কোন কাপড়ের টুকরা পাইতেন যাহা আল্লাহর রাস্তায় যে উট দেওয়া হইবে উহার সামানপত্র ঠিক করার কাজে প্রয়োজন হইতে পারে তবে উহাকে লাঠির মাথা দ্বারা উঠাইয়া ঝাড়িতেন এবং সঙ্গে গোলামদেরকে দিয়া বলিতেন, তোমাদের উটের সামানপত্র ঠিক করার জন্য রাখিয়া দাও। (হযরত হাকীম (রহঃ)এর এইরূপ কার্যকলাপ দেখিয়া) উক্ত দুইজনের একজন নিজের সঙ্গীকে বলিল, তোমার নাশ হউক, এই লোক হইতে (পালাইয়া) বাঁচ, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তির নিকট তো কুড়ানো ন্যাকড়া ব্যতীত কিছু নাই। তাহার সঙ্গী বলিল, তোমার নাশ হউক, তাড়াহুড়া করিও না, আরেকটু দেখি না।

অতঃপর হযরত হাকীম (রাঃ) তাহাদেরকে বাজারে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি বেশ বড় ও মোটাতাজা দুইটি গাভীন উটনী দেখিতে পাইলেন। তিনি উটনী দুইটি কিনিলেন এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় সামানও কিনিলেন। তারপর গোলামদের বলিলেন, কাপড়ের টুকরাগুলি দ্বারা যাহাকিছু মেরামত করিতে হয় করিয়া লও। তারপর উটনীগুলির উপর খাদ্য, গম ও চর্বি জাতীয় জিনিস রাখিলেন এবং গ্রাম্য লোক দুইজনকে খরচও দিলেন। অতঃপর উটনী দুইটি তাহাদেরকে প্রদান করিলেন। তাহাদের একজন অপরজনকে বলিতে লাগিল, আল্লাহর

কসম, আজ এই ন্যাকড়া কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম (দানশীল) আর দেখি নাই।

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট ষাট হাজারে নিজের বাড়ী বিক্রয় করিলেন। লোকেরা হযরত হাকীম (রাঃ)কে বলিল, আল্লাহর কসম, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) (সস্তা দামে খরিদ করিয়া) আপনাকে ঠকাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই বাড়ী জাহিলিয়াতের যুগে মাত্র এক মশক শরাবের বিনিময়ে খরিদ করিয়াছিলাম। (সেই হিসাবে আমি অনেক মূল্য পাইয়াছি, তদুপরি) আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, উহার সমুদয় মূল্য আল্লাহর রাস্তায় মিসকীনদের সাহায্যে ও গোলামদের আযাদ করার বাবদে খরচ হইবে। এখন বল, আমাদের উভয়ের মধ্যে কে ঠকিয়াছে? অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি উক্ত বাড়ী এক লাখে বিক্রয় করিয়াছিলেন। (তাবারানী)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের খরচ করা

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহার এক জমিন দুইশত উটনীর বিনিময়ে বিক্রয় করিলেন। তন্মধ্যে একশত উটনী আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদেরকে দিলেন এবং তাহাদের উপর এই শর্ত আরোপ করিলেন যে, ওয়াদিয়ে কোরা অতিক্রম করার পূর্বে তাহারা এই উটনীগুলি বিক্রয়া করিবে না।

পূর্বে জেহাদের অধ্যায়ে তবূকের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তবূকের যুদ্ধের সময় একশত উকিয়া অর্থাৎ চার হাজার দেরহাম দান করিয়াছেন এবং হযরত আসেম ইবনে আদি (রাঃ) নব্বই ওসাক (প্রায় পৌনে পাঁচমণ) খেজুর দান করিয়াছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে বহু মাল পেশ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে জেহাদে মাল খরচ করার বর্ণনায় এক ব্যক্তির একটি উটনী আল্লাহর রাস্তায় দান করা ও হযরত কায়েস ইবনে সালা' আনসারী (রাঃ)এর জেহাদে মাল খরচ করার ঘটনাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) ও অন্যান্য মহিলা সাহাবীয়া (রাঃ)দের মাল খরচ করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপন স্ত্রীগণকে) বলিলেন, (আমার ইন্তেকালের পর) তোমাদের মধ্য হইতে যাহার হাত সর্বাপেক্ষা বেশী লম্বা সে আমার সহিত সর্বাপেক্ষা দ্রুত মিলিত হইবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনার পর) তাঁহার স্ত্রীগণ পরস্পর হাত মাপিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, কাহার হাত বেশী লম্বা। (আমরা লম্বা হাত বলিতে হাতের লম্বা হওয়া বুঝিয়াছিলাম, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল অধিক দান খয়রাত ও মাল খরচ করা। সুতরাং) আমাদের মধ্যে লম্বা হাতের অধিকারিণী হযরত যায়নাব (রাঃ) প্রমাণিত হইলেন। কারণ, তিনি নিজের হাতে কাজ করিতেন এবং উহা দ্বারা উপার্জিত অর্থ সদকা করিতেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আমরা যখন নিজেদের কাহারো ঘরে একত্রিত হইতাম তখন দেয়ালের সহিত নিজেদের হাত লম্বা করিয়া মাপিয়া দেখিতাম যে, কাহার হাত লম্বা। আমরা এরূপ করিতেছিলাম, অবশেষে হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) (আমাদের মধ্যে) সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করিলেন। হযরত যায়নাব (রাঃ) খাট ছিলেন এবং আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লম্বা ছিলেন না। তাহার সর্বপ্রথম ইন্তেকালের কারণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, লম্বা হাতের দ্বারা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য (অধিক পরিমাণে) সদকা করা ছিল। হযরত যায়নাব (রাঃ) বিভিন্ন রকম হাতের কাজ জানিতেন। চামড়া রং করিতেন, সেলাইয়ের কাজ করিতেন এবং উহা দ্বারা উপার্জিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিতেন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত যায়নাব (রাঃ) সূতা কাটিতেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত লশকরকে দিয়া দিতেন। তাহারা উহা দ্বারা সেলাই করিতেন এবং সফরের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেন।

পূর্বে জেহাদের অধ্যায়ে তবূকের যুদ্ধের বর্ণনায় মহিলাদের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা তবূকের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যার্থে নিজেদের কাঁকন, বাজুবন্ধ, খাড়ু, কানের দুল ও আঙ্গটি দান করিয়াছিল।

গরীব, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের উপর মাল খরচ করা

হযরত ওমায়ের ইবনে সালামা দুআলী (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) দ্বিপ্রহরে একটি গাছের ছায়ায় আরাম করিতেছিলেন। এমন সময় একজন গ্রাম্য মহিলা মদীনায় আসিল এবং লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল (যে, কে তাহার উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করিতে পারিবে)। এইভাবে দেখিতে দেখিতে সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিল। (তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, এই ব্যক্তি আমার কাজ করিয়া দিতে পারিবে। সুতরাং) সে হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমি একজন গরীব মেয়েলোক, আমার অনেক ছেলেমেয়ে রহিয়াছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে (আমাদের এলাকায়) সদকা উসুল করার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি (সদকা উসুল করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু) আমাদেরকে কিছুই দেন নাই। আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, আপনি

তাহার (অর্থাৎ আমীরুল মুমিনীনের) নিকট আমাদের ব্যাপারে একটু সুপারিশ করিয়া দিন। (হয়ত তিনি আপনার কথা গ্রহণ করিবেন।) হযরত ওমর (রাঃ) (নিজের দ্বাররক্ষক) ইয়ারফা'কে ডাকিয়া বলিলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। মহিলা বলিল, আমার উদ্দেশ্য পূরণের ব্যাপারে আপনি স্বয়ং আমার সহিত (আমীরুল মুমিনীনের নিকট) গেলে বেশী ভাল হইত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইনশাআল্লাহ, তিনি তোমার কাজ করিয়া দিবেন।

হযরত ইয়ারফা' যাইয়া হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে বলিলেন, চলুন, আপনাকে আমীরুল মুমিনীন ডাকিতেছেন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকা, হে আমীরুল মুমিনীন! (মহিলা বুঝিতে পারিল যে, এতক্ষণ সে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের সহিত কথা বলিয়াছে। সুতরাং) সে খুবই লজ্জিত হইল। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মধ্য হইতে উত্তম ব্যক্তিকে বাছাই করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই, আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাকে এই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তুমি কি জবাব দিবে? ইহা শুনিয়া হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যাহা হুকুম করিতেন তিনি তাহা পালন করিতেন। তিনি সদকা উসুল করিয়া উহার হকদার মিসকীনদেরকে দিতেন এবং তিনি এই নিয়মের উপর অবিচল রহিয়াছেন, অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে তাঁহার খলীফা বানাইয়াছেন। তিনিও তাঁহারই নিয়মের উপর চলিয়াছেন। অবশেষে

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। তারপর (আল্লাহ তায়ালা) আমাকে তাহার খলীফা বানাইয়াছেন। আমি তোমাদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে বাছাই করিতে কখনও কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই। আমি যদি তোমাকে আবার পাঠাই তবে তুমি এই মহিলাকে এই বৎসর ও বিগত বৎসর—দুই বৎসরের তাহার পাওনা অংশ দিবে। আর আমি জানিনা, হয়ত আগামীতে আমি তোমাকে (সদকা উসুল করার কাজে) নাও পাঠাইতে পারি।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত মহিলার জন্য একটি উট আনাইলেন এবং তাহাকে আটা ও তৈল প্রদান করিয়া বলিলেন, এইগুলি লইয়া যাও। পরে তুমি খাইবারে আমাদের নিকট আসিও, কারণ আমরা খাইবারে যাওয়ার এরাদা করিয়াছি। অতএব উক্ত মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট খাইবারে হাজির হইলে তিনি তাহার জন্য দুইটি উট আনাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, এইগুলি লইয়া যাও। মোহাম্মাদ (ইবনে মাসলামা) (রাঃ) তোমাদের নিকট আবার যাওয়া পর্যন্ত এইগুলি তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। আর আমি মুহাম্মাদ (ইবনে মাসলামা (রাঃ))কে হুকুম দিয়াছি, যেন তোমাকে এই বৎসর ও বিগত বৎসর উভয়টারই অংশ দান করে। (কান্‌য)

খুফাফ ইবনে ঈমা গিফারী (রাঃ)এর মেয়ের ঘটনা

আসলাম (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত বাজারে গেলাম। সেখানে একজন যুবতী মেয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার স্বামীর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর কসম, (অভাব অনটনের কারণে) তাহারা পায়া ও রান্না করিতে পারে না। তাহাদের না খেত-খামার আছে, আর না দুধের জানোয়ার আছে। আমার আশঙ্কা হয়, দুর্ভিক্ষের কারণে তাহারা

মরিয়া না যায়। আর আমি হযরত খুফাফ ইবনে ঈমা গিফারী (রাঃ)এর মেয়ে। আমার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হুদাইবিয়া(র সন্ধি)তে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত মেয়ের সহিত দাঁড়াইয়া (তাহার কথা শুনিতে) থাকিলেন, সামনে অগ্রসর হইলেন না। তারপর বলিলেন, নিকট আত্মীয়তা, (অতএব) মারহাবা! (অর্থাৎ কোরাইশদের সহিত গিফার গোত্রের নিকট আত্মীয়তা রহিয়াছে, অথবা তুমি প্রসিদ্ধ সাহাবীর বংশধর।) অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার ঘরে একটি শক্তিশালী উট বাঁধা ছিল। দুইটি বস্তা খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ভরিয়া উহার উপর রাখিলেন এবং উভয় বস্তার মাঝখানে টাকা পয়সা ও কাপড়-চোপড় রাখিয়া উহার লাগাম উক্ত মেয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, এই উট লইয়া যাও। ইনশাআল্লাহ এইগুলি শেষ হইতে না হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এই মেয়েকে অনেক বেশী দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার মা তোমাকে হারাক! এই মেয়ের পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হুদাইবিয়াতে অংশগ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহর কসম, আমি তাহার পিতা ও ভাইকে দেখিয়াছি, তাহারা একটি দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। পরে তাহারা সেই দুর্গ জয় করিয়াছে। এখন আমরা তাহাদের জয় করা দুর্গ হইতে নিজেদের অংশ খুব উসূল করিতেছি। (অতএব সে অনেক বেশী পাওয়ারই উপযুক্ত।) (কানয)

হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমাহী (রাঃ)এর মাল খরচ করা

হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)কে সিরিয়ার গভর্নরীর পদ হইতে অপসারণ করিলেন তখন হযরত সাঈদ ইবনে আমের হিযইয়াম জুমাহী

(রাঃ)কে তাহার স্থলে প্রেরণ করিলেন। তিনি নিজের কোরাইশ বংশীয়া যুবতী স্ত্রী যাহার চেহারা অত্যন্ত সুশ্রী ছিল, তাহাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতে তাহারা কঠিন অভাব অনটনের সম্মুখীন হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ইহার সংবাদ পৌছিলে তিনি তাহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) উক্ত দীনার লইয়া স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এই দীনারগুলি আমাদের জন্য পাঠাইয়াছেন, যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ। স্ত্রী বলিলেন, আপনি যদি (আমাদের জন্য কিছু তরকারীর জিনিস ও খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া লইতেন এবং বাকী দীনারগুলি রাখিয়া দিতেন যাহা আগামীতে কাজে আসিতে পারে তবে খুব ভাল হইত। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম পন্থা বলিব? আর তাহা এই যে, আমরা এই মাল কোন ব্যবসায়ীকে দিয়া দেই। সে ইহা দ্বারা আমাদের জন্য ব্যবসা করিবে আর আমরা উহার লাভ ভোগ করিতে থাকিব, উপরন্তু আমাদের মূলধনের পূর্ণ দায়দায়িত্বও তাহার উপর থাকিবে। স্ত্রী বলিলেন, তবে তো ঠিক আছে। হযরত সাঈদ (রাঃ) তরকারীর জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিলেন এবং দুইটি উট ও দুইজন গোলাম খরিদ করিলেন। গোলামদ্বয় উটের উপর প্রয়োজনীয় সামানপত্র উঠাইল। তিনি এই সমস্ত কিছু গরীব মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পর তাহার স্ত্রী বলিলেন, খাওয়া দাওয়ার জিনিস শেষ হইয়া গিয়াছে, আপনি যদি সেই ব্যবসায়ীর নিকট যাইয়া আমাদের জন্য লাভের টাকা হইতে কিছু লইতেন এবং খাওয়া দাওয়ার জিনিস খরিদ করিয়া আনিতেন তবে ভাল হইত। হযরত সাঈদ (রাঃ) চুপ রহিলেন। স্ত্রী পুনরায় বলিলেন। তিনি এইবারও চুপ রহিলেন। অবশেষে স্ত্রী তাহাকে এই ব্যাপারে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি দিনের বেলা ঘরে আসা বন্ধ করিয়া দিলেন, শুধু রাত্রে রাত্রে আসিতেন। তাহার পরিবারের এক ব্যক্তি তাহার ঘরে আসা যাওয়া করিত। সে তাহার স্ত্রীকে

বলিল, তুমি কি করিতেছ? তুমি তো তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছ, তিনি তো সমস্ত মাল সদকা করিয়া দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হযরত সাঈদ (রাঃ)এর স্ত্রী সেই মালের জন্য আফসোস করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর একদিন হযরত সাঈদ (রাঃ) স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, একটু স্থির হইয়া বস, (আর শুন,) আমার কতিপয় সঙ্গী যাহারা অল্প কিছুদিন পূর্বে আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া (দুনিয়া হইতে) চলিয়া গিয়াছে। দুনিয়া ও উহার মধ্যেকার সমস্ত ধনসম্পদের বিনিময়েও আমি তাহাদের পথ পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না। যদি জান্নাতের সুন্দরী হুরদের মধ্য হইতে একজন হুর দুনিয়ার আসমান হইতে উঁকি দেয় তবে সমস্ত জমিন আলোকিত হইয়া যাইবে, উহার চেহারার আলো সূর্য ও চন্দ্রকে ম্লান করিয়া দিবে, আর যে ওড়না তাহাকে পরিধান করানো হয় তাহা দুনিয়া ও উহার মধ্যেকার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা মূল্যবান, এই সমস্ত হুরদের খাতিরে তোমাকে পরিত্যাগ করা তো আমার জন্য সহজ, কিন্তু তোমার খাতিরে আমি তাহাদেরকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, ইহা শুনিয়া তাহার স্ত্রী নরম হইয়া গেলেন এবং রাজী হইয়া গেলেন।

উক্ত ঘটনা আবদুর রহমান ইবনে সাবেত জুমাহী (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ) যখন বেতন পাইতেন তখন পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা সদকা করিয়া দিতেন। তাহার স্ত্রী বলিতেন, আপনার অবশিষ্ট বেতন কোথায়? তিনি উত্তর দিতেন, আমি তাহা একজনকে করজ হিসাবে দিয়াছি। (তাহার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) কতিপয় লোক তাহার নিকট আসিয়া বলিল, আপনার উপর আপনার পরিবারের হক রহিয়াছে, আপনার উপর আপনার শ্বশুর পক্ষের হক রহিয়াছে। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের হক আদায়ের ব্যাপারে তাহাদের উপর অন্য কাহাকেও কখনও অগ্রাধিকার দেই নাই। আমি ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরের আগ্রহী। অতএব কোন মানুষকে সন্তুষ্ট

করিতে যাইয়া আমি তাহাদেরকে হারাইতে চাই না। কারণ, জান্নাতের কোন হুর যদি উঁকি দেয় তবে সমগ্র জমিন এরূপ আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে যেমন সূর্য আলোকোজ্জ্বল হইয়া থাকে। সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী দল হইতে আমি কোনক্রমেই পিছনে থাকিতে রাজী নই। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষকে হিসাবের জন্য একত্র করিবেন তখন গরীব মুমিনগণ জান্নাতের দিকে এমন দ্রুতগতিতে যাইবে যেমন কবুতর পাখা মেলিয়া দ্রুতগতিতে তাহার বাসায় অবতরণ করে। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বলিবেন, হিসাবনিকাশের জন্য থাম। তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট হিসাবনিকাশের কিছুই নাই, আমাদেরকে এমন কিছুই দেওয়া হয় নাই যাহার হিসাব দিব। তাহাদের রব বলিবেন, আমার বান্দারা সত্য বলিয়াছে। অতঃপর তাহাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা সত্তর বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

পূর্বে অপর এক ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ) তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি কি ইহা অপেক্ষা উত্তম কিছু পছন্দ করিবে কি? আর তাহা এই যে, আমরা এই দীনারগুলি এমন এক ব্যক্তিকে দিয়া দেই, যে অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় আমাদেরকে উহা (ফেরত) দিবে। তাহার স্ত্রী বলিলেন, ঠিক আছে। সুতরাং তিনি নিজ পরিবারের একজন বিশ্বস্ত লোককে ডাকিলেন এবং সমস্ত দীনার অনেকগুলি থলিতে ভাগ করিয়া তাহাকে দিয়া বলিলেন, অমুক বংশের বিধবাদেরকে, অমুক বংশের এতীমদেরকে, অমুক বংশের মিসকীনদের এবং অমুক বংশের বিপদগ্রস্তদেরকে দিয়া আস। সামান্য কিছু দীনার অবশিষ্ট রহিয়া গেল। উহা নিজ স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন, এইগুলি তুমি খরচ কর। অতঃপর তিনি নিজ শাসনকার্যে মশগুল হইয়া গেলেন। কিছুদিন পর তাহার স্ত্রী বলিলেন, আপনি আমাদের জন্য একজন

খাদেম খরিদ করিয়া দিবেন না? সেই দীনারগুলির কি হইল? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, উহা তোমার কঠিন প্রয়োজনের সময় পাইবে। (আবু নুআঈম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর খরচ করা

নাফে' (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অসুস্থ হইলেন। তাহার জন্য এক দেরহামের একটি আঙ্গুরের ছড়া কিনিয়া আনা হইল। (উহা তাহার সম্মুখে আনা হইলে) একজন মিসকীন আসিয়া কিছু চাহিল। তিনি বলিলেন, এই আঙ্গুর ছড়া তাহাকে দিয়া দাও। (ঘরের লোকেরা উহা মিসকীনকে দিয়া দিল এবং সে উহা লইয়া চলিয়া গেল।) ঘরের লোকদের মধ্য হইতে একজন যাইয়া সেই মিসকীন হইতে আঙ্গুরের ছড়াটি এক দেরহামে খরিদ করিয়া আনিল এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে পেশ করিল। উক্ত মিসকীন পুনরায় আসিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন, ইহা তাহাকে দিয়া দাও। ঘরের লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি যাইয়া পুনরায় তাহার নিকট হইতে সেই আঙ্গুর ছড়া এক দেরহামে খরিদ করিয়া আনিল এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর খেদমতে পেশ করিল। সেই মিসকীন আবার আসিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন, ইহা তাহাকে দিয়া দাও। তারপর ঘরের লোকদের মধ্য হইতে একজন যাইয়া আবার তাহার নিকট হইতে উহা এক দেরহামে খরিদ করিয়া আনিল (এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর খেদমতে পেশ করিল।) উক্ত মিসকীন আবার আসিয়া চাওয়ার ইচ্ছা করিলে ঘরের লোকেরা তাহাকে বাধা দিল। কিন্তু হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যদি জানিতে পারিতেন যে, এই আঙ্গুরছড়া উক্ত মিসকীন হইতে খরিদা করা হইয়াছে এবং তাহাকে চাহিতে বাধা দেওয়া হইয়াছে তবে তিনি উহা কখনই মুখে দিতেন না। (আবু নুআঈম)

নাফে' (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে

ওমর (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় আঙ্গুর খাইতে ইচ্ছা করিলেন। আমি তাহার জন্য এক দেরহামে একটি আঙ্গুর ছড়া কিনিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে পেশ করিলাম। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই ভিক্ষুক বারবার আসিয়া চাহিত আর হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে উহা দিয়া দেওয়ার হুকুম করিতেন। (আর আমরা তাহার নিকট হইতে খরিদ করিয়া আনিয়া আবার পেশ করিতাম) এইভাবে তৃতীয়বারে অথবা চতুর্থবারে আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার নাশ হউক, (প্রতিবার আসিয়া চাহিতে) তোমার লজ্জা হয় না! অতঃপর আমি তাহার নিকট হইতে এক দেরহামে উহা খরিদ করিয়া আনিয়া পেশ করিলাম। (উক্ত ভিক্ষুক নিষেধ করার কারণে আর আসিল না) ফলে তিনি উহা খাইলেন।

হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ)এর খরচ করা

আবু নাযরাহ (রহঃ) বলেন, আমি জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি (মেহমানদের সহিত) কথাবার্তার জন্য ঘরের একটি কামরা খালি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি একটি ভেড়া লইয়া তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভেড়া কত দিয়া খরিদ করিয়াছ? সে বলিল, বার দেরহামে। আমি মনে মনে বলিলাম, আমার নিকট যদি বার দেরহাম থাকিত তবে আমিও একটি ভেড়া খরিদ করিয়া (ঈদে) কোরবানী করিতাম এবং আমার পরিবার-পরিজনকে খাওয়াইতাম। আমি যখন তাহার নিকট হইতে উঠিয়া ঘরে আসিলাম তখন তিনি আমার নিকট একটি থলি পাঠাইলেন যাহার মধ্যে পঞ্চাশটি দেরহাম ছিল। আমি উহা অপেক্ষা বরকতময় দেরহাম আর দেখি নাই। তিনি তো আমাকে সওয়াবের নিয়তে দান করিয়াছেন আর আমি উহার অত্যাধিক মুখাপেক্ষী ছিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খরচ করা

ইমাম মালেক (রহঃ) তাহার মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) রোযা রাখিয়াছিলেন। একজন মিসকীন তাহার নিকট কিছু চাহিল। তাঁহার ঘরে একটি মাত্র রুটি ছিল। তিনি নিজ বাঁদীকে বলিলেন, এই রুটি মিসকীনকে দিয়া দাও। বাঁদী বলিল, আপনার ইফতারের জন্য এই রুটি ব্যতীত আর কিছুই নাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে রুটি দিয়া দাও। বাঁদী তাহাকে রুটি দিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় এমন এক ঘরের লোকেরা অথবা বলিয়াছেন, এমন এক ব্যক্তি রান্না করা একটি বকরী ও অনেকগুলি রুটি হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইল, যে ঘরের লোকেরা অথবা যে ব্যক্তি সাধারণতঃ আমাদেরকে কখনও হাদিয়া দিত না। হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই বকরী হইতে খাও, ইহা তোমার রুটির টুকরা হইতে উত্তম।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এইরূপ ঘটনার বিবরণ পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট একজন মিসকীন খাবার চাহিল। হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সম্মুখে আঙ্গুর রাখা ছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে বলিলেন, আঙ্গুরের একটি দানা এই মিসকীনকে দিয়া দাও। সে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর প্রতি অথবা আঙ্গুরের দানার প্রতি আশ্চর্য হইয়া তাকাইতে লাগিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি আশ্চর্যবোধ করিতেছ? এই দানার মধ্যে তুমি কি পরিমাণ যাররা (অর্থাৎ অণু) দেখিতে পাইতেছ? (এই কথার দ্বারা তিনি কোরআন পাকের আয়াত

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ

'অর্থাৎ যে কেহ অণু পরিমাণ নেক আমল করিবে, সে তাহা দেখিতে পাইবে।' এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।)

মিসকীনকে নিজ হাতে দান করা

ওসমান (রহঃ) বলেন, হযরত হারেসা ইবনে নো'মান (রাঃ) অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজের নামাযের স্থান হইতে ঘরের দরজা পর্যন্ত একটি রশি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন দরজায় কোন মিসকীন আসিত তখন নিজের টুকরি হইতে কিছু লইতেন এবং রশি ধরিয়া (দরজা পর্যন্ত যাইতেন এবং) নিজ হাতে মিসকীনকে দিতেন। তাহার পরিবারের লোকেরা বলিত, আপনার পরিবর্তে, আমরা মিসকীনকে দিয়া আসি। তিনি বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নিজ হাতে মিসকীনকে দান করা অপমৃত্যু হইতে বাঁচায়। (এসাবাহ)

অপর একটি ঘটনা

আমর লাইসী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ)এর নিকট ছিলাম। এমন সময় তাহার নিকট একজন ভিক্ষুক আসিল। তিনি রুটির একটি টুকরা লইয়া উহার উপর একটি পয়সা রাখিলেন এবং নিজে যাইয়া সেই রুটির টুকরা ভিক্ষুকের হাতে দিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবুল আসকা', আপনার ঘরে কি এমন কেহ নাই, যে আপনার পক্ষ হইতে এই কাজ করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, মানুষ তো আছে, কিন্তু যখন কেহ মিসকীনকে সদকা দেওয়ার জন্য নিজে হাঁটিয়া যায় তখন তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া গুনাহ মাফ করা হয়। আর যখন সে মিসকীনের হাতে সদকা রাখে তখন প্রতি কদমে দশটি করিয়া গুনাহ মাফ করা হয়। (কান্য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রতিদিন রাত্রে নিজের ঘরের লোকদেরকে একত্রিত করিতেন এবং সকলে তাহার বড় পেয়ালা হইতে খাইতেন। (খাওয়ার মাঝে) কখনও কোন মিসকীনের

আওয়াজ শুনিলে নিজের অংশের গোশত ও রুটি লইয়া তাহাকে দিয়া আসিতেন। যতক্ষণে তিনি সেই মিসকীনকে দিয়া ফিরিয়া আসিতেন ততক্ষণে ঘরের লোকেরা পেয়ালা শেষ করিয়া ফেলিতেন। যদি সেই পেয়ালায় তুমি কিছু পাইতে তবে তিনিও পাইতেন। অতঃপর এই অবস্থায়ই তিনি (পরদিন) সকালে রোযা রাখিতেন।

সওয়ালকারীদের উপর খরচ করা

এক আরব বেদুঈনের ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন (ইয়ামানের প্রসিদ্ধ শহর) নাজরানের প্রস্তুত মোটা পাড়যুক্ত একটি চাদর গায়ে দিয়া মসজিদে গেলেন। পিছন দিক হইতে এক আরব বেদুঈন আসিয়া তাঁহার চাদরের কিনারা ধরিয়া এত জোরে টান দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড়ের উপর চাদরের মোটা পাড়ের দাগ বসিয়া গেল। সে বলিল, হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট আল্লাহর যে মাল রহিয়াছে উহা হইতে আমাদেরকেও দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন এবং (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, তাহাকে অবশ্যই কিছু দিয়া দাও। (কান্‌য)

অপর একটি ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বসিয়া থাকিতাম। তিনি যখন ঘরে যাওয়ার জন্য দাঁড়াইতেন তখন আমরা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে যাওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। যখন তিনি মসজিদের মাঝখানে পৌছিলেন তখন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি নিকটে আসিয়া তাহার

চাদর ধরিয়া এমন জোরে টান দিল যে, তাঁহার ঘাড় মোবারকের উপর লাল দাগ পড়িয়া গেল। তারপর সে বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে দুইটি উট দান করুন, কারণ এই দুই উট না আপনার মাল হইতে দিবেন, আর না আপনার পিতার মাল হইতে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, আমি আল্লাহর নিকট মাফ চাহিতেছি, যতক্ষণ না তুমি আমাকে বদলা বা প্রতিশোধ দিবে ততক্ষণ আমি তোমাকে উট দিব না। এই কথা তিনি তিন বার বলিলেন। তারপর (তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়া তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করিলেন এবং) এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, একটি উট যব বোঝাই করিয়া অপরটি খেজুর বোঝাই করিয়া—দুইটি উট তাহাকে দিয়া দাও। (কান্য)

হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর হাদীস

হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) বলেন, আমরা মুযাইনা গোত্রের চারশত জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমাদিগকে আপন দ্বীনের হুকুম আহকাম জানাইলেন। (আমরা যখন সেখান হইতে ফেরত রওয়ানা হইতে লাগিলাম তখন) এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট রাত্রে খাওয়ার কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, ইহাদিগকে পথের জন্য খাওয়ার জিনিস দিয়া দাও। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট সামান্য কিছু অতিরিক্ত খেজুর রহিয়াছে। আমার ধারণা হয়, উহাতে তাহাদের প্রয়োজন কিছুই মিটিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাও, ইহাদিগকে পথের জন্য খাওয়ার জিনিস দিয়া দাও। হযরত ওমর (রাঃ) আমাদেরকে উপর তলার এক কোঠায় লইয়া গেলেন। সেখানে একটি ছাই রংয়ের জওয়ান উট পরিমাণ খেজুরের একটি স্তূপ রাখা ছিল (অর্থাৎ এই ধরনের একটি উট বসিলে যে পরিমাণ উঁচু হয় সেই

পরিমাণ একটি স্তূপ)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এই খেজুর লইয়া যাও। সুতরাং আমাদের কাফেলার সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুপাতে খেজুর লইল। আমি সকলের পরে গেলাম। আমি দেখিলাম, (যেই পরিমাণ খেজুর প্রথমে ছিল সেই পরিমাণই রহিয়াছে) উহা হইতে একটি খেজুরও কম হয় নাই। অথচ সেই স্তূপ হইতে চারশত লোক খেজুর লইয়াছে।

হযরত দুকাইন ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত দুকাইন ইবনে সাঈদ খাছআমী (রাঃ) বলেন, আমরা চারশত চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (কোন সফরের জন্য) খাদ্যরসদ চাহিতে গেলাম। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, যাও, ইহাদিগকে সফরের জন্য খাদ্যরসদ দিয়া দাও। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার নিকট তো শুধু এই পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে যাহাতে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য গ্রীষ্মকালীন চার মাস খাওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠ, (যাহা আছে তাহাই) ইহাদিগকে দিয়া দাও। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার আদেশ শুনিলাম ও মানিয়া লইলাম। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) উঠিলেন, আমরাও তাহার সহিত উঠিলাম। তিনি আমাদিগকে তাহার উপরতলার একটি কোঠায় লইয়া গেলেন এবং কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া দরজা খুলিলেন। হযরত দুকাইন (রাঃ) বলেন, ঘরের ভিতর একটি উটের বাছুর বসিয়া থাকিলে যেই পরিমাণ উঁচু হয়, সেই পরিমাণ একটি খেজুরের স্তূপ ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এই স্তূপ হইতে লইয়া যাও। সুতরাং আমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে যে পরিমাণ ইচ্ছা হইয়াছে লইয়াছে। আমি সকলের শেষে লইতে গেলাম এবং স্তূপ দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন আমরা এই স্তূপ হইতে একটি খেজুরও লই নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত দুকাইন (রাঃ) বলেন, আমরা চারশত জনের এক আরোহী দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাদ্যরসদ চাহিবার জন্য আসিলাম। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। এই রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার নিকট তো মাত্র কয়েক সা' খেজুর আছে, যাহা আমার ও আমার পরিবারের গ্রীষ্মকালীন মৌসুমের জন্যও যথেষ্ট হইবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুন ও মানিয়া লও। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনিলাম ও মানিয়া লইলাম।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

আফলাহ ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কোন সওয়ালকারীকে ফেরত দিতেন না। এমনকি কুষ্ঠ রোগীও তাহার সহিত একই পেয়ালায় খানা খাইত। অথচ তাহার আঙ্গুল হইতে রক্ত ঝরিতে থাকিত।

সাহাবা (রাঃ)দের সদকা করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘটনা

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের সদকা লইয়া আসিলেন এবং গোপনে তাঁহাকে দিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আমার পক্ষ হইতে সদকা, আগামীতে যখনই আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট সদকা চাহিবেন আমি অবশ্যই দিব। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সদকা লইয়া হাজির হইলেন এবং প্রকাশ্যে

লোকদের সম্মুখে তাহা পেশ করিয়া আরজ করিলেন, ইহা আমার পক্ষ হইতে সদকা, আর আমাকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে (অতএব সেখানে আল্লাহর নিকট হইতে ইহার বিনিময় লইব।)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, তুমি আপন ধনুকে তার ব্যতীত অন্য কিছু লাগাইয়াছ। (অর্থাৎ তুমি আবু বকর (রাঃ) হইতে পিছনে রহিয়াছ, তিনি তো আল্লাহ তায়ালাকে আরো দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, আর তুমি আল্লাহর নিকট হইতে বিনিময় লওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। তাহার আগ্রহ তোমার আগ্রহ অপেক্ষা উত্তম।) তোমাদের উভয়ের কথার মধ্যে যেমন ব্যবধান হইয়াছে তেমনি তোমাদের উভয়ের সদকার মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর সদকা করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছে (মদীনার একটি বিশেষ কুঁয়া) বীরে রোমা খরিদ করিয়া মুসলমানদের জন্য সদকা করিয়া দিবে? কেয়ামতের দিন কঠিন পিপাসার সময় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পানি পান করাইবেন। এই ফযীলত শুনিয়া হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সেই কুঁয়া খরিদ করিয়া মুসলমানদের জন্য সদকা করিয়া দিলেন।

হযরত বশীর আসলামী (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসিলেন তখন এখানকার পানি তাহাদের (স্বাস্থ্যের) জন্য উপযোগী হইতেছিল না। গিফার গোত্রীয় এক ব্যক্তির রোমা নামক একটি কুঁয়া ছিল। সে উক্ত কুঁয়ার এক মশক পানি এক মুদ (অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ ছটাক)এর বিনিময়ে বিক্রয় করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কুঁয়ার মালিককে বলিলেন, তুমি এই কুঁয়া আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও, উহার বিনিময়ে তুমি জান্নাতে একটি ঝর্ণা পাইবে। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ও আমার পরিবার পরিজনের জন্য ইহা ব্যতীত আয়ের আর কোন ব্যবস্থা নাই। এই কারণে আমি ইহা দিতে

পারিতেছি না। হযরত ওসমান (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া পঁয়ত্রিশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে উক্ত কুঁয়া খরিদ করিয়া লইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যদি সেই কুঁয়া খরিদ করিয়া লই তবে কি আপনি তাহার জন্য যেরূপ জান্নাতে একটি ঝর্ণার ওয়াদা করিয়াছেন আমার জন্যও তাহা করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্যই। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি সেই কুঁয়া খরিদ করিয়াছি এবং তাহা মুসলমানদের জন্য সদকা করিয়া দিলাম। (মুন্তাখাব)

হযরত তালহা (রাঃ)এর সদকা করা

হযরত তালহা (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত সু'দা (রাঃ) বলেন, হযরত তালহা (রাঃ) একদিন এক লক্ষ দেরহাম সদকা করিলেন। অতঃপর সেদিন তাহার মসজিদে যাইতে শুধু এইজন্য দেরী হইয়াছিল যে, আমি তাহার কাপড়ের দুই কিনারা মিলাইয়া সিলাই করিতেছিলাম। (অর্থাৎ এক লক্ষ দেরহাম সদকা করিয়াছেন অথচ তাহার নিজের কাপড় সিলাই করিয়া পরিধান করিতে হইতেছে।)

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার নিজের অর্ধেক মাল (অর্থাৎ চার হাজার দেরহাম) সদকা করিয়াছেন। তারপর চল্লিশ হাজার সদকা করিয়াছেন, তারপর আবার চল্লিশ হাজার দীনার সদকা করিয়াছেন।

হযরত আবু লুবাবাহ (রাঃ)এর সদকা করা

হযরত আবু লুবাবাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমার তওবা কবুল করিলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি

আমার কাওমের সেই ঘর ছাড়িয়া দিতে চাই যেই ঘরে আমার দ্বারা এই গুনাহ সংঘটিত হইয়াছে এবং আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সদকা করিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু লুবাবাহ! তোমার জন্য এক-তৃতীয়াংশ মাল সদকা করাই যথেষ্ট। সুতরাং আমি এক-তৃতীয়াংশ মাল সদকা করিলাম।

হযরত নো'মান ইবনে হুমাইদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার মামার সহিত মাদায়েন শহরে হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি খেজুর পাতা দ্বারা কিছু তৈয়ার করিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি এক দেরহাম দ্বারা খেজুর পাতা খরিদ করি এবং উহা দ্বারা কিছু তৈয়ার করিয়া উহা তিন দেরহামে বিক্রয় করি। এই তিন দেরহাম হইতে এক দেরহাম দ্বারা পুনরায় পাতা খরিদ করি, আর এক দেরহাম নিজ পরিবারের উপর খরচ করি, অবশিষ্ট এক দেরহাম সদকা করি। যদি (আমীরুল মুমিনীন) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ও আমাকে এই কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলেন তবুও আমি বিরত হইব না। (হযরত সালমান (রাঃ) সে সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে মাদায়েনের শাসনকর্তা ছিলেন।)

সাহাবা (রাঃ)দের হাদিয়া দেওয়া

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক যুদ্ধে ছিলাম। লোকদের (ক্ষুধার কারণে) অনেক কষ্ট হইতেছিল। আমি দেখিলাম মুসলমানদের চেহারায় দুঃখ ও পেরেশানীর ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, আর (মুসলমানদের কষ্টের কারণে) মুনাফিকদের চেহারায় খুশীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, সূর্যাস্তের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য রিযিক পাঠাইবেন। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন এই কথা শুনিলেন তখন তাহার

পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সুতরাং হযরত ওসমান (রাঃ) খাদ্যরসদ বোঝাই চৌদ্দটি উটনী খরিদ করিয়া নয়টি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি এইগুলি দেখিয়া বলিলেন, ইহা কি? আরজ করা হইল যে, হযরত ওসমান (রাঃ) আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর খুশীর ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল,আর মুনাফিকদের চেহারায় দুঃখ ও পেরেশানীর ভাব দেখা যাইতে লাগিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিলাম, তিনি দোয়ার জন্য এত উপরে হাত উঠাইলেন যে, তাহার বগলের সাদা রং দেখা যাইতেছিল। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর জন্য এমন দোয়া করিলেন, যাহা না আমি পূর্বে তাঁহাকে কাহারো জন্য করিতে শুনিয়াছি, আর না পরে কাহারো জন্য করিতে শুনিয়াছি। আয় আল্লাহ, ওসমান (রাঃ)কে (এই এই) দান করুন, আয় আল্লাহ, ওসমানের সহিত (এই এই) আচরণ করুন।

হাদিয়ার ফযীলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক মাস বা এক সপ্তাহ বা যতখানি আল্লাহ তায়ালা চাহেন আমি কোন মুসলমান পরিবারের সাংসারিক খরচ বহন করি ইহা আমার নিকট হজ্জের পর হজ্জ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আর এক দানেক (অর্থাৎ এক দেরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ মূল্য)এর একটি খাঞ্চা (খরিদ করিয়া) আল্লাহ তায়ালার খাতিরে সম্পর্কিত আমার কোন ভাইকে হাদিয়া স্বরূপ দান করি ইহা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় এক দীনার খরচ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (অথচ এক দীনার এক দানেক অপেক্ষা অনেক বেশী।)

খানা খাওয়ানো

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি আমার কিছু সঙ্গীকে এক সা' (অর্থাৎ সাড়ে তিন সের) পরিমাণ খানার উপর জমা করি, ইহা আমার নিকট বাজারে যাইয়া একটি গোলাম খরিদ করিয়া আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (অথচ একটি গোলামের মূল্য এক সা' খানা অপেক্ষা অনেক বেশী।)

হযরত জাবের (রাঃ)এর ঘটনা

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আইমান তাহার পিতা আইমান (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবের (রাঃ)এর নিকট কয়েকজন মেহমান আসিল। তিনি মেহমানদের জন্য রুটি ও সিরকা আনিলেন এবং বলিলেন, খাও, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সিরকা উত্তম তরকারী। সেই মেহমানদের জন্য ধ্বংস, যাহারা তাহাদের সম্মুখে পেশকৃত জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে। আর সেই মেজবানের জন্য ধ্বংস, যে নিজের ঘরে যাহা কিছু আছে তাহা মেহমানদের সম্মুখে পেশ করিতে তুচ্ছ মনে করে।

(কান্‌য)

হযরত আনাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) একবার অসুস্থ হইলে কিছুলোক তাহাকে দেখার জন্য আসিল। তিনি (নিজ বাঁদীকে) বলিলেন, হে বাঁদী, আমাদের সঙ্গীদের জন্য কিছু আন, যদিও তাহা একটি রুটির টুকরা হয়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, উত্তম আখলাক (বা সদাচরণ) জান্নাতের আমল হইতে একটি আমল।

হযরত শাকীক ইবনে সালামা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সাকীক ইবনে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি ও আমার এক সঙ্গী, আমরা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মেহমানের জন্য খাওয়া দাওয়ায়) যাহা ঘরে নাই এমন জিনিস কষ্ট করিয়া জোগাড় করিতে নিষেধ না করিতেন তবে আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই কষ্ট করিয়া ভাল খাবারের ব্যবস্থা করিতাম। অতঃপর তিনি রুটি ও লবণ লইয়া আসিলেন। আমার সঙ্গী বলিল, যদি লবণের সহিত পুদিনা হইত (তবে খুব ভাল হইত)। (হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট যেহেতু পুদিনা খরিদ করার মত পয়সা ছিল না সেহেতু) তিনি নিজের অযূর লোটা পাঠাইয়া বন্ধক রাখিলেন এবং উহার বিনিময়ে পুদিনা আনিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর আমার সঙ্গী বলিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে তাঁহার দেওয়া রিযিকের উপর তুষ্ট হওয়ার তৌফিক দিয়াছেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি আল্লাহর দেওয়া রিযিকের উপর তুষ্ট হইতে তবে আমার লোটা বন্ধক রাখার প্রয়োজন হইত না।

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে মেহমানের জন্য কষ্ট করিয়া এমন জিনিস জোগাড় করিতে নিষেধ করিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট নাই।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সুহাইব (রাঃ)এর ঘটনা

হামযা ইবনে সুহাইব (রাঃ) বলেন, হযরত সুহাইব (রাঃ) (লোকদেরকে) অনেক বেশী খানা খাওয়াইতেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে সুহাইব! তুমি অনেক বেশী খানা খাওয়াও অথচ ইহা মালের অপচয়। হযরত সুহাইব (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি

সে, যে খানা খাওয়ায় এবং সালামের জবাব দেয়। এই কারণে আমি খানা খাওয়াই।

নবী করীম (সাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি একবার ঘরে বসিয়াছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে ইশারা করিলেন। আমি উঠিয়া তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি আমার হাত ধরিলেন। আমরা উভয়ে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ঘরের নিকট পৌঁছিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমাকে অনুমতি দিলে আমি ভিতরে পর্দার অংশে প্রবেশ করিলাম। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী পর্দা করিয়াছিলেন আর তিনি পর্দার বাহিরের অংশে প্রবেশ করিয়াছিলেন।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুপুরের খানা আছে কি? ঘরের লোকেরা বলিলেন, হাঁ আছে, এবং তিনটি রুটি আনিয়া দস্তরখানের উপর রাখা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটি লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিলেন এবং অপর একটি আমার সম্মুখে রাখিলেন। তারপর তৃতীয়টি লইয়া দুই টুকরা করিলেন এবং অর্ধেক নিজের সম্মুখে ও অর্ধেক আমার সম্মুখে রাখিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন তরকারী আছে কি? ঘরের লোকেরা বলিলেন, অন্য কিছু তো নাই, তবে সামান্য সিরকা আছে। তিনি বলিলেন, সিরকাই লইয়া আস, কারণ সিরকা অতি উত্তম তরকারী।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) আটা, ঘি ও মধু বোঝাই একটি উটনী লইয়া আসিতেছেন। তিনি বলিলেন, উটনী বসাও। হযরত ওসমান (রাঃ) উটনী বসাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পাথরের তৈরী একটি হাঁড়ি আনাইলেন এবং উহাতে কিছু ঘি, মধু ও আটা ঢালিয়া উহার নীচে আগুন দিতে বলিলেন। যখন রান্না হইয়া গেল তখন তিনি সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, খাও। তিনি নিজেও উহা হইতে খাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পারস্যবাসীগণ ইহাকে খাবীস বলে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বড় পেয়ালা ছিল, যাহা চারজনে ধরিয়া উঠাইতে হইত। উহাকে 'গাররা' বলা হইত। চাশতের সময় যখন সাহাবা (রাঃ) চাশতের নামায শেষ করিতেন তখন সেই পেয়ালা আনা হইত যাহাতে ছারীদ তৈয়ার করা থাকিত। সকলে পেয়ালার নিকট সমবেত হইতেন। কখনও লোক বেশী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু গাড়িয়া বসিতেন। (একবার তাঁহাকে হাঁটু গাড়িয়া বসিতে দেখিয়া) এক গ্রাম্য লোক বলিল, ইহা কেমন বসা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিনয়ী গোলাম ও দানশীল বানাইয়াছেন। (আর এইভাবে বসার দ্বারা বিনয় প্রকাশ পায়) আর আমাকে অহংকারী ও জানিয়া শুনিয়া হক কথার বিরোধিতাকারী বানান নাই। তারপর বলিলেন, পেয়ালার কিনারা হইতে খাও, মাঝখানকে ছাড়িয়া দাও। (কারণ) মাঝখানে বরকত নাযিল হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, একবার আমাদের ঘরে কিছু মেহমান আসিল। আমার পিতা রাত্রে দীর্ঘসময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা বলিতেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে চলিয়া গেলেন এবং যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, হে আবদুর রহমান, মেহমানদেরকে খাওয়া দাওয়া করাইয়া দিও (আমার অপেক্ষা করিও না)। সন্ধ্যার সময় আমরা মেহমানদের জন্য খানা আনিলে তাহারা খাইতে অস্বীকার করিল এবং বলিল, বাড়ীওয়ালা (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) যতক্ষণ আসিয়া আমাদের সহিত না খাইবেন ততক্ষণ আমরা খাইব না। আমি বলিলাম, তিনি অত্যন্ত রাগী মানুষ। আপনারা না খাইলে আমার আশঙ্কা হয় যে, তিনি আমার উপর ভীষণ রাগ করিবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা খাইল না।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ঘরে আসিলেন তখন সর্বপ্রথম মেহমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মেহমানদের খাওয়া দাওয়া হইতে তোমরা অবসর হইয়াছ কিনা? ঘরের লোকেরা বলিল, না, আল্লাহর কসম, আমরা এখনও অবসর হই নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি আবদুর রহমানকে বলিয়া যাই নাই (যে, মেহমানদেরকে খাওয়াইয়া অবসর হইয়া যাইবে)? হযরত আবদুর রহমান বলেন, আমি লুকাইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, হে আবদুর রহমান! আমি আরো বেশী করিয়া লুকাইয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, রে মূর্খ! আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আমার আওয়াজ শুনিতে পাও তবে আমার সম্মুখে আসিবে।

ইহা শুনিয়া আমি সম্মুখে হাজির হইলাম এবং আরজ করিলাম, আমার কোন দোষ নাই, আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি তাহাদের নিকট খানা লইয়া গিয়াছি, কিন্তু তাহারা আপনি আসা পর্যন্ত খাইতে অস্বীকার করিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনাদের কি হইয়াছে, আপনারা আমাদের মেহমানদারী কেন কবুল করিলেন না? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আজ রাত্রে খানা খাইব না। মেহমানগণ বলিলেন, আল্লাহর কসম, তবে আমরাও ততক্ষণ খাইব

না যতক্ষণ আপনি না খাইবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আজ রাত্রের মত খারাবী আমি আর দেখি নাই। আপনাদের ভাল হউক, আপনাদের কি হইল যে, আমাদের মেহমানদারী কবুল করিতেছেন না? অতঃপর বলিলেন, আমার প্রথম কসম শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়াছে, আসুন খানা খাই। খানা আনা হইলে তিনি বিসমিল্লাহ বলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং মেহমানরাও খাইলেন। সকাল বেলা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন তখন আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মেহমানদের কসম তো পূরণ হইয়াছে কিন্তু আমার কসম পূরণ হয় নাই (অর্থাৎ ভঙ্গ হইয়াছে)। তারপর রাত্রের সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তুমি তাহাদের অপেক্ষা অধিক কসম পূরণকারী ও অধিক উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার নিকট এই কথা পৌঁছে নাই যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) (কসম ভঙ্গ করার) কাফফারা দিয়াছেন কিনা? (হযরত আবু বকর (রাঃ) অবশ্যই কসম ভঙ্গের কাফফারা আদায় করিয়াছেন।)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

আসলাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আরোহণযোগ্য ও বোঝা বহনকারী উটনীগুলির মধ্যে একটি অন্ধ উটনী রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, উটনীটি কাহাকেও দিয়া দাও, সে উহা দ্বারা উপকৃত হইবে। আমি বলিলাম, উহা তো অন্ধ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সে উহাকে উটের কাতারে বাঁধিয়া দিবে উহাদের সহিত চরিতে থাকিবে। আমি বলিলাম, উহা জমিন হইতে (ঘাস) কিভাবে খাইবে? হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কর হিসাবে প্রাপ্ত জানোয়ারের মধ্য হইতে, না সদকা হিসাবে প্রাপ্ত জানোয়ারের মধ্য হইতে? (এই কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে, করের জানোয়ার ধনী

গরীব সকলেই খাইতে পারে, কিন্তু সদকার জানোয়ার শুধু গরীবরাই খাইতে পারে।) আমি বলিলাম, না, উহা তো করের জানোয়ারের মধ্য হইতে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা তো উহা খাওয়ারই এরাদা করিয়াছ। আমি বলিলাম, উহার গায়ে করের চিহ্ন লাগানো রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ)এর আদেশে উহাকে জবাই করা হইল। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট নয়টি বড় বড় পেয়ালা ছিল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয় স্ত্রী হিসাবে তিনি নয়টি পেয়ালা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে কোন কিছু পাঠাইতে হইলে এইগুলিতে করিয়া পাঠাইতে পারেন।) সুতরাং যখনই হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট কোন ফল বা পছন্দনীয় কোন জিনিস আসিত তিনি এই সমস্ত পেয়ালায় করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের নিকট পাঠাইতেন। আর নিজের মেয়ে হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট সকলের শেষে পাঠাইতেন। কম হইলে যাহাতে তাহার অংশে কম হয়। হযরত ওমর (রাঃ) উটনীর গোশত সেই পেয়ালাগুলিতে করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তারপর যে গোশত অবশিষ্ট রহিল উহা পাকানোর আদেশ দিলেন। পাক হওয়ার পর মুহাজির ও আনসারদেরকে ডাকিয়া খাওয়াইয়া দিলেন।

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) পাহাড়ের কিনারে একটি কুঁয়া খরিদ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি লোকদেরকে খানা খাওয়াইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে তালহা! তুমি তো অনেক দানশীল ব্যক্তি। (মুন্তাখাব)

হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) গরীব মিসকীনদের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাদেরকে (নিজের ঘরে) লইয়া যাইতেন এবং যাহা কিছু ঘরে থাকিত আমাদেরকে খাওয়াইয়া দিতেন। এমনকি কখনও ঘিয়ের খালি চামড়ার পাত্র আমাদের নিকট লইয়া আসিতেন, যাহার মধ্যে একটুও ঘি থাকিত না। কিন্তু তিনি উহা ছিঁড়িয়া আমাদেরকে দিতেন, আর আমরা উহাকে চাটিয়া লইতাম।

হযরত সুহাইব রুমী (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত সুহাইব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু খানা পাকাইলাম। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি কতিপয় লোকের সহিত বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম এবং তাঁহাকে ইশারা করিলাম (যে, খাওয়ার জন্য আসুন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারাও কি (আমার সঙ্গে যাইবে)? আমি বলিলাম, না। তিনি চুপ হইয়া গেলেন এবং আমি নিজের জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি যখন আবার আমার দিকে তাকাইলেন তখন আমি আবার তাঁহাকে ইশারা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারাও কি কি? আমি বলিলাম, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দুই তিন বার করিলেন। অতঃপর আমি বলিলাম, আচ্ছা, ইহারাও। সামান্য কিছু খানা ছিল, যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম। যাহা হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই লোকগুলি সহ আসিলেন এবং তাহারা সকলে খানা খাইলেন। (আল্লাহ তাআলা উহাতে এত বরকত দান করিলেন যে,) তাহাদের খাওয়ার পরও খানা অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মিসকীনদের ব্যতীত খানা খাইতেন না। (বেশীর ভাগ খানা যেহেতু মিসকীনরাই খাইয়া ফেলিত সেহেতু তিনি ক্ষুধার্ত থাকিয়া যাইতেন।) ফলে তাঁহার শরীর দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্ত্রী তাহার (শরীরে শক্তি অর্জনের) জন্য খেজুরের একপ্রকার শরবত তৈয়ার করিলেন। যখন তিনি খাওয়া শেষ করিতেন তখন তাহাকে উহা পান করাইতেন।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখনই দুপুর অথবা রাত্রের খানা খাইতেন তখন আশেপাশের এতীমদেরকে ডাকিয়া লইতেন। একদিন দুপুরের খানা খাওয়ার সময় একজন এতীমকে ডাকিয়া আনার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাকে তখন পাওয়া গেল না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর জন্য ছাতু দ্বারা মিষ্টি শরবত তৈয়ার করা হইত যাহা তিনি খাওয়ার পর পান করিতেন। খাওয়া শেষ করিয়া তিনি যখন শরবত পান করিতেছিলেন এমন সময় সেই এতীম আসিল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ছাতুর শরবত পান করার জন্য পেয়ালা হাতে লইয়াছিলেন। সেই পেয়ালা এতীমকে দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা লও, আর আমার ধারণা এই যে, তোমার ঠকা হয় নাই।

মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, কতিপয় লোক হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ব্যাপারে তাহার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, তোমার কি এই বৃদ্ধ লোকটির উপর দয়া হয় না? (অর্থাৎ তিনি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন, তাহাকে একটু ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়া করাইতে পার না?) তাহার স্ত্রী বলিলেন, আমি কি করিব? আমরা যখনই তাহার জন্য (ভাল খাবার) তৈয়ার করি তিনি লোকদেরকে ডাকিয়া লইয়া আসেন, যাহারা সমস্ত খাবার খাইয়া ফেলে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিতেন তখন কতিপয় গরীব লোক তাহার পথে বসিয়া যাইত। (তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া

আসিতেন এবং নিজের সহিত খাওয়ায় শরীক করিতেন।) তাহার স্ত্রী ঐ সমস্ত গরীবদেরকে পূর্বেই ডাকিয়া আনিয়া খানা খাওয়াইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তাহার পথে বসিও না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ঘরে আসিয়া বলিলেন, অমুককে ডাকিয়া আন, অমুককে ডাকিয়া আন। তাহার স্ত্রী এই সমস্ত লোকদের জন্য খানা পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি ডাকিলেও তোমরা আসিও না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) (বুঝিতে পারিয়া) বলিলেন, তোমরা চাহিতেছ, আমি যেন রাত্রের খানা না খাই। সুতরাং সেই রাত্রে তিনি খানা খাইলেন না।

আবু জা'ফর কারী (রহঃ) বলেন, আমাকে আমার মনিব (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ মাখযুমী) বলিলেন, তুমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত সফরে যাও এবং তাহার খেদমত কর। (সুতরাং আমি তাহার সহিত সফরে গেলাম।) তিনি যে কোন ঝর্ণার ধারে অবতরণ করিতেন সেখানকার লোকদেরকে নিজের সহিত খাওয়ায় শরীক করিতেন। তাহার বড় ছেলেরাও তাহার নিকট আসিয়া খানা খাইত। (ফলে লোক বেশী হওয়ার কারণে খানা কম পড়িয়া যাইত এবং) প্রত্যেকে দুই তিন লোকমা করিয়া ভাগে পাইত। তিনি জুহফা নামক স্থানে অবতরণ করিলে সেখানকার লোকজনও আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় কালো বর্ণের একটি উলঙ্গ ছেলেও সেখানে আসিল। তিনি তাহাকেও খাওয়ার জন্য ডাকিলেন। ছেলেটি বলিল, আমি তো বসার জায়গা দেখিতেছি না, কারণ সকলেই চাপাচাপি করিয়া মিলিয়া বসিয়াছে। আবু জা'ফর (রহঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের জায়গা হইতে একটু সরিয়া ছেলেটিকে নিজের বুকের সহিত লাগাইয়া বসাইলেন।

আবু জা'ফর কারী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত মক্কা হইতে মদীনায় সফর করিয়াছি। তাহার নিকট বড় একটি পেয়ালা ছিল। উহাতে ছারীদ তৈয়ার করা হইত। অতঃপর তাহার ছেলেরা

এবং তাহার সঙ্গীগণও যে কেহ সেখানে উপস্থিত হইত সকলে একত্রে সেই পেয়ালা হইতে খাইত। কখনও এত লোক হইত যে, কিছু লোককে দাঁড়াইয়া খাইতে হইত। তাঁহার সহিত একটি উট ছিল। সেই উটের পিঠে নাবীয (অর্থাৎ খেজুর ভিজানো শরবত) ও সাদা পানির দুইটি মশক ছিল। খাওয়ার পর প্রত্যেককে ছাতু গোলানো এক পেয়ালা খেজুর শরবত দেওয়া হইত। উহা পান করার পর সকলে পেট ভরিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত।

মাআন (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন খানা তৈয়ার করিয়া লইতেন তখন যদি তাহার নিকট দিয়া কোন ভাল পোশাক পরিহিত কেহ যাইত, তিনি তাহাকে ডাকিতেন না, কিন্তু তাহার ছেলে বা ভাতিজা তাহাকে ডাকিয়া লইত। আর যদি কোন গরীব ব্যক্তি তাহার নিকট দিয়া যাইত তবে তিনি তাহাকে ডাকিতেন, কিন্তু তাহার ছেলে বা ভাতিজা তাহাকে ডাকিত না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার ইচ্ছা রাখে না ইহারা তাহাকে ডাকে, আর যে খাওয়ার ইচ্ছা রাখে তাহাকে ইহারা ছাড়িয়া দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

সুলাইমান ইবনে রাবীআহ (রহঃ) বলেন, তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর শাসন আমলে হজ্জ করিয়াছেন। তাহার সহিত মুনতাসির ইবনে হারেস যাব্বি সহ বসরার ওলামায়ে কেরামের এক জামাতও ছিল। তাহারা বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন একজন বিশিষ্ট সাহাবীর সহিত সাক্ষাত না করিয়া বসরা ফিরিব না, যিনি আমাদিগকে হাদীস শুনাইবেন। আমরা লোকদেরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলা হইল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) মক্কা নীচু এলাকায় অবস্থান করিয়া আছেন। সুতরাং আমরা তাহার নিকট গেলাম। আমরা

দেখিলাম, বহু সামানপত্র লইয়া লোকজন সফরের প্রস্তুতি লইতেছে। তিন শত উটের কাফেলা। তন্মধ্যে একশত উট আরোহণের জন্য এবং দুইশত উটের উপর সামানপত্র বোঝাই করা রহিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, এইগুলি কাহার? লোকেরা বলিল, এইগুলি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)এর। আমরা আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, এই সবই তাহার! আমরা তো শুনিয়াছিলাম, তিনি সর্বাপেক্ষা বিনয়ী লোক। লোকেরা বলিল, (এই সমস্ত সামানপত্র তাহার নিজের হইলেও তিনি এইগুলি নিজে ব্যবহার করেন না, বরং) এই একশত উট তাহার মুসলমান ভাইদের জন্য, যাহা তিনি তাহাদিগকে আরোহণের জন্য দান করিয়া থাকেন। আর এই দুইশত উটের সামানপত্র, এইগুলি বিভিন্ন শহর হইতে তাহার নিকট আগত মেহমানদের জন্য।

ইহা শুনিয়া আমরা খুবই আশ্চর্যবোধ করিলাম। লোকেরা বলিল, তোমরা আশ্চর্য হইও না, কারণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) ধনী লোক, তিনি তাহার নিকট আগত মেহমানদের (মেহমানদারীও করেন আবার যাওয়ার সময় তাহাদের)কে পথ খরচ ও পাথেয় হিসাবে দেওয়াকে নিজের উপর হক মনে করেন। আমরা বলিলাম, তিনি কোথায় আছেন, একটু বলিয়া দাও। তাহারা বলিল, তিনি এখন মসজিদে হারামে আছেন। আমরা তাহাকে তালাশ করিতে যাইয়া দেখিলাম, তিনি কা'বা শরীফের পিছনে বসিয়া আছেন। বেঁটেমত, চক্ষুদ্বয় কেতরযুক্ত, পরিধানে দুইটি চাদর ও মাথায় পাগড়ী। গায়ে কোন কোর্তা নাই। জুতাজোড়া বাম হাতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) একবার বড় এক পেয়ালা মগজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু

সাবেত! ইহা কি? তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি চল্লিশটি উট জবাই করিয়াছি, আমার মনে চাহিয়াছে যে, আপনাকে পেট ভরিয়া মগজ খাওয়াই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে খাইলেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ)এর জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। তিনি যখন তাহার ঘরে আসিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে খেজুর ও কয়েকটি রুটির টুকরা পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা খাইলেন। অতঃপর এক পেয়ালা দুধ আনিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা পান করিলেন এবং তাহার জন্য এই দোয়া করিলেন—

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ عَلٰى اٰلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ .

অর্থ ঃ নেক লোকেরা তোমাদের খানা খাক, রোযাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার করুক, আর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন, আয় আল্লাহ! সা'দ ইবনে ওবাদার সন্তানদের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন। (কান্য)

অপর এক দীর্ঘ হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কিছু তিল ও কিছু খেজুর পেশ করিলেন।

হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি নিজ কিল্লার উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিতেছেন, যে ব্যক্তি চর্বি বা গোশত খাওয়ার ইচ্ছা রাখে সে যেন সা'দ ইবনে ওবাদার নিকট চলিয়া আসে। তারপর (তাহার ইন্তেকালের পর) তাহার ছেলেকে এইভাবে ঘোষণা দিতে দেখিয়াছি। তারপর (তাহাদের

উভয়ের ইন্তেকালের পর) একদিন আমি মদীনার পথে হাঁটিতেছিলাম। তখন আমি যুবক ছিলাম। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মদীনার উঁচু প্রান্তে নিজের জমিনের দিকে যাওয়ার পথে আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, হে যুবক, যাও দেখিয়া আস, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর কিল্লার উপর কেহ খাওয়ার জন্য ডাকার ঘোষণা দিতেছে কিনা? আমি দেখিয়া আসিয়া বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, সত্য বলিয়াছ। (কারণ এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাহাদের বাপ-বেটার মধ্যেই ছিল। আর তাহারা উভয়ে ইন্তেকাল করিয়াছেন।)

হযরত আবু শোআইব আনসারী (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

ইমাম বোখারী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলিয়াছেন, আনসারদের মধ্যে আবু শোআইব (রাঃ) নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার এক গোলাম ছিল, যে কসাইয়ের কাজ করিত। তিনি গোলামকে বলিলেন, আমার জন্য খানা তৈয়ার কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করিব। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করিলেন। অপর এক ব্যক্তি তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করিয়াছ। আর এই ব্যক্তি নিজেই আমাদের পিছনে আসিতেছে। তোমার ইচ্ছা হইলে তাহাকে অনুমতি দিতে পার, নতুবা নিষেধ করিতে পার। হযরত আবু শোআইব (রাঃ) বলিলেন, বরং আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু শোআইব (রাঃ) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, হযরত আবু শোআইব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া তাহার

চেহারা মোবারকে ক্ষুধার ভাব অনুভব করিলেন। সুতরাং নিজের গোলামকে বলিলেন, তোমার ভালো হোক, তুমি আমাদের জন্য পাঁচজনের খানা তৈয়ার কর। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

একজন দর্জির খানা খাওয়ানো

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক দর্জি খানা তৈয়ার করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিল। আমিও তাঁহার সহিত সেই দাওয়াতে গেলাম। মেজবান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যবের রুটি ও কদু ও গোশতের ঝোল তরকারী হিসাবে পেশ করিল। আমি দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালার কিনারা হইতে কদু তালাশ করিতেছেন। সেইদিন হইতে আমিও কদু অত্যন্ত পছন্দ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দক খনন করিতেছিলাম। এমন সময় একটি শক্ত পাথর দেখা দিল। সাহাবা (রাঃ) (উহা ভাঙ্গিতে না পরিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন। খন্দকের মধ্যে একটি শক্ত পাথর দেখা দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি স্বয়ং নামিতেছি। তিনি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন (ক্ষুধার কারণে) তাঁহার পেট মোবারকে পাথর বাঁধা ছিল। কারণ তিনদিন যাবৎ আমরা কোন জিনিস চাখি নাই। অতঃপর তিনি কোদাল লইয়া সেই শক্ত পাথরের উপর এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, উহা ভাঙ্গিয়া বালুর স্তূপের ন্যায় চূর্ণ–বিচূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে একটু ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিন। (তিনি আমাকে অনুমতি

দিলেন।) আমি ঘরে আসিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখিয়াছি যে, ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছি না। তোমার নিকট কি খাওয়ার কিছু আছে? স্ত্রী বলিল, সামান্য কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। আমি বকরীর বাচ্চাটি জবাই করিয়া উহার গোশত টুকরা করিয়া লইলাম এবং স্ত্রী যব পিষিয়া উহার আটা মথিয়া লইল। তারপর পাতিলে গোশত লইয়া চুলায় চড়াইয়া দিলাম। ইতিমধ্যে আটা খামীর হইয়া রুটি তৈরীর উপযুক্ত হইয়া গেল এবং গোশতও পাক হওয়ার উপক্রম হইয়া উঠিল। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, সামান্য কিছু খানা তৈয়ার করিয়াছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ও আপনার সহিত এক-দুইজন লইয়া আসুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, খানা কি পরিমাণ? আমি তাঁহাকে পরিমাণ বলিলাম। তিনি বলিলেন, অনেক ও অতি উত্তম! তোমার স্ত্রীকে বলিয়া দাও, আমি না আসা পর্যন্ত যেন চুলা হইতে পাতিল না নামায় এবং তন্দুর হইতে রুটি না উঠায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলিলেন, উঠ, (এবং খাওয়ার জন্য চল)। মুহাজির ও আনসারগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন (এবং তাহার সহিত চলিলেন)। আমি যখন ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, তোমার ভাল হোক! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের সহিত অন্যান্য লোকদেরকে লইয়া আসিতেছেন। তখন স্ত্রী বলিল, তিনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, খানা কি পরিমাণ? আমি বলিলাম, হাঁ। (স্ত্রী বলিল, তবে তিনিই সমস্ত মেহমানদের ব্যবস্থা করিবেন)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যখন তাহার ঘরে পৌঁছিলেন তখন সাহাবাদেরকে) বলিলেন, ভিতরে প্রবেশ কর, ভীড় করিও না এবং তিনি নিজে রুটি টুকরা করিয়া উহার উপর গোশত দিয়া তাহাদের সম্মুখে দিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পাতিল হইতে গোশত বাহির করিয়া ও তন্দুর হইতে রুটি লইয়া আবার উহাকে ঢাকিয়া রাখিতেন। তিনি সাহাবাদেরকে পাতিল হইতে গোশত বাহির করিয়া ও রুটি টুকরা করিয়া দিতে থাকিলেন। এইভাবে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পরও খানা বাঁচিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার স্ত্রীকে) বলিলেন, এখন তোমরা খাও এবং অন্যান্যদের ঘরেও পাঠাও। কারণ, লোকজন সকলেই ক্ষুধার্ত।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে উপরোক্ত হাদীস আরো দীর্ঘ ও পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খানার পরিমাণ জানিতে পারিলেন তখন সমস্ত মুসলমানদেরকে বলিলেন, উঠ এবং জাবেরের বাড়ীতে চল। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘোষণা শুনিয়া আমার যে কি পরিমাণ লজ্জা অনুভব হইল তাহা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এবং আমি মনে মনে বলিলাম, আমি তো শুধু এক সা' (সাড়ে তিন সের পরিমাণ) যবের রুটি ও একটি বকরীর বাচ্চার ব্যবস্থা করিয়াছি, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত মানুষ লইয়া আসিতেছেন! অতঃপর আমি ঘরে যাইয়া স্ত্রীকে বলিলাম, আজ তুমি অপদস্থ হইবে কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের সমস্ত লোকজন লইয়া আসিতেছেন। আমার স্ত্রী বলিল, আপনাকে কি তিনি খানা কি পরিমাণ তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, হাঁ। আমার স্ত্রী বলিল, তবে তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল বুঝিবেন। (আমাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই।) স্ত্রীর এই কথায় আমার বিরাট চিন্তা দূর হইয়া গেল।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিলেন এবং (আমার স্ত্রীকে) বলিলেন, তুমি তোমার কাজ করিতে থাক, আর গোশত আমার দায়িত্বে দিয়া দাও। তিনি রুটি টুকরা টুকরা করিয়া উহার

উপর গোশত দিয়া দিতেন এবং ইহাকে ঢাকিয়া দিতেন, উহাকেও ঢাকিয়া দিতেন। (অর্থাৎ গোশত ও রুটি উভয়টাকে ঢাকিয়া দিতেন।) তিনি এইভাবে লোকদের সামনে দিতে লাগিলেন। এইভাবে সকলেই খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু তন্দুর ও পাতিল যেমন ভরা ছিল তেমনি ভরা রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্ত্রীকে বলিলেন, এখন তোমরা নিজেরাও খাও এবং অন্যান্য ঘরেও পাঠাও। অতএব আমার স্ত্রী নিজেও খাইতে থাকিল এবং সারাদিন অন্যান্য ঘরেও পাঠাইতে থাকিল।

ইবনে আবি শাইবা এই রেওয়ায়াতকে আরো দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতের শেষে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, বর্ণনাকারী বলেন, হযরত জাবের (রাঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, যাহারা সেই খানা খাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা আটশত ছিল অথবা বলিয়াছেন, তিনশত ছিল। (বিদায়াহ)

ইমাম বোখারী (রহঃ) এক সনদে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, হে খন্দকের লোকেরা! জাবের দাওয়াতের খানা তৈয়ার করিয়াছে, অতএব তোমরা সকলে জলদি চল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলিলেন, আমি আসা পর্যন্ত চুলা হইতে পাতিল নামাইওনা এবং তোমাদের আটা দ্বারা রুটি বানানো আরম্ভ করিও না। আমি খন্দক হইতে ঘরে আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লোকদের আগে আগে আসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (আমি ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের সমস্ত লোকদেরকে লইয়া আসিতেছেন।) স্ত্রী আমাকে বলিল, আজ তুমি অপদস্ত হইবে, লোকেরা তোমাকে দোষারোপ করিবে, (কারণ, খানা কম অথচ লোকজন বেশী)। আমি বলিলাম, তুমি আমাকে যেমন বলিয়াছিলে আমি তেমনই

করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর আমার স্ত্রী তাহার সম্মুখে আটা রাখিল। তিনি উহার মধ্যে নিজের মুখের লালা দিলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। তারপর তিনি পাতিলের নিকট আসিলেন এবং উহাতেও নিজের লালা মোবারক দিয়া বরকতের দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, তোমার সহিত রুটি বানাইবার জন্য আরো একজনকে ডাকিয়া লও এবং নিজেদের পাতিল হইতে পেয়ালা ভরিয়া ভরিয়া দিতে থাক, কিন্তু উহাকে চুলা হইতে নামাইও না। যাহারা খাইতে আসিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা এক হাজার ছিল। আমি আল্লাহ তায়ালার কসম খাইয়া বলিতেছি, তাহারা খানা খাইয়া চলিয়া যাওয়ার পরও খানা বাঁচিয়াছিল এবং আমাদের পাতিল পূর্বের ন্যায় তখনও উতরাইতে ছিল, আর আটা দ্বারা রুটি তৈয়ার হইতেছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমার মা একবার কিছু খানা তৈয়ার করিয়া আমাকে বলিলেন, যাও, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকিয়া লইয়া আস। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া চুপে চুপে আরজ করিলাম, আমার মা কিছু খানা তৈয়ার করিয়াছেন। তিনি সাহাবাদেরকে বলিলেন, উঠ। ইহাতে পঞ্চাশজন তাহার সহিত উঠিয়া চলিল। অতঃপর তিনি (আমাদের ঘরের নিকট আসিয়া) দরজার উপর বসিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিলেন, দশজন করিয়া ভিতরে পাঠাইতে থাক। শেষ পর্যন্ত তাহারা সকলে পেট ভরিয়া খাইল এবং খানা যেমন ছিল তেমনই বাঁচিয়া গেল।

হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু তালহা (রাঃ) হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)কে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার আওয়াজ অত্যন্ত দুর্বল শুনিয়াছি এবং এই দুর্বলতা

ক্ষুধার কারণে বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার নিকট কি কিছু আছে? হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ আছে। অতঃপর তিনি কয়েকটি যবের রুটি বাহির করিলেন এবং নিজের ওড়নার এক অংশ দ্বারা উহা পেঁচাইয়া আমার কাপড়ের নীচে ঢাকিয়া দিলেন এবং ওড়নার বাকী অংশ আমার শরীরে জড়াইয়া দিলেন। তারপর আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট গেলাম ও তাঁহাকে মসজিদে বসা অবস্থায় পাইলাম। তাঁহার নিকট আরো লোকজন বসিয়াছিল। আমি তাহাদের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠাইয়াছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার জন্য পাঠাইয়াছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি উপস্থিত সকলকে বলিলেন, চল, উঠ। এই বলিয়া তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি তাহাদের আগে আগে চলিতেছিলাম। আমি দ্রুত ঘরে পৌঁছিয়া হযরত আবু তালহা (রাঃ)কে খবর দিলাম। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন লইয়া আসিতেছেন। অথচ আমাদের নিকট খাওয়াইবার মত কিছু নাই। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাস্তা হইতে আগাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া হযরত আবু তালহা সহ ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যাহা কিছু আছে, লইয়া আস। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) সেই যবের রুটিগুলি লইয়া আসিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটিগুলিকে টুকরা করিতে বলিলে সেইগুলিকে টুকরা টুকরা করা হইল। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) উহার উপর চামড়া নির্মিত ঘিয়ের ডিব্বা নিংড়াইয়া দিয়া সালন বানাইয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সেই খানার উপর কিছুক্ষণ দোয়া পড়িলেন। (অর্থাৎ বরকতের দোয়া করিলেন।) তারপর বলিলেন, দশজনকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। হযরত আবু তালহা (রাঃ) দশজনকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তাহারা যখন পরিতৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পর বাহিরে চলিয়া গেল তখন তিনি অপর দশজনকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে বলিলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) আরো দশজনকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। যখন এই দশজন পরিতৃপ্তভাবে খাইয়া বাহির হইয়া গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর দশজনকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে বলিলেন। এইভাবে সকলে পেট ভরিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া খাইল। তাহাদের সংখ্যা সত্তর অথবা আশিজন ছিল। তাবারানীর হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাহাদের সংখ্যা এক শতের কাছাকাছি ছিল।

হযরত আশআছ ইবনে কায়েস কিন্দি (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত আশআছ (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মুরতাদ হইয়া গিয়াছিলেন এবং পরে আবার মুসলমান হইয়াছিলেন। তাহা)কে যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট বন্দী করিয়া হাজির করা হইল তখন তিনি তাহার (হাতপায়ের) বন্ধনগুলি খুলিয়া দিলেন (এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া) নিজের বোনকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া দিলেন। হযরত আশআছ (রাঃ) নিজের তলোয়ার খাপমুক্ত করিয়া উটের বাজারে গেলেন এবং যে কোন উট অথবা উটনী দেখিতেন (তলোয়ার দ্বারা) উহার পা কাটিতে লাগিলেন। লোকজন চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, আশআছ কাফের হইয়া গিয়াছে। হযরত আশআছ (রাঃ) যখন এই কাজ হইতে অবসর হইলেন তখন তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি কাফের হই নাই, কিন্তু এই ব্যক্তি

(অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ)) নিজের বোনকে আমার নিকট বিবাহ দিয়াছে। যদি আমি নিজের দেশে হইতাম তবে আমার ওলীমা ভিন্নরকম হইত। (অর্থাৎ আরো উত্তম পদ্ধতিতে হইত) হে মদীনাবাসী! তোমরা এই সমস্ত উট জবাই করিয়া খাও। আর হে উটের মালিকগণ, আস, উটের দাম লইয়া যাও। (এসাবাহ)

হযরত আবু বারযাহ (রাঃ)এর খানা খাওয়ানো

হাসান ইবনে হাকীম (রহঃ) তাহার মাতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বারযাহ (রাঃ)এর নিকট বিধবা, এতীম মিসকীনদের জন্য প্রতিদিন সকাল বিকাল বড় এক পেয়ালা করিয়া ছারীদ তৈয়ার করা হইত।

মদীনা তাইয়েবায় আগত মেহমানদের মেহমানদারীর বর্ণনা

হযরত তালহা ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মদীনাতে) আসিত তখন মদীনাতে তাহার কোন পরিচিত লোক থাকিলে সে তাহার নিকট মেহমান হইত। আর যদি তাহার পরিচিত কেহ না থাকিত তবে সে আহলে সুফফাদের নিকট থাকিত। সুতরাং আমি আহলে সুফফাদের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম এবং আমি সেখানে এক ব্যক্তির সহিত জোড় মিলাইয়া লইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে দৈনিক প্রতি জোড়াকে এক মুদ অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক করিয়া খেজুর দেওয়া হইত। (এইভাবে জন প্রতি সাত ছটাক করিয়া পড়িত।)

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে সালাম ফিরাইবার পর আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই খেজুর আমাদের পেট জ্বালাইয়া দিয়াছে আর আমাদের চাদর ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর তিনি নিজ কাওমের পক্ষ হইতে যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন উহার আলোচনা করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, একবার আমার ও আমার সঙ্গীর উপর দশরাত্র এমন কাটিয়াছে যে, আমরা পিলো (এক প্রকারের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ)এর ফল ব্যতীত কিছু খাইতে পাই নাই। তারপর আমরা হিজরত করিয়া আমাদের আনসারী ভাইদের নিকট আসিয়াছি। তাহাদের সাধারণ খাদ্য হইল খেজুর। তাহারা উহা দ্বারাই আমাদের খাতির করিল। আল্লাহর কসম, আমার নিকট যদি রুটি ও গোশত থাকিত,আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তাহা খাওয়াইতাম। তবে এক সময় আসিবে তোমরা কা'বা শরীফের পর্দার ন্যায় মূল্যবান কাপড় পরিধান করিবে এবং সকাল বিকাল তোমাদের সম্মুখে খাবারের বড় বড় পেয়ালা উপস্থিত করা হইবে।

হযরত ফাযালাহ লাইসী (রাঃ) বলেন, আমরা (মদীনা মুনাওয়ারায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। সেখানকার নিয়ম এই ছিল যে, যদি কাহারো পরিচিত কেহ থাকিত তবে সে তাহার মেহমান হইত এবং তাহার নিকট অবস্থান করিত। আর যাহার কোন পরিচিত কেহ নাই সে সুফফাতে অবস্থান করিত। যেহেতু আমার পরিচিত কেহ ছিল না সেহেতু আমি সুফফাতে অবস্থান করিলাম। একবার জুমুআর দিন এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খেজুর আমাদের পেট জ্বালাইয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতিসত্বর এমন সময় আসিবে, তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকিবে তাহার সম্মুখে সকাল বিকাল খাবারের বড় বড় পেয়ালা উপস্থিত করা হইবে এবং তোমরা কা'বা শরীফের পর্দার ন্যায় মূল্যবান কাপড় পরিধান করিবে।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নামায পড়াইবার পর তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিতেন, প্রত্যেকেই যেন তাহার নিকট যে পরিমাণ খাওয়ার

ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই পরিমাণ মেহমান লইয়া যায়। সুতরাং কেহ একজন মেহমান, কেহ দুইজন, কেহ তিনজনকে লইয়া যাইত। আর অবশিষ্ট যে কয়জন থাকিত তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লইয়া যাইতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, সন্ধ্যার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুফফায় অবস্থানকারীদেরকে নিজ সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। কেহ একজন, কেহ দুইজন, কেহ তিনজন, এমনকি কেহ দশজন মেহমানও লইয়া যাইতেন। আর হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) প্রতি রাত্রে আশিজন মেহমান নিজ ঘরে লইয়া যাইতেন এবং তাহাদেরকে খানা খাওয়াইতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, হে আবু হির, আমি বলিলাম, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যাও, আহলে সুফফাদেরকে ডাকিয়া লইয়া আস। আহলে সুফফাগণ ইসলামের মেহমান ছিলেন, তাহাদের না কোন পরিবার পরিজন ছিল, আর না মাল-সম্পদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন সদকার মাল আসিলে তিনি উহা সম্পূর্ণ তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, নিজে উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না। আর যখন তাঁহার নিকট হাদিয়া স্বরূপ কিছু আসিত তখন তিনি উহা তাহাদের নিকট পাঠাইতেন, নিজেও উহা হইতে গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদেরকেও নিজের সহিত শরীক করিতেন। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি আহলে সুফফাদের মধ্য হইতে ছিলাম। সন্ধ্যার পর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে উপস্থিত হইতাম। তিনি অন্যান্য সাহাবাদেরকে হুকুম করিতেন এবং তাহারা প্রত্যেকে আমাদের একেকজনকে নিজের সঙ্গে ঘরে লইয়া যাইতেন। অবশেষে দশজন বা কম-বেশী অবশিষ্ট থাকিয়া যাইত। রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানা আসিত তখন

আমরা অবশিষ্টরা তাঁহার সহিত খানা খাইতাম। খাওয়া শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, যাও, মসজিদে যাইয়া শুইয়া পড়। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া গেলেন। আমি উপুড় হইয়া শুইয়াছিলাম। তিনি আমাকে পা দ্বারা নাড়া দিয়া বলিলেন, হে জুন্দুব, এ কেমন শোয়া? এইভাবে শয়তান শুইয়া থাকে।

হযরত তেখফাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আহলে সুফফাদেরকে নিজ নিজ ঘরে লইয়া যাওয়ার জন্য) তাঁহার সাহাবাদেরকে আদেশ করিলেন। কেহ একজনকে কেহ দুইজনকে লইয়া গেলেন। অবশিষ্ট আমি পঞ্চম ব্যক্তিসহ পাঁচজন রহিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলে, চল। আমরা তাঁহার সহিত হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে গেলাম। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! আমাদেরকে খাওয়াও, পান করাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) (গম চূর্ণ ও গোশত দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাবার) জাশীশাহ লইয়া আসিলেন। আমরা উহা খাইলাম। তারপর তিনি খেজুরের হালুয়া আনিলেন যাহার রং কবুতরের ন্যায় ছিল। আমরা উহাও খাইলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা, আমাদের কিছু পান করাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) ছোট্ট এক পেয়ালা দুধ আনিলেন। আমরা সেই দুধও পান করিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা হয় এখানেই রাত কাটাইতে পার আর যদি চাও তবে মসজিদে চলিয়া যাইতে পার। আমরা বলিলাম, আমরা মসজিদে যাইতে চাই। (সুতরাং আমরা মসজিদে চলিয়া গেলাম।) আমি উপুড় হইয়া শুইয়াছিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে পা দ্বারা নাড়া দিয়া বলিল, এইভাবে শোয়া আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত জাহ্জাহ্ গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি আমার কাওমের কতিপয় লোকের সহিত (মদীনা মুনাওয়ারায়) আসিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম গ্রহণ করিব। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মাগরিবের নামায আদায় করিলাম। সালাম ফিরাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত ধরিয়া লয় (এবং নিজের ঘরে খাওয়ার জন্য লইয়া যায়। সাহাবা (রাঃ) সকলকে এইভাবে ঘরে লইয়া গেলেন।) মসজিদে আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। আমি যেহেতু লম্বা চওড়া মানুষ ছিলাম সেহেতু আমাকে কেহ গ্রহণ করে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি আমার জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করিয়া আনিলেন। আমি সমস্ত দুধ পান করিয়া ফেলিলাম। এইভাবে তিনি সাতটি বকরীর দুধ দোহন করিয়া আনিলেন। আমি সেই সম্পূর্ণ দুধপান করিয়া শেষ করিলাম। তারপর তিনি এক পাতিল খানা আনিলেন। আমি সমস্ত খানা খাইয়া ফেলিলাম।

ইহা দেখিয়া হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি আজ রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষুধার্ত রাখিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে ক্ষুধার্ত রাখুক।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে আইমান, চুপ থাক। সে নিজের রিযিক খাইয়াছে, আর আমাদের রিযিক আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে রহিয়াছে। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) ও সমস্ত মেহমানগণ একস্থানে একত্রিত হইলে প্রত্যেকেই রাত্রের মেহমানদারীতে কি কি জিনিস তাহার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে তাহা বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমার জন্য সাত বকরীর দুধ আনা হইয়াছে আর আমি সম্পূর্ণই পান করিয়া শেষ করিয়াছি। তারপর এক পাতিল খানা আনা হইয়াছে আমি তাহাও শেষ করিয়াছি। অতঃপর

—৯

(এইদিনও) সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মাগরিবের নামায আদায় করার পর তিনি বলিলেন, প্রত্যেকেই যেন তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত ধরিয়া লয় (এবং নিজ ঘরে লইয়া যাইয়া খানা খাওয়ায়।)

আজও মসজিদে আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কেহ অবশিষ্ট রহিল না। আমি লম্বা চওড়া মানুষ ছিলাম বলিয়া আমাকে কেহ নেয় নাই। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লইয়া গেলেন এবং আমার জন্য একটি বকরীর দুধ আনিলেন। আজ আমি উহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া গেলাম এবং আমার পেট ভরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি কি আমাদের গতকালের সেই মেহমান? তিনি বলিলেন, হাঁ, সেই মেহমান। তবে আজ রাত্রে সে মুমিনের আঁতে খাইয়াছে। ইতিপূর্বে সে কাফেরের আঁতে খাইত। কাফের সাত আঁতে খায় আর মুমিন এক আঁতে খায়।

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, আমরা আহলে সুফফাদের মধ্যে ছিলাম। রমযানের মাস আরম্ভ হইলে আমরা রোযা রাখিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের ইফতারের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে যে সকল সাহাবারা বাইআত হইয়াছিলেন তাহারা এক একজন আসিয়া আমাদের একেকজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন এবং রাত্রের খানা খাওয়াইতেন। এক রাত্রে আমাদেরকে নেওয়ার জন্য কেহ আসিল না। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্মানিতা স্ত্রীগণের প্রত্যেকের নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের নিকট কিছু আছে কিনা? তাহারা প্রত্যেকেই কসম খাইয়া উত্তর দিলেন যে, তাহাদের ঘরে এমন কোন কিছু নাই যাহা কোন প্রাণী খাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহাবে সুফফাদেরকে

বলিলেন, তোমরা সকলে একত্রিত হও। তাহারা সকলে একত্রিত হইলে তিনি তাহাদের জন্য এই দোয়া করিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার দয়া ও রহমত প্রার্থনা করিতেছি, কেননা আপনার রহমত আপনার কব্জায়, আপনি ব্যতীত আর কেহ উহার মালিক নহে।'

তিনি এই দোয়া করা মাত্রই এক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। (তিনি তাহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলে) সে একটি আস্ত ভুনা বকরী ও অনেকগুলি রুটি লইয়া প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বকরী আমাদের সম্মুখে রাখা হইল। আমরা উহা হইতে খাইলাম এবং অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার দয়া ও রহমত চাহিয়াছিলাম। এই খানা আল্লাহ্ তায়ালার দয়া, আর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার রহমত নিজের নিকট আমাদের (আখেরাতের) জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, সুফফায় অবস্থানকারী সাহাবারা গরীব ছিলেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার নিকট দুইজনের খানা আছে সে যেন আসহাবে সুফফা হইতে তৃতীয় একজনকে সঙ্গে লইয়া যায়, আর যাহার নিকট চারজনের খানা আছে সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ একজনকে লইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দশজনকে নিলেন। (আমার পিতা) হযরত আবু বকর (রাঃ) তিনজনকে ঘরে লইয়া আসিলেন। আর আমাদের ঘরে আমি ও আমার পিতামাতা ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নাই, তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন কিনা যে, আমার স্ত্রী ও একজন খাদেম ছিল, যে আমার ও হযরত আবু বকর (রাঃ) উভয় ঘরে কাজকর্ম করিত। স্বয়ং হযরত আবু বকর (রাঃ) রাত্রের খানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেখানে খাইলেন এবং এশা পর্যন্ত সেখানেই রহিলেন।

এশার নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত দেরী করিলেন। তারপর রাত্রের বেশ কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ঘরে আসিলেন। (তিনি ভাবিলেন, মেহমানরা খানা খাইয়াছে।) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর স্ত্রী বলিলেন, আপনি আপনার মেহমানদের নিকট কেন আসিলেন না? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি মেহমানদেরকে খানা খাওয়াও নাই? স্ত্রী বলিলেন, আমরা তো তাহাদেরকে খানা খাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা খাইতে অস্বীকার করিয়াছে। এবং বলিয়াছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলে খানা খাইব। আমরা অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছি, কিন্তু তাহারা কিছুতেই মানে নাই এবং নিজেদের কথার উপর অটল রহিয়াছে। (হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন,) আমি ইহা শুনিয়া ভিতরে যাইয়া লুকাইয়া গেলাম। (কারণ তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, ওরে মূর্খ! এবং আমাকে আরো গালমন্দ করিলেন। (হযরত আবু বকর (রাঃ) রাগের মাথায় কসম খাইয়া ফেলিলেন যে, তিনি খানা খাইবেন না।) আর মেহমানদেরকে বলিলেন, তোমরা খাও, আমি এই খানা কখনও খাইব না। (মেহমানরাও কসম খাইলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) না খাইলে তাহারাও খাইবেন না।

অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোস্বা ঠাণ্ডা হওয়ার পর তিনি নিজের কসম ভাঙ্গিলেন এবং মেহমানদের সহিত খাইতে আরম্ভ করিলেন।) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমরা খানা খাইতেছিলাম। আল্লাহর কসম, আমরা যে লোকমাই উঠাইতেছিলাম নিচের দিক হইতে খানা বাড়িয়া যাইতেছিল। এইভাবে মেহমানরা সকলে তৃপ্ত হইয়া খাওয়া শেষ করিবার পর দেখা গেল খানা পূর্বের চাইতে বেশী হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন দেখিলেন খানা পূর্বের চাইতে বেশী হইয়া গিয়াছে তখন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, হে বনু ফেরাসের মেয়ে! (কি ব্যাপার) স্ত্রী বলিলেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর কসম, খানা তো পূর্বের চাইতে তিনগুণ বেশী হইয়া গিয়াছে। তারপর

হযরত আবু বকর (রাঃ)ও সেই খানা খাইলেন এবং বলিলেন, আমার (না খাওয়ার) কসম শয়তানের পক্ষ হইতে ছিল। এই বলিয়া তিনি উহা হইতে আরো এক লোকমা খাইলেন। অতঃপর তিনি সেই খানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া গেলেন। আমাদের মুসলমানদের সহিত এক কাওমের কিছু চুক্তিপত্র হইয়াছিল, যাহার সময়সীমা শেষ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য আমরা সেই কাওমের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য একটি বাহিনী তৈয়ার করিয়াছিলাম। আমরা উহাতে বারজন দায়িত্ববান প্রধান নিযুক্ত করিলাম এবং প্রত্যেক প্রধানের অধীনে বহু মুসলমান ছিল। প্রত্যেকের অধীনে কতজন মুসলমান ছিল উহার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। এই বাহিনীর সমস্ত লোক সেই খানা হইতে খাইয়াছিল।

কোন কোন রেওয়ায়াতে বারজন প্রধান নিযুক্ত করার পরিবর্তে বারটি জামাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ)এর ঘটনা

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) এক বৎসর জেহাদে যাইতেন এবং অপর বৎসর তাহার ছেলে হযরত কায়েস (রাঃ) জেহাদে যাইতেন। একবার হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদের সহিত জেহাদে গিয়াছিলেন। তাহার যাওয়ার পর মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনেক মুসলমান মেহমান আসিল। হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর সহিত থাকা অবস্থায় এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, কায়েস যদি আমার ছেলে হয় তবে (আমার গোলাম নেসতাসকে) বলিবে, হে নেসতাস চাবি দাও, যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস (গুদাম হইতে) বাহির করিয়া লই। নেসতাস বলিবে, তোমার পিতার পক্ষ হইতে লিখিত অনুমতিপত্র লইয়া আস। আমার ছেলে মারিয়া গোলামের নাক ভাঙ্গিয়া দিবে এবং তাহার নিকট হইতে (জোরপূর্বক) চাবি কাড়িয়া

হযরত আবু বকর (রাঃ)ও সেই খানা খাইলেন এবং বলিলেন, আমার (না খাওয়ার) কসম শয়তানের পক্ষ হইতে ছিল। এই বলিয়া তিনি উহা হইতে আরো এক লোকমা খাইলেন। অতঃপর তিনি সেই খানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া গেলেন। আমাদের মুসলমানদের সহিত এক কাওমের কিছু চুক্তিপত্র হইয়াছিল, যাহার সময়সীমা শেষ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য আমরা সেই কাওমের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য একটি বাহিনী তৈয়ার করিয়াছিলাম। আমরা উহাতে বারজন দায়িত্ববান প্রধান নিযুক্ত করিলাম এবং প্রত্যেক প্রধানের অধীনে বহু মুসলমান ছিল। প্রত্যেকের অধীনে কতজন মুসলমান ছিল উহার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। এই বাহিনীর সমস্ত লোক সেই খানা হইতে খাইয়াছিল।

কোন কোন রেওয়ায়াতে বারজন প্রধান নিযুক্ত করার পরিবর্তে বারটি জামাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ)এর ঘটনা

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) এক বৎসর জেহাদে যাইতেন এবং অপর বৎসর তাহার ছেলে হযরত কায়েস (রাঃ) জেহাদে যাইতেন। একবার হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদের সহিত জেহাদে গিয়াছিলেন। তাহার যাওয়ার পর মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনেক মুসলমান মেহমান আসিল। হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর সহিত থাকা অবস্থায় এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, কায়েস যদি আমার ছেলে হয় তবে (আমার গোলাম নেসতাসকে) বলিবে, হে নেসতাস চাবি দাও, যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস (গুদাম হইতে) বাহির করিয়া লই। নেসতাস বলিবে, তোমার পিতার পক্ষ হইতে লিখিত অনুমতিপত্র লইয়া আস। আমার ছেলে মারিয়া গোলামের নাক ভাঙ্গিয়া দিবে এবং তাহার নিকট হইতে (জোরপূর্বক) চাবি কাড়িয়া

লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাহির করিয়া লইবে। মদীনাতে ঘটনা হুবহু এই রকমই ঘটিয়াছিল। হযরত কায়েস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একশত ওসাক (অর্থাৎ প্রায় পাঁচশত পঁচিশ মণ খাদ্য দ্রব্যাদি) আনিয়া দিয়াছিলেন। (এসাবাহ)

হযরত মাইমূনাহ বিনতে হারেস (রাঃ) বলেন, এক বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল। গ্রামের লোকেরা মদীনায় আসিতে আরম্ভ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে প্রত্যেক সাহাবী তাহাদের একেক জনের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেন এবং মেহমান হিসাবে তাহাকে রাত্রে খাওয়াইতেন। এক রাত্রে একজন গ্রাম্যলোক আসিলে (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।) তাঁহার ঘরে সামান্য খানা ও কিছু দুধ ছিল। সেই গ্রাম্য লোকটি সবই খাইয়া ফেলিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছুই রাখিল না। এইভাবে তিনি তাহাকে আরো এক বা দুই রাত্র সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিলেন। সে প্রতিরাত্রে সবকিছু খাইয়া শেষ করিল। এই অবস্থা দেখিয়া আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বলিলাম, আয় আল্লাহ! এই গ্রাম্য লোকটিকে কোন বরকত দান করিবেন না, কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পূর্ণ খানাই খাইয়া ফেলে, তাঁহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে না।

ইহার পর আরেক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে লইয়া আসিলেন। কিন্তু আজ সে সামান্য খানা খাইল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কি সেই ব্যক্তি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হাঁ, সেই ব্যক্তি, কিন্তু পূর্বে সে কাফের ছিল এখন সে মুসলমান হইয়া গিয়াছে।) কাফের সাত আঁতে খায়, আর মুমিন এক আঁতে খায়।

আসলাম (রহঃ) বলেন, (হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে)

যখন কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; যাহাকে 'আমুর রামাদাহ্ বলা হয় তখন চতুর্দিক হইতে আরবগণ মদীনা মুনাওয়ারায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হযরত ওমর (রাঃ) কতিপয় লোককে তাহাদের মধ্যে খানা ও সালন বন্টন করার কাজে নিয়োজিত করিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত ইয়াজীদ ইবনে উখতে নামের, হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্দে কারী ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (রাঃ)ও ছিলেন। সন্ধ্যার সময় তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইতেন এবং সারাদিনের সমস্ত কাজকর্মের সংবাদ জানাইতেন। তাহাদের প্রত্যেকে মদীনার এক এক কিনারায় নিয়োজিত ছিলেন। আরবের সমস্ত গ্রামবাসীরা সানিয়াতুল ওদা' হইতে রাতেজ কিল্লা, বনু হারেসা বনু আবদুল আসহাল ও বনু কোরাইযার এলাকা পর্যন্ত দখল করিয়াছিল। কিছু লোক বনু সালেমার এলাকায় অবস্থান করিয়াছিল। মোটকথা ইহারা মদীনার বাহিরে চতুর্দিকে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিল। একবার যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সকল গ্রাম্য লোকেরা রাত্রের খানা হইতে অবসর হইল তখন আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহারা আমাদের নিকট রাত্রের খানা খাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা গণনা কর।

সুতরাং পরবর্তী রাত্রের সংখ্যা সাত হাজার হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যে সমস্ত পরিবারের লোকেরা এবং অসুস্থ ও শিশুরা এখানে আসে নাই তাহাদের সংখ্যা গণনা কর। তাহাদেরকে গণনা করা হইলে উহাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার হইল। তারপর কয়েক রাত্র অতিবাহিত হইলে লোকজন আরো বাড়িয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ)এর আদেশে পুনরায় গণনা করা হইলে দেখা গেল যাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট রাত্রের খানা খাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল দশ হাজার। আর অন্যান্যদের সংখ্যা দাঁড়াইল পঞ্চাশ হাজার। এইভাবে খাওয়া দাওয়ার নিয়ম চলিতে থাকিল যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দিলেন। বৃষ্টি হওয়ার পর আমি হযরত ওমর

(রাঃ)কে দেখিয়াছি, যাহাদেরকে তিনি ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকের কাওমকে তাহাদের এলাকায় অবস্থানকারী আগত লোকদেরকে নিজ নিজ গ্রাম এলাকায় ফেরত পাঠাইবার দায়িত্ব দিলেন এবং তাহাদেরকে পথের খাবার ও বাহন দেওয়ারও আদেশ দিলেন। আর স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ)কেও দেখিয়াছি, তিনি তাহাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এই সমস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত লোকদের মধ্যে ব্যাপকহারে মৃত্যুও ঘটিয়াছিল। আমার ধারণা মতে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মত লোক মারা গিয়াছিল এবং এক-তৃতীয়াংশ বাঁচিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট অনেকগুলি ডেগ ছিল। যাহারা রান্নার কাজ করিত তাহারা তাহাজ্জুদের সময় উঠিয়া সেই সমস্ত ডেগে (এক প্রকার খিচুড়ী জাতীয় খাদ্য) কুরকুর রান্না করিত। সকালে এই খাদ্য অসুস্থদেরকে খাওয়াইত। তারপর আটার সহিত ঘি মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার খাবার তৈয়ার করিত।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আদেশে ডেগের মধ্যে তৈল ঢালিয়া উহাকে আগুনের উপর এই পরিমাণ গরম করা হইত যে, তৈলের গরমভাব কাটিয়া যায়। তারপর রুটি দ্বারা ছারীদ তৈয়ার করিয়া সালন হিসাবে উহার উপর সেই তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইত। (যেহেতু আরবগণ খাদ্যে তৈল ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল না সেহেতু) তৈল খাওয়ার কারণে জ্বর আসিয়া যাইত। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন সম্পূর্ণ সময় হযরত ওমর (রাঃ) না নিজের ছেলের ঘরে খানা খাইয়াছেন আর না নিজের কোন স্ত্রীর ঘরে খাইয়াছেন, বরং সর্বদা দুর্ভিক্ষ কবলিত লোকদের সহিত রাত্রে খাইতেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা (বৃষ্টি দান করিয়া) মানুষকে জীবনদান করিয়াছেন।

ফেরাস দাইলামী (রহঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসর হইতে যে উট প্রেরণ করিয়াছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তন্মধ্য হইতে প্রত্যহ বিশটি করিয়া উট জবাই করিয়া নিজ দস্তরখানে লোকদের খাওয়াইতেন।

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একরাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় এক মহিলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। মহিলাটি নিজ ঘরে বসিয়াছিল এবং তাহার আশেপাশে কতিপয় শিশু কান্নাকাটি করিতেছিল। উক্ত মহিলা একটি ডেগচিতে পানি ভরিয়া চুলার উপর চড়াইয়া রাখিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) দরজার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর বাঁদী! এই শিশুরা কেন কাঁদিতেছে? মহিলা বলিল, ক্ষুধার কারণে কাঁদিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আগুনের উপর এই ডেগচি কিসের? মহিলা বলিল, শিশুদেরকে ভুলাইবার জন্য উহাতে পানি ভরিয়া রাখিয়াছি, যাহাতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে এবং তাহাদেরকে এই ধারণা দিতেছি যে, উহাতে কিছু রান্না হইতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন।

তারপর তিনি যে ঘরে সদকার মাল রাখা হয় সেখানে আসিলেন এবং একটি বস্তা লইয়া উহার ভিতর কিছু আটা, চর্বি, ঘি, খেজুর ও কিছু কাপড়-চোপড় এবং কিছু দেরহাম লইলেন, যাহাতে বস্তা ভরিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, হে আসলাম, এই বস্তা আমার উপর উঠাইয়া দাও। (হযরত আসলাম বলেন,) আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পরিবর্তে আমি বহন করিতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে আসলাম, তোমার মা মরুক! (অর্থাৎ তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া এই কথা বলিলেন।) আমিই উহাকে বহন করিব, কেননা আখেরাতে আমাকেই ইহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) স্বয়ং উহা বহন করিয়া মহিলার ঘর পর্যন্ত আনিলেন এবং ডেগচি লইয়া উহাতে আটা, চর্বি ও খেজুর দিয়া (আগুনের উপর রাখিলেন এবং) নিজেই আপন হাত দ্বারা উহাকে নাড়িতে লাগিলেন এবং ডেগের নীচে (আগুনের মধ্যে) ফুঁক দিতে লাগিলেন। (আগুনে ফুঁক দেওয়ার কারণে) তাহার দাড়ির ফাঁক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছিল আর আমি দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। অবশেষে তাহাদের জন্য খাওয়া রান্না হইয়া গেলে তিনি নিজ হাতে খানা

বাড়িয়া শিশুদেরকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহাদের পেট ভরিয়া গেলে তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বিনয়ের সহিত বসিয়া গেলেন। আমার অন্তরে এত ভয় সৃষ্টি হইল যে, আমি তাহার সহিত কোন কথা বলিতে সাহস পাইতেছিলাম না। হযরত ওমর (রাঃ) এইভাবে বসিয়া রহিলেন। ছেলেরা খেলাধুলায় মগ্ন হইয়া হাসিতে লাগিল। তখন হযরত ওমর (রাঃ) উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আসলাম! তুমি জান কি, আমি ছেলেদের সম্মুখে কেন বসিয়া রহিলাম? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আমি তাহাদেরকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম, সুতরাং আমার নিকট ইহা ভাল মনে হয় নাই যে, তাহাদেরকে হাসিতে না দেখিয়া চলিয়া যাই। যখন তাহারা হাসিতে লাগিল তখন আমার মন আনন্দে ভরিয়া গেল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আসলাম (রহঃ) বলেন, এক রাত্রে আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত (মদীনাতে অবস্থিত একটি এলাকা) হাররায়ে ওয়াকিম এর দিকে বাহির হইলাম। আমরা যখন সিরার নামক স্থানে পৌছিলাম তখন আমরা এক জায়গায় আগুন জ্বলিতে দেখিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আসলাম, মনে হয় কোন কাফেলা আসিয়াছে। রাত্র হইয়া যাওয়ার দরুন এখানে অবস্থান করিয়াছে। চল, তাহাদের নিকট যাই। আমরা সেখানে পৌছিয়া দেখিলাম, একজন মহিলা, তাহার সহিত তাহার কয়েকটি শিশুসন্তানও রহিয়াছে। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত রেওয়ায়াত অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে।

খানা বন্টন করা

হযরত আনাস (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, (দুমাতুল জান্দালের বাদশাহ) উকাইদির নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ এক

মটকা হালুয়া প্রেরণ করিল। নামায শেষ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন আর প্রত্যেককে এক টুকরা করিয়া হালুয়া দিতেছিলেন। হযরত জাবের (রাঃ)কেও এক টুকরা দিলেন এবং তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে আরো এক টুকরা দিলেন। হযরত জাবের (রাঃ) আরজ করিলেন, আমাকে তো একবার দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এই টুকরা আবদুল্লাহর মেয়েদের (অর্থাৎ তোমার বোনদের) জন্য দিলাম।

(জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, দুমাতুল জান্দালের বাদশাহ উকাইদির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদিয়া স্বরূপ এক মটকা হালুয়া পাঠাইয়াছিল, যাহা তোমরা দেখিয়াছিলে। আল্লাহর কসম, সেদিন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকেরা সেই হালুয়ার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী ছিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলে সে উক্ত মটকা লইয়া সাহাবাদের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। আর যাহার নিকট মটকা পৌছিত সে উহাতে হাত ঢুকাইয়া হালুয়া বাহির করিয়া লইয়া খাইত। অবশেষে মটকা লইয়া উক্ত ব্যক্তি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর নিকট পৌছিলে তিনি হাত ঢুকাইয়া (দুই বার) লইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্যান্যরা তো একবার লইয়াছে, আর আমি দুইবার লইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (কোন অসুবিধা নাই) তুমিও খাও এবং তোমার পরিবারের লোকদেরকেও খাওয়াও।

নবী করীম (সাঃ)এর খেজুর বন্টন

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবাদের মধ্যে খেজুর বন্টন করিলেন। প্রত্যেককে সাতটি করিয়া খেজুর দিলেন এবং আমাকেও তিনি সাতটি খেজুর দিলেন। তন্মধ্যে একটি খেজুর দানাবিহীন ছিল যাহা আমার

নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় হইল। কারণ, উহা শক্ত ছিল যাহা চিবাইতে সময় লাগিয়াছিল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিবাইতে থাকিয়াছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু খেজুর আনা হইল। তিনি উহা সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করিতে লাগিলেন এবং এমনভাবে বসিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিলেন যেন এখনই (কোন জরুরী কাজে) উঠিয়া যাইবেন।

দুর্ভিক্ষের বৎসর হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট চিঠি

লাইস ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে রামাদার বৎসর (আরবীতে রামাদ অর্থ ছাই, দুর্ভিক্ষের কারণে লোকদের চেহারা ও গায়ের রং ছাইয়ের ন্যায় ফ্যাকাশে হইয়া যাওয়ার কারণে উহাকে রামাদার বৎসর বলা হয়।) মদীনাতে কঠিন দুর্ভিক্ষের কারণে লোকদেরকে অত্যাধিক কষ্ট করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হযরত ওমর (রাঃ) মিসরে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

'আল্লাহর বান্দা ওমর আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হইতে আসের বেটা নাফরমানের প্রতি। সালাম হউক (তোমার প্রতি), আম্মাবা'দ, হে আমর! আমার প্রাণের কসম, তুমি ও তোমার সঙ্গীগণ যখন পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছ তখন তোমার এই ব্যাপারে আর কোন পরওয়া নাই যে, আমি ও আমার সঙ্গীগণ ধ্বংস হইয়া যাই। আমাদের সাহায্য কর, আমাদের সাহায্য কর।' (হযরত ওমর (রাঃ) ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে নাফরমান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং অধিক তাকীদের জন্য নিজের প্রাণের কসম খাইয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রকৃত কসম উদ্দেশ্য নয়।)

হযরত ওমর (রাঃ) 'সাহায্য কর' শব্দটি কয়েক বার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই চিঠির উত্তরে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)

লিখিলেন—

'আল্লাহর বান্দা ওমর আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আমর ইবনে আস এর পক্ষ হইতে। আম্মাবাদ! আমি সাহায্যের জন্য হাজির আছি, আমি সাহায্যের জন্য হাজির আছি। আমি আপনার নিকট খাদ্যশস্যের এমন কাফেলা রওয়ানা করিতেছি যাহার প্রথম উট আপনার নিকট মদীনাতে হইবে, আর উহার শেষ উট আমার নিকট মিসরে হইবে। আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

সুতরাং হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বিরাট কাফেলা পাঠাইলেন। যাহার প্রথম উট মদীনাতে ছিল এবং সর্বশেষ উট মিসরে ছিল। উটের পিছনে উটের কাতার চলিতেছিল। এই কাফেলা যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিল তখন তিনি খুব দিল খুলিয়া লোকদের মধ্যে বন্টন করিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মদীনা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রত্যেক ঘরে বোঝাইকৃত সমুদয় খাদ্যরসদ সহ একটি উট দিয়া দেওয়া হইবে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে লোকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য পাঠাইলেন। অতএব ইহারা বোঝাইকৃত খাদ্যরসদ সহ একটি করিয়া উট প্রতি ঘরে দিলেন। যাহাতে তাহারা খাদ্য জাতীয় জিনিস খায় এবং উট জবাই করিয়া উহার গোশত খায়, উহার চর্বি দ্বারা সালন বানাইয়া লয়, উহার চামড়া দ্বারা জুতা বানাইয়া পরিধান করে এবং যে সকল বস্তার ভিতর খাদ্যরসদ ছিল সেইগুলি দ্বারা লেপ তোষক বানাইয়া ব্যবহার করে। এইভাবে আল্লাহ্ তায়ালা লোকদেরকে অনেক সচ্ছলতা দান করিলেন।

অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত খাদ্যরসদ পৌঁছাইবার জন্য নীল নদ হইতে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি খাল বা নহর খনন করা হইয়াছিল।

আসলাম (রহঃ) এই ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত

ওমর (রাঃ) রামাদার বৎসর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে চিঠি লিখিলেন। অতঃপর আসলাম (রহঃ) বলেন, যখন সেই কাফেলার প্রথম অংশ মদীনায় পৌছিল তখন তিনি হযরত যুবাইর (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, এই উট লইয়া তুমি নাজদ এলাকায় চলিয়া যাও এবং সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্য হইতে যে পরিমাণ পার তাহাদেরকে সওয়ারীতে বসাইয়া আমার নিকট লইয়া আস। আর যাহাদের আনিতে না পার তাহাদের প্রত্যেক ঘরে বোঝাইকৃত খাদ্যরসদ সহ একটি করিয়া উট দিয়া দাও এবং তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, দুইটি চাদর পরিধান করিবে এবং উট জবাই করিয়া উহার চর্বি গলাইয়া তৈল বানাইয়া লইবে, আর গোশত কাটিয়া শুকাইয়া লইবে। উহার চামড়া দ্বারা জুতা বানাইয়া লইবে। তারপর কিছু গোশত কিছু চর্বি ও এক মুষ্টি আটা মিশাইয়া উহা রান্না করিয়া খাইবে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য পরবর্তীতে আরো রুযী পাঠানো পর্যন্ত তাহারা যেন কালাতিপাত করিতে থাকে। কিন্তু হযরত যুবাইর (রাঃ) এই কাজে যাইতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ বিরাট সওয়াবের কাজের সুযোগ পাইবে না। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) অপর এক ব্যক্তি সম্ভবতঃ হযরত তালহা (রাঃ)কে ডাকিলেন, কিন্তু তিনিও অস্বীকৃতি জানাইলেন। অতঃপর তিনি হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঅ)কে ডাকিলেন। (তিনি যাইতে সম্মত হইলেন) এবং এই কাজে রওয়ানা হইয়া গেলেন। এই হাদীসের পরবর্তী অংশে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে এক হাজার দীনার দিলেন। যাহা তিনি ফেরত দিয়াছিলেন। অবশ্য হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বুঝানোর পর তিনি পুনরায় উহা গ্রহণ করিলেন।

পূর্বে (১ম খণ্ডে ৬৭৫ পৃষ্ঠায়) আনসারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাহাদের খেদমতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনসার ও বনু জাফরের মধ্যে খাদ্যশস্য বন্টনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

বস্ত্রজোড়া পরিধান করানো ও উহা বন্টন করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক চাদর জোড়া পরিধান করানো

হিব্বান ইবনে জাযী সুলামী তাহার পিতা জাযী সুলামী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সেই কয়েদী (সাহাবী যাহাকে তাহার কাওমের লোকেরা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল এবং কাওমের লোকেরা তখন মুশরিক ছিল, পরবর্তীতে তাহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা)কে লইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত জাযী (রাঃ) এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি আয়েশার নিকট যাও। তাহার নিকট কিছু চাদর রহিয়াছে। উহা হইতে তোমাকে দুইখানা চাদর দিয়া দিবে। হযরত জাযী (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে (সুখ সাচ্ছন্দ দান করিয়া) সজীব রাখুন। আপনার যে চাদরগুলি রহিয়াছে উহা হইতে দুইটি চাদর আমার জন্য পছন্দ করিয়া দিন। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরগুলি হইতে দুইটি চাদর আমাকে দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) পিলুর লম্বা মেসওয়াক দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এইটি ও এইটি লইয়া লও। তখন আরব মহিলারা (পরপুরুষের সহিত) দেখা দিত না। (কারণ পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর তাহারা পর্দা করিতেন। এইজন্য হযরত আয়েশা (রাঃ) মেসওয়াক দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন।)

হযরত ওমর (রাঃ)এর কাপড় বন্টনের ঘটনা

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে,

হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ইয়ামান হইতে কিছু কাপড় আসিল। তিনি তাহা লোকদের পরিধান করাইলেন। সন্ধ্যার সময় লোকেরা সেই কাপড় পরিধান করিয়া আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) তখন রওজা শরীফ ও মিম্বার শরীফের মাঝে বসিয়াছিলেন। লোকেরা তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে সালাম ও দোয়া দিতে লাগিল। এমন সময় হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) তাহাদের মা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘর হইতে বাহির হইয়া লোকদের উপর দিয়া টপকাইয়া টপকাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাদের শরীরে সেই কাপড়ের মধ্য হইতে কোন কাপড় ছিল না। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর কপালে চিন্তা ও বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে কাপড় পরিধান করাইয়া আমি আনন্দিত হই নাই। (কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিদ্বয়কে আমি পরিধান করাইতে পারি নাই।) লোকেরা বলিল, আপনি আপনার প্রজাদেরকে কাপড় পরিধান করাইয়া ভাল কাজ করিয়াছেন। অতএব চিন্তিত ও পেরেশান হওয়ার কারণ কি?) তিনি বলিলেন, আমার পেরেশানীর কারণ এই যে, আমি এই দুই ছেলেকে দেখিতেছি তাহারা লোকদেরকে টপকাইয়া আসিতেছে অথচ তাহাদের শরীরে সেই কাপড় নাই। কারণ, কাপড়গুলি তাহাদের মাপ অপেক্ষা বড় ছিল আর তাহারা কাপড় অপেক্ষা ছোট ছিল। (এইজন্য তাহাদেরকে দিতে পারি নাই।) অতঃপর তিনি ইয়ামানের গভর্নরকে চিঠি লিখিলেন যে, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ)এর জন্য তাড়াতাড়ি কাপড় পাঠাও। ইয়ামানের গভর্নর তাহাদের উভয়ের জন্য কাপড় পাঠাইল, যাহা হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদেরকে পরিধান করাইলেন।

আনসারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বর্ণনায় লোকদের মধ্যে কাপড় বন্টনের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহর রাস্তায় মহিলাদের যুদ্ধ করার বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উম্মে উমারাহ (রাঃ)কে এইজন্য

একটি বড় চাদর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি ওহুদের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর একটি ঘটনা

মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত শেফা বিনতে আবদুল্লাহ আদভিয়া (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, সকালে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিও। হযরত শেফা (রাঃ) বলেন, সকালে আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলাম। হযরত ওমর (রাঃ)এর দরজার নিকট হযরত আতেকা বিনতে আসীদ ইবনে আবিল ঈস (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিলাম। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) একটি চাদর আনাইয়া হযরত আতেকা (রাঃ)কে দিলেন। পুনরায় পূর্বাপেক্ষা নিম্নমানের আরো একটি চাদর আনাইয়া আমাকে দিলেন। আমি বলিলাম, হে ওমর! আমি তাহার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমি আপনার চাচাতো বোন, সে নয়। তদুপরি আপনি আমাকে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন আর সে নিজেই আসিয়াছে। (এতদসত্ত্বেও আপনি আমাকে নিম্নমানের চাদর দিলেন, আর তাহাকে উন্নতমানেরটা দিলেন?) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই (উন্নতমানের) চাদর তোমার জন্যই উঠাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু যখন তোমরা উভয়ে আসিয়াছ তখন আমার মনে পড়িয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আতেকার আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমার অপেক্ষা নিকটতম। (আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নিকটতম আত্মীয়তার মর্যাদা বেশী হওয়ার কারণে তাহাকে উন্নতমানের চাদর দিয়াছি।)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

আসবাগ নুবাতা (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর

খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমীরুল মুমিনীন! আপনার নিকট আমার একটি প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহা আপনার নিকট পেশ করার পূর্বে আল্লাহর নিকট পেশ করিয়াছি। যদি আপনি আমার সেই প্রয়োজন মিটাইয়া দেন তবে আমি আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং আপনার শুকরিয়া আদায় করিব। আর যদি আপনি সেই প্রয়োজন না মিটান তবুও আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব আর আপনাকে অপারগ মনে করিব (কোনরূপ দোষারোপ করিব না)। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার সেই প্রয়োজনের কথা) মাটির উপর লিখিয়া দাও। কেননা, আমি তোমার চেহারায় সওয়াল করার যিল্লাত বা অপমান দেখিতে চাই না। সুতরাং সে মাটির উপর লিখিল যে, আমি অভাবগ্রস্ত। হযরত আলী (রাঃ) এক জোড়া কাপড় আনিতে বলিলেন এবং সেই কাপড় জোড়া তাহাকে দান করিলেন। সেই ব্যক্তি উক্ত কাপড় জোড়া পরিধান করিল এবং নিম্নবর্ণিত কবিতার মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ)এর প্রশংসা করিল—

كَسَوْتَنِي حُلَّةً تبلٰى مَحَاسِنُهَا + فَسَوْفَ اَكْسُوْكَ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ حُلَلاً

অর্থ ঃ আপনি আমাকে এমন কাপড় জোড়া পরিধান করাইয়াছেন যাহার সৌন্দর্য একদিন ম্লান হইয়া (শেষ হইয়া) যাইবে। অতিসত্বর আমি আপনাকে উত্তম প্রশংসার (এমন) জোড়া পরিধান করাইব (যাহার সৌন্দর্য কোনদিন ম্লান হইবে না)।

اِنْ نِلْتَ حُسْنَ ثَنَائِیْ نِلْتَ مَکْرُمَةً + وَلَسْتَ تَبْغِیْ مِمَّا قَدْ قُلْتُهُ بَدَلاً

অর্থ ঃ আমার উত্তম প্রশংসার দ্বারা আপনি সম্মান লাভ করিবেন, আর আমি যাহা বলিয়াছি উহার পরিবর্তে আপনি আর কিছু চাহিবেন না।

اِنَّ الثَّنَاءَ لَيُحْيِى ذِكْرَ صَاحِبِه + كَالْغَيْثِ يُحْيِىْ نَدَاهُ السَّهْلَ وَالْجَبَلاَ

অর্থ ঃ প্রশংসা প্রশংসিত ব্যক্তির আলোচনাকে এরূপ জীবিত রাখে

যেরূপ বৃষ্টির পানির আর্দ্রতা সমতল ও পাহাড়ী এলাকাকে জীবিত করে।

لَا تَزْهَدِ الدَّهْرَ فِىْ خَيْرٍ تُوَفَّقُهُ + فَكُلُّ عَبْدٍ سَيُجْزٰى بِالَّذِىْ عَمِلَا

অর্থ ঃ যে কোন ভাল কাজের আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তৌফিক দান করেন জীবনভর উহাকে করিতে থাকিবেন কখনও উহার প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করিবেন না, কেননা, প্রত্যেক বান্দা অতিসত্বর তাহার কৃত আমলের বদলা লাভ করিবে।

(কবিতা শুনিয়া) হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, দীনার (স্বর্ণের মোহর) লইয়া আস। তাহার নিকট একশত দীনার উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহা উক্ত ব্যক্তিকে দান করিলেন। আসবাগ (রহঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন! আপনি তাহাকে কাপড় দিলেন আবার একশত দীনারও দিলেন! হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, লোকদের সহিত তাহাদের মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার কর। আর এই ব্যক্তির মর্যাদা আমার নিকট ইহাই। (কান্‌য)

মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাইবার সওয়াব

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট একজন ভিক্ষুক আসিল (এবং তাহার নিকট কিছু চাহিল)। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি কি এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রাসূল? সে বলিল, জ্বি হাঁ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রমযান মাসের রোযা রাখ কি? সে বলিল, জ্বি হাঁ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তুমি চাহিয়াছ, আর যে চায় তাহার হক রহিয়াছে এবং আমাদের উপর হক হইল তোমার সহিত এহসান করি। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাকে একটি কাপড় দিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি

যে, যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কাপড় পরিধান করায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার শরীরে সেই কাপড়ের একটি টুকরাও অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কাপড় দানকারী আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে থাকিবে। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

মুজাহিদীনদেরকে খানা খাওয়ানো

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লশকর প্রেরণ করিলেন। হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) উহার আমীর ছিলেন। সফরে তাহাদের উপর খাদ্যের অভাব দেখা দিলে হযরত কায়েস (রাঃ) তাহাদের জন্য উট জবাই করিলেন। তাহারা যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সাখাওয়াত অর্থাৎ দানশীলতা তো এই পরিবারের বিশেষ গুণ।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, (হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) যখন উট জবাই করিতে আরম্ভ করিলেন তখন) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া হযরত কায়েস (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আপনাকে কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি উট জবাই করিবেন না (কারণ ইহাতে উট কমিয়া যাইবে এবং সফর করিতে কষ্ট হইবে)। কিন্তু তিনি তারপরও উট জবাই করিয়াই ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা জানার পর বলিলেন, আরে, সে তো দানশীল ঘরের লোক। ইহা খাবাত যুদ্ধের ঘটনা। এই যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ) খাবাত অর্থাৎ গাছের পাতা খাইয়াছিলেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়া গেলেন। আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম। তিনি

আমাদের জন্য সাতটি উট জবাই করিলেন। (তারপর আমরা সফর করিয়া) সমুদ্র উপকূলে ছাউনী স্থাপন করিলাম। সেখানে আমরা বিরাট এক মাছ পাইলাম। তিন দিন যাবৎ আমরা উহার গোশত খাইলাম এবং ইচ্ছামত উহার চর্বি বাহির করিয়া আমাদের মশকও বস্তায় ভরিয়া লইলাম। আমরা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। সঙ্গীরা ইহাও বলিল যে, আমরা যদি জানিতাম যে, মাছের গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত নষ্ট হইবে না তবে আমরা অবশ্যই উহার গোশত সঙ্গে করিয়া আনিতাম।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ)এর ঘটনা

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন শাম অর্থাৎ সিরিয়ায় গেলেন তখন হযরত বেলাল (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন। সেখানে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বাহিনীর আমীরগণ বসিয়াছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর, হে ওমর! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই যে ওমর উপস্থিত আছে। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আপনি এই সমস্ত লোক ও আল্লাহ তায়ালার মধ্যে মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ও আপনার মধ্যে কেহ নাই। আপনার সম্মুখে ও ডানে বামে যতলোক বসিয়া আছে আপনি তাহাদের প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন, কেননা আল্লাহর কসম, এই সমস্ত লোক যাহারা আপনার নিকট আসিয়াছে তাহারা শুধু পাখীর গোশত খায় (অর্থাৎ উন্নত খাবার খায়)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আর যতক্ষণ তাহারা আমাকে কথা না দিবে যে, তাহারা (নিজ নিজ লশকরের) প্রত্যেক মুসলমানকে দুই মুদ (অর্থাৎ পৌনে দুই সের পরিমাণ) গম ও উহার জন্য প্রয়োজন মত সিরকা ও তৈল দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই স্থান হইতে উঠিব না। তাহারা প্রত্যেকে বলিল,

আমীরুল মুমিনীন, আমরা কথা দিলাম, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের দায়িত্বে রহিল। কেননা আল্লাহ তায়ালা টাকা পয়সা অনেক দিয়াছেন এবং সচ্ছলতাও দান করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে ঠিক আছে। (আমিও মজলিশ হইতে উঠিতেছি আর তোমরাও যাইতে পার।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসারের খরচাদি কিভাবে হইত?

আবদুল্লাহ হাওযানী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন হযরত বেলাল (রাঃ)এর সহিত হলব শহরে আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি আরজ করিলাম, হে বেলাল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খরচাদির কি ব্যবস্থা ছিল? আমাকে একটু বলুন। তিনি বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছুই থাকিত না। তাহার নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হইতে ওফাত পর্যন্ত এই কাজের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। নিয়ম এই ছিল যে, যখন কোন মুসলমান তাঁহার নিকট আসিত এবং তিনি তাহাকে অভাবগ্রস্ত মনে করিতেন তখন আমাকে আদেশ করিতেন। আর আমি যাইয়া কোথাও হইতে করজ লইয়া চাদর ও খাওয়া দাওয়ার জিনিস খরিদ করিয়া আনিতাম এবং চাদর তাহাকে পরাইয়া দিতাম ও খানা খাওয়াইয়া দিতাম। একবার এক মুশরিকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল, হে বেলাল, (টাকা পয়সার দিক দিয়া) আমার যথেষ্ট সচ্ছলতা রহিয়াছে। অতএব তুমি অন্য কাহারো নিকট হইতে করজ না লইয়া (যখন প্রয়োজন হয়) আমার নিকট হইতে লইও। সুতরাং আমি তাহার নিকট হইতে করজ লইতে আরম্ভ করিলাম।

একদিন আমি অযূ করিয়া আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়াইতেই সেই মুশরিক কয়েকজন ব্যবসায়ী সহ আসিল এবং আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, হে হাবশী! আমি বলিলাম, হাজির আছি। সে আমার সহিত রুক্ষ

আচরণ করিল এবং আমাকে কড়া কথা শুনাইয়া বলিল, তোমার জানা আছে কি মাস শেষ হইতে কতদিন বাকী আছে? আমি বলিলাম, মাস শেষ হইতে অল্প কয়েকদিন আছে। সে বলিল, চারদিন বাকি আছে মাত্র। যদি তুমি এই সময়ের মধ্যে আমার পাওনা পরিশোধ না কর তবে আমি আমার পাওনার বিনিময়ে তোমাকে গোলাম বানাইয়া লইব। আমি তোমার ও তোমার সঙ্গীর বুযুর্গী ও সম্মানের কারণে তোমাকে করজ দেই নাই, বরং তোমাকে করজ এই উদ্দেশ্যে দিয়াছি, যাহাতে তুমি আমার গোলাম হইয়া যাও, তারপর তোমাকে পূর্বের ন্যায় বকরী চরাইবার কাজে লাগাইয়া দিব। (এই সমস্ত কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।) কিন্তু এই ধরনের কথা শোনার পর মানুষের মনে যে সমস্তস্ব দুঃশ্চিন্তা পয়দা হইয়া থাকে আমার মনেও তাহা পয়দা হইল। অতঃপর আমি যাইয়া আযান দিলাম। তারপর যখন এশার নামায শেষ করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও (নামায শেষে) ঘরে চলিয়া গেলেন তখন আমি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হউক, আমি যেই মুশরিকের কথা আপনার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম যে, আমি তাহার নিকট হইতে করজ লইয়া থাকি। আজ সে আমাকে এই এই কথা বলিয়াছে। আর বর্তমানে না আপনার নিকট তেমন কিছু আছে যাহা দ্বারা উপস্থিত করজ আদায়ের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে, আর না আমার নিকট কিছু আছে। সে তো অবশ্যই আমাকে অপমান করিয়া ছাড়িবে। অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দিন যে, আমি এমন কোন গোত্রের নিকট চলিয়া যাই যাহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা যখন তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পরিমাণ মাল দিয়া দিবেন যাহা দ্বারা আমার করজ আদায় হইতে পারে তখন আমি ফিরিয়া আসিব।

এই আরজ করিয়া আমি আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম এবং

নিজের তলোয়ার, থলি, বর্শা ও জুতা জোড়া সিঁথানের নিকট রাখিয়া পূর্বমুখী হইয়া সকাল হওয়ার অপেক্ষায় শুইয়া পড়িলাম। একটু ঘুম আসিতেই আবার সজাগ হইয়া যাইতাম। যখন দেখিতাম, রাত্র বাকী আছে আবার ঘুমাইয়া পড়িতাম। এইভাবে সুবহে সাদিকের অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে উঠিয়া আমি রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করিতেছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আওয়াজ দিল, হে বেলাল, তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হও। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট চলিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সামানপত্র বোঝাই চারটি উটনী বসিয়া আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাহিলাম। তিনি আমাকে (দেখিয়া) বলিলেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার করজ আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি বসাইয়া রাখা হইয়াছে এমন চারটি উটনীর নিকট দিয়া আস নাই? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, সমস্ত সামানপত্র সহ উটনীগুলি তোমাকে দেওয়া হইল। তুমি এইগুলি লইয়া তোমার করজ আদায় কর। আমি দেখিলাম, উহার উপর কাপড় ও খাদ্যশস্য বোঝাই করা রহিয়াছে। ফদকের সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এইগুলি হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছে। সুতরাং আমি সেই উটনীগুলি লইয়া উহার উপর হইতে সমস্ত সামানপত্র নামাইলাম এবং উটনীগুলিকে খাবার দিলাম। তারপর আমি ফজরের আযান দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন আমি বাকী'তে (মদীনার গোরস্থান) চলিয়া গেলাম এবং উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া উচ্চস্বরে এই ঘোষণা দিলাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে কোন ব্যক্তির কোন পাওনা রহিয়াছে, সে যেন উপস্থিত হয়। আমি খরিদদারদের সম্মুখে সামানপত্র পেশ করিতে লাগিলাম এবং উহা বিক্রয় করিয়া পাওনা পরিশোধ করিতে

থাকিলাম।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জমিনের বুকে আর কোন করজ বাকি থাকিল না, বরং দুই বা দেড় উকিয়া রূপা অর্থাৎ আশি বা ষাট দেরহাম পরিমাণ অতিরিক্ত হইল। আর এই কাজেই দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গেল। তারপর আমি মসজিদে যাইয়া দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে একাই বসিয়া আছেন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দায়িত্বে যে কাজ ছিল উহার কি হইল? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহর রাসূলের উপর যে পরিমাণ করজ ছিল আল্লাহ তায়ালা তাহা সম্পূর্ণই আদায় করিয়া দিয়াছেন। এখন আর কোন করজ বাকি নাই। তিনি বলিলেন, কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম, হাঁ, দুই দীনার অতিরিক্ত রহিয়াছে। (অর্থাৎ ষাট কি আশি দেরহাম অতিরিক্ত ছিল। হয়ত হযরত বেলাল (রাঃ) মসজিদে আসার পথে লোকদের মধ্যে দান করিতে করিতে আসিয়াছেন। অতএব যখন মসজিদে পৌঁছিলেন তখন দুই দীনার অবশিষ্ট রহিয়াছিল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাও বন্টন করিয়া দাও, যাহাতে আমি আরাম বোধ করি। যতক্ষণ তুমি উহা খরচ করিয়া আমাকে শান্তি না দিবে ততক্ষণ আমি আমার কোন ঘরে প্রবেশ করিব না। (হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন,) সেইদিন আমাদের নিকট কোন (অভাবগ্রস্ত) লোক আসিল না (যদ্দরুন উহা খরচ হইল না)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাত্র মসজিদেই কাটাইলেন। পরবর্তী সম্পূর্ণ দিনও মসজিদেই কাটিল। সন্ধ্যার সময় দুইজন আরোহী আসিল। আমি তাহাদের দুইজনকে লইয়া গেলাম এবং তাহাদেরকে কাপড় পরিধান করাইলাম, খানা খাওয়াইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এশার নামায শেষ করিলেন তখন আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, তোমার নিকট যাহা অতিরিক্ত হইয়াছিল উহা কি করিলে? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ তায়ালা

(উহা খরচ করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া) আপনাকে আরাম দিয়াছেন। তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহু আকবার! এবং আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলেন। কারণ তাহার এই ভয় ছিল যে, উহা তাহার নিকট থাকা অবস্থায় তাহার মৃত্যু না আসিয়া পড়ে। অতঃপর তিনি উঠিয়া চলিলেন, আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। তিনি নিজের বিবিদের একেকজনের নিকট যাইয়া প্রত্যেককে সালাম করিলেন এবং তারপর যে ঘরে রাত্রিযাপনের পালা ছিল সেখানে গেলেন। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খরচাদির বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এইরূপ ছিল। (বিদায়াহ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বয়ং মাল বন্টন করা ও উহার পদ্ধতি কি ছিল?

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি খুব ভাল করিয়া জানি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত মোবারক জীবনে তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক মাল কখন আসিয়াছিল। একবার রাত্রের প্রথমাংশে তাঁহার নিকট একটি থলি আসিল যাহার ভিতর আটশত দেরহাম ও একটি পত্র ছিল। তিনি সেই থলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই রাত্রে আমার ঘরে তাঁহার থাকার পালা ছিল। তিনি এশার পর ঘরে আসিলেন এবং ঘরের ভিতর নিজের নামাযের স্থানে নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি আমার ও তাঁহার জন্য বিছানা বিছাইয়া তাঁহার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামাযে রত রহিলেন। নামাযের পর তিনি নামাযের স্থান হইতে বাহিরে আসিলেন এবং পুনরায় সেখানে ফিরিয়া যাইয়া নামায শুরু করিলেন। এইভাবে বারংবার করিতে থাকিলেন।

অবশেষে ফজরের আযান হইয়া গেল। তিনি মসজিদে যাইয়া নামায পড়াইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, সেই থলি কোথায়? যাহা আমাকে সারারাত্র অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। সেই থলি

আনা হইল এবং উহাতে যাহা কিছু ছিল তাহা সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আজ রাত্রে যাহা করিয়াছেন পূর্বে কখনও এরূপ করেন নাই। তিনি বলিলেন, আমি যখন নামায পড়িতে আরম্ভ করিতাম তখন এই থলির কথা আমার মনে আসিত। আমি যাইয়া উহা দেখিতাম এবং আবার ফিরিয়া আসিয়া নামায শুরু করিতাম। (সারারাত্র এই মালের চিন্তায় ঘুমাইতে পারি নাই। মাল বন্টন হইয়া যাওয়ার পর স্বস্তি লাভ হইয়াছে।)

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) বাহরাইন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আশি হাজার পাঠাইলেন। ইতিপূর্বে কখনও তাঁহার নিকট এত অধিক পরিমাণে মাল আসে নাই এবং পরবর্তীতেও কখনও এত অধিক মাল আসে নাই। তাঁহার আদেশে সেই আশি হাজার চাটাইয়ের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়া হইল। (নামায শেষে) তিনি সেই মালের নিকট গেলেন এবং ঝুকিয়া দাঁড়াইলেন। লোকজন আসিতে লাগিল আর তিনি তাহাদেরকে দিতে লাগিলেন। সেইদিন তিনি না গণিয়া দিলেন, আর না মাপিয়া দিলেন, বরং মুঠ ভরিয়া ভরিয়া দিতে থাকিলেন।

এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বদরের যুদ্ধের সময় আমি নিজের ফিদিয়াও দিয়াছি এবং আকীলের ফিদিয়াও দিয়াছি, কারণ সে সময় আকীলের নিকট কোন মাল ছিল না। অতএব আপনি আমাকে এই মাল হইতে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি লউন। হযরত আব্বাস (রাঃ)এর শরীরে কালো রঙের নকশাদার চাদর ছিল। তিনি উহা বিছাইলেন এবং দুই হাত দ্বারা সেই মাল চাদরে খুব ভরিয়া লইলেন। কিন্তু যখন চাদর উঠাইতে গেলেন তখন (অত্যধিক ভারী হওয়ার দরুন) উঠাইতে পারিলেন না। তিনি মাথা উঠাইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আমার উপর উঠাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে মুচকি হাসিলেন যে, তাহার দান্দান মোবারক প্রকাশ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, যে পরিমাণ লইয়াছেন উহা হইতে কিছু ফেরত রাখিয়া দিন এবং যে পরিমাণ নিজে বহণ করিতে পারেন, লইয়া যান। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাই করিলেন এবং যে পরিমাণ বহন করিতে পারিবেন তাহা লইয়া গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি বলিতে বলিতে গেলেন যে, আল্লাহ তায়ালা দুইটি ওয়াদা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি তো তিনি পূরণ করিয়া দিয়াছেন, অপরটির ব্যাপারে আমি জানি না (কি হইবে?)।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে বলিয়াছেন—

يَٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ.....الاية

অর্থ ঃ 'হে নবী! তাহাদেরকে বলিয়া দিন যাহারা আপনার হাতে বন্দী অবস্থায় আছে যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন (ঈমান) মঙ্গল রহিয়াছে বলিয়া জানেন, তবে তোমাদের নিকট হইতে (ফিদিয়া হিসাবে) যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী তোমাদেরকে দান করিবেন এবং তোমাদেরকে তিনি মাফ করিয়া দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।'

বদরের যুদ্ধের সময় (ফিদিয়া হিসাবে) যাহা আমার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা এই মাল অনেক উত্তম, তবে আমি জানি না, আল্লাহ তায়ালা আমার মাগফিরাতের ব্যাপারে কি করিবেন?

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর মাল বন্টন করা এবং সকলকে সমান সমান দেওয়া

সাহল ইবনে আবি হাছমা (রহঃ) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইতুল মাল (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার) (মদীনার) সুনাহ (মহল্লা)তে ছিল, যাহা লোকদের জানা ছিল এবং লোকদের নিকট

পরিচিত ছিল। উহা পাহারা দেওয়ার কেহ ছিল না। কেহ বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি বাইতুল মালের পাহারার জন্য কাহাকেও নিয়োজিত করেন না? তিনি বলিলেন, বাইতুল মালের ব্যাপারে কোন আশংকা নাই। (অতএব পাহারাদারের প্রয়োজন নাই।) আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, উহাতে তালা লাগানো আছে। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিয়ম-নীতি এই ছিল যে, বাইতুল মালে যাহাই আসিত তিনি সম্পূর্ণটাই লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন, কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। তারপর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) সুনাহ মহল্লা হইতে মদীনায় স্থানান্তরিত হইলেন তখন মদীনায় যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেখানে বাইতুল মাল স্থানান্তর করিয়া আনিলেন। কাবালিয়া ও জুহাইনা গোত্রের খনি হইতে তাহার নিকট বহু মাল আসিত এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে বনু সুলাইম গোত্রের খনিও আবিষ্কার হইয়াছিল। সেখান হইতে যাকাতের মাল হিসাবে আসিতে শুরু হইয়াছিল। এই সমস্ত মাল বাইতুল মালেই রাখা হইত। হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বর্ণ-রূপা টুকরা করিয়া লোকদের মধ্যে বন্টন করিতেন। প্রতি একশত জনকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতেন (যাহা তাহারা নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইত)। তিনি সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিতেন। স্বাধীন, গোলাম,পুরুষ, মহিলা, ছোট-বড় সকলে সমান সমান অংশ পাইত। কখনও সেই মাল দ্বারা উট, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করিয়া আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদের দান করিতেন। এক বৎসর পশমের গরম চাদর খরিদ করিলেন, যাহা গ্রাম এলাকা হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিত। মদীনার বিধবা মহিলাদের মধ্যে সেই চাদর বন্টন করিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর যখন তাহার দাফন কার্য শেষ হইল তখন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিয়োজিত কোষাধ্যক্ষদেরকে ডাকিলেন এবং তাহাদেরকে লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইতুল মালের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহার সহিত হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও হযরত ওসমান

ইবনে আফফান (রাঃ) ও আরো অন্যান্যরা ছিলেন। তাহারা বাইতুল মালের দরজা খুলিয়া সেখানে না কোন দীনার পাইলেন, না কোন দেরহাম পাইলেন। সেখানে তাহারা মাল রাখার একটি মোটা খসখসা কাপড় পাইলেন। উহাকে ঝাড়িলে একটি দেরহাম পাওয়া গেল। ইহা দেখিয়া তাহারা বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহমত নাযিল করুন।

মদীনাতে দীনার–দেরহাম ওজনকারী এক ব্যক্তি ছিল। উক্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হইতে এই ওজন করার কাজ করিত। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট যে সকল মাল আসিত উহাও সেই ওজন করিত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট যে পরিমাণ মাল আসিয়াছিল উহার মোট পরিমাণ কি হইবে? সে বলিল, দুই লক্ষ।

সমভাবে বন্টন করা

ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের মধ্যে কিছু মাল বন্টন করিলেন এবং সকলকে সমান সমান অংশ দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি বদরে অংশগ্রহণকারী ও অন্যান্যদেরকে সমপর্যায়ে রাখিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, দুনিয়া তো জীবনসামগ্রী, আর উত্তম জীবন সামগ্রী হইল যাহা মধ্যম হয়। (এইজন্য আমি সকলকে এইখানে সমপর্যায়ে রাখিয়াছি।) আর অন্যান্যদের উপর বদরে অংশগ্রহণকারীদের যে সম্মান রহিয়াছে তাহা আজর ও সওয়াব হিসাবে। (অর্থাৎ আখেরাতে আজর ও সওয়াব হিসাবে বদরীগণ অন্যান্যদের অপেক্ষা অগ্রগামী থাকিবেন এবং তাহাদের আজর ও সওয়াব অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশী হইবে।)

ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) ও আরো অনেকে বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করা হইল যে, তিনি যেন (সমভাবে মাল

বন্টন না করিয়া) লোকদের মর্যাদা হিসাবে বন্টন করেন। (অর্থাৎ তাহাদের দ্বীনী মর্যাদা হিসাবে যাহার মর্যাদা বেশী তাহাকে বেশী দান করেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, তাহাদের দ্বীনী মর্যাদার বদলা তো (কেয়ামতের দিন) তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে পাইবে। আর দুনিয়ার জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে সকলকে সমান দেওয়াই উত্তম।

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর লোকদের মধ্যে সমানভাবে মাল বন্টন করিলেন। কোন কোন সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি যদি মুহাজির ও আনসারদেরকে অন্যান্যদের অপেক্ষা (বেশী দান করিয়া) মর্যাদা দান করিতেন (তবে ভাল হইত)। তিনি উত্তরে বলিলেন, তোমরা চাহিতেছ আমি মাল বেশী দিয়া তাহাদের দ্বীনী মর্যাদাকে খরিদ করিয়া লই। (ইহা কখনই উচিত হইবে না, বরং) মাল বন্টনের ব্যাপারে তাহাদের একের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপেক্ষা সমান সমান দেওয়াই উত্তম।

গুফরাহ (রহঃ)এর মুক্ত করা গোলাম ওমর ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন প্রথম বার মাল বন্টন করিতে আরম্ভ করিলেন তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, প্রথম যুগের মুহাজিরীন ও ইসলামে যাহারা অগ্রগামী তাহাদিগকে বেশী দান করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের ইসলামে অগ্রগামীতাকে (দুনিয়ার বিনিময়ে) খরিদ করিয়া লইব? (এমন হইতে পারে না।) সুতরাং তিনি মাল বন্টন করিলেন এবং সকলকে সমান সমান দিলেন।

গুফরাহ (রহঃ)এর আযাদ করা গোলাম ওমর ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর যখন বাহরাইন হইতে মাল আসিল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি কাহারো করজ পাওনা থাকে বা তিনি কাহাকেও কিছু দান করার

ওয়াদা করিয়া থাকেন সে দাঁড়াইয়া লইয়া লউক। হযরত জাবের (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইন হইতে মাল আসে তবে আমি তোমাকে তিনবার এই পরিমাণ দিব এবং উভয় হাত জোড় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, উঠ এবং নিজ হাতে লও। সুতরাং হযরত জাবের (রাঃ) একবার দুই হাতে অঞ্জলি ভরিয়া লইলেন। উহা গণনা করিয়া দেখা গেল পাঁচ শত দেরহাম হইয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে আরো এক হাজার গণনা করিয়া দাও (যাহাতে তিন অঞ্জলি হইয়া যায়)। অতঃপর অবশিষ্ট মাল তিনি প্রত্যেককে দশ দশ দেরহাম করিয়া বন্টন করিলেন এবং বলিলেন, ইহা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ওয়াদা পূরণ করা হইল যাহা তিনি লোকদের সহিত করিয়াছিলেন।

পরবর্তী বৎসর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট ইহা অপেক্ষা আরো অধিক মাল আসিল। এইবার তিনি লোকদের মধ্যে বিশ বিশ দেরহাম করিয়া বন্টন করার পরও কিছু মাল অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তিনি উহা গোলামদের মধ্যে পাঁচ পাঁচ দেরহাম করিয়া বন্টন করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের গোলামগণ তোমাদের খেদমত করে এবং তোমাদের কাজকর্ম করিয়া থাকে এইজন্য তাহাদেরকেও দিলাম। লোকেরা আরজ করিল, আপনি যদি মুহাজির ও আনসারদেরকে অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশী দেন তবে ভাল হয়। কারণ তাহারা প্রবীণ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাহাদের আজর ও সওয়াব আল্লাহর নিকট রহিয়াছে। এই সমস্ত মালদৌলত তো দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। ইহাতে কাহাকেও বেশী দেওয়া অপেক্ষা সকলকে সমান সমান দেওয়াই উত্তম। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার খেলাফত আমলে এই নীতির উপরই অবিচল রহিয়াছেন।

বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন

সামনে আসিতেছে। পূর্বে হযরত আলী (রাঃ)এর ইনসাফ ও সমভাবে মাল বন্টনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ঘটনাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একজন আরবী মহিলা ও একজন মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদিকে সমান সমান দিলেন। ইহাতে আরবী মহিলাটি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তাহাকে যে পরিমাণ দিয়াছেন আমাকেও তাহাই দিলেন? অথচ আমি আরবী, আর সে মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু সেখানে আমি হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের আওলাদের উপর হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদের জন্য অধিক কোন মর্যাদা আছে বলিয়া পাই নাই।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর মাল বন্টন করা এবং প্রবীণ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আত্মীয়দেরকে বেশী দেওয়া

গুফরাহ (রহঃ)এর আযাদ করা গোলাম ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) পূর্ব বর্ণিত হাদীসের পরবর্তী অংশে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর যখন হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা বানানো হইল এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বিজয়ের বিরাট দ্বার খুলিলেন আর তাহার নিকট পূর্বাপেক্ষা অধিক মালদৌলত আসিল তখন তিনি বলিলেন, এই মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক রায় ছিল, কিন্তু আমার রায় উহা অপেক্ষা ভিন্ন। তাহা এই যে, যে ব্যক্তি (কুফর অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাকে আমি সেই ব্যক্তির সমপর্যায়ে রাখিতে পারি না, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করিয়াছে।

সুতরাং তিনি মুহাজিরীন ও আনসারদেরকে অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং যাহারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য পাঁচ হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। আর

যাহারা বদরী সাহাবীদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন (কিন্তু বদরে অংশগ্রহণ করেন নাই) তাহাদের জন্য চার হাজার নির্ধারণ করিলেন, আর হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) ও হযরত জুআরিয়্যাহ (রাঃ) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাকী সমস্ত বিবিদের জন্য বার হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন এবং উক্ত দুইজনের জন্য ছয় হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। (কারণ এই দুইজন ব্যতীত অন্যান্য বিবিগণ কখনও বাঁদি ছিলেন না শুধু এই দুইজন কিছুদিন বাঁদি হিসাবে ছিলেন।) এই দুইজন ছয় হাজার করিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (আপনারা দুইজন ব্যতীত) অন্যান্য সকলেই যেহেতু হিজরত করিয়াছেন সেহেতু আমি তাহাদের জন্য বার হাজার নির্ধারণ করিয়াছি। তাহারা দুইজন বলিলেন, আপনি তাহাদের হিজরতের কারণে বার হাজার নির্ধারণ করেন নাই, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহাদের সম্পর্কের কারণে এই পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন, অথচ আমাদের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহাদের ন্যায় একই রকম সম্পর্ক ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের কথা মানিয়া নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত বিবিগণকে বার হাজার করিয়া দিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার বিশেষ আত্মীয়তার দরুন বার হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর জন্য চার হাজার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আত্মীয়তার কারণে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ)এর জন্য পাঁচ হাজার নির্ধারণ করিলেন এবং তাহাদের পিতা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত তাহাদেরকে বরাবর করিয়া দিলেন।

নিজের ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর জন্য তিন হাজার নির্ধারণ করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, আব্বাজান! আপনি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর

জন্য চার হাজার নির্ধারণ করিলেন আর আমার জন্য তিন হাজার। অথচ তাহার পিতা (হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রাঃ) এমন কোন অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী নন যাহা আপনার জন্য নাই এবং স্বয়ং সে নিজেও এমন কোন অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী নয় যাহা আমার জন্য নাই। (সুতরাং আমাকেও তাহার সমপরিমাণ দান করুন) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (তুমি ও তোমার পিতা তাহাদের পিতা ও পুত্রের সমমর্যাদার নও বরং) তাহার পিতা তোমার পিতা অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিল এবং সে (অর্থাৎ হযরত উসামা (রাঃ)) তোমার অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিল। যে সমস্ত মুহাজিরীন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের ছেলেদের জন্য দুই হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট দিয়া হযরত ওমর ইবনে আবি সালামা (রাঃ) গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে গোলাম, ইহাকে আরো এক হাজার দিয়া দাও।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (ইবনে জাহাশ) (রাঃ) আরজ করিলেন, আপনি তাহাকে আমাদের অপেক্ষা বেশী কেন দিলেন? আমাদের পিতাদের জন্য যে সম্মান রহিয়াছে, তাহার পিতার জন্যও একই সম্মান রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে দুই হাজার তো তাহার পিতা (হযরত আবু সালামা (রাঃ))এর কারণে নির্ধারণ করিয়াছি, আর অতিরিক্ত এক হাজার তাহার মাতা (হযরত উম্মে সালামা (রাঃ))এর কারণে দিতে বলিয়াছি। (কারণ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে শামিল হইয়াছেন) যদি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর ন্যায় তোমারও মা থাকে তবে তোমাকেও আরো এক হাজার দিব।

হযরত ওসমান ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওসমান (রাঃ)এর জন্য আটশত নির্ধারণ করিলেন। ইনি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর ভাই। হযরত নযর ইবনে আনাস (রাঃ)এর জন্য দুই হাজার

নির্ধারণ করিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনার নিকট তাহারই ন্যায় হযরত (ওসমান ইবনে ওবায়দুল্লাহ) ইবনে ওসমান (রাঃ) আসিল আর আপনি তাহার জন্য আটশত নির্ধারণ করিলেন, এমনিভাবে আপনার নিকট আনসারদের এক ছেলে অর্থাৎ হযরত নযর ইবনে আনাস (রাঃ) আসিল, আর আপনি তাহার জন্য দুই হাজার নির্ধারণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই ছেলে অর্থাৎ হযরত নযরের পিতার সহিত ওহুদের যুদ্ধের দিন আমার সাক্ষাত হইয়াছে। তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, আমার মনে হয় তাঁহাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের হস্তদ্বয় উঁচু করিলেন এবং তলোয়ার উত্তোলন করিয়া বলিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে তবে কি হইয়াছে? আল্লাহ তায়ালা তো জীবিত আছেন, তাহাকে মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। আর সেই সময় ওসমানের পিতা ওবায়দুল্লাহ বকরী চরানোর কাজে লিপ্ত ছিল। তুমি কি চাও যে, আমি উভয়কে সমান করিয়া দেই?

হযরত ওমর (রাঃ) সারাজীবন এই নিয়মের উপর চলিয়াছেন, বর্ণনাকারী এইভাবে সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার কিছু অংশ সামনে আসিতেছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মুহাজিরীনদেরকে পাঁচ হাজার প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিলেন এবং আনসারদেরকে চার হাজার প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিলেন। মুহাজিরীনদের ছেলেদের মধ্যে যাহারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহাদেরকে চার হাজার প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে আবি সালামা ইবনে আবদুল আসাদ মাখযুমী, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ

ইবনে জাহাশ আসাদী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিলেন, ইবনে ওমর ইহাদের মধ্য হইতে নহে। তাহার এই এই সম্মান রহিয়াছে। (অর্থাৎ সে ইহাদের অপেক্ষা পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহাকে বেশী দেওয়া হউক) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি ন্যায্য হক থাকে তবে আমাকে দিবেন, আর না হইলে, না দিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে আওফ (রাঃ)কে বলিলেন, ইবনে ওমরকে পাঁচ হাজার প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিয়া দাও, আর আমাকে চার হাজার প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিয়া দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ও তুমি উভয়ে পাঁচ হাজার প্রাপ্তদের মধ্যে একত্রিত হইতে পারি না।

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন লোকদের ভাতা নির্ধারণ করিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ)এর জন্য দুই হাজার নির্ধারণ করিলেন। তারপর হযরত তালহা (রাঃ) নিজের ভাতিজাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আনিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা অপেক্ষা কম নির্ধারণ করিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এই আনসারীর জন্য আমার ভাতিজার চেয়ে বেশী নির্ধারণ করিলেন এবং আমার ভাতিজার উপর আনসারীকে সম্মান দিলেন। (অথচ আমার ভাতিজা মুহাজির) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। কারণ আমি এই আনসারীর পিতা (হযরত হানযালা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি শুধুমাত্র নিজ তলোয়ার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতেছিলেন (অর্থাৎ তাহার নিকট ঢাল ছিল না, শুধু তলোয়ার দ্বারাই আত্মরক্ষা করিতেছিলেন) এবং ডানে, বামে, উপরে বা নীচে এরূপ দ্রুত তলোয়ার নাড়াইতেছিলেন যেমন উট তাহার লেজ নাড়াইতে থাকে।

নাশেরা ইবনে সুমাই ইয়াযানী (রহঃ) বলেন, জাবিয়া এর (যুদ্ধের) দিন হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেছিলেন। আমি তাহাকে উক্ত বয়ানে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ আযযা ওজাল্লা আমাকে এই মালের খাজাঞ্চি ও বন্টনকারী বানাইয়াছেন, বরং প্রকৃত বন্টনকারী তো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ হইতে বন্টন আরম্ভ করিব। তাহাদের পর লোকদের মধ্যে যাহারা অধিক বুযুর্গ তাহাদেরকে দিব। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ), হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) ও হযরত মাইমুনাহ (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিবিগণের জন্য দশ হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। ইহাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (বিবিগণের) মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিতেন। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত বিবিগণের ভাতা সমান করিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ইহাদের পর আমি আমার সর্বপ্রথম হিজরতকারী সাথীগণকে দিব, কেননা আমাদিগকে আমাদের ঘর হইতে জুলুম ও অত্যাচার করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের পর যাহারা বুযুর্গ ব্যক্তি হইবেন তাহাদেরকে দিব। মুহাজিরীনদের মধ্যে যাহারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য পাঁচ হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। যে সকল আনসার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য চার হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। আর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য তিন হাজার করিয়া নির্ধারণ করিলেন। তারপর বলিলেন, যিনি প্রথম হিজরত করিয়াছেন তাহাকে প্রথম দিব, আর যিনি পরে হিজরত করিয়াছেন তাহাকে পরে দিব।

অতএব যে পরে পাইল সে যেন (বন্টনকারীকে তিরস্কার না করে, বরং) নিজেকে তিরস্কার করে যে, নিজের সওয়ারী বসাইয়া রাখিয়া সে হিজরত করিতে কেন দেরী করিল? আর আমি তোমাদের নিকট খালেদ ইবনে ওলীদকে পদচ্যুত করার কারণ বর্ণনা করিতে চাই। আমি তাহাকে

বলিয়াছিলাম, এই মাল যেন শুধু দুর্বল মুহাজিরীনদের মধ্যে বন্টন করে, কিন্তু সে শক্তিশালী, মর্যাদাবান ও বাকপটু লোকদেরকে সমস্ত মাল দান করিয়াছে। এই কারণে আমি তাহাকে সরাইয়া তাহার স্থলে আবু ওবায়দাকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছি। হযরত আবু আমর ইবনে হাফস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, হে ওমর ইবনে খাত্তাব! আপনি তাহাকে পদচ্যুত করার যে কারণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। আপনি তো এমন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিয়াছেন যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আপনি সেই তলোয়ারকে খাপ বন্ধ করিয়াছেন যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, আপনি সেই ঝাণ্ডা নামাইয়া দিয়াছেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাড়িয়া ছিলেন এবং আপনি আপনার চাচাত ভাইয়ের প্রতি হিংসা পোষণ করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার তাহার সহিত নিকটতম আত্মীয়তা রহিয়াছে এবং তুমি এখনও যুবক বলিয়া তোমার চাচাত ভাইয়ের কারণে অসন্তুষ্ট হইতেছ।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক ভাতা প্রদানের জন্য লোকদের নামের রেজিষ্টার তৈয়ার করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট হইতে আট লক্ষ দেরহাম লইয়া হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলে হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লইয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আট লক্ষ দেরহাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, তোমার ভালো হোক, এইগুলি কি পবিত্র মাল? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) সেই রাত্র জাগিয়া কাটাইলেন। ফজরের আযানের পর তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাত্রে আপনি কেন ঘুমাইলেন না। তিনি বলিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব কিভাবে ঘুমাইতে পারে? অথচ তাহার নিকট লোকদের জন্য এত বেশী

পরিমাণ মাল আসিয়াছে যে, ইসলামের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত কখনও এই পরিমাণ মাল আসে নাই। যদি এই মাল ওমরের নিকট থাকা অবস্থায় এবং সঠিক স্থানে খরচ করার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া যায় তবে সে আল্লাহ তায়ালার আযাব হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবে?

তারপর ফজরের নামায শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আজ রাত্রে লোকদের জন্য এত বেশী পরিমাণে মাল আসিয়াছে যে, ইসলামের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত এত পরিমাণ মাল আর কখনও আসে নাই। এই মাল বন্টনের ব্যাপারে আমার মনে একটি খেয়াল আসিয়াছে, আপনারাও এই ব্যাপারে পরামর্শ দান করুন। আমার খেয়াল এই যে, লোকদের মধ্যে এই মাল মাপিয়া বন্টন করি। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এরূপ করিবেন না। কারণ, লোকজন ইসলামে দাখিল হইতে থাকিবে এবং মাল আসাও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। (অতএব এইভাবে দেওয়ার দ্বারা কাহাকে দিয়াছেন, কাহাকে দেন নাই তাহা মনে রাখা কঠিন হইবে) বরং আপনি একটি রেজিষ্টারে লোকদের নাম লিপিবদ্ধ করুন এবং নামের তালিকা অনুসারে লোকদেরকে দিতে থাকুন। পরবর্তীতে যখন লোকদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এবং মালের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে তখন আপনি রেজিষ্টার হিসাবে দিতে থাকিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (ঠিক আছে,) এখন পরামর্শ দাও যে, কাহাকে প্রথম দিব? তাহারা বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার নিজের হইতে শুরু করুন। কেননা আপনি খলীফা এবং এই বিষয়ে আপনিই দায়িত্ববান।

আবার তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনই এই বিষয়ে ভাল জানেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, এইভাবে নয়, বরং আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুরু করিব, তারপর যাহারা তাঁহার নিকটতম আত্মীয় হইবে তাহাদিগকে প্রথম দিব, তারপর তাঁহার পরবর্তী স্তরের আত্মীয়দেরকে দিব। সুতরাং

তিনি এই নিয়মে তালিকা প্রণয়ন করিলেন। প্রথম বনু হাশেম ও বনু মোত্তালিবের নাম লেখাইলেন এবং তাহাদেরকে দিলেন। তারপর বনু আব্দে শামসদেরকে দিলেন, তারপর বনু নওফাল ইবনে আব্দে মানাফদেরকে দিলেন। বনু আব্দে শামসকে প্রথম এইজন্য দিলেন যে, আব্দে শামস ও হাশেম এক মায়ের ঘরের ভাই ছিলেন। (আর নাওফাল ভিন্ন মায়ের ঘরের ছিলেন, অতএব আব্দে শামস নওফাল অপেক্ষা নিকটতম হইলেন।)

হযরত জুবাইর ইবনে হুওয়াইরিস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রেজিষ্টার তৈয়ার করার ব্যাপারে মুসলমানদের সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলিলেন, আপনি (রেজিষ্টার তৈয়ার না করিয়া বরং) প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মাল জমা হয় তাহা সম্পূর্ণই মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন এবং কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, মাল অনেক বেশী পরিমাণে আসিতেছে যাহা সমস্ত লোকদেরকে দেওয়া যাইতে পারে। যদি লোকদের সংখ্যা গণনা না করা হয় তবে জানা যাইবে না যে, কে নিল আর কে নিল না, এবং আমার ভয় হয়, এইভাবে বন্টনের ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে।

হযরত ওলীদ ইবনে হেশাম ইবনে মুগীরা (রহঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি সিরিয়া গিয়াছি এবং সেখানকার বাদশাহদেরকে দেখিয়াছি, তাহারা রেজিষ্টার বানাইয়া লইয়াছে এবং সৈন্যদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে দলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আপনিও রেজিষ্টার তৈয়ার করিয়া নিয়মিত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিয়া লন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওলীদের এই রায়কে গ্রহণ করিলেন এবং হযরত আকীল ইবনে আবি তালেব, হযরত মাখরামা ইবনে নওফাল ও হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, লোকদের মর্যাদা অনুপাতে রেজিষ্টারে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া দাও। কোরাইশদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে এই তিনজন ভালভাবে অবগত ছিলেন। তাহারা রেজিষ্টারে নাম লিখিতে

আরম্ভ করিলেন। প্রথম বনু হাশেমের নাম লিখিলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাহার কাওমের লোকদের নাম লিখিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার কাওমের নাম লিখিলেন। তাহারা খেলাফতের ধারা বজায় রাখিয়া এরূপ করিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন রেজিষ্টার দেখিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনও ইহাই চায় যে, এই নিয়মেই হউক। কিন্তু তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজন হইতে শুরু কর এবং আত্মীয়তার মধ্যে যে যত নিকটবর্তী তাহার নাম প্রথম লেখ। এই আত্মীয়তার সম্পর্ক হিসাবে একের পর এক নাম লিখিতে থাক। এই হিসাবে যেখানে ওমরের নাম আসে সেখানে ওমরের নাম লিখিয়া দাও।

আসলাম (রহঃ) বলেন, (হযরত ওমর (রাঃ) যখন সেই তিনজনের লিখিত রেজিষ্টার দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাহার কাওমের নামের পর হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার কাওমের নাম লেখার উপর আপত্তি করিলেন তখন) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট (তাহার কাওম) বনু আদির লোকেরা আসিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা। হযরত ওমর (রাঃ) না, বরং এরূপ বল, আপনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খলীফা আর হযরত আবু বকর (রাঃ) হইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা।

বনু আদি বলিল, ঠিক আছে আপনি যেমন বলিয়াছেন তেমনই। তবে আপনি আপনার নাম সেখানেই রাখুন যেখানে এই তিনজনে লিখিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, বাহ, বাহ! বনু আদি! তোমরা চাহিতেছ আমার পিঠে চড়িয়া (অন্যদের পূর্বে) খাইয়া লও, আর আমি আমার নেকীকে এইভাবে তোমাদের খাতিরে বরবাদ করিয়া দেই। না, আল্লাহর কসম, এরূপ হইবে না। (বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার ভিত্তিতে মাল বন্টন করা হইবে,

ইহাতে) চাই তোমাদের নাম রেজিষ্টারে সকলের পরে আসুক। আমার দুই সঙ্গী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এক পথে চলিয়াছেন। যদি আমি তাহাদের পথ পরিত্যাগ করি তবে আমি তাহাদের মনযিলে পৌঁছিতে পারিব না। আল্লাহর কসম, দুনিয়াতে আমরা যে সম্মান লাভ করিয়াছি এবং আখেরাতে নিজে আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে যে সওয়াবের আশা রাখি তাহা সবই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে। তাঁহার কারণেই আমাদের সমস্ত সম্মান। তাঁহার কাওম সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। তাঁহার পর যে তাঁহার যত নিকটতম আত্মীয় সে ততবেশী সম্মানের অধিকারী। সমগ্র আরব আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতেই সম্মান লাভ করিয়াছে। যদি (বংশধারা হিসাবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের কাহারো আত্মীয়তার সম্পর্ক অনেক পুরুষের পর মিলিত হয়, এমনকি যদি এতদূর যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সহিত মিলিত হয় যে,) আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আর মাত্র কয়েক পুরুষ বাকী থাকে) তবুও এই নিয়মই রক্ষা করা হইবে। এতদসত্ত্বেও (অর্থাৎ এই বংশীয় মর্যাদা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আত্মীয়তার কারণে এই দুনিয়াবী মর্যাদা সত্ত্বেও) আল্লাহর কসম, যদি আজমী অর্থাৎ অনারব লোকেরা কেয়ামতের দিন নেক আমল লইয়া আসে আর আমরা নেক আমল ব্যতিরেকে পৌঁছি তবে সেই অনারবরা আমাদের অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশী নিকটবর্তী হইবে। অতএব কেহ শুধু আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে না, বরং আল্লাহ তায়ালার নিকট যে সকল সওয়াব ও মর্তবা রহিয়াছে উহা হাসিল করার জন্য নেক আমল করিবে। কেননা, যে ব্যক্তি নেক আমলে পিছনে থাকিবে সে বংশের কারণে অগ্রগামী হইতে পারিবে না।

মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর রায়ের দিকে ফিরিয়া আসা

গুফরাহ (রহঃ)এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম ওমর ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট বাহরাইন হইতে মাল আসিল। অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, জুমুআর দিন হযরত ওমর (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা করার পর বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের কেহ এই কথা বলিয়াছে যে, 'হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর অথবা বলিয়াছে, আমীরুল মুমিনীনের ইন্তেকালের পর আমরা অমুককে দাঁড় করাইয়া অতর্কিতে তাহার হাতে বাইয়াত হইয়া যাইব (অর্থাৎ তাহাকে খলীফা বানাইয়া ফেলিব) কেননা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইয়াতও এরূপ অতর্কিতে সংঘটিত হইয়াছিল।' হাঁ এই কথা ঠিক যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইয়াত অতর্কিতে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জন্য এরূপ ব্যক্তি কে আছে যাহাকে আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় সম্মান ও মান্য করিতে পারি? মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায় এই ছিল যে, সকলকে সমানভাবে দেওয়া হউক, আর আমার রায় এই ছিল যে, মুসলমানদেরকে তাহাদের দ্বীনী মর্যাদা হিসাবে কম-বেশী দেওয়া হউক। যদি আমি আগামী বৎসর জীবিত থাকি তবে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিব (এবং সকলকে সমানভাবে দিব)। কারণ, তাহার রায় আমার রায় অপেক্ষা উত্তম ছিল। বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর মাল দান করা

হাসান (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে

মাল বন্টন করার পর বাইতুল মালে কিছু মাল অবশিষ্ট রহিয়া গেল। হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা বল দেখি, যদি তোমাদের মাঝে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচা থাকিত তবে কি তোমরা তাহার সম্মান করিতে? সকলে বলিল, হাঁ, করিতাম। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমি তো মূসা আলাইহিস সালামের চাচা অপেক্ষা অধিক সম্মানের হক রাখি, কেননা আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের সহিত (এই অতিরিক্ত বাঁচিয়া যাওয়া মাল হযরত আব্বাস (রাঃ)কে দিয়া দেওয়ার ব্যাপারে) আলাপ করিলেন এবং সকলে সন্তুষ্টচিত্তে তাহা হযরত আব্বাস (রাঃ)কে দিয়া দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট একটি আতরদান আসিল। তাহার সঙ্গীগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, কাহাকে দেওয়া যায়? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি আমাকে অনুমতি দিবে যে, আমি ইহা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দেই? কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অধিক ভালবাসিতেন। সকলে বলিলেন, হাঁ। হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট যখন উহা পৌছিল তখন তিনি উহা খুলিলেন। তাহাকে বলা হইল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ইহা আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইবনে খাত্তাবের কতই না বিজয় লাভ হইল! আয় আল্লাহ! ওমরের দান গ্রহণের জন্য আগামী বৎসর আর আমাকে জীবিত রাখিবেন না।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে এক এলাকার সদকা উসুল করার জন্য পাঠাইলেন। আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস! তুমি কি আমাদের নিকট (সদকার) জানোয়ার লইয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ।

তিনি বলিলেন, জানোয়ারগুলি তো আমাদের নিকট লইয়া আস, (ইহা ব্যতীত) যে মাল (তুমি আনিয়াছ) তাহা তোমার। আমি বলিলাম, সেই মাল তো অনেক বেশী। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যত বেশীই হউক তাহা তোমার। সেই মালের পরিমাণ ছিল চার হাজার। সুতরাং আমি সেই মাল নিজের কাছে রাখিয়া দিলাম। এইভাবে আমি মদীনায় সর্বাপেক্ষা ধনী হইয়া গেলাম। (কান্‌য)

আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, একবার লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে তাহাদের দান গ্রহণ করিতেছিল এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) মাথা উঠাইয়া এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, তাহার চেহারার উপর তলোয়ারের আঘাতের দাগ রহিয়াছে। তিনি তাহাকে এই দাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সে কোন এক যুদ্ধে গিয়াছিল, সেখানে শত্রুর তলোয়ার দ্বারা তাহার এই আঘাত লাগিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে এক হাজার গুনিয়া দাও। সুতরাং তাহাকে এক হাজার দেরহাম দেওয়া হইল। তারপর তিনি সেই মালকে কিছুক্ষণ ওলট–পালট করিয়া বলিলেন, তাহাকে আরো এক হাজার দেরহাম গুনিয়া দিয়া দাও। সুতরাং তাহাকে আরো এক হাজার দেরহাম দেওয়া হইল। এইভাবে হযরত ওমর (রাঃ) চার বার বলিলেন এবং প্রতিবারে তাহাকে এক হাজার দেরহাম করিয়া দেওয়া হইল।

হযরত ওমর (রাঃ)এর এই অধিক দানের কারণে তাহার লজ্জা হইল এবং সে বাহিরে চলিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার চলিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা বলিল, আমাদের মনে হয়,আপনার এত অধিক দানের কারণে লজ্জিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি সে (চলিয়া না যাইয়া এখানে) থাকিত তবে আমি একটি দেরহাম বাকি থাকা পর্যন্ত তাহাকে দিতে থাকিতাম। কেননা সে এমন এক ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তায় যাহার এমন তলোয়ারের আঘাত লাগিয়াছে যাহাতে তাহার চেহারায় কালো দাগ পড়িয়া গিয়াছে।

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

হযরত আলী (রাঃ) এক বৎসর তিনবার মাল বন্টন করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট ইস্পাহান হইতে আরো মাল আসিল। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, হে লোকেরা ভোরে ভোরে আসিয়া চতুর্থবার মাল লইয়া যাও। আমি তোমাদের কোষাধ্যক্ষ নই (যে, তোমাদের মাল জমা করিয়া রাখিব)। অতএব তিনি সম্পূর্ণ মাল বন্টন করিয়া দিলেন। এমনকি রশিগুলিও বন্টন করিয়া দিলেন। কিছুলোক রশিও নিল, আবার কিছু লোক রশি ফেরত দিয়া দিল। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর বাইতুল মালের সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দেওয়া

সা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) (বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে বলিলেন, প্রত্যেক মাসে একবার বাইতুল মালের সমস্ত মাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে। (কিছুদিন পর বলিলেন) না, প্রত্যেক সপ্তাহে বাইতুল মালের সমস্ত মাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। কিছুদিন পর বলিলেন, প্রতিদিন বাইতুল মালের সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দাও। এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি যদি বাইতুল মালে কিছু মাল রাখিয়া দেন তবে ভাল হয়। কারণ, মুসলমানদের হঠাৎ কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বা বিদেশ হইতে কেহ সাহায্য চাহিয়া পাঠাইতে পারে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তোমার মুখে শয়তান কথা বলিতেছে, আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাহার জবাব শিখাইয়া দিতেছেন এবং তাহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাহার জবাব এই যে, আমি এই সমস্ত প্রয়োজনের জন্য সেই জিনিস প্রস্তুত রাখিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখিয়াছিলেন। আর তাহা হইল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য। (অর্থাৎ আল্লাহ ও

তাঁহার রাসূলকে মান্য করার মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান রহিয়াছে।)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ইরাক হইতে মাল আসিলে তিনি উহা বন্টন করিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, হঠাৎ কোন শত্রুর আক্রমণ হইতে পারে বা মুসলমানদের উপর হঠাৎ কোন বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে। অতএব আপনি যদি এই মাল হইতে কিছু জমা করিয়া রাখিয়া দিতেন তবে ভাল হইত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে! আল্লাহ তোমাকে মারুক। তোমার মুখ দিয়া এই কথা শয়তান বাহির করিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে উহার জবাব শিখাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহর কসম, আমি আগামীকালের প্রয়োজনের জন্য আজ আল্লাহর নাফরমানী করিতে পারি না। আমি তো মুসলমানদের (প্রয়োজনের) জন্য উহাই প্রস্তুত রাখিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। (আর তাহা হইল আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য।)

সালামা ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট অনেক মাল আসিল। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! মুসলমানেদর উপর হঠাৎ কোন বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে বা কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই কাজের জন্য যদি আপনি এই মাল হইতে কিছু বাইতুল মালে রাখিয়া দেন তবে ভাল হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি এমন কথা বলিয়াছ, যাহা একমাত্র শয়তানই পেশ করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে উহার জবাব শিখাইয়া দিয়াছেন এবং উহার ফেতনা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আগামী বৎসরের (প্রয়োজনের) জন্য আমি এই বৎসর আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিব? আমি মুসলমানদের (প্রয়োজনের) জন্য আল্লাহর তাকওয়া (ভয়) প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

অর্থ ঃ 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য মুক্তির পথ বাহির করিয়া দেন, আর তাহাকে এমন স্থান হইতে রিযিক পৌঁছাইয়া থাকেন, যেখান হইতে তাহার ধারণাও হয় না।'

অবশ্য শয়তানের এই কথা আমার পরবর্তী লোকদের জন্য ফেতনার কারণ হইবে।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

আম্মাবাদ, আমি চাই যে, বৎসরে একদিন এমন হউক যে, বাইতুল মালে একটি দেরহামও অবশিষ্ট না থাকে। বাইতুল মালের সমস্ত মাল বাহির করিয়া বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা পরিস্কারভাবে জানিয়া লন যে, আমি প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক আদায় করিয়া দিয়াছি।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে লিখিলেন—

'লোকদেরকে তাহাদের দান ও নির্ধারিত ভাতা দিয়া দাও।'

হযরত হোযাইফা (রাঃ) জবাবে লিখিলেন—

'আমরা সমস্ত কিছু দিয়া দিয়াছি, কিন্তু তারপরও অনেক মাল অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।'

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জবাবে লিখিলেন—

'এই সমস্ত গনীমতের মাল মুসলমানদের, যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দিয়াছেন, এইগুলি ওমর ও তাহার পরিবার পরিজনের জন্য নয়। অতএব অবশিষ্ট মালও মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও।'

হযরত আলী (রাঃ)এর মাল বন্টনের পদ্ধতি

আলী ইবনে রাবীআহ ওয়ালেবী (রহঃ) বলেন, ইবনে নাব্বাজ হযরত আলী (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, মুসলমানদের বাইতুল মাল স্বর্ণ–রৌপ্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা

শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহু আকবার এবং ইবনে নাব্বাজের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর মুসলমানদের বাইতুল মালের নিকট পৌঁছিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

هٰذَا جَنَایَ وَخِیَارُہٗ فِیْہِ + وَ کُلُّ جَانٍ یَدُہٗ اِلٰی فِیْہِ

অর্থ ঃ ইহা আমার আহরিত ফল এবং উত্তম ফলগুলিও উহার মধ্যেই রহিয়াছে (অর্থাৎ আমি উহা খাইয়া ফেলি নাই) আমি ব্যতীত প্রত্যেক ফল আহরণকারীর হাত তাহার মুখের দিকে উঠিতেছে। (অর্থাৎ আমি এই বাইতুল মাল হইতে কিছুই গ্রহণ করি নাই।)

হে ইবনে নাব্বাজ, কুফার লোকদেরকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকদেরকে ঘোষণা করিয়া ডাকা হইল। (লোকজন উপস্থিত হইলে) হযরত আলী (রাঃ) বাইতুল মালের সমস্ত মাল লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। বন্টন করার সময় তিনি বলিতেছিলেন, হে স্বর্ণ, হে রৌপ্য, আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও ধোকা দাও। (আর লোকদেরকে বলিতেছিলেন,) লইয়া যাও, লইয়া যাও। এইভাবে বন্টন করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত না কোন দীনার অবশিষ্ট থাকিল, আর না কোন দেরহাম অবশিষ্ট থাকিল। তারপর ইবনে নাববাজকে বলিলেন, এই বাইতুল মালের মধ্যে পানি ছিটাইয়া দাও। (পানি ছিটাইয়া দেওয়ার পর) তিনি সেখানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন।

মুজাম্মে' তাইমী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) (সমস্ত মাল বন্টন করিয়া) বাইতুল মাল ঝাড়ু দিয়া দিতেন এবং উহাতে নামায পড়িতেন। সেখানে এই জন্য সেজদা করিতেন যেন এই বাইতুল মাল কেয়ামতের দিন তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দান করে।

আলা (রহঃ)এর পিতা বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি তোমাদের গনীমতের মাল হইতে এই খেজুরের পাত্র ব্যতীত কিছুই লই নাই। আর এই খেজুরের পাত্রটিও গ্রামের এক সর্দার আমাকে হাদিয়া স্বরূপ

দিয়াছিল। তারপর তিনি বাইতুল মালে গেলেন এবং সেখানে যে পরিমাণ মাল ছিল সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

اَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ قَوْصَرَّةٌ + يَاْكُلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً

অর্থ ঃ সেই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে যাহার একটি (খেজুরের) টুকরি রহিয়াছে, আর সে উহা হইতে দৈনিক একবার খাইয়া লয়।

আনতারাহ শাইবানী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) প্রত্যেক শিল্পকর্মকার ও হস্তশিল্পীর নিকট হইতে জিযিয়া হিসাবে কর উসুল করিতেন। এমনকি সুঁই প্রস্তুতকারীর নিকট ছোট বড় সুঁই, সুতা ও রশি উসুল করিতেন এবং উহা লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইতুল মালের সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিতেন। রাত্রে সেখানে কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। অবশ্য কোন জরুরী কাজে মশগুল থাকার কারণে যদি কোনদিন মাল বন্টন করিতে না পারিতেন তবে বাইতুল মালে রাতভর মাল থাকিয়া যাইত। পরদিন ভোরে ভোরে যাইয়া উহা বন্টন করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, হে দুনিয়া! আমাকে ধোকা দিস না, আর কাহাকেও যাইয়া ধোকা দে এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন—

هٰذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهٗ فِيْهِ + وَكُلُّ جَانٍ يَدُهٗ اِلٰى فِيْهِ

অর্থ ঃ ইহা আমার আহরিত ফল, এবং উত্তম ফলগুলিও উহার মধ্যেই রহিয়াছে (অর্থাৎ আমি উহা খাইয়া ফেলি নাই) আমি ব্যতীত প্রত্যেক ফল আহরণকারীর হাত তাহার মুখের দিকে উঠিতেছে। (অর্থাৎ আমি এই বাইতুল মাল হইতে কিছুই গ্রহণ করি নাই।)

আনতারাহ (রহঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত আলী (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। কিছুক্ষণ পর তাহার গোলাম কাম্বার আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি (সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দেন) কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না, অথচ এই মালের মধ্যে আপনার পরিবারস্থ

লোকদেরও অংশ রহিয়াছে। এইজন্য আমি আপনার জন্য কিছু ভাল ভাল জিনিস গোপনে রাখিয়া দিয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, সেইগুলি কি? কাম্বার বলিল, আপনি নিজেই চলুন, তাহা দেখিয়া লইবেন। হযরত আলী (রাঃ) গেলেন এবং কাম্বার তাহাকে একটি কুঠরিতে লইয়া গেল। সেখানে সোনা-রূপার বিভিন্ন ধরনের পাত্র দ্বারা পরিপূর্ণ সোনার গিলটি করা একটি পাত্র রাখা ছিল। হযরত আলী (রাঃ) উহা দেখিয়া বলিলেন, তোমার মা তোমাকে হারাক! তুমি আমার ঘরে এক বিরাট আগুন ঢুকাইতে চাহিতেছ। তারপর তিনি সেইগুলি মাপিয়া মাপিয়া প্রত্যেক কাওমের সরদারদেরকে তাহাদের অংশ হিসাবে বন্টন করিতে লাগিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন যাহার অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

هٰذَا جَنَایَ وَخِيَارُهُ فِيْهِ + وَ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ اِلٰى فِيْهِ

অতঃপর বলিলেন, (হে দুনিয়া) আমাকে ধোকা দিস না, যা, আর কাহাকেও যাইয়া ধোকা দে।

মুসলমানদের হক সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর রায়

আসলাম (রহঃ) বলেন, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন, এই মালের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য সমবেত হও এবং চিন্তা কর যে, এই মাল কাহাদের মধ্যে বন্টন করা উচিত। (সকলে সমবেত হওয়ার পর) বলিলেন, আমি আপনাদিগকে এইজন্য সমবেত করিয়াছি যে, এই মালের ব্যাপারে পরামর্শ করা হউক এবং চিন্তা করা হউক যে, এইগুলি কাহাদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। আমি আল্লাহ তায়ালার কিভাবে কয়েকটি আয়াত পড়িয়াছি। আমি আল্লাহ তায়ালাকে বলিতে শুনিয়াছি—

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ......

الايتين

অর্থ ঃ 'যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা নিজ রাসূলকে অন্য জনপদ–সমূহের (কাফের) অধিবাসীগণ হইতে দেওয়াইয়া দেন, তাহা আল্লাহর হক, আর রাসূলের হক, আর আত্মীয়–স্বজনদের, আর এতীমদের আর গরীবদের, আর মুসাফিরদের, (এই নির্দেশ এইজন্য) যেন উহা তোমাদের ধনীদের হস্তগত হইয়া না পড়ে, আর রাসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ কর, আর যাহা হইতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক, এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ (বিরুদ্ধাচরণ করার উপর) কঠিন শাস্তিদাতা। (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে) সেই অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের (বিশেষভাবে) হক রহিয়াছে, যাহাদিগকে নিজেদের গৃহ ও ধনসম্পদ হইতে (জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে) বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, আর তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (দ্বীনের) সাহায্য করে। ইহারাই (ঈমানে) সত্যবাদী।'

আল্লাহর কসম, এই মাল শুধু ইহাদের জন্যই নহে। (অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন)

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ الاية

অর্থ ঃ 'আর তাহাদের (ও হক রহিয়াছে) যাহারা দারুল ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায়) এবং ঈমানের মধ্যে উহাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্ব হইতে অটল রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে, তাহাদিগকে ইহারা ভালবাসে, আর মুহাজিরগণ যাহা প্রাপ্ত হয় ইহারা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তাহারা ক্ষুধার্তই থাকে। আর যে নিজের স্বাভাবিক কৃপণতা হইতে রক্ষিত থাকে এরূপ লোকেরাই সফলকাম হইবে।'

আল্লাহর কসম, এই মাল শুধু ইহাদের জন্যই নহে। (আল্লাহ তায়ালা আরো বলিয়াছেন,)

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ الاية

অর্থ ঃ ‘আর (তাহাদের জন্যও) যাহারা তাহাদের (আনসার ও মুহাজিরদের) পরে আসিয়াছে—যাহারা (উপরোক্তদের জন্য) দোয়া করে, হে আমাদের রব! আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের সেই ভাইদিগকেও যাহারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়, হে আমাদের রব আপনি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।’

তারপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই মালে তো প্রত্যেক মুসলমানের হক মনে হইতেছে, চাই সে আদনের বকরী চরানেওয়ালা রাখালই হউক না কেন। দেওয়া হউক বা না হউক। ইহা ভিন্ন কথা।

মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান (রাঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত সম্পূর্ণ পড়িলেন—

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الاية

অর্থ ঃ ‘(ফরয) সদকাগুলির তো হক হইতেছে কেবল গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সদকা (উসুলে)র উপর নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাহাদের মন রক্ষা করিতে (অভিপ্রায়) হয় (তাহাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কার্যে এবং ঋণগ্রস্তদের (ঋণ) পরিশোধের কার্যে, আর জেহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য), আর মুসাফিরদের সাহায্যে, এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ্ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও অতি প্রজ্ঞাময়।’

এবং বলিলেন, যাকাত সদকা তো এই সমস্ত লোকদের জন্য। অতঃপর এই আয়াত শেষ পর্যন্ত পড়িলেন—

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ الخ

অর্থ ঃ ‘আর ইহা জানিয়া লও যে, যাহা কিছু গনীমতস্বরূপ

তোমাদের হস্তগত হয়, তবে উহার বিধান এই যে, সম্পূর্ণ মালের এক-পঞ্চমাংশ হইতেছে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য, এবং রাসূলের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, আর এতীমদের ও দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখিয়া থাক, আর সেই বিষয়ের প্রতি যাহা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করিয়াছিলাম মীমাংসার দিন, যেদিন (মুমিনীন ও কাফেরদের) উভয়দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল, আর আল্লাহই হইতেছেন সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।'

এবং বলিলেন, গনীমতের মাল এই সমস্ত লোকদের জন্যই। অতঃপর তিনি উপরোল্লেখিত আয়াত—

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الخ

শেষ পর্যন্ত পড়িয়া বলিলেন, ইহারা মুহাজিরীন। তারপর উল্লেখিত আয়াত

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ الخ

তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, এই আয়াতে যাহাদেরকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইলেন আনসার। তারপর উল্লেখিত আয়াত

وَالَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ الخ

পড়িয়া বলিলেন, এই আয়াতে তো সকলকে শামিল করিয়া লইয়াছে। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই মালে হক রহিয়াছে। অবশ্য তোমাদের গোলামদের জন্য ইহাতে কোন হক নাই। যদি আমি জীবিত থাকি তবে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের নিকট তাহার হক পৌঁছিয়া যাইবে। এমনকি (ইয়ামানের) হিমইয়ার উপত্যকার উপরাংশে যে রাখাল রহিয়াছে তাহার অংশও তাহার নিকট পৌঁছিবে। আর এই মাল হাসিল করার জন্য তাহার কপালের সামান্য পরিমাণ ঘামও ঝরিবে না। (অর্থাৎ তাহাকে ইহার জন্য কোন কষ্ট করিতে হইবে না)

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

(হযরত তালহা (রাঃ)এর স্ত্রী) হযরত সু'দা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলাম, তিনি মনভার হইয়া আছেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনার কি হইয়াছে? আমাদের পক্ষ হইতে আপনি কোন কষ্ট পাইয়াছেন কি? যদি এমন কিছু হইয়া থাকে তবে আপনাকে সন্তুষ্ট করিব। হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, না, তেমন কিছু নয়। তুমি তো একজন মুসলমানের জন্য অতি উত্তম স্ত্রী। আমি এইজন্য পেরেশান যে, আমার নিকট মাল জমা হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমি উহা কি করিব? আমি বলিলাম, ইহাতে পেরেশান হওয়ার কি আছে, আপনি আপনার কাওমকে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে এই মাল বন্টন করিয়া দিন। হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, এই ছেলে! আমার কাওমকে আমার নিকট লইয়া আস। (কাওমের লোকেরা আসিলে তিনি সমস্ত মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।) আমি খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি পরিমাণ মাল বন্টন করিয়াছেন? খাজাঞ্চি বলিল, চার লক্ষ।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত তালহা (রাঃ) নিজের একটি জমিন সাত লাখে বিক্রয় করিলেন। এই টাকা তাহার নিকট একরাত্র রহিল, আর তিনি সারারাত্র এই মালের ভয়ে জাগিয়া কাটাইলেন। সকাল হইতেই সমস্ত টাকা বন্টন করিয়া দিলেন।

হযরত তালহা (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত সু'দা (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত তালহা (রাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন। আমি বলিলাম, কি ব্যাপার, আমি আপনার চেহারাকে চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি? আমাদের দ্বারা কি আপনার অপছন্দনীয় কোন কাজ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, তোমাদের দ্বারা কোন অপছন্দনীয় কাজ হয় নাই। তুমি তো অতি উত্তম স্ত্রী। আমি এইজন্য

পেরেশান ও চিন্তিত যে, আমার নিকট অনেক মাল জমা হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, আপনি লোক পাঠাইয়া আপনার আত্মীয়-স্বজন ও কাওমকে ডাকিয়া আনুন এবং তাহাদের মধ্যে এই মাল বন্টন করিয়া দিন। সুতরাং তিনি তাহাদেরকে ডাকিয়া সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিলেন। আমি খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি পরিমাণ মাল বন্টন করিয়াছেন? সে বলিল, চার লক্ষ। তাহার দৈনিক আমদানী এক হাজার ওয়াফী ছিল। (এক ওয়াফী এক দেরহাম চার দানেক সমান। প্রতি দেরহামে ছয় দানেক এই হিসাবে এক হাজার ওয়াফীতে এক হাজার ছয়শত ছেষট্টি দেরহাম চার দানেক হয়।) এরূপ অধিক দানশীলতার দরুন তাহাকে তালহা ফাইয়াজ (অর্থাৎ অতি দানশীল) বলা হইত।

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

সাঈদ ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর এক হাজার গোলাম ছিল, যাহারা উপার্জন করিয়া তাহাকে উহার অংশ দিত। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাহাদের নিকট হইতে মাল লইয়া রাত্রেই উহা সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিতেন। যখন ঘরে ফিরিয়া যাইতেন তখন উহা হইতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না।

মুগীস ইবনে সুমাই (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ)এর এক হাজার গোলাম ছিল, যাহারা উপার্জন করিয়া তাহাকে উহার অংশ প্রদান করিত। তিনি সেই সমস্ত গোলামদের উপার্জিত মাল হইতে এক দেরহামও ঘরে নিতেন না। (বরং সম্পূর্ণ মাল বন্টন করিয়া দিতেন।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, (হযরত ওসমান (রাঃ)এর শাহাদাতের পর সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে পরস্পর যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াছিল, সেই) জঙ্গে জামালের দিন (আমার পিতা) হযরত যুবাইর (রাঃ) যখন দাঁড়াইলেন তখন আমাকে ডাকিলেন। আমি তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমার বেটা!

আজ যে কেহ কতল হইবে প্রতিপক্ষ তাহাকে জালেম মনে করিবে আর সে নিজেকে মজলুম মনে করিবে। আমার মনে হইতেছে, আজ আমি অন্যায়ভাবে কতল হইয়া যাইব। আমার সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হইল, আমার ঋণ। তোমার কি মনে হয় ঋণ পরিশোধের পরও আমাদের মাল হইতে কিছু অবশিষ্ট থাকিবে! হে আমার বেটা! আমার সম্পদ বিক্রয় করিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। ঋণ পরিশোধের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহার এক-তৃতীয়াংশ (ওয়ারিশান ব্যতীত) অন্যদেরকে দেওয়ার অসিয়ত করিলেন এবং এই এক-তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর ছেলেদেরকে দেওয়ার অসিয়ত করিলেন। কারণ (হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর ছেলেরা বড় হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের কাহারো কাহারো বিবাহও হইয়া গিয়াছিল। যেমন) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর কোন কোন ছেলে যেমন, হযরত খুবাইব, হযরত আববাদ হযরত যুবাইর (রাঃ)এর ছেলেদের সমবয়সী ছিলেন। আর স্বয়ং হযরত যুবাইর (রাঃ)এর নয় ছেলে ও নয় মেয়ে ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) আমাকে তাহার ঋণের ব্যাপারে অসিয়ত করিতে যাইয়া বলিলেন, হে আমার বেটা! আমার ঋণ পরিশোধ করিতে যদি তুমি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হও তবে আমার মাওলার নিকট হইতে সাহায্য চাহিয়া লইও। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, মাওলা বলিতে তিনি কাহাকে বুঝাইয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। (কারণ আরবীতে মাওলা যেমন আল্লাহকে বুঝায় তেমনি নিজের আযাদকৃত গোলামকেও মাওলা বলা হয়) অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আববাজান, আপনার মাওলা কে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখনই তাহার ঋণের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতাম তখন আমি বলিতাম, হে যুবাইরের মাওলা, যুবাইরের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ উহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

হযরত যুবাইর (রাঃ) সেই দিন শহীদ হইয়া গেলেন, তিনি তাহার সম্পত্তির মধ্যে কোন দীনার দেরহাম কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিছু জমি, মদীনাতে এগারটি ঘর। বসরায় দুইটি, কুফাতে একটি ও মিসরে একটি ঘর রাখিয়া গিয়াছেন। কয়েকটি জমির মধ্যে (মদীনার নিকটবর্তী) গাবাহ নামক একটি জমি ছিল। হযরত যুবাইর (রাঃ)এর অধিক পরিমাণে ঋণের কারণ হইল, যে কেহ তাহার নিকট মাল আমানত রাখিতে আসিত তিনি বলিতেন, আমার নিকট আমানত রাখিও না, কারণ আমার ভয় হয়, হয়ত আমানত (রক্ষা করিতে পারিব না, আর উহা) নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমাকে ঋণ হিসাবে দাও। (যখন প্রয়োজন হয় লইয়া যাইও। এইভাবে তিনি লোকদের নিকট হইতে লইয়া অন্যদের উপর খরচ করিয়া ফেলিতেন।)

আর হযরত যুবাইর (রাঃ) না কখনও আমীর হইয়াছেন, আর না কর, যাকাত ইত্যাদি উসূল করার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। (এই সমস্ত যুদ্ধে গনীমতের মাল হইতে যাহা পাইয়াছেন উহা দ্বারা এই সমস্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন।) যাহা হউক আমি আমার পিতার ঋণের পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখিলাম, বাইশ লক্ষ হয়। একদিন হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! আমার ভাই (হযরত যুবাইর (রাঃ)এর উপর ঋণের পরিমাণ কত? আমি কিছু গোপন রাখিয়া বলিলাম, এক লক্ষ। হযরত হাকীম (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমাদের সমস্ত মাল ইহার জন্য যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমি বলিলাম, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লক্ষ হয় তবে? তিনি বলিলেন, আমার মনে হয়, উহা পরিশোধের ক্ষমতা তোমাদের নাই। অতএব ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তোমরা যদি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হও তবে আমার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিও।

হযরত যুবাইর (রাঃ) গাবার জমি এক লক্ষ সত্তর হাজারে খরিদ করিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেই জমিকে যোল টুকরা করিয়া প্রতি টুকরার মূল্য এক লক্ষ সাব্যস্ত করিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ জমির মূল্য ষোল লক্ষ ঠিক করিলেন। তারপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিলেন যে, যে কেহ হযরত যুবাইর (রাঃ)এর নিকট কোন হক পাইবে, সে যেন গাবাহতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)এর নিকট চার লক্ষ দেরহাম পাইতেন। তিনি আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদের খাতিরে এই পাওনা ছাড়িয়া দিতে পারি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, না, ইহার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিলেন, যদি চাও, আমার পাওনা সকলের পরে পরিশোধ করিও। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, না, বরং আপনি এখনি লইয়া লউন। তিনি বলিলেন, তবে আমাকে আমার পাওনা পরিমাণ এই জমি হইতে দিয়া দাও। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, এইখান হইতে এই পর্যন্ত আপনার জমি।

এইভাবে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) গাবার জমি (এবং হযরত যুবাইর (রাঃ)এর ঘরগুলি) বিক্রয় করিয়া হযরত যুবাইর (রাঃ)এর ঋণ পরিশোধ করিতে থাকিলেন। অবশেষে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল এবং গাবার জমি হইতে সাড়ে চার টুকরা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। পরবর্তীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর (খেলাফত আমলে তাহার) নিকট গেলেন। সেই সময় সেখানে হযরত আমর ইবনে ওসমান, হযরত মুনযির ইবনে যুবাইর ও হযরত ইবনে যামআহ (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি গাবার জমির কি মূল্য সাব্যস্ত করিয়াছ? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, সেই জমি (ষোল ভাগ করিয়া) প্রতি ভাগের মূল্য এক লক্ষ করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছি। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কত ভাগ অবশিষ্ট আছে? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, সাড়ে

চার ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে। হযরত মুনযির ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, এক লক্ষ মূল্যে এক ভাগ আমি খরিদ করিলাম। হযরত আমর ইবনে ওসমান (রাঃ) বলিলেন, এক লক্ষ মূল্যে এক ভাগ আমি খরিদ করিলাম। হযরত ইবনে যামআহ (রাঃ) বলিলেন, এক লক্ষ মূল্যে এক ভাগ আমি খরিদ করিলাম। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কত ভাগ অবশিষ্ট আছে? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, দেড় ভাগ। তিনি বলিলেন, দেড় লক্ষ মূল্যে আমি এই দেড় ভাগ খরিদ করিলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) নিজের অংশ হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট ছয় লক্ষে বিক্রয় করিলেন।

হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবাইর (রাঃ) যখন হযরত যুবাইর (রাঃ)এর ঋণ পরিশোধ করিয়া শেষ করিলেন তখন হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সন্তানগণ (অর্থাৎ তাহার ভাইবোনরা) বলিলেন, এইবার আমাদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, আমি চার বৎসর পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করিব না। আর এই চার বৎসরে প্রতি হজ্জের মৌসুমে আমি লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা করিব যে, যদি হযরত যুবাইর (রাঃ)এর নিকট কাহারো কোন ঋণ পাওনা থাকে তবে সে যেন আমাদের নিকট আসে, আমরা তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব। সুতরাং তিনি চার বৎসর পর্যন্ত প্রতি হজ্জের মৌসুমে এই ঘোষণা করিতে থাকিলেন। চার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ওয়ারিশানদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)এর চারজন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি এক-তৃতীয়াশ মালের অসিয়ত করিয়াছিলেন। অসিয়ত মোতাবেক এক-তৃতীয়াংশ পৃথক করার পর তাহার প্রত্যেক স্ত্রী বার লক্ষ করিয়া পাইয়াছেন। এই হিসাবে তাহার সম্পূর্ণ মালের পরিমাণ পাঁচ কোটি দুই লক্ষ হয়।

আল বিদায়াহ গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, ওয়ারিশানদের মধ্যে যে মাল বন্টন হইয়াছে উহার পরিমাণ তিন কোটি

চুরাশি লক্ষ ছিল এবং এক-তৃতীয়াংশ যাহা তিনি অসিয়ত করিয়াছিলেন উহার পরিমাণ ছিল এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ। এইভাবে অসিয়তের এক-তৃতীয়াংশ সহ সম্পূর্ণ মালের পরিমাণ পাঁচ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ দাঁড়ায়। পূর্বে যে ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে উহার পরিমাণ ছিল বাইশ লক্ষ। সুতরাং ঋণ, অসিয়তের এক-তৃতীয়াংশ ও মিরাস মিলিয়া মোট মালের পরিমাণ পাঁচ কোটি আটানব্বই লক্ষ হয়। বিস্তারিত এই বিবরণ এইজন্য দেওয়া হইল যে, বোখারী শরীফে মালের যে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে উহাতে কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

উম্মে বকর বিনতে মেসওয়ার (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) নিজের একটি জমি চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রয় করিলেন এবং সমস্ত দীনার বনু যোহরা গোত্র, গরীব মুসলমান, মুহাজিরীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। তন্মধ্য হইতে কিছু দীনার হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খেদমতে পাঠাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মাল কে পাঠাইয়াছে? আমি বলিলাম, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। তারপর যে ব্যক্তি উহা পৌঁছাইবার জন্য আসিয়াছিল সে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর জমি বিক্রয় ও উহার সমুদয় মূল্য বন্টন করিয়া দেওয়ার ঘটনা শুনাইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, আমার পর তোমাদের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের) উপর একমাত্র সবরকারীগণই দয়াসুলভ ব্যবহার করিবে। (অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহার জন্য দোয়া করিলেন,) আল্লাহ তায়ালা যেন (আবদুর রহমান) ইবনে আওফকে জান্নাতের সালসাবীল ঝর্ণা হইতে পান করান।

জা'ফর ইবনে বুরকান (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ত্রিশ হাজার পরিবারকে (গোলামী হইতে) মুক্ত করিয়াছেন।

হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জররাহ (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ও হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

হযরত মালেক দার (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) চারশত দীনার একটি থলিতে ভরিয়া গোলামকে বলিলেন, এইগুলি হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট লইয়া যাও। তাহাকে এইগুলি দেওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর কোন কাজের ভান করিয়া অপেক্ষা করিবে এবং দেখিবে, তিনি এইগুলি কি করেন। গোলাম সেই থলি লইয়া তাহার নিকট গেল এবং আরজ করিল, আমীরুল মুমিনীন এইগুলিকে আপনার প্রয়োজনে খরচ করিতে বলিতেছেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমীরুল মুমিনীনকে ইহার বদলা দান করুন, তাহার উপর রহমত নাযিল করুন। তারপর বলিলেন, হে বাঁদী এদিকে আস, এই সাত দীনার অমুকের নিকট লইয়া যাও, এই পাঁচ দীনার অমুকের নিকট ও এই পাঁচ দীনার অমুকের নিকট লইয়া যাও। এইভাবে তিনি সমস্ত দীনার শেষ করিয়া ফেলিলেন। উক্ত গোলাম ফিরিয়া আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে সমস্ত ঘটনা জানাইল।

ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) একই পরিমাণ দীনার হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর জন্যও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি গোলামকে বলিলেন, এই দীনারগুলি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট লইয়া যাও। তাহাকে এইগুলি দেওয়ার পর ঘরের ভিতর কোন কাজের ভান করিয়া অপেক্ষা করিবে এবং দেখিবে তিনি এইগুলি কি করেন। গোলাম দীনার লইয়া হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর

নিকট পৌঁছিল এবং আরজ করিল, আমীরুল মুমিনীন এইগুলিকে আপনার প্রয়োজনে খরচ করিতে বলিতেছেন। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত নাযিল করুন ও তাহাকে ইহার বদলা দান করুন, হে বাঁদী, এদিকে আস, অমুকের ঘরে এই পরিমাণ লইয়া যাও, অমুকের ঘরে এই পরিমাণ লইয়া যাও, অমুকের ঘরে এই পরিমাণ লইয়া যাও। ইতিমধ্যে সেখানে তাহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরাও তো মিসকীন, আমাদেরকেও কিছু দান করুন। থলিতে মাত্র দুই দীনার অবশিষ্ট ছিল। হযরত মুআয (রাঃ) উক্ত দুই দীনার স্ত্রীর দিকে গড়াইয়া দিলেন। গোলাম ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইল। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, ইহারা সকলে পরস্পর ভাই ভাই, একই রকম স্বভাব।

আসলাম (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নিজ সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের মনের আকাঙ্খা ব্যক্ত কর। একজন বলিল, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, এই ঘর দেরহাম দ্বারা পরিপূর্ণ হয় আর আমি এই সমস্ত দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দেই। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় বলিলেন, নিজ নিজ মনের আকাঙ্খা ব্যক্ত কর। দ্বিতীয়জন বলিল, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, এই ঘর স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় আর আমি তাহা সম্পূর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় বলিলেন, নিজ নিজ মনের আকাঙ্খা ব্যক্ত কর। তৃতীয়জন বলিল, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, এই ঘর মণিমুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় আর আমি উহা সম্পূর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই।

হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় বলিলেন, নিজ নিজ মনের আকাঙ্খা ব্যক্ত কর। লোকেরা বলিল, এত বিরাট বিরাট আকাঙ্খার পর আর কি আকাঙ্খা হইতে পারে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, এই ঘর আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ), হযরত

মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ও হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)এর মত লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হয় আর আমি তাহাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার এতায়াত (অর্থাৎ তাহার হুকুম পালন)এর বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হযরত ওমর (রাঃ) (এই সমস্ত লোকদের উপস্থিতিতে) কিছু মাল হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন এবং (বাহককে) বলিয়া দিলেন, দেখিও তিনি এই মাল কি কাজে ব্যয় করেন। যখন হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নিকট এই মাল পৌছিল তখন তিনি সম্পূর্ণটাই বন্টন করিয়া দিলেন। তারপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট কিছু মাল পাঠাইলেন। তিনিও উহা সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিলেন। তারপর হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর নিকট কিছু মাল পাঠাইলেন এবং (বাহককে) বলিয়া দিলেন, দেখিও তিনি এই মাল কি কাজে ব্যয় করেন? (তিনিও সম্পূর্ণ মাল বন্টন করিয়া দিলেন।) অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম (যে, এই তিনজনই কাজের লোক, যাহাদের স্বভাব হইল অন্যের উপর মাল খরচ করা)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট এক মজলিসে বাইশ হাজার দেরহাম আসিল আর তিনি সেই মজলিস হইতে উঠার পূর্বেই সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিলেন।

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট এক লক্ষ পাঠাইলেন। এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি উহা সম্পূর্ণ খরচ করিয়া দিলেন। তাহার নিকট উহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

আইয়ুব ইবনে ওয়ায়েল রাসেবী (রহঃ) বলেন, আমি মদীনা শরীফে আসিলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর প্রতিবেশী আমাকে এই ঘটনা

শুনাইল যে, একবার হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর পক্ষ হইতে চার হাজার, অপর এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে আরো চার হাজার এবং অপর এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে দুই হাজার (মোট দশ হাজার) ও একটি ঝালর বিশিষ্ট চাদর আসিল। তারপর তিনি বাজারে গেলেন এবং নিজের সওয়ারীর জন্য এক দেরহামের ঘাস ইত্যাদি বাকিতে খরিদ করিলেন। অথচ আমি জানিতাম যে, তাহার নিকট এই পরিমাণ মাল আসিয়াছে।

অতএব আমি তাহার বাঁদীর নিকট যাইয়া বলিলাম, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তুমি সত্য কথা বলিবে। হযরত আবু আব্দির রহমান (অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর) (রাঃ)এর নিকট হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর পক্ষ হইতে চার হাজার, অপর এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে চার হাজার এবং অপর আরেক ব্যক্তির পক্ষ হইতে দুই হাজার ও একটি চাদর আসে নাই কি? বাঁদী বলিল, হাঁ, আসিয়াছে। আমি বলিলাম, আমি তাহাকে দেখিলাম, তিনি জানোয়ারের জন্য বাকিতে এক দেরহামের খাদ্য খরিদ করিতেছেন। (এত মাল থাকিতে তিনি বাকিতে কেন খরিদ করিতেছেন?) বাঁদী বলিল, সেই দশ হাজার তো তিনি রাত্রে শয়ন করার পূর্বেই বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। আর সেই চাদর কোমরে জড়াইয়া বাহিরে গিয়াছিলেন। উহাও কোন একজনকে দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি (বাজারে যাইয়া উচ্চ আওয়াজে) বলিলাম, হে ব্যবসায়ীগণ, তোমরা এত দুনিয়া উপার্জন করিয়া কি করিবে? গত রাত্রে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট দশ হাজার খাঁটি দেরহাম আসিয়াছিল। আর তিনি (উহা রাত্রেই সম্পূর্ণ খরচ করিয়া দিয়াছেন,) আজ নিজ সওয়ারীর জন্য বাকিতে এক দেরহামের খাদ্য খরিদ করিতেছেন।

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট একবার এক মজলিসে বিশ হাজারেরও বেশী দেরহাম আসিল। তিনি মজলিস হইতে উঠার পূর্বেই উহা সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিলেন এবং অতিরিক্ত যাহা

কিছু নিজের কাছে ছিল তাহাও দান করিয়া দিলেন। দান করিতে করিতে সমস্তই দিয়া দিলেন। তাহার নিকট আর কিছুই রহিল না। তারপর এক ব্যক্তি আসিল যাহাকে তিনি সর্বদা দান করিতেন। (নিজের নিকট যেহেতু দেওয়ার মত কিছু অবশিষ্ট ছিল না সেহেতু) যাহাদেরকে দান করিয়াছিলেন তাহাদের একজনের নিকট হইতে ধার লইয়া উক্ত ব্যক্তিকে দিলেন।

মাইমুন (রহঃ) বলেন, কেহ কেহ বলিয়া থাকে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কৃপণ। তাহারা ভুল বলে, আল্লাহর কসম, যেখানে খরচ করার দ্বারা (আখেরাতে) উপকার হইবে সেখানে খরচ করার ব্যাপারে তিনি মোটেও কৃপণ নহেন। (অবশ্য নিজের ব্যাপারে খরচ কম করেন এবং অযথা কাহাকেও দান করেন না।)

হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, কিন্দাহ গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট আমার কিছু করজ পাওনা ছিল। আমি (করজ উসূল করার জন্য) তাহার নিকট ফজরের পূর্বে শেষ রাত্রে যাইতাম। একদিন আমি হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ)এর মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় ফজরের সময় হইয়া গেল। আমি সেখানেই নামায আদায় করিলাম। সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া জুতা ও পাঁচশত দেরহাম রাখিল। আমি বলিলাম, আমি এই মসজিদের লোক নই। (অতএব আমাকে দিও না) তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এইগুলি কি? (লোকদেরকে কেন দেওয়া হইতেছে?) লোকেরা বলিল, হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ) মক্কা শরীফ হইতে আসিয়াছেন। (এই কারণে খুশী হইয়া তিনি প্রত্যেক নামাযীকে দান করিতেছেন।)

হযরত আয়েশা বিনতে আবি বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

উম্মে যাররাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট এক লক্ষ (দেরহাম) আসিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিলেন। সেদিন তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি এত খরচ করিলেন, নিজের ইফতারের জন্য এক দেরহামের গোশত আনাইয়া লইতে পারিলেন না? তিনি বলিলেন, (আমার তো রোযার কথা স্মরণই ছিল না) যদি তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে তবে গোশত আনাইয়া লইতাম। (এসাবাহ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে যামআহ (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাওদা (রাঃ)এর নিকট দেরহাম ভরা একটি থলি পাঠাইলেন। হযরত সাওদা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি কি? লোকেরা বলিল, এইগুলি দেরহাম। তিনি (আশ্চর্য হইয়া) বলিলেন, আরে খেজুরের মত এত বড় থলি ভরা দেরহাম! (অর্থাৎ এত বড় থলিতে তো খেজুর রাখা হয়, দেরহামের জন্য ছোট থলি হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি সমস্ত দেরহাম বন্টন করিয়া দিলেন। (এসাবাহ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর মাল বন্টন করা

বাররাহ বিনতে রাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বাৎসরিক ভাতা বন্টন করিলেন এবং হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর নিকট তাহার অংশ পাঠাইলেন। হযরত যায়নাব (রাঃ)এর নিকট এই মাল পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে আল্লাহ তায়ালা মাফ করুন, আমার অন্যান্য বোনরা এই মাল

আমার অপেক্ষা উত্তমরূপে বন্টন করার যোগ্যতা রাখেন। (অতএব বন্টন করার জন্য এইগুলি তাহাদের নিকট লইয়া যাও।) লোকেরা বলিল, এইগুলি সম্পূর্ণ আপনার জন্য (বন্টন করার জন্য নয়)। তিনি বলিয়া উঠিলেন, সুবহানাল্লাহ! এবং একটি কাপড় দ্বারা সেই মাল হইতে নিজে পর্দা করিয়া লইলেন, আর বলিলেন, আচ্ছা রাখ এবং একটি কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও। তারপর আমাকে বলিলেন, কাপড়ের ভিতর হাত ঢুকাইয়া এক মুষ্টি অমুক পরিবারের লোকদেরকে দিয়া আস, এক মুষ্টি অমুক পরিবারের লোকদেরকে দিয়া আস। ইহারা সকলে তাহার আত্মীয়–স্বজন ও এতীম ছিল। এইভাবে বন্টন করিতে করিতে কাপড়ের নীচে অল্প কিছু দেরহাম অবশিষ্ট রহিল। আমি আরজ করিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাফ করুন, আল্লাহর কসম, এই মালের মধ্যে আমাদেরও তো হক রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, কাপড়ের নীচে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা তোমার। বাররাহ (রহঃ) বলেন, কাপড়ের নীচে আমরা পঁচাশি দেরহাম পাইলাম। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! এই বৎসরের পর হযরত ওমর (রাঃ)এর দান যেন আর আমাকে ধরিতে না পারে। (সুতরাং (তাহার দোয়া কবুল হইল এবং) তিনি (আগামী দান আসার পূর্বেই) ইন্তেকাল করিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রহঃ) বলেন, হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর বাৎসরিক ভাতা বার হাজার ছিল। উহাও তিনি মাত্র এক বৎসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহা গ্রহণ করার পর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আগামী বৎসর যেন আমি এই মাল না পাই, কেননা ইহা ফেতনা বৈ কিছু নহে। অতঃপর তিনি সেই মাল আপন আত্মীয়–স্বজন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জানিতে পারিয়া বলিলেন, ইনি এমন (উচ্চ মর্যাদাশীল) মহিলা যাহার সহিত আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের এরাদা বা ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) তাহার ঘরের দরজায় উপস্থিত হইয়া ভিতরে সালাম

পাঠাইলেন এবং বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিয়াছেন। আমি আরো এক হাজার পাঠাইতেছি। উহা আপনি নিজের নিকট রাখিয়া দিবেন, (একবারে খরচ করিয়া ফেলিবেন না)। কিন্তু সেই এক হাজার যখন পৌঁছিল তখন তিনি পূর্বের ন্যায় সেইগুলিকেও বন্টন করিয়া দিলেন। (এসাবাহ)

দুধের শিশুদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একটি ব্যবসায়ী কাফেলা মদীনাতে আসিল এবং তাহারা ঈদগাহতে অবস্থান করিল। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি এই কাজের জন্য প্রস্তুত আছ যে, আমরা উভয়ে মিলিয়া চোরদের হাত হইতে রক্ষার জন্য সারারাত্র এই কাফেলার পাহারাদারী করি? (তিনি রাজি হইলেন।) অতএব উভয়ে রাত্রভর কাফেলার পাহারাদারী করিতেছিলেন এবং পালাক্রমে উভয়ে নামাযও পড়িতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া শিশুটির মায়ের নিকট যাইয়া বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের বাচ্চার প্রতি খেয়াল রাখ। ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আবার শিশুটির কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া দ্বিতীয়বার যাইয়া তাহার মাকে পূর্বের ন্যায় বলিলেন এবং নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রের শেষ প্রহরে তিনি আবার সেই শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া শিশুর মায়ের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, তোমার ভাল হউক! আমার মনে হয় তুমি এই শিশুটির অত্যন্ত খারাপ মা। কি হইয়াছে, তোমার ছেলে আজ সারারাত্র ঘুমাইতে পারিল না? মহিলাটি বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আজ রাত্রে (বারবার আসিয়া) তুমি আমাকে বিরক্ত করিয়াছ। আমি শিশুটিকে ভুলাইয়া দুধ ছাড়াইতে চাহিতেছি কিন্তু সে কিছুতেই দুধ ছাড়িতে চাহিতেছে না। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা

করিলেন, তুমি তাহার দুধ কেন ছাড়াইতে চাহিতেছ? মহিলাটি বলিল, যেহেতু হযরত ওমর (রাঃ) শুধু সেই শিশুর জন্যই ভাতা নির্ধারণ করেন, যে দুধ ছাড়িয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শিশুর বয়স কত? মহিলা বলিল, এই কয়েক মাস। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার ভাল হউক! তুমি তাহার দুধ ছাড়াইবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিও না। তারপর তিনি (সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া) ফজরের নামায পড়াইলেন এবং নামাযের মধ্যে খুব কাঁদিলেন। অত্যাধিক কান্নার দরুন লোকেরা তাহার কোরআন বুঝিতে পারিতেছিল না। সালাম ফিরাইবার পর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, ওমরের জন্য ধ্বংস! সে নাজানি মুসলমানদের কত শিশুকে হত্যা করিয়াছে! (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর এই নিয়ম নির্ধারণের কারণে যে, 'শিশুর দুধ ছাড়াইবার পর ভাতা দেওয়া হইবে' কত শিশুকে তাহাদের মায়েরা সময়ের পূর্বে দুধ ছাড়াইয়া দিয়াছে এবং ইহাতে শিশুদের কষ্ট হইয়াছে।) তারপর তিনি নিজের ঘোষণাকারীকে আদেশ করিলেন যে, এই ঘোষণা দিয়া দাও যে, সাবধান, তোমরা শিশুদের সময়ের পূর্বে দুধ ছাড়াইতে তাড়াহুড়া করিও না, আমরা দুধপানকারী মুসলমান শিশুর জন্যও ভাতা নির্ধারণ করিব। বিভিন্ন এলাকায় (নিজের নিয়োজিত শাসনকর্তাদের নিকটও) লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা দুধপানকারী মুসলমান শিশুদের জন্যও ভাতা নির্ধারণ করিব। (কানয)

বাইতুল মাল হইতে নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করিতে সতর্কতা অবলম্বন

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর মাল (অর্থাৎ মুসলমানদের মাল যাহা বাইতুল মালে রাখা হয়)কে নিজের জন্য এতীমের মালের ন্যায় মনে করি। প্রয়োজন না হইলে আমি উহা ব্যবহার করা হইতে বাঁচিয়া থাকি। আর প্রয়োজন হইলে প্রয়োজন পরিমাণ উহা হইতে গ্রহণ করি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আমি আল্লাহর মালকে নিজের জন্য এতীমের মালের ন্যায় মনে করি। আল্লাহ তায়ালা এতীমের মালের ব্যাপারে বলিয়াছেন—

مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ ঃ 'আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হইবে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখিবে। আর যে ব্যক্তি অভাবী হইবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করিবে।'

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, এই (সম্মিলিত) মাল হইতে আমার জন্য শুধু এই পরিমাণ লওয়া জায়েয, যে পরিমাণ নিজ উপার্জন হইতে খরচ করিয়া থাকি।

ইমরান (রহঃ) বলেন, যখন প্রয়োজন হইত তখন হযরত ওমর (রাঃ) বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষের নিকট আসিয়া ধার চাহিয়া লইতেন। কখনও এমন হইত যে, (ধার পরিশোধের সময় হইয়া যাইত, কিন্তু) তিনি অভাবগ্রস্ত থাকিতেন আর বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ আসিয়া ধার পরিশোধের জন্য তাগাদা দিত এবং এমনভাবে পিছনে লাগিয়া থাকিত যে, হযরত ওমর (রাঃ) ধার পরিশোধের কোন না কোন ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। আর কখনও এমন হইত যে, বেতন পাওয়ার পর পরিশোধ করিয়া দিতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর ঘটনা

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) নিজ খেলাফত আমলেও ব্যবসা করিতেন। একবার তিনি সিরিয়ায় একটি ব্যবসায়ী কাফেলা পাঠাইতে চাহিলেন। এই ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর নিকট চার হাজার দেরহাম করজ চাহিয়া পাঠাইলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) প্রেরিত ব্যক্তিকে বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনকে

যাইয়া বল, তিনি এখন এই পরিমাণ দেরহাম বাইতুল মাল হইতে করজ হিসাবে লইয়া লন। পরে বাইতুল মালে ফেরত দিয়া দিবেন। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে উক্ত জবাব শুনাইলে তিনি অত্যন্ত মনে কষ্ট পাইলেন। পরবর্তীতে যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমিই বলিয়াছিলে যে, ওমর চার হাজার দেরহাম বাইতুল মাল হইতে করজ হিসাবে লইয়া লউক। যদি (আমি বাইতুল মাল হইতে করজ লইয়া কাফেলার সহিত ব্যবসার জন্য পাঠাইয়া দেই এবং) কাফেলা ফিরিয়া আসার পূর্বে আমার মৃত্যু হইয়া যায় তবে তোমরা বলিবে, আমীরুল মুমিনীন ধার লইয়াছেন, অতএব তাহার এই চার হাজার ছাড়িয়া দাও। (তোমরা তো ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু) আমি কেয়ামতের দিন উহার কারণে ধরা পড়িব। না, আমি বাইতুল মাল হইতে কখনও লইব না, বরং আমি তো তোমার ন্যায় লোভী ও কৃপণ ব্যক্তি হইতে ধার লইতে চাই, যেন আমার মৃত্যুর পর সে আমার মাল হইতে তাহার পাওনা উসুল করিয়া লয়। (মুন্তাখাব)

হযরত বারা ইবনে মা'রুর (রাঃ)এর ছেলে বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) অসুস্থ হইলেন, তাহার চিকিৎসার জন্য মধু সাব্যস্ত করা হইল। তখন বাইতুল মালে এক ডিব্বা মধু ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) (মসজিদে যাইয়া মিম্বারে বসিলেন এবং) বলিলেন, (আমার চিকিৎসার জন্য মধুর প্রয়োজন, আর বাইতুল মালে মধু রহিয়াছে) তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও তবে আমি উহা লইব, নতুবা আমার জন্য উহা হারাম। লোকেরা সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়া দিল। (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট কোথাও হইতে কিছু মাল আসিল। তাহার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) সংবাদ পাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তায়ালা আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন। অতএব, এই মালের মধ্যে আপনার আত্মীয়-স্বজনেরও হক রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আমার কন্যা, আমার আত্মীয়-স্বজনের হক আমার মালের মধ্যে রহিয়াছে। ইহা তো মুসলমানদের গনীমতের মাল। তুমি নিজের পিতাকে ধোকা দিতে চাহিতেছ? যাও, উঠ। হযরত হাফসা (রাঃ) উঠিলেন এবং মাটিতে নিজের আঁচল হেঁচড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

আসলাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমাদের নিকট জালুলা শহরের (গনীমতের মালের মধ্য হইতে) কিছু অলঙ্কারাদি ও রূপার পাত্র রহিয়াছে। আপনি যে কোন দিন অবসর হইয়া সেইগুলি দেখিয়া লউন এবং যাহা কিছু বলিবার বলিয়া দিন, আমরা তাহা পালন করিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমাকে যেদিন অবসর দেখ স্মরণ করাইয়া দিও। সুতরাং একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ) আসিয়া আরজ করিলেন, আজ আপনাকে অবসর দেখিতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমার সামনে একটি দস্তরখানা বিছাও। তারপর সেই অলঙ্কার ও রূপার পাত্রগুলি উহার উপর ঢালিতে বলিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ) দস্তরখানা বিছাইয়া সেই সমস্ত জিনিস উহার উপর ঢালিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই মালের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি এই মালের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ الاية

অর্থ ঃ 'সুশোভিত মনে হয় মানুষের নিকট লোভনীয় বস্তুর মহব্বত, রমণী হউক, সন্তান-সন্ততি হউক, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ এবং রৌপ্য হউক, চিহ্নিত অশ্ব বা পালিত পশু হউক, আর শস্যক্ষেত্রই হউক, এই সমুদয় পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বস্তু, আর পরিণামের শোভা তো আল্লারই নিকট রহিয়াছে।'

আয় আল্লাহ! আপনি আরো বলিয়াছেন—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اٰتَاكُمْ

অর্থ ঃ 'যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়, উহাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও, আর যাহা তোমাদিগকে তিনি দান করিয়াছেন, উহাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও, আর আল্লাহ্ কোন অহঙ্কারী, গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।'

আয় আল্লাহ, যে সকল লোভনীয় বস্তুর মহব্বত আমাদের অন্তরে সুশোভিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে উহাতে আমরা আনন্দিত না হইয়া পারি না। আয় আল্লাহ, আমাদিগকে ঐ সমস্ত জিনিস হক জায়গায় খরচ করার তৌফিক দান করুন। আর আমি উহার অকল্যাণ হইতে আপনার আশ্রয় চাহিতেছি।' এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর (ছোট্ট) ছেলে আবদুর রহমান ইবনে লুহাইয়াহকে সেখানে উঠাইয়া আনা হইল। (লুহাইয়াহ হযরত ওমর (রাঃ)এর বাঁদি ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান হইলেন বাঁদির ঘরে হযরত ওমর (রাঃ)এর ছেলে।) আবদুর রহমান বলিলেন, আব্বাজান, আমাকে একটি আংটি দান করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যাও, তুমি তোমার মায়ের নিকট যাও, সে তোমাকে ছাতু গুলাইয়া পান করাইয়া দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সেই ছেলেকে কিছুই দিলেন না।

(মুন্তাখাবে কানয)

ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বাহরাইন হইতে মেশক ও আম্বর আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এমন একজন মহিলা চাই, যে সঠিকভাবে ওজন করিতে পারে, আর সে আমাকে এই খুশবু ওজন করিয়া দেয়, যাহাতে আমি উহা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিতে পারি। তাহার স্ত্রী হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নওফাল (রাঃ) বলিলেন, আমি এই ব্যাপারে ভাল

অভিজ্ঞতা রাখি, আমি ওজন করিয়া দিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, তোমার দ্বারা ওজন করাইব না। হযরত আতেকা (রাঃ) বলিলেন, কেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, তুমি উহা নিজ হাত দ্বারা পাল্লায় রাখিবে (ইহাতে তোমার হাতে কিছু না কিছু খুশবু লাগিয়া যাইবে)। তারপর (কানের লতি ও ঘাড়ের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন) এইভাবে কানের লতিতে ও ঘাড়ে মুছিয়া লইবে। এরূপে অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা তুমি একটু বেশী লাভ করিবে।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একটি মেয়েকে দেখিলেন, দুর্বলতার কারণে তাহার পা কাঁপিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়েটি কে? হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাঃ) বলিলেন, আপনার মেয়ে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মেয়ে! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সে এরূপ দুর্বল কেন? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনার কারণে, কেননা আপনি তাহাকে কিছুই দেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ওহে! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে তোমার সন্তানদের ব্যাপারে ধোকার মধ্যে রাখিতে চাই না, তুমি (নিজে উপার্জন করিয়া) নিজ সন্তানদের উপর খরচ কর (আমি বাইতুল মাল হইতে দিতে পারিব না।)

হযরত আসেম ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বিবাহ করাইবার পর এক মাস পর্যন্ত আল্লাহর মাল (অর্থাৎ বাইতুল মাল) হইতে আমাকে খরচ দিতে থাকিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে ডাকার জন্য তাহার দ্বাররক্ষক ইয়ারফা'কে পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, আমি খলীফা হওয়ার পূর্বেও এই বাইতুল মাল হইতে নিজের হক হইতে বেশী লওয়া জায়েয মনে করিতাম না আর এখন খলীফা হওয়ার পর তো এই মাল আমার জন্য আরো বেশী হারাম হইয়া গিয়াছে। কেননা এখন এই মাল আমার নিকট আমানতস্বরূপ রহিয়াছে। আমি তোমাকে আল্লাহর মাল হইতে একমাস পর্যন্ত খরচ দিয়াছি, এখন আর দিতে পারিব না। অবশ্য আমি

তোমাকে এইভাবে সাহায্য করিতে পারি যে, গাবাহ এলাকায় আমার জমি রহিয়াছে, উহার ফল উঠাইয়া আনিয়া বিক্রয় কর। (বিক্রয়ের টাকা লইয়া) নিজ কাওমের কোন ব্যবসায়ীর নিকট যাইয়া দাঁড়াও। সে যখন কোন জিনিস খরিদ করে তখন তুমিও তাহার সহিত ব্যবসায় শরীক হইয়া যাইও। (এই ব্যবসায় যাহা লাভ হইবে উহা হইতে) তুমি তোমার খরচ লইয়া নিজ পরিবারের উপর খরচ করিও। (মুন্তাখাব)

মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদছান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট রোমের বাদশাহের পত্রবাহক আসিল। হযরত ওমর (রাঃ)এর স্ত্রী এক দীনার ধার লইয়া আতর খরিদ করিলেন এবং শিশিতে ভরিয়া সেই আতর পত্রবাহকের হাতে রোমের বাদশাহের স্ত্রীর জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইলেন। পত্রবাহক যখন বাদশাহের স্ত্রীর নিকট পৌঁছিল এবং তাহাকে সেই আতর দিল তখন সে শিশিগুলি খালি করিয়া উহার মধ্যে (মনিমুক্তা, হীরা ইত্যাদি মূল্যবান) জহরত ভরিয়া বাহককে বলিল, যাও, এইগুলি হযরত ওমর (রাঃ)এর স্ত্রীকে দিয়া আস। হযরত ওমর (রাঃ)এর স্ত্রীর নিকট যখন শিশিগুলি পৌঁছিল তখন তিনি সেই জহরতগুলি বিছানার উপর ঢালিলেন। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) ঘরে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি কি? স্ত্রী তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই সমস্ত জহরত লইয়া বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং উহার মূল্য হইতে শুধু একটি দীনার স্ত্রীকে দিলেন। অবশিষ্ট সমস্ত মূল্য মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করিয়া দিলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার আমি কয়েকটি উট খরিদ করিলাম এবং সেইগুলিকে বাইতুল মালের চারণভূমিতে ছাড়িয়া আসিলাম। উটগুলি যখন খুব মোটাতাজা হইল তখন সেইগুলিকে (বিক্রয়ের জন্য) বাজারে লইয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও বাজারে আসিলেন এবং তিনি মোটাতাজা উটগুলি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উটগুলি কাহার? লোকেরা বলিল, এইগুলি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, বাহ, বাহ! হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! তুমি আমীরুল মুমিনীনের ছেলে! (হযরত আবদুল্লাহ বলেন,) আমি দৌড়াইয়া আসিলাম এবং আরজ করিলাম, আমীরুল মুমিনীন, কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, এই উটের ঘটনা কি? বলিলাম, আমি এই উটগুলি খরিদ করিয়াছিলাম এবং চরিবার জন্য বাইতুল মালের চারণভূমিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। (এখন বাজারে বিক্রয় করিতে আনিয়াছি।) অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় (এইগুলিকে বিক্রয় করিয়া) আমিও লাভবান হইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, বাইতুল মালের চারণভূমিতে লোকেরা একে অপরকে বলিয়াছে, আমীরুল মুমিনীনের ছেলের উটগুলিকে চরাও, আমীরুল মুমিনীনের ছেলের উটগুলিকে পানি পান করাও! (আমার ছেলে হওয়ার কারণে তোমার উটগুলিকে বেশী খাতির করিয়াছে।) হে আবদুল্লাহ! উটগুলি বিক্রয় কর, আর তুমি যে মূল্যে খরিদ করিয়াছিলে তাহা লইয়া লও। বাকি অতিরিক্ত যাহা হইবে তাহা মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করিয়া দাও।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহার শ্বশুর পক্ষের এক ব্যক্তি আসিয়া ইশারা ইঙ্গিতে বুঝাইতে চাহিল যে, তিনি যেন বাইতুল মাল হইতে তাহাকে কিছু দান করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি চাহিতেছ, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট খেয়ানতকারী বাদশাহ হইয়া উপস্থিত হই। অতঃপর তাহাকে নিজের ব্যক্তিগত মাল হইতে দশ হাজার দেরহাম দিয়া দিলেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

আনতারাহ (রহঃ) বলেন, খাওয়ারনাক (নামক কুফার এক) মহল্লায় আমি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি একটি পুরাতন চাদর গায়ে জড়াইয়া আছেন, এবং শীতে

কাঁপিতেছেন। আমি আরজ করিলাম, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তায়ালা (বাইতুল মালের) এই মালের মধ্যে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্যও অংশ রাখিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও আপনি (শীতবস্ত্রের অভাবে) শীতে কাঁপিতেছেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) মাল হইতে কিছুই লইতে চাই না। আর এই পুরাতন চাদরখানিও আমি নিজ বাড়ী অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারা হইতে আসার সময় আনিয়াছি। (বিদায়াহ)

মাল ফেরত দেওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মালকে ফেরত দেওয়া যাহা তাহাকে পেশ করা হইয়াছিল

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার আল্লাহ তায়ালা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ফেরেশতা পাঠাইলেন। উক্ত ফেরেশতার সহিত জিবরাঈল আলাইহিস সালামও ছিলেন। ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দুইটি বিষয়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার দিয়াছেন, আপনি চাহিলে বান্দা নবী হইতে পারেন অথবা বাদশাহ নবী হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের প্রতি এমনভাবে তাকাইলেন যেন তাহার নিকট হইতে পরামর্শ চাহিতেছেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বিনয় অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি বরং বান্দা নবী হইতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই ঘটনার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও হেলান দিয়া খানা খান নাই। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সাফা পাহাড়ের উপর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে জিবরাঈল, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি তোমাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পরিবারের নিকট সন্ধ্যাকালে না এক চিমটি আটা আছে, না এক মুষ্টি ছাতু আছে। কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি আসমানে এক বিকট আওয়াজ শুনিতে পাইলেন, যাহাতে তিনি ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত কায়েম হওয়ার হুকুম দিয়া ফেলিয়াছেন কি? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, না, বরং আল্লাহ তায়ালা আপনার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইসরাফীল আলাইহিস সালামকে আদেশ করিয়াছেন এবং তিনি আপনার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং ইসরাফীল আলাইহিস সালাম হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আপনি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)কে যে কথা বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাহা শুনিয়াছেন এবং তিনি জমিনের খাযানার চাবিসমূহ দিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আর আমাকে হুকুম দিয়াছেন যে, আমি আপনার নিকট এই কথা পেশ করি যে, যদি আপনি বলেন, তবে আমি তেহামা (লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত আরবভূমি)এর পাহাড়সমূহকে যমরূদ ইয়াকূত ও স্বর্ণ রৌপ্যে রূপান্তরিত করিয়া আপনার সহিত চালাইয়া দিব। আপনি ইচ্ছা করিলে বাদশাহ নবী হইতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে বান্দা নবী হইতে পারেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁহাকে বিনয় অবলম্বন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বলিলেন, বরং বান্দা নবী হইতে চাই।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার রব আমার নিকট ইহা পেশ করিয়াছেন

যে, আমার জন্য মক্কার প্রস্তরময় জমিন স্বর্ণ বানাইয়া দিবেন। আমি বলিয়াছি, না, হে আমার রব, আমি তো চাই যে, একদিন পেট ভরিয়া খাইব আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকিব। তিনি দুই তিন বার এই কথা বলিয়াছেন। যাহাতে যখন ক্ষুধা লাগিবে তখন আপনার নিকট কাকুতি-মিনতি করিব এবং আপনাকে স্মরণ করিব। আর যখন পেট ভরিয়া খাইব তখন আপনার শোঁকর আদায় করিব এবং আপনার প্রশংসা করিব। (তারগীব)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা আসিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনার রব আপনাকে সালাম পেশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, আপনি যদি চান তবে আমি মক্কার প্রস্তরময় জমিনকে আপনার জন্য স্বর্ণ বানাইয়া দিব। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে মাথা উঠাইয়া আরজ করিলেন, না, হে আমার রব! আমি ইহা চাই না। আমি তো চাই যে, একদিন পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিব আর আপনার প্রশংসা করিব, আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকিব এবং আপনার নিকট চাহিব। (কান্‌য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জঙ্গে আহযাব অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধের দিন এক মুশরিক নিহত হইলে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইল যে, তাহার লাশ আমাদেরকে দিয়া দিন আমরা উহার বিনিময়ে আপনাকে বার হাজার দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না তাহার লাশের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে আর না উহার মূল্যের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে। (কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই তাহার লাশ দিয়া দাও)।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াতে এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুশরিকদেরকে তাহার লাশ দিয়া দাও, কেননা তাহার লাশও নাপাক

—১৪

এবং উহার মূল্যও নাপাক। সুতরাং তিনি মুশরিকদের নিকট উহার বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

ইকরামা (রহঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন নওফাল অথবা ইবনে নওফাল ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। তাহার ঘোড়া তাহাকে লইয়া (খন্দকের মধ্যে) পড়িয়া গেলে মুসলমানগণ তাহাকে কতল করিয়া দিল। (কাফেরদের সেনাপতি) আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার লাশের বিনিময়ে একশত উট পাঠাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট গ্রহণ করিলেন না, এবং বলিলেন, তাহার লাশ লইয়া যাও, উহার বিনিময়ও নাপাক, আর সে নিজেও নাপাক।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) ইয়ামান গেলেন। সেখানে তিনি (হিময়ারের বাদশাহ) যূইয়াযান এর একজোড়া পোশাক খরিদ করিলেন এবং উহা লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় আসিয়া তাঁহার খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমরা কোন মুশরিকের হাদিয়া গ্রহণ করি না। (হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।) সুতরাং হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) উহা বিক্রয় করিয়া দিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খরিদ করিয়া লওয়ার হুকুম দিলেন। অতএব তাঁহার জন্য উহা খরিদ করিয়া লওয়া হইল। অতঃপর তিনি উহা পরিধান করিয়া মসজিদে আসিলেন। হযরত হাকীম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই পোশাকে এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে, আমি সেই পোশাকে আর কাহাকেও এত সুন্দর দেখি নাই। তাঁহাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় মনে হইতেছিল। তাঁহাকে এই পোশাকে এরূপ সুন্দর দেখিয়া মনের অজান্তে আমি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলাম—

مَا تَنْظُرُ الْحُكَّامُ بِالْحُكْمِ بَعْدَمَا + بَدَا وَاضِحٌ ذُوْ غُرَّةٍ وَحُجُوْلٍ

অর্থ ঃ যখন উজ্জ্বল ও চমকদার এমন এক সত্তা (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রকাশ লাভ করিয়াছেন, যাঁহার চেহারা ও হাত–পা ঝলমল করিতেছে তখন শাসনকর্তাগণ (তাহাদের) শাসন কার্যে চিন্তা করিয়া কি করিবে? (অর্থাৎ এখন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই মান্য করা হইবে, শাসনকর্তাদের নয়)

اِذَا قَايَسُوْهُ الْمَجْدُارْبٰى عَلَيْهِمْ + كَمُسْتَفْرِغٍ مَاءَ الذِّنَابِ سَجِيْلِ

অর্থ ঃ যখন এই সকল শাসনকর্তাগণ সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে তখন তিনি তাহাদের অপেক্ষা ঊর্ধ্বে থাকিবেন। কেননা, সম্মান ও মর্যাদা তাহার উপর এমনভাবে প্রবাহিত করা হইয়াছে যেমন কাহারো উপর পানির বড় বড় বালতি ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই কবিতা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন। (কান্‌য)

হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বলেন, (ইসলামপূর্ব) জাহিলিয়াতের যুগ হইতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন। তারপর যখন তিনি নবুওতের দাবী করিলেন এবং মদীনায় চলিয়া গেলেন তখন আমি হজ্জের মৌসুমে ইয়ামান গেলাম। সেখানে (হিমিয়ারের বাদশাহ) যূ ইয়াযানের পোশাক পঞ্চাশ দেরহামে বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া আমি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে খরিদ করিয়া লইলাম। আমি সেই পোশাক লইয়া তাঁহার খেদমতে (মদীনায়) উপস্থিত হইলাম। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম যাহাতে তিনি উহা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমরা মুশরিকদের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করি না। (হযরত হাকীম (রাঃ) তখনও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না, মুশরিক ছিলেন।) তুমি যদি চাও তবে আমরা মূল্য দিয়া তোমার নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইতে পারি।

সুতরাং আমি মূল্যের বিনিময়ে উহা তাঁহাকে দিলাম। তারপর একদিন আমি দেখিলাম, তিনি সেই পোশাক পরিধান করিয়া মিম্বারে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সেই পোশাকে এরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল যে, আমি ইতিপূর্বে এরূপ সুন্দর কাহাকেও দেখি নাই। অতঃপর তিনি সেই পোশাক হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে দিয়া দিলেন। আমি যখন হযরত উসামা (রাঃ)কে সেই পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখিলাম তখন বলিলাম, হে উসামা! তুমি যূ ইয়াযান (বাদশাহ)এর পোশাক পরিধান করিয়াছ! হযরত উসামা (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, হাঁ, আমি যূ ইয়াযান হইতে উত্তম, আর আমার পিতা তাহার পিতা হইতে উত্তম এবং আমার মা তাহার মা হইতে উত্তম। হযরত হাকীম (রাঃ) বলেন, আমি পরে মক্কায় আসিয়া লোকদেরকে হযরত উসামা (রাঃ)এর উক্তি শুনাইলে তাহারা সকলে আশ্চর্যবোধ করিল (যে, গোলামের বেটা হইয়াও শুধু ইসলামের কারণে নিজেকে বাদশাহদের অপেক্ষা সম্মানী মনে করিতেছে)।

আবদুর রহমান ইবনে বুরাইদাহ (রহঃ) বলেন, আমার চাচা আমের ইবনে তোফাইল আমেরী আমাকে এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, আমের ইবনে মালেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদিয়া স্বরূপ একটি ঘোড়া পাঠাইয়া লিখিল যে, আমার পেটে একটি ফোঁড়া হইয়াছে, আপনার নিকট হইতে উহার জন্য কোন ঔষধ প্রেরণ করুন। আমের ইবনে তোফাইল বলেন, আমের ইবনে মালেক যেহেতু মুসলমান ছিল না সেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ঘোড়া ফেরত দিলেন এবং এক ডিব্বা মধু পাঠাইয়া বলিলেন, ইহার দ্বারা তোমার চিকিৎসা কর।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, মূলায়েবুল আসিন্নাহ (অর্থাৎ বর্শা খেলোয়াড় নামে প্রসিদ্ধ আমের ইবনে মালেক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু হাদিয়া লইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে মুসলমান হইতে অস্বীকার করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কোন মুশরিকের হাদিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

হযরত ইয়ায ইবনে হেমার মুজাশেঈ (রাঃ) বলেন, তিনি একটি উটনী অথবা কোন একটি জানোয়ার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি মুসলমান হইয়াছ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

হাসান (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, সর্বাপেক্ষা বড় বুদ্ধিমত্তা হইল তাকওয়া অবলম্বন করা। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাতে এই বিষয়টিও উল্লেখ করিয়াছেন যে, (খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার) পরদিন সকালে হযরত আবু বকর (রাঃ) বাজারের দিকে চলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, বাজারে যাইতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার উপর (খেলাফতের) অনেক বড় কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। অতএব আপনি বাজারে যাইতে পারেন না। (অন্যান্য সমস্ত কাজ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ সময় এই কাজে ব্যয় করার দ্বারাই আপনি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! এত সময় দিতে হইবে যে, নিজ পরিবারের জন্য উপার্জনেরও সময় হইবে না? (তবে আমি পরিবারের প্রয়োজন কিভাবে মিটাইব?) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা (আপনার ও আপনার

পরিবারের খরচের জন্য বাইতুল মাল হইতে) ন্যায়সঙ্গত ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিব। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ওমরের নাশ হউক। আমার ভয় হইতেছে যে, হয়ত এই মাল হইতে কিছু লওয়া আমার জন্য হালাল হইবে না। সুতরাং (পরামর্শক্রমে তাহার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হইল এবং) তিনি দুই বৎসরের একটু বেশী তাহার খেলাফত আমলে আট হাজার দেরহাম লইয়াছেন। যখন তাহার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি বলিলেন, আমি ওমরকে বলিয়াছিলাম, আমার ভয় হইতেছে, হয়ত এই মাল হইতে কিছু লওয়া আমার জন্য হালাল হইবে না, কিন্তু সে সময় ওমর উপর প্রবল হইয়া গেল এবং বাধ্য হইয়া আমি বাইতুল মাল হইতে লইয়াছি। অতএব আমার মৃত্যুর পর আমার মাল হইতে আট হাজার দেরহাম লইয়া বাইতুল মালে ফেরত দিয়া দিও। (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর) যখন সেই আট হাজার হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আনা হইল তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহম করুন। তিনি তাহার পরবর্তীদেরকে মুশকিলে ফেলিয়া গেলেন। (অর্থাৎ এই শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, সমস্ত জানমাল দ্বীনের জন্য খরচ করিয়াও দুনিয়া হইতে কিছুই লইবে না।)

আবু বকর ইবনে হাফস ইবনে ওমর (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। তখন তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার বুকে শ্বাস উঠানামা করিতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِى الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتٰى
إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

অর্থাৎ, তোমার প্রাণের কসম, সেইদিন মালদৌলত ও কাওমের লোকজনের আধিক্য নওজওয়ান যুবকের জন্য কোন কাজে আসিবে না

যেদিন শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইবে এবং বুকে শ্বাস আটকাইয়া আসিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর প্রতি রাগান্বিত হইয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন, না, এমন নহে বরং ইহা তো সেই অবস্থা যাহা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলিয়াছেন—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ‎٠

অর্থ ঃ 'মৃত্যুযন্ত্রণা আসিয়া গিয়াছে, ইহা সেই বস্তু যাহা হইতে তুমি এড়াইয়া চলিতে।'

আমি তোমাকে একটি বাগান দিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অন্তরে উহার ব্যাপারে দ্বিধা রহিয়াছে। অতএব তুমি উহা আমার পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে ফেরত দিয়া দাও। আমি বলিলাম, ঠিক আছে, সেই বাগান ফেরত দিয়া দিলাম। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি মুসলমানদের খলীফা হওয়ার পর হইতে মুসলমানদের না কোন দীনার খাইয়াছি, আর না দেরহাম খাইয়াছি। তবে তাহাদের সাধারণ খানা অবশ্য খাইয়াছি এবং তাহাদের মোটা ও খসখসে কাপড় পরিধান করিয়াছি। বর্তমানে আমাদের নিকট মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে এই হাবশী গোলাম, পানি বহনকারী এই উট এবং এই পুরাতন পশমী চাদরখানি ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমার মৃত্যুর পর এই তিনটি জিনিস হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিও এবং উহার দায়িত্ব হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দিও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহার কথামত উহা পালন করিলেন। যখন বাহক এইগুলি লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং এত কাঁদিলেন যে, তাহার অশ্রু মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বলিতেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহম করুন, তিনি তো পরবর্তীদেরকে মুশকিলে ফেলিয়া গেলেন। (অর্থাৎ দ্বীনের কাজ করিয়া দুনিয়া হইতে কিছুই গ্রহণ না করার এমন উঁচা দৃষ্টান্ত কায়েম করিয়া গেলেন যে, পরবর্তী লোকদের জন্য এমন করা দুস্কর হইবে।) হে

গোলাম, এইগুলিকে উঠাইয়া রাখ। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! একজন হাবশী গোলাম, পানি বহনকারী একটি উট ও পুরাতন একটি চাদর যাহার মূল্য মাত্র পাঁচ দেরহাম হইবে, এই কয়েকটি জিনিস মাত্র, আর তাহাও আপনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিবার পরিজনের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতেছেন! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তুমি কি করিতে বল? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিবারের লোকদেরকে এইগুলি ফেরত দিয়া দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমার খেলাফত আমলে এরূপ হইবে না, হইবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুর সময় এই সমস্ত জিনিস হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন আর আমি উহা তাহার পরিবারের লোকদেরকে ফেরত দিব? এই কাজ অপেক্ষা মৃত্যু অতি নিকটবর্তী।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট দানস্বরূপ কিছু পাঠাইলেন। তিনি উহা ফেরত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ফেরত দিলে? হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, আপনিই তো বলিয়াছেন, আমাদের জন্য উত্তম এই যে, আমরা কাহারো নিকট হইতে কিছু গ্রহণ না করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল কাহারো নিকট হইতে কোন জিনিস চাহিয়া না লওয়া। যে জিনিস চাওয়া ব্যতীত আসে তাহা তো আল্লাহ তায়ালার দেওয়া রিযিক। উহা গ্রহণ করা উচিত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে

আমার প্রাণ রহিয়াছে। আজকের পর আমি আর কাহারো নিকট হইতে কিছু চাহিব না, এবং চাওয়া ব্যতীত যাহা আসিবে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিব।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাঃ)এর জন্য একটি বিছানা হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইলেন। আমার ধারণা উহা এক হাত লম্বা ও এক বিঘত চওড়া হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার ঘরে আসিলেন এবং সেই বিছানা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথা হইতে পাইলে? স্ত্রী বলিলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আমাকে হাদিয়া দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) উহা উঠাইয়া এত জোরে তাহার মাথার উপর মারিলেন যে, তাহার মাথার চুল খুলিয়া গেল এবং বলিলেন, আবু মূসাকে এখনি তাড়াতাড়ি আমার নিকট ডাকিয়া আন। (অর্থাৎ তাহাকে এমনভাবে দৌড়াইয়া আনিবে যাহাতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।) হযরত আবু মূসা (রাঃ) দ্রুত হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং পৌঁছিয়াই তিনি বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে তাড়াহুড়া করিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার স্ত্রীদেরকে কেন হাদিয়া দাও? তারপর সেই বিছানা উঠাইয়া তাহার মাথার উপর মারিয়া বলিলেন, লইয়া যাও, আমাদের ইহার প্রয়োজন নাই। (মুন্তাখাবে কানয)

লাইস ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, (ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ) মুকাওকিস সত্তর হাজার দীনারের বিনিময়ে মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশ হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব পেশ করিল। হযরত আমর (রাঃ) এত অধিক মূল্য শুনিয়া আশ্চর্যবোধ করিলেন এবং উত্তর দিলেন যে, আমি আমীরুল মুমিনীনকে এই ব্যাপারে চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিব। সুতরাং তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই ব্যাপারে চিঠি লিখিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা

কর, সে তোমাকে এত অধিক মূল্য কেন দিতে চাহিতেছে! অথচ উক্ত জমি না চাষের উপযুক্ত, আর না সেখান হইতে পানি উত্তোলন করা যাইতে পারে, আর না অন্য কাজের উপযুক্ত? হযরত আমর (রাঃ) মুকাওকিসকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তরে বলিল, আমরা আমাদের কিতাবে পাইয়াছি যে, উক্ত স্থানে জান্নাতের গাছ রহিয়াছে। হযরত আমর (রাঃ) তাহার উত্তর হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট লিখিয়া পাঠাইলে হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন, আমরা তো জান্নাতের গাছ একমাত্র মুমিনীনরাই পাইবে বলিয়া জানি, অতএব তুমি সেখানে মুসলমানদেরকে দাফন করিয়া তাহাদের জন্য কবরস্থান বানাইয়া দাও এবং কোন মূল্যেই উহা বিক্রয় করিও না। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

আসলাম (রহঃ) বলেন, রামাদার বৎসর (রামাদাহ অর্থ ছাই, অর্থাৎ হিজরী আঠার সনে হেজায এলাকায় কঠিন দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং তাহা নয় মাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল। অনাবৃষ্টির কারণে মাটির রং ছাইবর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া উহাকে রামাদাহ বলা হইত।) সমগ্র আরব এলাকায় দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই হাদীসের পরবর্তী অংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে ডাকিয়া দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় লোকদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণের জন্য পাঠাইলেন। তিনি কাজ করিয়া ফিরিয়া আসার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! আমি এই কাজ আপনার জন্য করি নাই, বরং একমাত্র আল্লাহর জন্য করিয়াছি, অতএব আমি এই কাজের বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করিব না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অনেক কাজে পাঠাইতেন এবং কাজ শেষ করিয়া আসার পর আমাদিগকে কিছু দিতেন। উহা লইতে আমাদের একেবারেই মনে চাহিত না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিতেন, 'লইতে অস্বীকার করিও না।' অতএব হে ব্যক্তি, লওয়া লও এবং নিজের দ্বীন ও দুনিয়ার কাজে উহা খরচ কর। ইহা শোনার পর হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) উহা গ্রহণ করিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ)কে এক হাজার দীনার দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, আমার ইহার প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা বেশী প্রয়োজন আছে এমন ব্যক্তিকে দিয়া দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একটু থাম, (অস্বীকার করিতে তাড়াহুড়া করিও না) আমি তোমাকে এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনাইতেছি, উহা শুনিয়া লও, তারপর ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও বা করিও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে কিছু দান করিলেন, আমি অস্বীকার করিলাম এবং তুমি এখন যেরূপ বলিতেছ সেরূপ বলিলাম। তিনি বলিলেন, চাওয়া ও লোভ করা ব্যতীত যদি কাহারো নিকট কোন জিনিস আসে তবে উহা আল্লাহ তায়ালার দান, উহা গ্রহণ করা উচিত, ফেরত দেওয়া উচিত নয়। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীস শুনিয়াছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত সাঈদ (রাঃ) উক্ত দীনার গ্রহণ করিলেন।

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার! সিরিয়াবাসী তোমাকে এত ভালবাসে কেন? (হযরত সাঈদ (রাঃ)

সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন) হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের হকসমূহের খেয়াল রাখি এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাই। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে দশ হাজার দিলেন। তিনি উহা ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, আমার অনেক গোলাম ও ঘোড়া রহিয়াছে, আমার অবস্থা ভাল, আর আমি চাই যে, আমার এই (গভর্নরীর) কাজ সমস্ত মুসলমানদের জন্য সদকা হউক। (অর্থাৎ এই কাজের উপর মুসলমানদের বাইতুল মাল হইতে কোন বিনিময় গ্রহণ না করি।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি এরূপ করিও না, কেননা, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশ হাজার হইতেও কম দিয়াছিলেন। তখন আমি এরূপ বলিয়াছিলাম যেরূপ তুমি বলিতেছ। তিনি আমাকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাকে চাওয়া ও লোভ ব্যতীত দিতেছেন তখন উহা গ্রহণ কর। কেননা, ইহা আল্লাহ তায়ালার দান, যাহা তিনি তোমাকে দিতেছেন।

আসলাম (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সিরিয়াবাসীর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সিরিয়াবাসী তোমাকে কেন এত ভালবাসে? সে উত্তরে বলিল, আমি তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া জেহাদ করি এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাই। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া তাহাকে দশ হাজার পেশ করিলেন এবং বলিলেন, ইহা গ্রহণ কর এবং নিজের জেহাদে খরচ করিও। উক্ত ব্যক্তি বলিল, আমার ইহার প্রয়োজন নাই। হাদীসের পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দী (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত আমলে তাহার খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আমি লোকদের নিকট হইতে জানিতে

পারিয়াছি যে, তুমি মুসলমানদের অনেক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাক। তারপর যখন তোমাকে তোমার কাজের বিনিময়ে কিছু দেওয়া হয় তখন তুমি উহা অপছন্দ কর (এবং গ্রহণ কর না)। ইহা কি ঠিক? আমি বলিলাম, হাঁ, ঠিক। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই গ্রহণ না করার উদ্দেশ্য কি? আমি বলিলাম, আমার নিকট অনেক ঘোড়া ও গোলাম রহিয়াছে এবং সাংসারিক অবস্থাও ভাল, অতএব আমি চাই যে, মুসলমানদের জন্য এই সমস্ত খেদমতের কাজের বিনিময় সমস্ত মুসলমানদের জন্য সদকা হউক এবং আমি তাহাদের মাল হইতে কিছুই গ্রহণ না করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এরূপ করিও না, কেননা প্রথমে আমারও এই ধরনের নিয়ত ছিল যাহা তুমি করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু দিলে আমি বলিতাম, আমার অপেক্ষা অভাবী লোককে দান করুন। এমনিভাবে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু দান করিতে চাহিলে আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী বলিলাম, আমার অপেক্ষা অভাবী লোককে দান করুন। তিনি আমাকে বলিলেন, ইহা লইয়া লও। তারপর তোমার ইচ্ছা নিজের নিকট রাখিও, ইচ্ছা হয় সদকা করিয়া দিও। কারণ যে মাল তোমার মনের লোভ বা চাওয়া ব্যতীত আসে উহা গ্রহণ করিও। আর যদি এরূপ না হয় (অর্থাৎ মনে লোভ থাকে) তবে নিজের মনকে উহার পিছনে ধাবিত করিও না। (অর্থাৎ উহা লওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিও না)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে সদকা উসূল করার কাজে নিযুক্ত করিলেন। আমি সদকা উসূল করিয়া আনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে দিলে তিনি আমাকে এই কাজের বিনিময় দিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, আমি তো এই কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করিয়াছি, উহার বিনিময় আল্লাহ তায়ালারই দায়িত্বে রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে যাহা দান করিতেছি তাহা গ্রহণ কর, কেননা

আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এই সমস্ত সদকা উসূল করার কাজ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে কিছু দিতে চাহিলে আমিও তোমার ন্যায় এরূপ কথা বলিয়াছিলাম যেরূপ তুমি বলিয়াছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলিয়াছিলেন, আমি যখন তোমাকে কোন জিনিস চাওয়া ব্যতীত দান করি তখন উহা গ্রহণ করিও। তারপর ইচ্ছা হয় নিজে খাও, অথবা কাহাকেও সদকা করিয়া দাও। (কানয)

হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ)কে কিছু দান করিলেন। তিনি উহাকে কম মনে করিলেন (এবং আরো চাহিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আরো দিলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে দুইবার দিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রথমবারেরটি (যাহা বিনা চাওয়ায় পাইয়াছিলে)। হে হাকীম ইবনে হেযাম! 'এই মাল সবুজ শ্যামল (শস্যের ন্যায় মনোমুগ্ধকর) ও সুমিষ্ট (খাদ্যের ন্যায় সুস্বাদু)। যে ব্যক্তি উহাকে মনের অমুখাপেক্ষীতার সহিত লইবে (অর্থাৎ দানকারী খুশীমনে দেয় এবং গ্রহণকারী চাওয়া বা লোভ ব্যতীত গ্রহণ করে) এবং উত্তমরূপে খরচ করিবে তাহার জন্য উক্ত মালে বরকত দান করা হইবে। আর যে ব্যক্তি উহাকে মনের লোভ লালসার সহিত গ্রহণ করিবে এবং খারাপভাবে খরচ করিবে তাহার জন্য উক্ত মালে বরকত দান করা হইবে না। তাহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে খাইতে থাকে, কিন্তু তাহার পেট ভরে না। উপরের হাত (অর্থাৎ দানকারীর হাত) নীচের হাত (অর্থাৎ গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম।'

হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট হইতে চাহিয়া লইলেও কি এরূপ হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, আমার নিকট চাহিলেও এরূপ হইবে। হযরত হাকীম (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনার পর আর কাহারো নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিব না। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘটনার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত হযরত হাকীম (রাঃ) না নির্ধারিত ভাতা গ্রহণ করিয়াছেন আর না কোন দান। তিনি যখন ভাতা বা দান গ্রহণ করিতেন না তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, আয় আল্লাহ! আমি আপনাকে এই ব্যাপারে সাক্ষী বানাইতেছি যে, আমি হাকীম ইবনে হেযামকে এই মাল হইতে তাহার অংশ গ্রহণ করার জন্য ডাকি, কিন্তু সে সর্বদা অস্বীকার করে। হযরত হাকীম (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতেন, আল্লাহর কসম, আমি না আপনার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিব আর না অন্য কাহারো নিকট হইতে গ্রহণ করিব। (কানয)

হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চাহিলাম। তিনি আমাকে দান করিলেন। আমি আবার চাহিলাম। তিনি আবার দান করিলেন। আমি তৃতীয়বার আবার চাহিলাম। তিনি আবারো দান করিলেন এবং বলিলেন, হে হাকীম, এই মাল সবুজ-শ্যামল (মনমুগ্ধকর) ও সুমিষ্ট জিনিস। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করিলেন। এই হাদীসের পরবর্তী অংশে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত হাকীম (রাঃ)কে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকিলে তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) (আপন খেলাফত আমলে) তাহাকে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানদের জামাত! আমি আপনাদিগকে এই ব্যাপারে সাক্ষী রাখিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা এই গনীমতের মালে হযরত হাকীম

(রাঃ)এর জন্য যে অংশ নির্ধারণ করিয়াছেন আমি তাহাকে উহা পেশ করিয়াছি, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হযরত হাকীম (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কাহারো নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। (তারগীব)

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত কিছু গ্রহণ করেন নাই। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হইতেও তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত কিছু গ্রহণ করেন নাই এবং হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট হইতেও কিছু গ্রহণ করেন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই নীতির উপর অবিচল ছিলেন।

হযরত আমের ইবনে রাবীআহ (রাঃ)এর জমি ফেরত দেওয়া

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, আরবের এক ব্যক্তি হযরত আমের ইবনে রাবীআহ (রাঃ)এর নিকট মেহমান হইল। তিনি তাহার খুব খাতির যত্ন করিলেন এবং তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সুপারিশও করিলেন। উক্ত ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে) হযরত আমের (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরবের এমন এক সমতলভূমি জায়গীর হিসাবে চাহিয়া লইয়াছি যে, সমগ্র আরবে উহা অপেক্ষা উত্তম ভূমি আর নাই। আমার ইচ্ছা হইল, সেই ভূমি হইতে এক টুকরা আপনাকে দান করিব, যাহা আপনার জীবদ্দশায় আপনার থাকিবে এবং আপনার পর আপনার সন্তানগণ উহার মালিক হইবে। হযরত আমের (রাঃ) বলিলেন, তোমার এই জমিনের টুকরার আমার প্রয়োজন নাই। কেননা আজ এমন এক সূরা নাযিল হইয়াছে যাহা আমাদিগকে দুনিয়া ভুলাইয়া দিয়াছে। সেই সূরা হইল—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

অর্থ ঃ ঐ সমস্ত (কাফের) লোকদের জন্য তাহাদের হিসাবের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, আর তাহারা অসতর্কতায় (পড়িয়া) রহিয়াছে, বিমুখ হইয়া রহিয়াছে।

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)এর ভাতিজা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, আমি আমার চাচা (হযরত আবু যার (রাঃ)এর সহিত হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। আমার চাচা হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আমাকে রাবাযাহতে বসবাসের অনুমতি প্রদান করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ঠিক আছে। আর আমরা আপনার জন্য সদকার কিছু উট সকাল বিকাল আপনার নিকট হাজির করার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিব। (আপনি উহার দুধ দোহন করিয়া লইবেন।) আমার চাচা বলিলেন, আমার এইগুলির প্রয়োজন নাই। আবু যারের জন্য তাহার ছোট্ট উটের পালই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমরা তোমাদের দুনিয়াতে মশগুল থাক আর আমাদেরকে আমাদের রব ও দ্বীনের জন্য ছাড়িয়া দাও। তাহারা সেই সময় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর সম্পত্তি বন্টন করিতেছিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট হযরত কা'ব (রাঃ) বসিয়াছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে এই পরিমাণ মাল জমা করিয়াছে এবং সে (অর্থাৎ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উহার যাকাত আদায় করিত এবং সমস্ত নেক কাজেও খরচ করিত? হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমি তো এই ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল আশাই করি। ইহা শোনা

মাত্র হযরত আবু যার (রাঃ) অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন এবং হযরত কা'ব (রাঃ)এর উপর লাঠি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হে ইহুদিনীর বাচ্চা, তুই কি জানিস? এই মালের মালিক কেয়ামতের এই আকাঙ্খা অবশ্যই করিবে যে, হায় যদি দুনিয়াতে তাহার অন্তরের অত্যন্ত কোমল অংশে বিচ্ছু দংশন করিত! (আর সে এই পরিমাণ মাল দুনিয়াতে রাখিয়া না আসিত, বরং সমস্ত মাল সদকা করিয়া আসিত!) (হিলইয়াহ)

শা'বী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু যার (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং তাহাকে কিছু খরচ (করার জন্য) দিতে চাহিল। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আমাদের নিকট কিছু বকরী আছে, উহার দুধ দোহন করিয়া আমরা ব্যবহার করি এবং আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য কিছু গাধা আছে, আর একজন বাঁদী আছে, যে আমাদের খেদমত করে। কাপড় চোপড়ের মধ্যে একটি অতিরিক্ত চোগাও আছে। আমার ভয় হয় যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু রাখার দরুন আমাকে হিসাব না দিতে হয়।

সিরিয়ার গভর্নর হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা (রাঃ) হযরত আবু যার (রাঃ)এর খেদমতে তিনশত দীনার পাঠাইয়া বলিলেন, এইগুলি আপনার প্রয়োজনে খরচ করিবেন। হযরত আবু যার (রাঃ) বাহককে বলিলেন, এইগুলি তাহার নিকট ফেরত লইয়া যাও, সেকি আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও এমন পায় নাই, যে আল্লাহর ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক ধোকায় পড়িয়া আছে? (অর্থাৎ সে কি এমন লোক খুজিয়া পায় নাই যে আল্লাহ তায়ালার আযাবকে ভুলিয়া তাহার নাফরমানীতে লিপ্ত রহিয়াছে? হযরত আবু যার (রাঃ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল রাখাকে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী মনে করিতেন।) আমাদের নিকট ছায়ায় বসার জন্য একটি ঘর রহিয়াছে, একটি বকরীর পাল রহিয়াছে যাহা সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসে, এবং একজন মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদী রহিয়াছে, যে বিনা মজুরীতে আমাদের খেদমত করিয়া দেয়। (শুধু এই কয়টি জিনিস আমাদের নিকট আছে, ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই,)

এতদসত্ত্বেও আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু হইল কিনা এই ভয়ে বাঁচি না।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হারেস নামে কুরাইশের এক ব্যক্তি সিরিয়ায় বসবাস করিত। সে জানিতে পারিল যে, হযরত আবু যার (রাঃ) অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছেন। সে হযরত আবু যার (রাঃ)এর খেদমতে তিনশত দীনার পাঠাইল। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, সে কি তাহার নিকট আমার অপেক্ষা অধিক মূল্যহীন আল্লাহর কোন বান্দা খুঁজিয়া পায় নাই? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যাহার নিকট চল্লিশ দেরহাম রহিয়াছে তারপরও সে চায় সে ব্যাকুলভাবে লোকদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনাকারী(দের মধ্যে শামিল, আর এরূপ করিতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন।) আবু যারের নিকট চল্লিশ দেরহাম, চল্লিশটি বকরী এবং দুইজন খাদেম রহিয়াছে। (তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফে' (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু রাফে', তোমার সেই সময় কি অবস্থা হইবে যখন তুমি গরীব হইয়া যাইবে? আমি বলিলাম, তবে কি আমি এমন অবস্থা আসার পূর্বে এখনই সদকা করিয়া নিজের আখেরাতের জন্য পাঠাইয়া দিব না? তিনি বলিলেন, অবশ্যই। কিন্তু বর্তমানে তোমার নিকট কি পরিমাণ আছে? আমি বলিলাম, চল্লিশ হাজার, আর আমি সম্পূর্ণই আল্লাহর জন্য সদকা করিতে চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সম্পূর্ণ নয়, বরং কিছু সদকা কর, আর কিছু রাখ, যাহা দ্বারা নিজ সন্তানদের (জন্য খরচ করিয়া তাহাদের)

সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহাদেরও কি আমাদের উপর এরূপ হক রহিয়াছে যেরূপ আমাদের তাহাদের উপর রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, পিতার উপর সন্তানের হক এই যে, সে তাহাকে আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব অর্থাৎ কোরআন মজীদ শিক্ষা দিবে, তীর নিক্ষেপ করা ও সাঁতার শিক্ষা দিবে এবং যখন দুনিয়া হইতে বিদায় লইবে তখন তাহাদের জন্য হালাল মাল রাখিয়া যাইবে। হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি কখন গরীব হইয়া যাইব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার (ওফাতের) পর।

বর্ণনাকারী আবু সুলাইম বলেন, আমি তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এরূপ গরীব অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তিনি বসিয়া বলিতেন, কেহ আছে কি এই বৃদ্ধ অন্ধকে দান করিবে? কেহ আছে কি এমন লোককে দান করিবে? যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, তাঁহার (ইন্তেকালের) পর সে গরীব হইয়া যাইবে। কেহ আছে কি সদকা করিবে? কেননা আল্লাহর হাত সকলের উপরে, দানকারীর হাত মাঝখানে ও গ্রহণকারীর হাত সকলের নীচে, আর যে ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও সওয়াল করিবে তাহার শরীরে একটি বিদঘুটে দাগ হইবে যাহা দ্বারা কেয়ামতের দিন তাহাকে লোকেরা চিনিতে পারিবে এবং ধনবান ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সদকা গ্রহণ করা জায়েয নাই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখিলাম সে তাঁহাকে চারটি দেরহাম দান করিল। তিনি তাহাকে এক দেরহাম ফেরত দিলেন। উক্ত ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, আমার সদকা ফেরত দিও না। তিনি বলিলেন, আমি এক দেরহাম এইজন্য ফেরত দিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। (আমার তিন দেরহামেরই প্রয়োজন।)

বর্ণনাকারী আবু সুলাইম বলেন, আমি পরবর্তীতে তাহাকে এরূপ

ধনবান দেখিয়াছি যে, ওশর (শস্যাদির সদকা) উসূলকারী তাহার নিকটও ওশর উসূল করিতে আসিত, আর তিনি বলিতেন, হায় আমি যদি গরীব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতাম! (দ্বিতীয়বার ধনী না হইতাম।) তিনি যেই দামে গোলাম খরিদ করিতেন সেই দামেই তাহার সহিত মুক্তিপণ আদায়ের চুক্তি করিতেন (এবং তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতেন)।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

আবদুল আযীয ইবনে ওমর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর হাতে (খেলাফতের) বাইআত হইতে অস্বীকার করিলেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহার নিকট এক লক্ষ দেরহাম পাঠাইলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাহা ফেরত দিলেন এবং গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি কি দুনিয়ার বিনিময়ে আমার দ্বীন বিক্রয় করিব? অতঃপর তিনি মক্কায় চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ফারুক (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

মাইমূন (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে গোপনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর মনের কথা জানার কাজে লাগাইলেন যে, তিনি (ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার হাতে খেলাফতের বাইআত না হইয়া নিজেই খেলাফতের জন্য) যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখেন কিনা? সুতরাং হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু আব্দির রহমান! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, আমীরুল মুমিনীন (হযরত ওমর (রাঃ)এর ছেলে, আপনি খেলাফতের

বেশী হকদার। আপনি কেন খেলাফতের দাবী লইয়া বর্তমান খলীফার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যান না? আমরা আপনার হাতে বাইআত হইতে প্রস্তুত আছি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এই রায়ের সহিত সকলেই কি একমত? হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। সামান্য কয়েকজন ব্যতীত সকলেই একমত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি হাজ্‌র এলাকার শুধু তিন ব্যক্তি ব্যতীত সমস্ত মুসলমানও এই ব্যাপারে একমত হইয়া যায় তবুও আমার এই খেলাফতের প্রয়োজন নাই। হযরত আমর (রাঃ) তাহার এই কথার দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, খেলাফতের জন্য লড়াই করার ইচ্ছা তাহার নাই। অতএব হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি এমন ব্যক্তির হাতে খেলাফতের বাইআত হইতে প্রস্তুত আছেন, যাহার উপর প্রায় সকলেই একমত হইয়া গিয়াছে? আর ইহার বিনিময়ে সে আপনার নামে এই পরিমাণ জমিন ও এই পরিমাণ মাল লিখিয়া দিবে যাহাতে আপনার ও আপনার সন্তানদের আর কোন অভাব থাকিবে না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ধিক আপনার জন্য। আপনি আমার নিকট হইতে চলিয়া যান, আগামীতে কখনও (এই বিষয় লইয়া) আমার নিকট আসিবেন না। আপনার ভাল হউক। আমার দ্বীন আপনাদের দীনার ও দেরহামের জন্য নয়। আমি তো চাই যে, দুনিয়া হইতে এইভাবে যাই যে, আমার হাত (দুনিয়ার এই সমস্ত ময়লা আবর্জনা হইতে) সম্পূর্ণ পাকপবিত্র থাকে।

মাইমূন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের এক গোলামের সহিত মুক্তিপণের চুক্তি করিলেন। (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল উপার্জন করিয়া আদায় করিলে সে মুক্ত হইয়া যাইবে।) মাল আদায়ের কিস্তিও নির্ধারণ করিয়া দিলেন। প্রথম কিস্তি আদায়ের সময় হইলে সে কিস্তির মাল লইয়া আসিল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মাল তুমি কিভাবে উপার্জন করিয়াছ? সে বলিল, কিছু তো মজুর খাটিয়া আর কিছু লোকদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া উপার্জন করিয়াছি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি

আমাকে লোকদের ময়লা আবর্জনা খাওয়াইতে চাহিতেছ? যাও, তুমি আল্লাহর জন্য মুক্ত। আর যে মাল তুমি আনিয়াছ উহাও তোমার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, ইরাকের এক গ্রাম্য মাতব্বর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ)কে তাহার কোন প্রয়োজনের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ করিল। তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট তাহার ব্যাপারে সুপারিশ করিয়া দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিলেন। সেই মাতব্বর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ)এর নিকট (এই কাজের বিনিময়ে) চল্লিশ হাজার দেরহাম পাঠাইল। লোকেরা হযরত ইবনে জা'ফর (রাঃ)কে বলিল, এইগুলি সেই মাতব্বর সাহেব পাঠাইয়াছে। তিনি উহা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমরা আমাদের নেক আমল বিক্রয় করি না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

আমর ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে বাইতুল মালের দেখাশুনার দায়িত্ব দিলেন এবং এই কাজের বিনিময়ে তাহাকে তিন লক্ষ দিতে চাহিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ) উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে তাহার কাজের বিনিময়ে ত্রিশ হাজার দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আমি তো আল্লাহর জন্য কাজ করিয়াছি।

হযরত আমর ইবনে নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

মুআবিয়া ইবনে কুররাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আমর ইবনে নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর নিকট অবস্থান করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রমজানের মাস আসিল। এক ব্যক্তি দেরহামের একটি থলি লইয়া তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমীর হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কোরআনের প্রত্যেক কারীর নিকট আমাদের পক্ষ হইতে হাদিয়া পৌছিয়াছে। অতএব (এই দেরহামগুলি আপনার নিকট পাঠাইলাম,) আপনি এইগুলি নিজ প্রয়োজনে খরচ করিবেন। হযরত আমর ইবনে নো'মান (রাঃ) বাহককে বলিলেন, তাহাকে যাইয়া বলিয়া দাও, আল্লাহর কসম, আমরা দুনিয়া হাসিল করার জন্য কোরআন পড়ি নাই। আর সেই থলি তাহাকে ফেরত দিয়া দিলেন। (এসাবাহ)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর মাল ফেরত দেওয়া

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, বনু মালেক ইবনে হিস্ল গোত্রের কুতাইলাহ বিনতে আব্দিল ওযযা ইবনে আব্দে আসআদ আপন কন্যা হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ)এর নিকট কয়েকটি গুইসাপ ও কিছু রুটি ও ঘি হাদিয়াস্বরূপ লইয়া আসিলেন। তিনি তখন মুশরিক ছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) তাহার হাদিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং ঘরে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ

অর্থ ঃ আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ঐ সমস্ত লোকদের সহিত সদ্ব্যবহার ও ইনসাফের আচরণ করিতে নিষেধ করেন না যাহারা তোমাদের সহিত দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর হইতে বাহির করে নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসমা (রাঃ)কে তাহার মায়ের হাদিয়া গ্রহণ করিতে বলিলেন, এবং তাহার ঘরে আসিতে দিতে বলিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন মিসকীন মহিলা আমার নিকট আসিল এবং আমাকে সামান্য কিছু জিনিস হাদিয়া দিতে চাহিল। তাহার অভাব অনটনের উপর দয়াপরবশ হইয়া তাহার হাদিয়া গ্রহণ করা আমি ভাল মনে করিলাম না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এমন কেন করিলে না যে, তাহার হাদিয়া গ্রহণ করিয়া লইতে এবং তাহার হাদিয়ার বিনিময়ে কিছু দিয়া দিতে? আমার মনে হয় তুমি মহিলাটিকে তুচ্ছ ভাবিয়াছ। হে আয়েশা! বিনয় অবলম্বন কর, কেননা আল্লাহ তায়ালা বিনয়ীদেরকে ভালবাসেন এবং অহংকারীদেরকে ঘৃণা করেন।

সওয়াল করা হইতে বাঁচিয়া থাকা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একবার আমরা অভাব অনটন ও দুরবস্থায় পতিত হইলাম। আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া কিছু চাহিতে বলিল। সুতরাং আমি তাঁহার নিকট গেলাম এবং সেখানে পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম কথা যাহা শুনিলাম তাহা এই যে, তিনি বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট (দুনিয়ার প্রতি মনের) অমুখাপেক্ষিতা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অমুখাপেক্ষিতা দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট (গুনাহের কাজ ও সওয়াল করা হইতে) সংযম ও

পবিত্রতা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সংযম ও পবিত্রতা দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের নিকট কিছু চাহিবে যদি উহা আমাদের নিকট থাকে তবে আমরা জমা করিয়া রাখিব না বরং তাহাকে দান করিব।' ইহা শুনিয়া আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাহিলাম না এবং ফিরিয়া আসিলাম। পরবর্তীতে দুনিয়া আমাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একদিন আমি অত্যাধিক ক্ষুধার দরুন পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী অথবা আমার বাঁদী আমাকে বলিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া কিছু চাহিয়া লন। অমুক তাঁহার নিকট যাইয়া চাহিয়াছে, তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন। সুতরাং আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন বয়ান করিতেছিলেন। তিনি তাহার বয়ানে ইহাও বলিলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট (সওয়াল করা হইতে) সংযম ও পবিত্রতা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সংযম ও পবিত্রতা দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট (দুনিয়ার প্রতি মনের) অমুখাপেক্ষিতা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধনী করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের নিকট চাহিবে আমরা তাহাকে দান করিব বা তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইব। আর যে ব্যক্তি আমাদের সহিত অমুখাপেক্ষিতা দেখায় এবং কিছু চাহে না সে আমাদের নিকট ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যে আমাদের নিকট চায়। (হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন,) ইহা শুনিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাহিলাম না। (আমি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর আমল করিলাম এবং অভাব অনটনের উপর ধৈর্য ধারণ করিয়া দ্বীনের মেহনত করিতে থাকিলাম) তখন আল্লাহ তায়ালা (তাহার ওয়াদা অনুযায়ী) আমাদিগকে অনবরত দান করিতে থাকিলেন। অবশেষে আমি এত ধনী হইয়া গেলাম যে, আমার জানামতে আনসারদের কোন পরিবার আমার অপেক্ষা এত ধনী হয় নাই। (কান্‌য)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত কিছু ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন ইহুদী গোত্র বনু কোরাইযার এলাকা বিজয় হইল তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম যাহাতে তিনি তাহার ওয়াদা পূরণ করেন এবং আমাকে দান করেন। এমন সময় আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অমুখাপেক্ষিতা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধনী করিয়া দিবেন। আর যে অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অল্পেতুষ্টতা দান করিবেন।' আমি ইহা শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, যদি এমনই হয় তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাহিব না।

হযরত সওবান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে যে, সে লোকদের নিকট কিছু চাহিবে না, আমি তাহার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। আমি আরজ করিলাম, আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সওবান (রাঃ) কখনও কাহারো নিকট কিছু চাহিতেন না।

ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সওবান (রাঃ)কে বলিলেন, লোকদের নিকট কিছু চাহিও না। সুতরাং হযরত সওবান (রাঃ) সওয়ারীর উপর সওয়ার অবস্থায় তাহার হাতের চাবুক পড়িয়া গেলেও তিনি কাহাকেও ইহা বলিতেন না যে, আমার চাবুক উঠাইয়া দাও, বরং নিজে সওয়ারী হইতে নীচে নামিয়া চাবুক উঠাইতেন।

ইসলামী আমালের উপর বাইআতের বর্ণনায় হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ) হইতে হযরত সওবান (রাঃ)এর কাহারো নিকট হইতে কিছু না চাওয়ার উপর বাইআতের ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত সওবান (রাঃ)কে মক্কাতে প্রচণ্ড ভীড়ের ভিতর দেখিয়াছি, সওয়ার অবস্থায় তাহার হাতের চাবুক পড়িয়া যাইত বা কখনও কাহারো কাঁধের উপর পড়িত আর সে তাহাকে চাবুক দিতে চাহিত, কিন্তু তিনি লইতেন না, বরং নিজে নামিয়া উহা লইতেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘটনা

ইবনে আবি মুলাইকা (রহঃ) বলেন, কখনও এমন হইত যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত হইতে উটনীর লাগাম ছুটিয়া নীচে পড়িয়া যাইত, আর তিনি উটনীর সামনের পায়ের উপর আঘাত করিয়া উহাকে বসাইতেন এবং নিজে লাগাম উঠাইয়া লইতেন। লোকেরা তাহাকে বলিত, আপনি আমাদেরকে বলিলে আমরাই আপনাকে লাগাম ধরাইয়া দিতাম। তিনি বলিতেন, আমার প্রাণপ্রিয় (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি যেন লোকদের নিকট হইতে কিছু না চাই।

দুনিয়ার প্রশস্ততা ও আধিক্যকে ভয় করা

নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ব্যাপারে ভয়

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট বৎসর পর ওহুদের শহীদানদের উপর এমনভাবে জানাযার নামায পড়িলেন মনে হইল যেন তিনি জীবিত ও

মৃত সকলকে বিদায় জানাইতেছেন। (অর্থাৎ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি জীবিতদেরকে বিশেষ বিশেষ নসীহত ও অসিয়ত করিতেছিলেন এবং মৃতদের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া ও এস্তেগফার করিতেছিলেন) অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের পূর্বে যাইতেছি, এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হইব এবং তোমাদের সহিত হাউজে কাউসারের নিকট সাক্ষাতের ওয়াদা রহিল। আমি আমার এই স্থান হইতে এখন হাউজে কাউসার দেখিতে পাইতেছি। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন) আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশংকা করি না যে, তোমরা শিরকে লিপ্ত হইবে, বরং আশংকা করিতেছি যে, তোমরা দুনিয়া হাসিল করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিবে। (অর্থাৎ দুনিয়া হাসিল করার ব্যাপারে একে অপরের উপর অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে)

হযরত ওকবা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইহাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল।

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাহির হইলেন এবং ওহুদের শহীদানদের উপর জানাযার নামায পড়িলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন এবং অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এখন আমার হাউজে কাউসারকে দেখিতে পাইতেছি, আমাকে জমিনের সমস্ত খাজানার চাবি দেওয়া হইয়াছে। আর আল্লাহর কসম, আমি এই আশংকা করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরকে লিপ্ত হইবে, বরং আমার আশংকা হইল, তোমরা দুনিয়া হাসিল করার আগ্রহে একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে।

হযরত আমর ইবনে আওফ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ

(রাঃ)কে বাহরাইন হইতে জিযিয়া (অর্থাৎ কর) উসূল করিয়া আনিতে পাঠাইলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বাহরাইন হইতে বহু মাল লইয়া আসিলেন। তাহার ফিরিয়া আসার খবর পাইয়া আনসারগণ ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শরীক হইলেন।

নামায শেষ করিয়া যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দিকে ফিরিয়া বসিলেন তখন তাহারা সকলে তাঁহার সামনে আসিয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিয়া মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, আমার মনে হয় তোমরা আবু ওবায়দার বাহরাইন হইতে কিছু লইয়া আসার কথা শুনিয়াছ। তাহারা বলিলেন, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি, এবং তোমরা খুশীর বিষয়ের আশা রাখ। আল্লাহর কসম, তোমাদের জন্য আমি অভাবের ভয় করি না, বরং এই ভয় করি যে, তোমাদের জন্য দুনিয়া এইভাবে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর তোমরাও উহাকে হাসিল করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ করিয়াছিল, ফলে এই দুনিয়া তোমাদিগকে এইভাবে ধ্বংস করিয়া দিবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। (তারগীব)

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিতেছিলেন, এমন সময় একজন রুক্ষ স্বভাবের গ্রাম্য লোক দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে খাইয়া (অর্থাৎ শেষ করিয়া) ফেলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্য জিনিসের বেশী আশংকা করিতেছি যখন কিনা তোমাদের উপর পানির ন্যায় দুনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইবে। হায়! আমার উম্মত যদি স্বর্ণ

পরিধান না করিত! (তারগীব)

অপর এক হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বারে উঠিয়া বসিলেন এবং আমরা তাহার চারি পার্শ্বে বসিয়া গেলাম। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয়ের ভয় করি তন্মধ্যে একটি এই যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য ও উহার সৌন্দর্য খুলিয়া দিবেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য অভাব অনটনের পরীক্ষা অপেক্ষা সচ্ছলতার পরীক্ষাকে বেশী ভয় করি। আল্লাহ তায়ালা তো অভাব অনটন দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। উহাতে তোমরা সবর করিয়াছ। দুনিয়া সুমিষ্ট ও চাকচিক্যময়। (জানিনা, সেই পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কিনা?)

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা কি অভাব অনটনকে ভয় করিতেছ, না দুনিয়ার চিন্তা তোমাদেরকে চিন্তাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে?

আল্লাহ তায়ালা পারস্য ও রোমের উপর তোমাদেরকে বিজয় দান করিবেন এবং তোমাদের উপর দুনিয়া অধিক পরিমাণে ঢালিয়া দেওয়া হইবে। আর এই দুনিয়ার কারণেই তোমরা সরলপথ হইতে সরিয়া যাইবে। (তারগীব)

দুনিয়ার প্রশস্ততার উপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর ভয় ও কান্না

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট কাদেসিয়ার গনীমত হইতে কিছু গনীমতের মাল আসিল। তিনি উহা পরিদর্শন করিতেছিলেন এবং উহা দেখিয়া

কাঁদিতেছিলেন। তাহার সহিত হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আজ তো খুশী ও আনন্দের দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তবে এই মাল যে জাতির নিকটই আসে তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ অবশ্যই সৃষ্টি করিয়া দেয়। (কান্য)

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যখন কিসরার ধনভাণ্ডার আসিল তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরী (রাঃ) বলিলেন, আপনি এইগুলি বাইতুল মালে (জমা করিয়া) রাখিয়া দেন না কেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, আমরা এইগুলি বাইতুল মালে জমা করিয়া রাখিব না, বরং বন্টন করিয়া দিব। ইহা বলিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কেন কাঁদিতেছেন, আল্লাহর কসম, আজ তো আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করার দিন এবং খুশী ও আনন্দের দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যে কোন জাতিকে এই মাল দান করিয়াছেন উহা অবশ্যই তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে (পারস্য সম্রাট) কিসরার রাজমুকুট (ও আরো অন্যান্য অলংকারাদি) আনিয়া সম্মুখে রাখা হইল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'সুম (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (পারস্য সম্রাট) কিসরা ইবনে হুরমুযের কাঁকন দুইখানি তাহার সম্মুখে রাখিলেন। হযরত সুরাকা (রাঃ) কাঁকন দুইখানি লইয়া নিজ হাতে পরিধান করিলে উহা তাহার কাঁধ পর্যন্ত পৌছিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন উভয় কাঁকন তাহার হাতে পরা অবস্থায় দেখিলেন তখন বলিলেন, আলহামদু লিল্লাহ! কিসরা ইবনে হুরমুযের কাঁকন বনু মুদলিজের এক গ্রাম্য ব্যক্তি সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'সুমের হাতে শোভা পাইতেছে। তারপর

বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমি জানি, আপনার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিতেন যে, কোথাও হইতে মাল পান, আর আপনার রাস্তায় আপনার বান্দাদের উপর খরচ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ও তাঁহার জন্য উহা অপেক্ষা উত্তম পন্থা পছন্দ করিয়া আপনি তাঁহার নিকট হইতে মালকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। আয় আল্লাহ! আমি জানি, হযরত আবু বকর (রাঃ) চাহিতেন যে, কোথাও হইতে মাল পান, আর আপনার রাস্তায় আপনার বান্দাদের উপর উহা খরচ করেন, কিন্তু আপনি তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এবং তাহার জন্য উহা অপেক্ষা উত্তম পন্থা পছন্দ করিয়া আপনি তাহার নিকট হইতে মালকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। (বর্তমানে আমার নিকট এই মাল অধিক পরিমাণে আসিতেছে।) আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই ব্যাপারে আশ্রয় চাহিতেছি যে, আমার নিকট এই মাল আসা যেন আপনার পক্ষ হইতে ওমরের বিরুদ্ধে কোন কৌশল না হয় (অর্থাৎ ওমরের জন্য ধ্বংসের কারণ না হয়) অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَّبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ.

অর্থ ঃ ইহারা কি এই ধারণা করিতেছে যে, আমি তাহাদিগকে যে ধনসম্পদ ও সন্তান–সন্ততি দিয়া আসিতেছি, তাহাতে শুধু দ্রুত তাহাদের কল্যাণই সাধন করিয়া চলিয়াছি? বরং তাহারা বুঝিতেছে না।

আবু সিনান দুআলী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে গেলাম। তাঁহার নিকট প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরদের এক জামাত বসিয়াছিলেন। তিনি সুগন্ধী ইত্যাদি রাখার থলি আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। এই থলি টুকরি অথবা বস্তা সাদৃশ্য ছিল এবং ইহা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ইরাকের এক দূর্গ হইতে আনা হইয়াছিল। উহাতে একটি আংটিও ছিল। হযরত ওমর (রাঃ)এর সন্তানদের মধ্য

—১৬

হইতে একজন উহাকে মুখের মধ্যে পুরিয়া লইলে তিনি তাহার নিকট উহা হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলিল, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এত বিজয় দান করিয়াছেন এবং আপনাকে আপনার দুশমনদের উপর প্রবল করিয়া দিয়া আপনার চক্ষু শীতল করিয়া দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে দুনিয়ার বিজয় দান করেন তাহাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দেন। আমি ইহারই ভয় করিতেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর অভ্যাস ছিল, নামাযের পর লোকদের জন্য বসিয়া যাইতেন। কাহারো কোন প্রয়োজন থাকিলে সে তাহার সহিত কথা বলিত, আর কাহারো কোন প্রয়োজন না থাকিলে তিনি উঠিয়া যাইতেন। একবার তিনি কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়াইলেন, কিন্তু কোন নামাযের পর বসিলেন না। আমি তাহার (দ্বাররক্ষককে) বলিলাম, হে ইয়াফা'! আমীরুল মুমিনীনের কি কোন অসুখ হইয়াছে? সে বলিল, না। আমীরুল মুমিনীনের কোন অসুখ হয় নাই। আমি সেখানেই বসিয়া গেলাম, এমন সময় হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সেখানে আসিলেন। তিনিও বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর ইয়ারফা বাহিরে আসিয়া বলিল, ইবনে আফফান ও ইবনে আব্বাস আপনারা ভিতরে চলুন। আমরা উভয়ে ভিতরে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলাম। আমরা সেখানে দেখিলাম, হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে বহু মালদৌলতের অনেকগুলি স্তূপ রাখা আছে এবং প্রত্যেক স্তূপের উপর একটি কাঁধের হাড় রাখা আছে, (যাহার উপর কিছু লেখা রহিয়াছে। কাগজের অভাবে সে যুগে হাড়ের উপর লেখা হইত)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি সমস্ত মদীনাবাসীর ব্যাপারে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, মদীনায় সর্বাপেক্ষা বড় খান্দান তোমাদের দুইজনেরই। এই মালগুলি লইয়া যাও এবং নিজেদের মধ্যে

বন্টন করিয়া লও। যাহা অতিরিক্ত হয় তাহা ফেরত দিয়া দিও। হযরত ওসমান (রাঃ) তো দুই হাত ভরিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন, আর আমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আরজ করিলাম, যদি কম হয় তবে কি আপনি উহা পূরণ করিয়া দিবেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একই পাহাড়ের পাথর না? (অর্থাৎ হযরত আব্বাসের ছেলে না? যেমন বাপ তেমন ছেলে, অর্থাৎ পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান ও সাহসী।) এই মাল কি সেই সময় আল্লাহ তায়ালার নিকট ছিল না, যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহারা সাহাবা (রাঃ) (ক্ষুধার কারণে) চামড়া খাইতেন? আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন তখনও এই মাল আল্লাহ তায়ালার নিকট ছিল। তবে আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহাকে এই সমস্ত মালদৌলত দান করিতেন তবে আপনি যাহা করিতেছেন তিনি তাহা করিতেন না, বরং ভিন্ন রকম করিতেন।

ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা, তিনি কি করিতেন? আমি বলিলাম, তিনি নিজেও খাইতেন এবং আমাদেরকেও খাওয়াইতেন। এই কথা শুনামাত্র হযরত ওমর (রাঃ) উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং কান্নার কারণে তাহার পাঁজরের হাড়গুলি নড়িতে লাগিল। অতঃপর বলিলেন, আমি চাই, এই খেলাফতের দায়িত্ব হইতে সমান সমান নিস্কৃতি লাভ করি, অর্থাৎ না আমি উহার বিনিময়ে কোন পুরস্কার লাভ করি, আর না আমার কোন শাস্তি হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে ডাকিলেন। আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাহার সম্মুখে একটি দস্তরখানার উপর স্বর্ণ ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আস, এই স্বর্ণগুলি নিজের কাওমের লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা এই স্বর্ণ ও মালসম্পদ আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু

বকর (রাঃ) হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন, আর আমাকে দান করিতেছেন। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন, এই মাল আমাকে ভালোর জন্য দেওয়া হইতেছে, না মন্দের জন্য। তারপর বলিলেন, না, আল্লাহ তায়ালা এই মাল তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে এই জন্য দূরে রাখেন নাই যে, তাহাদের সহিত তিনি মন্দ চাহিয়াছেন। আর আমাকে এইজন্য দান করিতেছেন না যে, আমার সহিত ভালো চাহিতেছেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে ডাকার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন। আমি তাহার খেদমতে হাজির হইলাম। আমি যখন তাহার দরজার নিকট পৌঁছিলাম তখন ভিতর হইতে তাহার জোরে জোরে কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমি ভয় পাইয়া বলিলাম—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

আল্লাহর কসম, আমীরুল মুমিনীনের কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এত অস্থির হওয়ার কোন কারণ নাই, এত অস্থির হওয়ার কোন কারণ নাই। তিনি বলিলেন, না, অস্থির হওয়ার বিরাট কারণ রহিয়াছে এবং আমার হাত ধরিয়া দরজার ভিতরে লইয়া গেলেন। আমি সেখানে যাইয়া দেখিলাম, স্তূপাকারে বহু থলি রাখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, এখন আর খাত্তাবের বেটাদের আল্লাহর নিকট কোন মূল্য রহে নাই। যদি আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তবে আমার উভয় সঙ্গী অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)কেও এই মাল দান করিতেন। আর তাহারা উহা খরচ করার যে নিয়ম অবলম্বন করিতেন আমিও সেই নিয়ম অবলম্বন করিতাম। আমি বলিলাম, আসুন, বসিয়া চিন্তা করি, এই মাল কিভাবে খরচ করা যায়। সুতরাং আমরা উম্মাহাতুল মুমিনীন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি)দের জন্য চার হাজার করিয়া ও মুহাজিরদের জন্য চার হাজার করিয়া ও অন্যান্য লোকদের জন্য দুই হাজার করিয়া সাব্যস্ত করিলাম। এইভাবে সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিলাম। (কানয)

দুনিয়ার প্রশস্ততার উপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর ভয় ও কান্না

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রোযা রাখিয়াছিলেন। (ইফতারের জন্য) তাহার নিকট খাবার আনা হইলে উহা দেখিয়া বলিলেন, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) আমার অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। তাহাকে শহীদ করা হইয়াছে। তারপর তাহাকে যে কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে তাহা এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত, আর পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত। হযরত হামযা (রাঃ) আমার অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। তাহাকেও শহীদ করা হইয়াছে। ইহাদের পর আমাদের জন্য দুনিয়াকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমাদেরকে অনেক বেশী দুনিয়া (এর মালদৌলত) দান করা হইয়াছে। এখন আমাদের ভয় হইতেছে যে, আমাদেরকে আমাদের নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই না দেওয়া হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং কান্নার কারণে সেই খানাও খাইতে পারিলেন না। (বোখারী)

নওফাল ইবনে ইয়াস হুযালী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আমাদের মজলিসের সাথী ছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত ভাল সাথী ছিলেন। একদিন তিনি আমাদিগকে তাহার ঘরে লইয়া গেলেন। আমরা তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি ভিতরে ঢুকিয়া গোসল করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং আমাদের সঙ্গে বসিয়া গেলেন। তারপর ভিতর হইতে একটি পেয়ালা আসিল যাহাতে রুটি ও গোশত ছিল। যখন সেই পেয়ালা সামনে রাখা হইল তখন হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমরা বলিলাম, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে এমনভাবে বিদায় হইয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা যবের রুটি দ্বারাও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই। অতএব আমার ধারণা মতে এমন হইতে পারে না যে, তাঁহার পর আমাদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের জন্য উত্তম হইবে। (এসাবাহ)

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আম্মাজান, আমার ভয় হয় যে, আমার মাল আমাকে ধ্বংস করিয়া দিবে, কারণ আমি কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, হে আমার বেটা, তুমি (অন্যের উপর তোমার মাল) খুব খরচ করিতে থাক। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার কোন কোন সাহাবী আমার নিকট হইতে পৃথক হওয়ার পর (অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর) আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) সেখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর কথা শুনাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি কি সেই সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে আছি? হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, না। তবে আমি আপনার পর আর কাহারো ব্যাপারে এই কথা বলিব না যে, সে তাহাদের মধ্যে নাই।

দুনিয়ার প্রশস্ততার উপর হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ)এর ভয় ও কান্না

ইয়াহইয়া ইবনে জা'দাহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা হযরত খাববাব (রাঃ)কে অসুস্থাবস্থায় দেখিতে গেলেন। তাহারা তাহাকে বলিলেন, হে আবু

আব্দিল্লাহ! আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হাউজে কাউসারে সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি বলিলেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? এই বলিয়া তিনি ঘরের উপর ও নীচের দিকে ইশারা করিলেন (এবং বলিলেন,) অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, তোমাদের জন্য যেন এই পরিমাণ দুনিয়া যথেষ্ট হয় যাহা একজন মুসাফিরের পাথেয় হইয়া থাকে। (আর আমার ঘরে কত মাল সামানা রহিয়াছে যাহা একজন মুসাফিরের পাথেয় হইতে অনেক বেশী।)

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা হযরত খাব্বাব (রাঃ)কে অসুস্থাবস্থায় দেখিতে গেলেন। তাহারা হযরত খাব্বাব (রাঃ)কে বলিলেন, আবু আব্দিল্লাহ! আপনার জন্য সুসংবাদ, আগামীকাল (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) আপনি আপনার ভাইদের নিকট পৌঁছিয়া যাইবেন। ইহা শুনিয়া হযরত খাব্বাব (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি মৃত্যুকে ভয় পাইতেছি না, তবে তোমরা আমার ভাইদের নাম লইয়া তাহাদের স্মরণ তাজা করিয়া দিয়াছ। তাহারা নিজেদের নেক আমলসমূহ ও দ্বীনের জন্য মেহনতের আজর ও সওয়াব লইয়া আগে চলিয়া গিয়াছেন। (দুনিয়া হইতে কিছুই তাহারা পান নাই।) আর আমি এই ভয় করিতেছি যে, তাহাদের যাওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার যাহা কিছু আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আমাদের সেই সমস্ত নেক আমলের বিনিময় হিসাবে না হইয়া যায়, যাহা তোমরা উল্লেখ করিয়াছ।

হারেসা ইবনে মুদাররিব (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি (সেই যুগের চিকিৎসা হিসাবে) পেটের উপর গরম লোহা দ্বারা সাতটি দাগ লাগাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই এরশাদ না করিতেন যে, তোমাদের কেহ যেন কখনও মৃত্যু কামনা না করে, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করিতাম। উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে একজন

বলিল, (আপনি এমন কথা কেন বলিতেছেন,) দুনিয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার সঙ্গলাভ করার কথা ও তাঁহার নিকট (হিজরত করিয়া) আসার কথা স্মরণ করুন। (ইনশাআল্লাহ মৃত্যুর পরও আপনি তাঁহার নিকট পৌঁছিবেন।) তিনি বলিলেন, বর্তমানে আমার নিকট দুনিয়ার যে সকল সামানপত্র জমা হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিব কিনা, আমার ভয় হইতেছে। দেখ, এই ঘরে চল্লিশ হাজার দেরহাম পড়িয়া আছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হারেসা (রহঃ) বলেন, হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নিজের অবস্থা এমন দেখিয়াছি যে, আমি তখন এক দেরহামেরও মালিক ছিলাম না। আর আজ আমার ঘরের কোণে চল্লিশ হাজার দেরহাম পড়িয়া আছে। তারপর যখন তাহার জন্য কাফন আনা হইল তখন উহা দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, (আমার জন্য তো এরূপ পরিপূর্ণ কাফন হইতেছে) আর হযরত হামযা (রাঃ)এর কাফনের জন্য শুধু একটি চাদর ছিল। আর উহা এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত, পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত। অবশেষে মাথা ঢাকিয়া ইযখির ঘাস দ্বারা পা ঢাকিয়া দেওয়া হইল।

আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামা (রহঃ) বলেন, হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। আমরা তাহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি বলিলেন, এই সিন্দুকে আশি হাজার দেরহাম রাখা আছে। আল্লাহর কসম, (এইগুলি খোলা রাখা আছে,) আমি কখনও এইগুলিকে থলিতে ভরিয়া থলির মুখ বন্ধ করি নাই, আর না কেহ চাহিলে তাহাকে না দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। (অর্থাৎ খরচ করিতে কোনরূপ কার্পণ্য করি নাই, এতদসত্ত্বেও এই পরিমাণ রহিয়া গিয়াছে।) অতঃপর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা আরজ করিলাম, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, এইজন্য কাঁদিতেছি যে, আমার সঙ্গীগণ দুনিয়া হইতে এইভাবে চলিয়া গিয়াছেন যে, (দ্বীনের জন্য জানমাল কোরবান করিয়াছেন, কিন্তু)

তাহারা দুনিয়া হইতে কিছুই পান নাই। (অভাব-অনটনের ভিতর দিয়া দুনিয়ার জিন্দেগী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাহারা নিজেদের নেক আমলের বিনিময়ে সমস্ত পুরস্কার আখেরাতে পাইবেন) আর আমরা তাহাদের পর দুনিয়াতে রহিয়া গিয়াছি এবং যথেষ্ট মালদৌলত পাইয়াছি, যাহা আমরা সম্পূর্ণই মাটিকাদা অর্থাৎ ঘরবাড়ী বানানোর কাজে লাগাইয়াছি।

ইদরীস (রহঃ) হইতে আবু উসামা (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন, আমার মন চায়, এই দুনিয়া যদি গোবর ইত্যাদির ন্যায় হইত।

অপর এক রেওয়ায়াতে কায়েস (রহঃ) বলেন, অতঃপর হযরত খাববাব (রাঃ) বলিলেন, আমাদের পূর্বে বহু লোক এমনও চলিয়া গিয়াছেন যাহারা দুনিয়া হইতে কিছুই পান নাই। আর আমরা তাহাদের পর এই দুনিয়াতে রহিয়া গিয়াছি। আমরা অনেক বেশী দুনিয়া লাভ করিয়াছি, যাহা দালান-কোঠা বানাইবার কাজে খরচ করা ব্যতীত আর কোথাও খরচ করার জায়গা দেখিতেছি না। অথচ একমাত্র দালানকোঠা বানানোর কাজে যাহা খরচ করিবে উহা ব্যতীত মুসলমানকে তাহার প্রত্যেক খরচের সওয়াব দেওয়া হইবে।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হিজরত করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদেরকে উহার আজর ও সওয়াব দান করিবেন। এখন আমাদের কতিপয় সঙ্গী এই দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহারা নিজেদের নেক আমল ও মেহনতের কোন বিনিময় দুনিয়াতে ভোগ করেন নাই। তন্মধ্যে একজন হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন এবং শুধু একটি চাদর রাখিয়া গিয়াছেন যাহা এত ছোট ছিল যে, উহা দ্বারা আমরা তাহার মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত আর পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে

বলিলেন, চাদর দ্বারা তাহার মাথা ঢাকিয়া দাও এবং পায়ের উপর ইযখির ঘাস রাখিয়া দাও। বর্তমানে আমাদের অনেক সঙ্গীর ফল পাকিয়া গিয়াছে। যাহা তাহারা আহরণ করিতেছে। (অর্থাৎ তাহারা দুনিয়ার অনেক মাল–দৌলত লাভ করিয়াছে।) (বোখারী)

দুনিয়ার প্রশস্ততার উপর হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর ভয় ও কান্না

বনু আব্স গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত সালমান (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। একবার তিনি কিসরার সেই ধনভাণ্ডারের কথা আলোচনা করিলেন, যাহা পারস্য বিজয়ের পর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে দান করিয়াছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, যিনি তোমাদের এই ধনভাণ্ডার দান করিয়াছেন এবং বিজয় দান করিয়াছেন তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় উহাকে রুখিয়া রাখিয়াছিলেন। সাহাবা (রাঃ) এমন অবস্থায় সকাল করিতেন যে, তাহাদের নিকট না দীনার হইত, না দেরহাম, আর না একমুদ (অর্থাৎ বার ছটাক) পরিমাণ খাওয়া দাওয়ার কোন জিনিস। হে বনু আবসের ভাই! তারপর এই বর্তমান অবস্থা হইল।

অতঃপর আমরা কয়েকটি শস্য মাড়াইয়ের স্থান অতিক্রম করিলাম যেখানে শস্য উড়াইয়া ভুষি আলাদা করা হইতেছিল। উহা দেখিয়া বলিলেন, যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এই সমস্ত কিছু দিয়াছেন এবং বিভিন্ন দেশের উপর বিজয় দান করিয়াছেন তিনি এই সমস্ত ধনভাণ্ডারকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সাহাবা (রাঃ) এমন অবস্থায় সকাল করিতেন যে, তাহাদের নিকট দীনার হইত না দেরহাম, আর না এক মুদ (বার ছটাক) পরিমাণ খাওয়া দাওয়ার জিনিস। তারপর হে বনু আবসের ভাই! বর্তমান সচ্ছলতার এই অবস্থা হইল।

বনু আবস গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমি একবার হযরত সালমান (রাঃ)এর সহিত দাজলা নদীর কিনার দিয়া যাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, হে বনু আবস গোত্রের ভাই! নামিয়া পানি পান কর। সুতরাং আমি নামিয়া পানি পান করিলাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই পান করার দ্বারা দাজলার পানিতে কোন কম হইয়াছে? আমি বলিলাম, আমার ধারণা মতে কোন কম হয় নাই। তিনি বলিলেন, এলেমও এইরকম, উহা হইতে যতই লইবে কম হইবে না। তারপর বলিলেন, আরোহণ কর। আমি আরোহণ করিলাম। অতঃপর আমরা গম ও যব মাড়াইয়ের জায়গার পাশ দিয়া অতিক্রম করিলাম। উহা দেখিয়া বলিলেন, তোমার কি মনে হয়, আল্লাহ তায়ালা যে সকল মালদৌলত আমাদেরকে দান করিয়াছেন তাহা তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের হইতে রুখিয়া রাখিয়াছিলেন, এরূপ কি এইজন্য করিয়াছেন যে, আমাদের সহিত আল্লাহ তায়ালা কল্যাণ চাহিতেছেন আর তাহাদের কে না দিয়া তাহাদের সহিত মন্দ চাহিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমি জানি না। তিনি বলিলেন, আমি জানি, আমাদের সহিত মন্দ চাহিতেছেন, আর তাহাদের সহিত কল্যাণ চাহিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কখনও তিনদিন একাধারে পেট ভরিয়া খান নাই।

আবু সুফিয়ান (রহঃ) নিজ ওস্তাদগণ হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) তাহাকে দেখিতে গেলেন। হযরত সালমান (রাঃ) (তাহাকে দেখিয়া) কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? আপনি (ইন্তেকালের পর) আপনার সঙ্গীদের সাক্ষাৎ লাভ করিবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হাউজে কাওসারে সাক্ষাৎ করিবেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত

সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছি, আর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহের কারণে, বরং এইজন্য কাঁদিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অসিয়ত করিয়াছিলেন, জীবন অতিবাহিত করার জন্য তোমাদের নিকট যেন এই পরিমাণ দুনিয়ার সামান থাকে, যে পরিমাণ একজন মুসাফিরের নিকট থাকে। (আমি সেই অসিয়ত অনুযায়ী আমল করিতে পারি নাই, কেননা) আমার চতুর্দিকে এই সমস্ত কালো সাপ রহিয়াছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার অনেক সামানপত্র রহিয়াছে) বর্ণনাকারী বলেন, সামানপত্র বলিতে তাহার নিকট একটি লোটা, কাপড় ধোয়ার একটি পাত্র ও এই ধরনের কয়েকটি জিনিসই ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমরা আপনার মৃত্যুর পর আমল করিতে পারি এমন কিছু নসীহত করুন। তিনি হযরত সা'দ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন বা কোন ফয়সালা করার ইচ্ছা করেন এবং কোন জিনিস নিজ হাতে বন্টন করার ইচ্ছা করেন তখন আপনার রববকে স্মরণ করিবেন। (অর্থাৎ যে কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন আল্লাহকে স্মরণ রাখিবেন, কেননা তাহার নিকট আপনাকে এই কাজের জবাবদিহি করিতে হইবে।)

হাকেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, সেই সময় তাহার নিকট মাত্র তিনটি পাত্র ছিল। একটি কাপড় ধোয়ার পাত্র ও একটি বড় বরতন ও একটি লোটা।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) অসুস্থ হইলে হযরত সা'দ (রাঃ) তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি দেখিলেন, হযরত সালমান (রাঃ) কাঁদিতেছেন। হযরত সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার ভাই! কেন কাঁদিতেছেন? আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ করেন নাই, আপনি এই এই সম্মান লাভ করেন নাই? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি মৃত্যুর ভয় বা আখেরাতকে অপছন্দ করি, এই দুইটির কোন একটির কারণে কাঁদিতেছি না বরং এইজন্য কাঁদিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে একটি অসিয়ত করিয়াছিলেন। আমার ধারণা হয় যে, আমি সেই অসিয়তকে পালন করিতে পারি নাই। হযরত সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আপনাকে কি অসিয়ত করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই অসিয়ত করিয়াছিলেন, একজন মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ দুনিয়া যেন তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। আমার মনে হয় আমি তাঁহার অসিয়তের সীমা লংঘন করিয়াছি। আর হে সা'দ! যখন তুমি কোন ফয়সালা কর, যখন তুমি বন্টন কর এবং কোন কাজের পরিপক্ক এরাদা কর তখন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিও। সাবেত (রাঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) (মৃত্যুর সময়) বিশ দেরহাম হইতে সামান্য কয়েক দেরহাম বেশী ও সামান্য কিছু খরচ যাহা তাহার নিকট ছিল রাখিয়া গিয়াছিলেন। (তারগীব)

আমের ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান আল-খায়ের (মদীনাতে প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের কারণে তাহার উপাধি ছিল আল-খায়ের) (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় লোকেরা তাহার মধ্যে একটু ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইয়া বলিল, হে আবু আব্দিল্লাহ, আপনি কেন ঘাবড়াইতেছেন? আপনি ইসলাম গ্রহণে অন্যান্যদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ভাল ভাল জেহাদে ও বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি এইজন্য ভয় পাইতেছি যে, আমাদের হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় আমাদিগকে এই অসিয়ত করিয়াছিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যেন একজন মুসাফিরের সামান পরিমাণ যথেষ্ট হয়। (আমি সেই অসিয়তকে পালন করিতে পারি নাই) এইজন্য ভয় পাইতেছি। সুতরাং হযরত সালমান (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর তাহার সামানপত্র একত্র করিয়া দেখা গেল, উহার মূল্য মাত্র পনের দেরহাম হইয়াছে।

আবু নুআঈম (রহঃ) আলী ইবনে বাযীমাহ (রহঃ) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সালমান (রাঃ)এর সামানপত্র মাত্র চৌদ্দ দেরহামে বিক্রয় হইয়াছে।

আবু হাশেম ইবনে ওতবা ইবনে রাবীআহ কোরাশী (রাঃ)এর ভয়

হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, হযরত আবু হাশেম ইবনে ওতবা (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহাকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন তিনি কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মামা, কেন কাঁদিতেছেন? কোন ব্যথা-বেদনার কারণে, না দুনিয়ার প্রতি আগ্রহের কারণে? তিনি বলিলেন, ইহার কোনটাই নয়, বরং এইজন্য কাঁদিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে একটি অসিয়ত করিয়াছিলেন আমরা উহা পালন করিতে পারি নাই। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অসিয়ত করিয়াছিলেন? হযরত আবু হাশেম (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যদি কাহারো মাল জমা করিতে হয় তবে একজন খাদেম ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট। আমি দেখিতেছি, আজ আমি উহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমা করিয়া রাখিয়াছি।

ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়াতে আছে, সামুরা ইবনে সাহ্মের কাওমের এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত আবু হাশেম ইবনে ওতবা (রাঃ)এর মেহমান হইলাম। এমন সময় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, সামুরা ইবনে সাহ্ম নিজে বলেন, আমি হযরত আবু হাশেম (রাঃ)এর মেহমান হইয়াছি, তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন। রাযীন হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হাশেম (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর তাহার

পরিত্যক্ত সামানের হিসাব করা হইলে দেখা গেল উহার মূল্য ত্রিশ দেরহাম হইয়াছে। এই সামানের মধ্যে সেই পেয়ালাও ছিল যাহাতে তিনি আটা মথিতেন এবং উহাতেই খাইতেন। (তারগীব)

দুনিয়ার প্রশস্ততার উপর হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর ভয় ও কান্না

আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের আযাদকৃত গোলাম আবু হাসানা মুসলিম ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিল তিনি কাঁদিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু ওবায়দা! আপনি কেন কাঁদিতেছেন? হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সমস্ত বিজয় ও গনীমতের মালের কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের দান করিবেন। উহাতে তিনি সিরিয়া বিজয়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আবু ওবায়দা! তুমি যদি সেই বিজয়ের সময় পর্যন্ত জীবিত থাক তবে তোমার জন্য তিনজন খাদেম যথেষ্ট—একজন তোমার দৈনিক খেদমতের জন্য, দ্বিতীয় জন তোমার সহিত সফর করার জন্য আর তৃতীয়জন তোমার পরিবারের খেদমতের জন্য, যে তাহাদের কাজকর্ম করিয়া দিবে।

আর তিনটি বাহন তোমার জন্য যথেষ্ট। একটি তোমার আরোহণের জন্য, দ্বিতীয়টি তোমার সামানপত্র বহনের জন্য এবং তৃতীয়টি তোমার গোলামের জন্য। এখন আমি দেখিতেছি আমার ঘর গোলামে পরিপূর্ণ, আর আমার আস্তাবল ঘোড়া ও অন্যান্য জানোয়ারে পরিপূর্ণ। আমি কোন্ মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিব, অথচ তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত তাকীদের সহিত এই অসিয়ত করিয়াছিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হইবে, যে আমার সহিত সেই অবস্থায়

মিলিত হইবে যেই অবস্থায় সে আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছিল। (অর্থাৎ আমার দুনিয়া হইতে বিদায়কালে যে অবস্থায় ছিল উহার উপর অবিচল রহিয়াছে।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের যুহুদ বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দুনিয়ার সহিত না জড়াইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করা

নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুহুদ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে নিজের এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি চাটাইয়ের উপর বসিয়াছিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, তাঁহার পরিধানে শুধু একটি লুঙ্গি, শরীরে আর কোন কাপড় নাই। এই কারণে তাঁহার শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। ঘরের কোণে এক মুষ্টি যব, যাহার পরিমাণ এক সা' (সাড়ে তিন সের) হইবে, আর কিছু পাতা যাহা চামড়া রঙাইবার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং একটি কাঁচা চামড়া ঝুলানো রহিয়াছে। (এই সামান্য কয়টি সামান দেখিয়া) আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! কেন কাঁদিতেছ? আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি কেন কাঁদিব না, অথচ আমি দেখিতেছি, আপনার শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া রহিয়াছে, আর ঘরের এই সামান্য সামানপত্র যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি। অপরদিকে কিসরা–কাইসার ফল–ফলাদি ও নদ–নদী (ও দুনিয়ার প্রাচুর্যে)র মধ্যে রহিয়াছে, আর আপনি আল্লাহর

নবী ও তাহার প্রিয় বান্দা হইয়া আপনার এই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি কি ইহার উপর সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য আখেরাত হউক, আর তাহাদের জন্য দুনিয়া?

হাকেম (রহঃ) এই রেওয়ায়াতকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি অনুমতি লইয়া উপর তলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুইয়া আছেন। তাঁহার শরীরের কিছু অংশ মাটির উপর রহিয়াছে। মাথার নিচে খেজুরের ছালভরা একটি বালিশ। তাহার মাথার নিকট একটি কাঁচা চামড়া ঝুলানো রহিয়াছে এবং ঘরের এক কোণে কিছু পাতা যাহা চামড়া পাকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। আমি তাঁহাকে সালাম করিয়া বসিয়া গেলাম এবং আরজ করিলাম, আপনি আল্লাহর নবী এবং তাঁহার খাস বান্দা (আর আপনার অবস্থা এই) অথচ (পারস্য ও রোম সম্রাট) কিসরা ও কাইসার স্বর্ণের পালংক ও রেশমের বিছানার উপর বসিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদিগকে দুনিয়ার ভাল ভাল জিনিস দুনিয়াতেই দেওয়া হইয়াছে, আর এই দুনিয়া অতি দ্রুত শেষ হইয়া যাইবে। আর আমাদের ভাল ভাল জিনিস আমাদিগকে আখেরাতে দেওয়া হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া দেখিলেন, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর শুইয়া আছেন, আর তাঁহার পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি একটু নরম বিছানা গ্রহণ করিতেন তবে ভাল হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার এই দুনিয়ার সহিত কি সম্পর্ক? আমার ও এই দুনিয়ার উদাহরণ সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে কঠিন গরমের মধ্যে চলিতে চলিতে একটি গাছের

—১৭

ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য আরাম করিল, তারপর সেই গাছ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন আনসারী মহিলা আমার ঘরে আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা মোবারক দেখিল যে, একটি চাদর দুই ভাঁজ করিয়া বিছানো রহিয়াছে। (তারপর সে চলিয়া গেল এবং) আমার নিকট পশম ভরা একটি তোষক পাঠাইয়া দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার নিকট আসিলেন তখন তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! ইহা কি? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক আনসারী মহিলা আমার নিকট আসিয়াছিল। সে আপনার বিছানা দেখিয়া যাইয়া আমার নিকট এই বিছানা পাঠাইয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা, ইহা ফেরত দিয়া দাও। আল্লাহর কসম, আমি যদি চাহিতাম তবে আল্লাহ তায়ালা আমার সহিত সোনা-রূপার পাহাড় চালাইয়া দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমের কাপড় পরিধান করিয়াছেন এবং তালিযুক্ত জুতা ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশে' খানা খাইয়াছেন এবং মোটা চটের বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। বর্ণনাকারী হযরত হাসান (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, বাশে' খানার কি অর্থ? তিনি বলিয়াছেন, অর্থাৎ মোটা পিষা যব, (এর রুটি) যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির ঢোক ব্যতীত গিলিতে পারিতেন না।

হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলেন, আমি আটা চালিয়া উহা দ্বারা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি চাপতি রুটি তৈয়ার করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? আমি বলিলাম, ইহা এক প্রকার খাদ্য যাহা আমরা আমাদের দেশে (হাবশাতে) তৈয়ার করিয়া থাকি। আমার ইচ্ছা হইল, উহা দ্বারা আপনার জন্য একটি রুটি তৈয়ার করি। নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ভুসিকে আটার সহিত মিলাইয়া খামির কর। (তারপর উহা দ্বারা আমার জন্য রুটি তৈয়ার কর।)

হযরত আবু রাফে' (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি আমাদের জন্য সেই খাবার তৈয়ার করুন যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করিতেন। আমি বলিলাম, হে আমার ছেলেরা! আমি তৈয়ার করিয়া দিতে পারি কিন্তু আজ তোমাদের নিকট উহা ভাল লাগিবে না। (তদুপরি তোমাদের যখন ইচ্ছা আমি তৈয়ার করিয়া দিব,) অতএব আমি উঠিয়া যব লইয়া উহা পিষিলাম। তারপর ফু দিয়া উহার উপর হইতে বড় বড় ছিলকাগুলি উড়াইয়া দিলাম। অতঃপর উহা দ্বারা একটি রুটি তৈয়ার করিলাম এবং উহার উপর তৈল লাগাইয়া গোল মরিচের গুড়া ছিটাইয়া দিলাম। সেই রুটি তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খানা পছন্দ করিতেন।

হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাহির হইলাম। তিনি আনসারদের এক বাগানে গেলেন এবং জমিনের উপর হইতে খেজুর কুড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন, হে ইবনে ওমর! কি ব্যাপার, তুমি খাও না? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই খেজুর খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। তিনি বলিলেন, আমার কিন্তু খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কেননা, আজ এই চতুর্থ সকাল পর্যন্ত আমি কিছু খাই

নাই। আমি যদি চাহিতাম তবে আমার রবের নিকট দোয়া করিলে তিনি আমাকে কিসরা ও কাইসারের ন্যায় রাজত্ব দান করিতেন। হে ইবনে ওমর, তোমার সেই সময় কি অবস্থা হইবে যখন তুমি এমন লোকদের মধ্যে জীবিত থাকিবে যাহারা এক বৎসরের রুজি জমা করিয়া রাখিবে এবং এয়াকীন (অর্থাৎ আল্লাহর উপর বিশ্বাস) দুর্বল হইয়া যাইবে? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা তখনও সেখানেই ছিলাম এমতাবস্থায় এই আয়াত নাযিল হইল--

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۔

অর্থ ঃ আর অনেক প্রাণী এমন রহিয়াছে, যাহারা আপন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে না, আল্লাহই তাহাদের জীবিকা পৌঁছাইয়া থাকেন এবং তোমাদিগকেও এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে না দুনিয়া জমা করার আর না খাহেশাতের পিছনে চলার হুকুম দিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই মনে করিয়া দুনিয়া জমা করে যে, বাকী জীবনে কাজে আসিবে তাহার জানা থাকা উচিত যে, জীবন আল্লাহর হাতে (কত দিন বাকী আছে তাহার জানা নাই)। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি দীনার ও দেরহাম জমা করি না, এবং আগামীকালের জন্যও কোন রুজি গোপন করিয়া রাখি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়ালা আনা হইল যাহাতে দুধ ও মধু ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পানীয় দুই জিনিসকে এক করা হইয়াছে, আর এক পেয়ালায় দুই তরকারী! (অর্থাৎ দুধ ও মধু দুইটি পান করার জিনিস, আবার উভয়টা তরকারী হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হইতে পারে।) আমার ইহার প্রয়োজন নাই। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি বলি না, ইহা হারাম, তবে আমি চাই না যে,

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস (ব্যবহার করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি তো আল্লাহ তায়ালার জন্য বিনয় অবলম্বন করিব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য বিনয় অবলম্বন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উন্নত করিবেন। আর যে ব্যক্তি অহংকার করিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে অবনত করিবেন। যে ব্যক্তি (খরচে) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে ধনী করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে ভালবাসিবেন। (তারগীব)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পান করার জন্য পানি চাহিলেন। তাহার সম্মুখে মধুমিশ্রিত পানি পেশ করা হইল। তিনি উহা হাতে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এবং হেচকি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা মনে করিলাম, তাহার কোন অসুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ভয়ের কারণে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলাম না। তিনি যখন শান্ত হইলেন তখন আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি কেন এত কাঁদিলেন? তিনি বলিলেন, (মধুমিশ্রিত পানি দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল।) একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় দেখিলাম, তিনি কোন জিনিস নিজের নিকট হইতে দূরে সরাইতেছেন, অথচ আমি কিছুই দেখিতেছিলাম না। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি জিনিস দূরে সরাইতেছেন, আমি তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না? তিনি বলিলেন, দুনিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলে আমি উহাকে বলিলাম, দূর হইয়া যা। দুনিয়া বলিল, (আমি জানি,) 'আপনি আমাকে গ্রহণ করিবেন না।'

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, (এই ঘটনা স্মরণ হওয়ার

কারণে) মধুমিশ্রিত পানি পান করা আমার জন্য দুষ্কর হইয়া গেল এবং আমার ভয় হইল, এই পানি পান করিয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ হইতে সরিয়া না যাই, আর দুনিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া না ধরে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) পান করার জন্য পানি চাহিলে তাহার নিকট একটি পাত্র আনা হইল যাহাতে মধুমিশ্রিত পানি ছিল। যখন উহাকে মুখের নিকট নিলেন তখন কাঁদিয়া উঠিলেন এবং এত কাঁদিলেন যে, আশেপাশের লোকেরাও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তিনি তো কান্না থামাইলেন কিন্তু লোকেরা কান্না থামাইতে পারিতেছিল না। পুনরায় যখন উহা মুখের নিকট নিলেন তখন আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং এত কাঁদিলেন যে, কেহ তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। তারপর যখন তিনি শান্ত হইলেন তখন নিজের মুখমণ্ডল মুছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন এত কাঁদিলেন? তিনি উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় ঘটনা উল্লেখ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াকে সরাইয়া দেওয়ার পর দুনিয়া একদিকে সরিয়া যাইয়া বলিল, আল্লাহর কসম, আপনি যদিও আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তবে আপনার পরবর্তী লোকেরা আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। (কানয)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইন্তেকালের সময় কোন দীনার ও দেরহাম রাখিয়া যান নাই, বরং তিনি ইন্তেকালের পূর্বেই তাহার সমস্ত মাল বাইতুল মালে জমা করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর নিজের সমস্ত মাল বাইতুল মালে জমা করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, আমি এই মাল দ্বারা ব্যবসা করিতাম এবং রুজি রোজগার করিতাম, এখন মুসলমানদের খলীফা হওয়ার দরুন ব্যবসা ও

রুজি রোজগারের সময় রহে নাই।

হযরত আতা ইবনে সায়ের (রহঃ) বলেন, মুসলমানরা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে (খেলাফতের) বাইআত হইয়া গেলেন তখন তিনি অভ্যাস অনুযায়ী সকালবেলা বাহুর উপর চাদর লইয়া বাজারের দিকে চলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন? বলিলেন, বাজারে যাইতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, আপনার উপর মুসলমানদের খেলাফতের জিম্মাদারী আসিয়া গিয়াছে, উহার কি ব্যবস্থা করিবেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তবে পরিবার-পরিজনকে কোথা হইতে খাওয়াইব? হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর নিকট চলুন, তিনি আপনার জন্য কিছু নির্ধারণ করিয়া দিবেন। সুতরাং উভয়ে তাহার নিকট গেলেন। তিনি একজন মুহাজির মধ্যমভাবে যাহা পায় উহা হইতে না কম, না বেশী, নির্ধারণ করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত শীতের মৌসুমে একজোড়া কাপড় ও গরমের মৌসুমে এক জোড়া কাপড় সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। তবে শর্ত হইল, পুরানো কাপড় ফেরত দিলে নতুন পাইবেন। আর দৈনিক অর্ধেক বকরী পাইবেন, যাহাতে মাথা কলিজি ও দিল-গুর্দা ইত্যাদি থাকিবে না।

হুমাইদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার জন্য এই পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দাও যাহা তাহার জন্য যথেষ্ট হয়। সাব্যস্তকারীগণ বলিলেন, হাঁ, এক—তিনি পরিধানের জন্য (বাইতুল মাল হইতে) দুইখানি চাদর পাইবেন। উহা পুরাতন হইয়া গেলে ফেরত দিয়া একই ধরনের নতুন দুইখানি লইবেন। দুই—সফরের জন্য সওয়ারী পাইবেন। তিন—খলীফা হওয়ার পূর্বে তিনি নিজ পরিবারকে যে পরিমাণ খরচ দিতেন সেই পরিমাণ পাইবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার উপর সন্তুষ্ট আছি।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জন্য নির্ধারিত ভাতার উপর চলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি সেই পরিমাণই লইতেছিলেন, কিন্তু উহা তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা কম ছিল বিধায় তাহার চলিতে কষ্ট হইতেছিল। মুহাজিরীনদের এক জামাত যাহাতে হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা এক জায়গায় সমবেত হইলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, যদি আমরা হযরত ওমর (রাঃ)কে বলি যে, আমরা আপনার ভাতা বাড়াইতে চাই তবে কেমন হয়? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমরা তো আগে হইতেই ইহা চাহিতেছি। চলুন, তাহার নিকট যাই। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ইনি হযরত ওমর, আমাদেরকে প্রথম কাহারো মাধ্যমে তাহার অভিমত জানিয়া লওয়া উচিত। আর আমার রায় হইল, আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট যাই এবং তাহার মাধ্যমে হযরত ওমর (রাঃ)এর অভিমত জানিয়া লই। আর আমরা তাহাকে বলিয়া দিব যে, তিনি যেন আমাদের নাম না জানেন।

অতএব তাহারা হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আপনি এক জামাতের পক্ষ হইতে হযরত ওমর (রাঃ)কে এই কথাগুলি বলিবেন। তাহাকে কাহারো নাম বলিবেন না। অবশ্য তিনি যদি এই কথা গ্রহণ করেন তবে নাম বলার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। এই বলিয়া তাহারা হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। তারপর হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং নাম উল্লেখ না করিয়া কথাগুলি পেশ করিলেন। শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর চেহারায় রাগের ভাব ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এই সমস্ত কথা কাহারা বলিয়াছে? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, প্রথমে আপনার রায় জানিয়া লই, তারপর তাহাদের

নাম বলিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি তাহাদের নাম জানিতে পারিতাম তবে তাহাদেরকে এমন শাস্তি দিতাম যে, তাহাদের চেহারায় উহার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত। তুমি যেহেতু আমার ও তাহাদের মধ্যে মাধ্যম হইয়াছ সেহেতু আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি বল, তোমার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম পোশাক কি ছিল? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, গেরুয়া রঙের দুইটি কাপড় ছিল যাহা তিনি কোন প্রতিনিধিদল আসিলে অথবা জুমুআর দিন খোতবার সময় পরিধান করিতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট সর্বোন্নত খানা কি খাইয়াছেন? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, আমরা একবার যবের একটি রুটি তৈয়ার করিয়াছিলাম, সেই গরম রুটির উপর ঘিয়ের ডিব্বার তলানী মাখাইয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা নরম ও তৈলাক্ত হইয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রুটি অত্যন্ত স্বাদ করিয়া খাইলেন এবং তাহার নিকট উহা খুবই পছন্দনীয় হইয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সর্বাপেক্ষা নরম বিছানা কি ছিল? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, আমাদের নিকট একটি মোটা কাপড় ছিল। গরমের সময় উহা চার ভাঁজ করিয়া বিছাইতাম, আর শীতের সময় অর্ধেক বিছাইতাম ও অর্ধেক গায়ে দিতাম।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে হাফসা! তুমি তাহাদের নিকট এই কথা পৌঁছাইয়া দিও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বিষয়ে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া চলিয়াছেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসকে তাহার উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছেন। (অর্থাৎ খরচ করিয়াছেন।) অতি অল্পের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আমিও প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছি। আল্লাহর কসম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসকে উহার উপযুক্ত স্থানে

খরচ করিব এবং অতি অল্পের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব। আমার ও আমার দুই সঙ্গীর উদাহরণ সেই তিন ব্যক্তির ন্যায় যাহারা একই পথে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে প্রথম ব্যক্তি নিজ পাথেয় লইয়া চলিয়াছে এবং আপন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া গিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই প্রথম ব্যক্তির অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহার পথে চলিয়া সেও একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তারপর তৃতীয় ব্যক্তিও সেই প্রথম ব্যক্তির অনুসরণ করিয়াছে। যদি সে নিজেকে তাহাদের পথের উপর মজবুত রাখে এবং তাহাদের ন্যায় পাথেয়কে পছন্দ করে তবে তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইবে এবং তাহাদের সহিত থাকিবে। আর যদি সে তাহাদের পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরে তবে তাহাদের সহিত কখনও মিলিত হইতে পারিবে না।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আমি বসরার জামে মসজিদে একটি মজলিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে যে চারিত্রিক গুণাবলী ও ইসলামী ও দ্বীনী সম্মান দান করিয়াছিলেন উহার আলোচনা করিতেছেন। আমি তাহাদের আরো নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস তামীমী (রাঃ)ও তাহাদের মধ্যে বসিয়া আছেন। আমি তাহাকে (নিজের ঘটনা) বলিতে শুনিলাম যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদেরকে এক জামাতের সহিত ইরাক পাঠাইলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইরাক ও পারস্যের বিভিন্ন শহরের উপর বিজয় দান করিলেন। এই সমস্ত এলাকায় আমরা পারস্য ও খোরাসানের তৈরী সাদা কাপড় পাইয়া উহা সঙ্গে লইলাম এবং পরিধান করিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা যখন (মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম এবং) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম তখন তিনি আমাদের দিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন এবং আমাদের সহিত কোন কথা বলিলেন না। আমাদের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল

সাহাবা (রাঃ) ছিলেন তাহার হযরত ওমর (রাঃ)এর এই ব্যবহারে অত্যন্ত পেরেশান হইলেন। আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর এই রুক্ষ আচরণের কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন তোমাদের সহিত এই রুক্ষ আচরণ এইজন্য করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদের পরিধানে এমন পোশাক দেখিয়াছেন যাহা তিনি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিধান করিতে দেখিয়াছেন, আর না তাঁহার পর তাঁহার খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে পরিধান করিতে দেখিয়াছেন। এই কথা শুনামাত্র আমরা নিজ নিজ ঘরে যাইয়া সেই কাপড় খুলিয়া ফেলিলাম এবং পূর্বে হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে আমরা যে কাপড় পরিধান করিতাম সেই কাপড় পরিধান করিয়া তাঁহার নিকট হাজির হইলাম। এইবার তিনি আমাদেরকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এমনভাবে একে একে সকলকে সালাম করিলেন ও গলাগলি করিলেন যেন ইতিপূর্বে তিনি আমাদেরকে দেখেনই নাই।

তারপর আমরা তাঁহার নিকট গনীমতের মাল পেশ করিলাম যাহা তিনি আমাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর গনীমতের মাল হইতে খেজুর ও ঘি দ্বারা প্রস্তুত লাল ও হলুদ রঙের একপ্রকার হালুয়া তাহার সম্মুখে পেশ করা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) সেই হালুয়া চাখিয়া দেখিলেন, অত্যন্ত সুস্বাদু ও খুশবুদার। তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে মুহাজির ও আনসারদের জামাত! আমি দেখিতে পাইতেছি, এই খানার জন্য তোমাদের মধ্যে ছেলে বাপকে ও ভাই ভাইকে কতল করিবে। অতঃপর তিনি উহা বন্টন করিয়া দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং উহা সেই সকল মুহাজির ও আনসারদের সন্তানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শহীদ হইয়াছিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া ফিরিয়া চলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাহাবারা (রাঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে মুহাজির ও আনসারদের জামাত! তোমরা কি এই ব্যক্তির দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও তাহার বাহ্যিক অবস্থা দেখিতেছ না? আমরা তাঁহার কারণে লজ্জিত হইতেছি। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার দ্বারা কিসরা ও কাইসারের রাজত্ব ও পূর্ব পশ্চিমের বহু এলাকার উপর বিজয় দান করিয়াছেন। আরব ও অনারব প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া থাকে। তাহারা আসিয়া তাহার গায়ে এই জুব্বা দেখিতে পায় যাহাতে তিনি বারটি তালি লাগাইয়া রাখিয়াছেন। অতএব, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের জামাত! আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম। আপনারা যদি তাহার নিকট এই দাবী জানান যে, তিনি এই জুব্বার পরিবর্তে একটু নরম কাপড়ের জুব্বা পরিধান করেন যাহা দেখিয়া লোকদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয় এবং সকাল বিকাল দুই বেলা তাহার সম্মুখে বড় বড় পেয়ালায় খানা রাখা হয় যাহা হইতে তিনি নিজেও খান ও উপস্থিত মুহাজির ও আনসারদেরকেও খাওয়ান তবে খুব ভাল হয়।

সকলে বলিল, হযরত ওমর (রাঃ)কে এই কথা একমাত্র হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলিতে পারেন। কারণ হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে একমাত্র তিনিই কথা বলার সাহস রাখেন, উপরন্তু তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর শ্বশুর। অথবা হযরত ওমর (রাঃ)এর কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ) বলিতে পারেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, আর এই সম্পর্কের দরুন হযরত ওমর (রাঃ) তাহার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন।

অতএব তাহারা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত এই ব্যাপারে কথা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে এই কথা বলিতে পারিব না। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের নিকট যাও। তাহারা সমস্ত মুসলমানদের মা।

তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে সাহস দেখাইতে পারেন। সুতরাং একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) একত্রে বসিয়াছিলেন এমন সময় তাহারা যাইয়া উভয়কে তাহাদের কথা আরজ করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহার নিকট এই কথা পেশ করিব, হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না, তবে আপনি বলিয়া দেখিতে পারেন, আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

সুতরাং তাহারা উভয়ে আমীরুল মুমিনীনের নিকট গেলেন। তিনি তাহাদের উভয়কে নিজের নিকটে বসাইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! অনুমতি হইলে কিছু কথা আরজ করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন, অবশ্যই বলুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পথে চলিতে রহিয়াছেন অবশেষে আল্লাহ তায়ালার জান্নাত ও তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জন করিয়াছেন। তিনি না দুনিয়া হাসিল করিতে চাহিয়াছেন, আর না দুনিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পথে চলিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সুন্নাতকে জিন্দা করিয়াছেন, মিথ্যাবাদীদের খতম করিয়াছেন, বাতিলপন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়াছেন, প্রজাদের মধ্যে ইনসাফ করিয়াছেন, সমানভাবে মাল বন্টন করিয়াছেন এবং সমগ্র মাখলুকের রবকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজ রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীদের (অর্থাৎ নবীদের জামাতের) নিকট আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন। না তিনি দুনিয়া হাসিল করিতে চাহিয়াছেন, আর না দুনিয়া তাহার নিকট আসিয়াছে। এখন আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা কিসরা ও কায়সারের ধনভাণ্ডার ও তাহাদের রাজত্বের উপর বিজয় দান করিয়াছেন। তাহাদের ধনভাণ্ডার আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পশ্চিমের শেষ কিনারা পর্যন্ত আপনার অধীনস্ত হইয়া

গিয়াছে। বরং আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট আশা করি যে, তিনি এই বিজয়ের ধারাকে আরো বর্ধিত করিবেন এবং ইসলামকে আরো মজবুত করিবেন। বর্তমানে অনারব বাদশাহদের দূতগণ ও আরবদের প্রতিনিধি দল আপনার নিকট আগমন করিয়া থাকে, অথচ আপনি এই জুব্বা পরিধান করিয়া আছেন যাহাতে বারটি তালি লাগাইয়া রাখিয়াছেন। আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে এই জুব্বার পরিবর্তে একটি নরম কাপড়ের উত্তম জুব্বা পরিধান করুন, যাহা দেখিয়া মানুষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয় এবং সকাল-বিকাল আপনার সম্মুখে বড় বড় (খানার) পেয়ালা রাখা হউক যাহা হইতে আপনি নিজেও খান এবং উপস্থিত মুহাজির ও আনসারদেরকেও খাওয়ান।

হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত কথা শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের কি জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে দশদিন বা পাঁচ দিন বা তিন দিন গমের রুটি দ্বারা পেট ভরিয়া খাইয়াছেন অথবা কোনদিন দুপুরেও খানা খাইয়াছেন এবং রাত্রেও খাইয়াছেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, না। তারপর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে জমিন হইতে এক বিঘত উঁচা দস্তরখানার উপর কখনও খানা রাখা হইয়াছে? বরং তাঁহার আদেশে জমিনের উপর খানা রাখা হইত এবং খাওয়ার পর দস্তরখানা উঠাইয়া লওয়া হইত। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) উভয়ে বলিলেন, হাঁ, এরূপই করা হইত।

পুনরায় হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উভয়কে বলিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী এবং সমস্ত মুসলমানদের মা। তোমাদের উভয়ের সমস্ত মুসলমানদের উপর সাধারণভাবে ও আমার উপর বিশেষভাবে হক রহিয়াছে। তোমরা

আমাকে দুনিয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিতে আসিয়াছ? অথচ আমি ভাল করিয়া জানি যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমের জুব্বা পরিধান করিয়াছিলেন। শক্ত ও খসখসে হওয়ার দরুন উহার ঘষায় শরীরে চুলকানী হইয়া গিয়াছিল। তোমাদেরও কি ইহা জানা আছে? উভয়ে বলিলেন, হাঁ, জানা আছে। পুনরায় বলিলেন, তোমাদের কি জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একভাঁজ করা একটি আবার উপর শয়ন করিতেন? হে আয়েশা! তোমার ঘরে একটি চট ছিল, যাহা দিনের বেলায় বসিবার জন্য বিছানো হইত আর রাত্রে বিছানা হিসাবে ব্যবহার হইত। আর আমরা তাহার ঘরে যাইয়া শরীরে সেই চটের দাগ দেখিতে পাইতাম। আর হে হাফসা! শুন, তুমিই আমার নিকট একবার বর্ণনা করিয়াছিলে যে, তুমি এক রাত্রে তাঁহার বিছানা দুই ভাঁজ করিয়া বিছাইয়াছিলে। তাঁহার নিকট বিছানা নরম অনুভব হইল এবং তিনি উহাতে শয়ন করিলেন। যদ্দরুন তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)এর আযান পর্যন্ত জাগ্রত হইতে পারেন নাই। তখন তিনি তোমাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি কি করিয়াছ?' আজ রাত্রে তুমি বিছানা দুই ভাঁজ করিয়া দিয়াছিলে, যদ্দরুন আমি সুবহে সাদেক পর্যন্ত ঘুমাইয়া রহিয়াছি। আমার দুনিয়ার (আরাম আয়েশের) সহিত কি সম্পর্ক? তোমরা আমাকে নরম বিছানায় মশগুল করিয়া দিয়াছ।'

হে হাফসা! তোমার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্র পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল? এতদসত্ত্বেও তিনি সারাদিন ক্ষুধার্ত কাটাইতেন, রাত্রের অধিকাংশ সময় সেজদায় পড়িয়া থাকিতেন এবং সারাজীবন এইভাবে রুকু ও সেজদায় পড়িয়া কান্নাকাটি করিয়া কাটাইয়াছেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আপন রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ওমর কখনও ভাল খানা খাইবে না, কখনও নরম কাপড় পরিধান করিবে না, সে তো আপন উভয় সঙ্গীর অনুসরণ করিবে এবং

কখনও দুই তরকারী একবেলায় খাইবে না, তবে লবণ ও তৈল ও দুই তরকারী, এই দুই জিনিস অবশ্য এক বেলায় খাইবে। মাসে শুধু একদিন গোশত খাইবে যাহাতে সাধারণ মানুষের ন্যায় তাহার মাস অতিবাহিত হয়। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহার সমস্ত কথা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের জানাইয়া দিলেন। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) তাহার খাওয়া দাওয়া কাপড় চোপড় ইত্যাদির মান পরিবর্তন করিলেন না,এবং এই অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হইলেন। (মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল)

ইকরামা ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত ইবনে মুতী' (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি যদি একটু ভাল খাবার খান তবে হক কাজ করিতে বেশী শক্তি পাইবেন। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, আমি জানি তোমরা প্রত্যেকেই আমার মঙ্গলকামী, কিন্তু আমি আমার দুই সঙ্গী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এক পথে চলন্ত অবস্থায় বিদায় দিয়াছি। অতএব যদি আমি তাহাদের পথ পরিত্যাগ করি তবে গন্তব্যস্থলে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না। অর্থাৎ তাহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব না।

হযরত আবু উমামাহ ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বহুদিন পর্যন্ত বাইতুল মাল হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই (এবং মুসলমানদের খেলাফতের কাজে মশগুল থাকার দরুন ব্যবসা ইত্যাদি করারও সুযোগ পান নাই)। এই কারণে তাহার অভাব অনটন দেখা দিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকে ডাকিয়া পরামর্শ চাহিলেন যে, আমি খেলাফতের কাজে মশগুল হওয়ার দরুন ব্যবসা ইত্যাদি করিবার সময় পাইতেছি না অতএব আমার জন্য মুসলমানদের বাইতুল মাল হইতে কি পরিমাণ লওয়া ঠিক হইবে? হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, বাইতুল মাল

হইতে আপনি নিজেও খান এবং অন্যান্যদেরকেও খাওয়ান। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাঃ)ও একই কথা বলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে তোমার কি রায়? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আপনি দুপুরের ও রাত্রের দুই বেলার খানা লইতে পারেন। সুতরাং তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিতেন, আমি যদি চাহিতাম তবে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম খানা খাইতে পারিতাম এবং তোমাদের অপেক্ষা নরম কাপড় পরিধান করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি আমার নেক কাজের বিনিময় এখানে লইতে চাহি না, বরং আখেরাতে লইতে চাই। আর আমাদের নিকট ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন সিরিয়ায় আসিলেন তখন তাহার জন্য এমন উন্নতমানের খানা তৈয়ার করা হইল যাহা তিনি ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নাই। উক্ত খানা দেখিয়া তিনি বলিলেন, আমরা তো এই ধরনের খানা পাইলাম, কিন্তু সেই সকল গরীব মুসলমানগণ যাহারা এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে যে, যবের রুটি দ্বারাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, তাহারা কি পাইবে? হযরত ওমর ইবনে ওলীদ (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, তাহারা জান্নাত পাইবে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল এবং বলিলেন, যদি আমাদের ভাগে দুনিয়ার এই মালমাত্তা হইয়া থাকে আর তাহারা জান্নাত লাভ করে তবে তো তাহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে। এবং আমাদের ও তাহাদের মধ্যে অনেক বিরাট পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। (মুন্তাখাব)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নিজ ঘরে আপন দস্তরখানায় খানা খাইতেছিলাম। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন। আমি তাহার জন্য মজলিসের শীর্ষস্থান খালি করিয়া দিলাম। তারপর তিনি বিসমিল্লাহ বলিয়া হাত বাড়াইলেন এবং এক লোকমা

—১৮

উঠাইলেন, তারপর দ্বিতীয় লোকমা মুখে দিয়া বলিলেন, এই সালনের মধ্যে গোশতের চর্বি ব্যতীত আলাদা তৈল ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন! আমি আজ (দুই দেরহাম লইয়া) বাজারে গিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, উন্নতমানের চর্বিযুক্ত গোশত খরিদ করিব, কিন্তু উহা অনেক দামী দেখিয়া এক দেরহামের দুর্বল জানোয়ারের নিম্নমানের গোশত খরিদ করিয়াছি এবং এক দেরহামের ঘি খরিদ করিয়া উহার মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছি। (আমি অতিরিক্ত খরচ করি নাই।) ভাবিলাম এইভাবে পরিবারের প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি করিয়া হাড্ডি পাইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখনই গোশত ও ঘি উভয়টা আসিত তখন তিনি একটি খাইতেন ও অপরটি সদকা করিয়া দিতেন। (অতএব আমিও এই সালন খাইব না, কেননা এখানে গোশত ও ঘি উভয়টা একত্র করা হইয়াছে।) আমি আরজ করিলাম, আমীরুল মুমিনীন! এখন আপনি এই সালন খান, আগামীতে এই দুই জিনিস একত্র হইলে আমি এরূপই করিব। (অর্থাৎ একটি খাইব, আর অপরটি সদকা করিয়া দিব।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কখনও এই সালন খাইব না। (কান্‌য)

আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট গেলেন। তিনি তাঁহার সম্মুখে ঠাণ্ডা সুরুয়া ও রুটি পেশ করিলেন এবং সুরুয়ার উপর একটু তৈল ঢালিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এক পাত্রে দুই সালন! আমি মৃত্যু পর্যন্ত এই সালন চাখিব না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত আমলে তাহার নিয়মিত অভ্যাস দেখিয়াছি যে, তাহার সম্মুখে এক সা' (অর্থাৎ সাড়ে তিন সের পরিমাণ) খেজুর রাখা হইত। তিনি উহা হইতে খাইতে থাকিতেন এমনকি নষ্ট খেজুরগুলিও খাইয়া ফেলিতেন।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি কয়েকবার হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট রাত্রের খানা খাইয়াছি। তিনি রুটি ও গোশত খাইতেন এবং খাওয়া শেষে পায়ের উপর হাত মুছিয়া লইতেন এবং বলিতেন, ইহা ওমর ও ওমরের পরিবারের হাত মুছার রুমাল বা তোয়ালে।

হযরত সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত জারুদ (রাঃ) একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘরে খানা খাইলেন। খাওয়া শেষে হাত মুছার জন্য হযরত জারুদ (রাঃ) বলিলেন, হে বাঁদী, তোয়ালে লইয়া আস। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপন পাছার উপর হাত মুছিয়া লও।

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, ইরাক হইতে কিছু লোক হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল। (হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদেরকে খানা খাওয়াইলেন এবং) তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, তাহারা খানা কম খাইয়াছে। (তাহারা যেহেতু উন্নতমানের খাবার খাইতে অভ্যস্ত ছিল, আর হযরত ওমর (রাঃ)এর খাবার ছিল সাধারণ সেহেতু তাহারা কম খাইয়াছিল।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইরাকবাসী! আমি ইচ্ছা করিলে আমার জন্যও উন্নতমানের খাবার তৈয়ার হইতে পারিত যেমন তোমাদের জন্য তৈয়ার করা হয়। কিন্তু আমরা দুনিয়ার জিনিস কম হইতে কম ব্যবহার করিতে চাই, যাহাতে আমরা আখেরাতে আমাদের নেক আমলের বদলা বেশী হইতে বেশী লাভ করিতে পারি। তোমরা কি শুন নাই, আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে এক জাতি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তাহাদেরকে কেয়ামতের দিন বলা হইবে—

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করিয়াছ।

হাবীব ইবনে আবি সাবেত (রহঃ) নিজের এক সঙ্গী হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ইরাক হইতে কতিপয় লোক আসিল। তাহাদের মধ্যে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)ও ছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের জন্য একটি বড় পেয়ালা আনিলেন। যাহাতে রুটি ও তৈল ছিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, খাও। তাহারা সামান্য খাইল। হযরত ওমর (রাঃ) (বুঝিতে পারিলেন, এই সাধারণ খানা তাহাদের পছন্দ হয় নাই। সুতরাং তিনি) বলিলেন, তোমরা যাহা করিতেছ তাহা আমি দেখিতেছি। তোমরা কি চাও? তোমরা তো ইহাই চাও যে, রং বেরঙের টক মিষ্টি ও গরম ঠাণ্ডা খানা হয়। আর উহা দ্বারা পেট ভর্তি করা হয়। (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হুমায়েদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, হযরত হাফস ইবনে আবিল আস (রাঃ) খাওয়ার সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাহার খানা তিনি খান নাই। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের খানা কেন খাও না? হযরত হাফস (রাঃ) বলিলেন, আপনার খানা অত্যন্ত শক্ত ও মোটা। (আমি উহা খাইতে পারি না) আমার জন্য উন্নতমানের নরম খানা তৈয়ার করা হইয়াছে। আমি (ঘরে) ফিরিয়া সেই খানা খাইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি মনে কর, আমার এই ক্ষমতা নাই যে, আমি আমার লোকদেরকে হুকুম করি যে, একটি আস্ত বকরীর পশম পরিষ্কার করিয়া উহা ভুনিয়া লয়, আর আটাকে কাপড়ে চালিয়া উহা দ্বারা চাপাতি তৈয়ার করে, আর এক সা' (সাড়ে তিন সের পরিমাণ) কিসমিস বড় বালতিতে রাখিয়া উহার উপর পানি ঢালিয়া দেয় যাহাতে হরিণের রক্তের ন্যায় লাল রঙের শরবত তৈয়ার হইয়া যায়? হযরত হাফস (রাঃ) বলিলেন, আপনার এই সমস্ত কথা শুনিয়া তো মনে হয়, উন্নতমানের জীবন পদ্ধতি ও বিভিন্ন রকমের ভাল ভাল খানাপিনা সম্পর্কে আপনি ভালই জ্ঞান রাখেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি জানি, কিন্তু সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি কেয়ামতের দিন আমি আমার নেক আমলের বদলা কম হইয়া যাওয়াকে অপছন্দ না করিতাম তবে তোমাদের সহিত এই জীবন উপভোগের মধ্যে অবশ্যই শরীক হইয়া যাইতাম।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিতেন, আল্লাহর কসম, এই দুনিয়ার স্বাদ আহলাদের আমি কোনই পরোয়া করি না। আমি হুকুম করিলে পূর্ণ বয়সের একটি বকরীর পশম পরিস্কার করিয়া উহা ভুনা করা যাইতে পারে এবং ময়দা দ্বারা উন্নতমানের রুটি তৈয়ার হইতে পারে এবং বালতিতে কিসমিস রাখিয়া পানি ঢালিয়া দিবে, তারপর যখন উহা চাতক পাখির চোখের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিস্কার রং ধারণ করিবে তখন এই সকল খাবার খাই ও এই পানীয় পান করি। আমরা এই সমস্ত জিনিস করিতে পারি, কিন্তু আমরা চাই, আমাদের নেক কাজের বদলা আখেরাতের জন্য বাকী রাখি। কারণ, আমরা আল্লাহ তায়ালার এরশাদ শুনিয়াছি—

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ..... الاية

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করিয়াছ।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি বসরাগামী প্রতিনিধিদলের সহিত হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে আসিলাম। আমরা প্রত্যহ তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম। তাহার জন্য প্রতিদিন একটি রুটি আনা হইত। তিনি উহা কখনও ঘি বা তৈল দ্বারা, কখনও দুধ দ্বারা খাইতেন। কখনও রৌদ্রে শুকানো গোশতের টুকরা সিদ্ধ করিয়া আনা হইত, আবার কখনও তাজা গোশতও দেখিয়াছি, কিন্তু খুবই কম। (তিনি আমাদিগকে এই খানা খাওয়াইতেন।) একদিন হযরত ওমর (রাঃ) আমাদেরকে বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি দেখিতেছি, তোমরা আমার খানাকে নিম্নমানের মনে করিতেছ এবং তোমাদের ভাল লাগিতেছে না। আল্লাহর কসম, আমি চাহিলে তোমাদের অপেক্ষা উন্নত খানা খাইতে পারিতাম এবং তোমাদের অপেক্ষা আয়েশ আরামের জীবনযাপন করিতে পারিতাম। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, আমি উটের সীনা ও কুঁজের ভুনা গোশত ও চাপাতি ও রাইয়ের দানার

চাটনী সম্পর্কে অজ্ঞ নই। কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালাকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তিনি এক জাতিকে তাহাদের অন্যায় কাজের উপর লজ্জা দিয়া বলিতেছেন—

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করিয়াছ, এবং উহা খুব উপভোগ করিয়াছ।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) আপন সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমরা আমীরুল মুমিনীনকে বলিলে তিনি তোমাদের জন্য বাইতুল মাল হইতে এরূপ খাদ্য বরাদ্দ করিয়া দিবেন যাহা তোমরা খাইতে পার। তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিলে তিনি বলিলেন, তোমরা কি তোমাদের জন্য সেই খানা পছন্দ কর না যাহা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি? তাহারা বলিল, আমীরুল মুমিনীন, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ এমন এক শহর যেখানে আমাদের জন্য জীবনযাপন করা দুস্কর, আর আপনার খানাও তেমন সুস্বাদু নয় যাহা খাওয়ার জন্য কেহ এখানে আসিবে। আমরা সবুজ শ্যামল দেশের লোক, আমাদের আমীরও এমন লোক যাহার নিকট লোকজন আগ্রহের সহিত আসে এবং তাহার খানা এত উন্নতমানের যে, যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া যায়। তাহাদের কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ মাথা নিচু করিয়া রহিলেন। তারপর মাথা উঠাইয়া বলিলেন, তোমাদের জন্য বাইতুল মাল হইতে প্রত্যহ দুই বকরী ও দুই বস্তা বরাদ্দ করিয়া দিলাম। সকালে এক বকরী ও এক বস্তা রান্না করিয়া লইও। তুমিও খাইয়া লইও এবং তোমাদের সঙ্গীদেরকেও খাওয়াইও। তারপর হালাল পানীয় পান করিয়া লইও। প্রথমে নিজে পান করিবে, তারপর যে ডান দিকে আছে তাহাকে দিবে, তারপর তাহার পর যে আছে তাহাকে দিবে। খাওয়া শেষে কাজের জন্য উঠিয়া যাইও। এমনিভাবে সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বকরী ও দ্বিতীয় বস্তা রান্না করিয়া নিজেও খাইবে এবং তোমার সঙ্গীদেরকেও খাওয়াইবে। মনোযোগ দিয়া শুন,

তোমরা সাধারণ লোকদের ঘরে এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পাঠাইবে যাহাতে তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পারে তাহাদের পরিবারদেরকেও খাওয়াইবে। কারণ, যদি তোমরা লোকদের সহিত দুর্ব্যবহার কর তবে ইহাতে তাহাদের চরিত্র সুন্দর হইবে না এবং তাহাদের ক্ষুধার্তদের খাওয়ার ব্যবস্থাও হইবে না। আল্লাহর কসম, এতদসত্ত্বেও আমার ধারণা এই যে, যেই গ্রাম হইতে দৈনিক দুই বকরী ও দুই বস্তা উসুল করা হইবে সেই গ্রাম অতিসত্বর অনাবাদ ও জনশূন্য হইয়া পড়িবে। (মুন্তাখাব)

ওতবা ইবনে ফারকাদ (রহঃ) বলেন, আমি খেজুর ও ঘি দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার হালুয়ার টুকরি লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? আমি বলিলাম, ইহা একপ্রকার খাওয়ার জিনিস। আমি ইহা এইজন্য আনিয়াছি যে, আপনি দিনের প্রথমাংশে লোকদের কাজে ব্যস্ত থাকেন যখন কাজ হইতে অবসর হইয়া ঘরে যাইবেন তখন ইহা হইতে সামান্য খাইয়া লইবেন। ইনশাআল্লাহ ইহা দ্বারা আপনার শক্তি অর্জন হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া টুকরি খুলিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, হে ওতবা! আমি তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি প্রত্যেক মুসলমানকে এই রকম হালুয়ার একটি করিয়া টুকরি দিয়াছ? আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমি যদি কায়েস গোত্রের সমস্ত মালও খরচ করি তবুও ইহা সম্ভব নয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তো তোমার এই হালুয়ার আমার প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি একটি বড় পেয়ালা আনাইলেন যাহাতে শক্ত রুটি শক্ত গোশতের ছারীদ বানানো ছিল। (আমরা উভয়ে উহা হইতে খাইতে আরম্ভ করিলাম।) হযরত ওমর (রাঃ) আমার সহিত অত্যন্ত আগ্রহভরে খাইতেছিলেন। আমি কুঁজের চর্বির মনে করিয়া একটি সাদা টুকরার দিকে হাত বাড়াইলাম। হাতে লইয়া দেখি, উহা একটি রগের টুকরা। গোশতের টুকরা এত শক্ত যে, আমি উহা চিবাইয়া গিলিতে পারিলাম না। হযরত ওমর (রাঃ) যখন অন্যদিকে খেয়াল করিলেন তখন আমি উহা পেয়ালা ও দস্তরখানার মাঝে লুকাইয়া রাখিয়া দিলাম।

তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বড় এক পেয়ালায় খেজুর বা কিসমিস ভিজানো শরবত আনাইলেন, যাহা একেবারে সিরকা হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়া গিয়াছিল। তিনি আমাকে বলিলেন, পান কর। আমি উহা লইয়া পান করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু উহা গলা দিয়া অতি কষ্টে নামাইতে ছিলাম। অতঃপর তিনি পেয়ালা আমার নিকট হইতে লইয়া পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, হে ওতবা! শুন, আমরা দৈনিক একটি উট জবাই করি। উহার চর্বি ও উত্তম গোশত বহিরাগত মুসলমানদেরকে খাওয়াই। আর উহার ঘাড়ের গোশত ওমরের পরিবারের জন্য থাকে। তাহারা এই শক্ত গোশত খায় এবং এই বাসি শরবত পান করে যাহাতে উহা পেটে যাইয়া সেই শক্ত গোশতকে টুকরা টুকরা করিয়া হজম করিয়া দেয় এবং এই শক্ত গোশত আমাদের জন্য কষ্টের কারণ না হয়। (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির ঘরে গেলেন। তাঁহার পিপাসা লাগিয়াছিল। তিনি সেই ব্যক্তির নিকট পানি চাহিলে সে মধু লইয়া আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? সে বলিল, মধু। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, (মধু তো মানুষ প্রয়োজনে পান করে না, বরং স্বাদ উপভোগের জন্য পান করিয়া থাকে, অতএব) এই মধু সেই সমস্ত জিনিসে পরিণত হইবে না, যাহার জন্য কেয়ামতের দিন আমাকে হিসাব দিতে হইবে। (অর্থাৎ মধু পান করিয়া আমি হিসাবের বোঝা বাড়াইব না।)

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার পান করার জন্য পানি চাহিলেন। এক ব্যক্তি পানির সহিত মধু মিশাইয়া আনিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহা তো অতি সুস্বাদু জিনিস, কিন্তু আমি শুনিতে পাইতেছি, আল্লাহ তায়ালা এক ধরনের লোকের দোষ বর্ণনা করিতেছেন যে, তাহারা আপন খাহেশ পূরণ করার কাজে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

অর্থ ঃ 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করিয়াছ এবং খুব উপভোগ করিয়াছ।'

অতএব আমি আশংকা করিতেছি যে, এমন না হয় যে, আমাদের নেক আমলের বদলা আমাদিগকে দুনিয়াতেই দেওয়া হইয়া যায়। সুতরাং তিনি উহা পান করিলেন না।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন আইলা শহরে আগমন করিলেন তখন তাহার সহিত মুহাজির ও আনসারগণও ছিলেন। দীর্ঘ সফরের কারণে একাধারে বসিয়া থাকার দরুন তাহার খসখসে কাপড়ের কোর্তা পিছন দিকে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) সেই কোর্তা একজন পাদরীকে দিয়া বলিলেন, ইহা ধুইয়া দাও এবং তালিও লাগাইয়া দিও। উক্ত পাদরী কোর্তা ধুইয়া উহাতে তালি লাগাইয়া দিল এবং একই ধরনের একটি নতুন কোর্তা সিলাই করিয়া আনিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? পাদরী বলিল, ইহা আপনার কোর্তা যাহা ধুইয়া তালি লাগাইয়া দিয়াছি এবং এই নতুন কোর্তা আমার পক্ষ হইতে আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ। হযরত ওমর (রাঃ) সেই কোর্তা দেখিলেন এবং উহার উপর হাত বুলাইলেন। (কোর্তাটি অত্যন্ত মিহিন ও মোলায়েম ছিল।) তারপর নিজের কোর্তাটি পরিধান করিলেন এবং নতুনটি ফেরত দিয়া বলিলেন, এই পুরাতন কোর্তা ঘাম শোষণের বেশী উপযোগী।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আপন খেলাফত আমলে এমন পশমের জুব্বা পরিধান করিতেন যাহাতে চামড়ার তালি লাগানো থাকিত। লোকদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঁধের উপর চাবুক ঝুলাইয়া বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাটিতে পড়িয়া থাকা সুতা, রশি ও খেজুরদানা উঠাইয়া লোকদের ঘরের ভিতর নিক্ষেপ করিতেন, যাহাতে তাহারা নিজেদের কোন কাজে ব্যবহার করিতে পারে।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার আপন খেলাফত আমলে লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেছিলেন। তাহার পরিধানে একটি লুঙ্গি ছিল যাহাতে বারটি তালি লাগানো ছিল। (মুন্তাখাব)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওমর (রাঃ)কে তাহার খেলাফত আমলে দেখিয়াছি। তিনি উভয় কাঁধের মাঝখানে উপরে নীচে তিনটি তালি লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) নিজ পরিবারের জন্য (বাইতুল মাল হইতে) জীবন অতিবাহিত হইতে পারে পরিমাণ খোরাক লইতেন। গরমের মৌসুমে একজোড়া কাপড় পরিধান করিতেন। কখনও লুঙ্গি ছিঁড়িয়া গেলে (নতুন লুঙ্গি না লইয়া) উহাতেই তালি লাগাইয়া লইতেন। সময়ের পূর্বে উহার পরিবর্তে বাইতুল মাল হইতে নতুন লুঙ্গি লইতেন না। উহা দ্বারাই কাজ চালাইয়া লইতেন। আর যেই বৎসর মালদৌলত বেশী আসিত সেই বৎসর তাহার কাপড় বিগত বৎসর অপেক্ষা আরো নিম্নমানের হইত। হযরত হাফসা (রাঃ) এই ব্যাপারে তাহার সহিত কথা বলিলে তিনি বলিলেন, যেহেতু মুসলমানদের মাল হইতে নিজের পরিধানের জন্য কাপড় লইয়া থাকি সেহেতু এইটুকুই আমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) নিজ পরিবারের জন্য বাইতুল মাল হইতে দৈনিক দুই দেরহাম খরচ লইতেন। (মুন্তাখাব)

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

আবদুল মালিক ইবনে শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে জুমুআর দিন মিম্বারের উপর আদনের তৈরী একটি মোটা কাপড়ের লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি যাহার মূল্য চার অথবা পাঁচ দেরহাম ছিল। তাহার গায়ে কুফার তৈরী একটি গেরুয়া রঙের

চাদর ছিল।

হাসান (রহঃ)কে ঐ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যাহারা দুপুরবেলা মসজিদে কাইলুলাহ্ অর্থাৎ আরাম করিতেন। তিনি বলিলেন, আমি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে তাহার খেলাফত আমলে একদিন মসজিদে আরাম করিতে দেখিয়াছি, তিনি যখন শয়ন করিয়া উঠিলেন তখন তাহার শরীরে পাথর কণার দাগ লাগিয়াছিল। (কারণ মসজিদে কঙ্কর বিছানা ছিল।) (লোকেরা তাহার এই সাধারণ অবস্থার উপর আশ্চর্যবোধ করিয়া বলিতেছিল) ইনি আমীরুল মুমিনীন, ইনি আমীরুল মুমিনীন!

শুরাহবীল ইবনে মুসলিম (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) লোকদেরকে খেলাফত উপযোগী উন্নতমানের খানা খাওয়াইতেন এবং নিজে ঘরে যাইয়া সিরকা ও তৈল দ্বারা সাধারণ খানা খাইতেন।

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) আমাকে উকবারা এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইরাকের এই সকল গ্রাম এলাকায় মুসলমানগণ বসবাস করিত না। তিনি আমাকে বলিলেন, জোহরের সময় তুমি আমার নিকট আসিও। আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলে আমাকে বাধাদানকারী কোন দারোয়ান দেখিতে পাইলাম না। হযরত আলী (রাঃ) বসিয়াছিলেন। তাহার নিকট একটি পেয়ালা ও একটি পানি রাখার মাটির পাত্র ছিল। তিনি একটি ছোট থলি আনাইলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, তিনি হয়ত আমাকে আমানতদার মনে করিতেছেন এবং এই থলি হইতে কোন মূল্যবান পাথর বাহির করিয়া দিবেন। থলির ভিতর কি? তাহা আমার জানা ছিল না। থলির মুখে মোহর লাগানো ছিল। তিনি মোহর ভাঙ্গিয়া থলি খোলার

পর দেখা গেল, উহাতে ছাতু ছিল। তিনি উহা হইতে ছাতু বাহির করিয়া পেয়ালায় রাখিলেন, এবং উহার উপর পানি ঢালিলেন। তারপর নিজেও পান করিলেন এবং আমাকেও পান করাইলেন। তাহার এই সাধারণ অবস্থা দেখিয়া আমি আর ধৈর্য রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি ইরাকে অবস্থান করিয়া এই খানা খাইতেছেন? অথচ ইরাকে প্রচুর খানাপিনার জিনিস রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, আমি কৃপণতার কারণে থলির মুখে মোহর লাগাই নাই। বরং কারণ এই যে, আমি প্রয়োজন মত (মদীনা হইতে) ছাতু খরিদ করিয়া আনি। মুখ খোলা রাখিলে (এদিক সেদিক পড়িয়া) উহা শেষ হইয়া যাইতে পারে এবং তখন আমাকে ইরাকের ছাতু বানাইতে হইবে। এই কারণে আমি উহাকে হেফাজত করিয়া রাখি এবং আমি আমার পেটে হালাল ব্যতীত অন্য জিনিস ঢুকাইতে চাই না।

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) দুপুরে ও রাত্রে লোকদেরকে খুব করিয়া খানা খাওয়াইতেন। আর নিজে শুধু উহাই খাইতেন যাহা তাহার জন্য মদীনা হইতে আসিত।

আবদুল্লাহ ইবনে শরীক (রহঃ)এর দাদা বর্ণনা করেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট একবার ফালুদা আনা হইল এবং উহা তাহার সম্মুখে রাখা হইল। তিনি ফালুদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ফালুদা, তোমার সুগন্ধ অতি উত্তম, রং বড় সুন্দর এবং স্বাদ অতি মজাদার, কিন্তু আমি ইহা পছন্দ করি না যে, যে জিনিসের আমার অভ্যাস নাই আমি নিজেকে উহার অভ্যস্ত বানাই।

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একদিন আমাদের নিকট বাহিরে আসিলেন। তাহার গায়ে একটি চাদর ও পরিধানে একটি তালিযুক্ত লুঙ্গি ছিল। এক ব্যক্তি তাহার এই সাধারণ পোশাক সম্পর্কে আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন, আমি এই দুইটি সাধারণ কাপড় এইজন্য পরিধান করি যাহাতে অহংকার হইতে বাঁচিতে পারি এবং উহা আমার নামাযের জন্যও উত্তম হইবে, আর মুমিন বান্দার

জন্য একটি সুন্নত বা উত্তম তরীকা হইবে। (অর্থাৎ আমার দেখাদেখি সাধারণ মুসলমানরাও এইরূপ সাধারণ পোশাক পরিধান করিবে।)

অপর এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর পরিধানে একটি মোটা লুঙ্গি দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি ইহা পাঁচ দেরহামে খরিদ করিয়াছি। যদি কেহ আমাকে এক দেরহাম লাভ দেয় তবে তাহার নিকট আমি ইহা বিক্রয় করিয়া দিব।

মুজাম্মে' ইবনে সামআন (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আপন তলোয়ার লইয়া বাজারে গেলেন এবং বলিলেন, আমার নিকট হইতে এই তলোয়ার কে খরিদ করিবে? যদি আমার নিকট একটি লুঙ্গি খরিদ করার মত চারটি দেরহাম থাকিত তবে আমি এই তলোয়ার বিক্রয় করিতাম না।

সালেহ ইবনে আবিল আসওয়াদ (রহঃ) এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন, সে দেখিয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) একটি গাধার উপর আরোহণপূর্বক নিজের উভয় পা একদিকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, আর বলিতেছেন, আমিই সেই ব্যক্তি যে দুনিয়াকে অপদস্ত করিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে যুরাইর (রহঃ) বলেন, আমি কোরবানীর ঈদের দিন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের সম্মুখে গোশত ও ভুষি দ্বারা প্রস্তুত খামিরাহ পেশ করিলেন। আমরা বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ভাল রাখুন, আপনি যদি আমাদিগকে এই হাঁসটি খাওয়াইতেন তবে বেশী ভাল হইত। কারণ আল্লাহ তায়ালা বর্তমানে যথেষ্ট মালদৌলত দিয়া রাখিয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে যুরাইর! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, খলীফার জন্য আল্লাহর মাল হইতে শুধু দুই পেয়ালা (খাওয়া) হালাল। এক পেয়ালা নিজের ও নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় পেয়ালা আগত মেহমানদের সামনে রাখার জন্য। (বিদায়াহ)

হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি উটের পিঠে গদীর নীচে বিছাইবার চাদরের উপর শুইয়া আছেন এবং ঘোড়ার ঘাসের থলি বালিশ হিসাবে মাথার নীচে দিয়া রাখিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার সঙ্গীগণের ন্যায় তুমি কেন ঘর ও অন্যান্য সামানাদি বানাইলে না? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, কবর পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য এই সামানই যথেষ্ট।

বর্ণনাকারী মা'মার (রহঃ)এর হাদীসে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন শাম দেশে গেলেন তখন অন্যান্য লোকজন ও সেখানকার সর্দারগণ তাহাকে স্বাগত জানাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবু ওবায়দাহ। লোকেরা বলিল, তিনি এখনই আসিতেছেন। তারপর যখন হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) আসিলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন। অতঃপর তাহার ঘরে গেলেন। তিনি তাহার ঘরে যাইয়া শুধু এই কয়েকটি জিনিস দেখিলেন, একটি তলোয়ার, একটি ঢাল ও একটি হাওদা। হাদীসের বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি শীতের মৌসুমে একদিন সকালবেলা ঘর হইতে বাহির হইলাম। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম। অত্যাধিক ক্ষুধার কারণে আমার অবস্থা একেবারে শোচনীয় ছিল। অপরদিকে শীতেও কাতর ছিলাম। আমাদের নিকট একটি কাঁচা চামড়া

ছিল, উহা হইতে সামান্য দুর্গন্ধও আসিতেছিল। আমি উহাকে গলায় ঢুকাইয়া বুকের সহিত বাঁধিয়া লইলাম। যাহাতে কিছুটা গরম অনুভব হয়। আল্লাহর কসম, আমার ঘরে খাওয়ার মত কিছুই ছিল না। আর যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেও কিছু থাকিত তবে অবশ্যই আমি উহা পাইতাম। (সেখানেও কিছু ছিল না।) আমি মদীনার এক প্রান্তের দিকে চলিলাম। এক ইহুদী তাহার বাগানের ভিতরে ছিল। আমি দেয়ালের ছিদ্র দিয়া তাহার দিকে উঁকি দিলাম। সে বলিল, হে আরাবী! কি ব্যাপার? (মজুর খাটিবে?) একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি পানি উঠাইতে রাজি আছ? আমি বলিলাম, হাঁ, বাগানের দরজা খোল। সে দরজা খুলিলে আমি ভিতরে গেলাম এবং বালতি ভরিয়া পানি উঠাইতে আরম্ভ করিলাম। সে আমাকে বালতি প্রতি একটি করিয়া খেজুর দিতে লাগিল। খেজুর দ্বারা আমার মুঠ ভরিয়া গেলে বলিলাম, এই খেজুর আমার জন্য যথেষ্ট। তারপর আমি সেই খেজুরগুলি খাইলাম এবং প্রবাহিত পানিতে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিয়া লইলাম। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলাম। তিনি সাহাবা (রাঃ)দের এক জামাতের সহিত বসিয়াছিলেন। এমন সময় হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) নিজের তালিযুক্ত চাদর পরিহিত অবস্থায় সেখানে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে তাহার সেই পূর্বেকার সুখ–স্বাচ্ছন্দময় জীবনের কথা স্মরণ হইল। উহার পরিবর্তে তাহার বর্তমান দুরাবস্থা দেখিয়া তাঁহার চোখে পানি আসিল এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, '(আজ তো অভাব অনটনের মধ্যে রহিয়াছ, কিন্তু) সেই সময় তোমাদের কি অবস্থা হইবে যখন তোমাদের প্রত্যেকে সকালে এক জোড়া কাপড় পরিধান করিবে, সন্ধ্যায় আরেক জোড়া পরিধান করিবে। তোমাদের ঘরে এমনভাবে পর্দা লটকানো হইবে যেমন কা'বা শরীফের উপর লটকানো হয়।' আমরা বলিলাম, তবে তো আমরা সেই সময় বেশী ভাল থাকিব। আমাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম

অন্যরা করিবে আর আমরা এবাদত বন্দেগীর জন্য অবসর হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং সেইদিন অপেক্ষা আজ তোমরা বেশী ভাল আছ।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে সম্মুখ হইতে আসিতে দেখিলেন। তিনি নিজের কোমরের সহিত দুম্বার চামড়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, এই লোকটির দিকে দেখ যাহার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা নূরান্বিত করিয়া দিয়াছেন। আমি তাহার সেই সময়ও দেখিয়াছি যখন তাহার পিতামাতা তাহাকে সর্বোত্তম খাবার ও সর্বোত্তম পানীয় পান করাইত এবং তাহার গায়ে সেই কাপড়ও দেখিয়াছি যাহা তাহারা দুইশত দেরহামে খরিদ করিয়াছিল। আর এখন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বত তাহাকে এই অভাব অনটনের অবস্থায় উপনীত করিয়া দিয়াছে, যাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ।

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কোবাতে বসিয়াছিলেন। তাহার সহিত কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)ও ছিলেন। এমন সময় হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পরিধানে এত ছোট একটি চাদর ছিল যাহা দ্বারা ভালভাবে তাহার ছতর ঢাকা যাইতেছিল না। সমস্ত সাহাবা (রাঃ) মাথা ঝুকাইয়া লইলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) নিকটে আসিয়া সালাম দিলেন। সাহাবা (রাঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার খুবই প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, আমি মক্কায় দেখিয়াছি, তাহার পিতামাতা তাহার খুবই আদর–যত্ন করিত এবং তাহাকে খুবই আয়েশ–আরামে রাখিত। কোরাইশের কোন যুবক তাহার সমতুল্য ছিল। কিন্তু সে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়াছে। মনোযোগ

দিয়া শুন, বেশী দিন অতিবাহিত হইবে না, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পারস্য ও রোমের উপর বিজয় দান করিবেন। (দুনিয়ার সচ্ছলতা এই পরিমাণ হইবে যে, তখন) তোমাদের প্রত্যেকে সকালে এক জোড়া কাপড় পরিধান করিবে এবং বিকালে আরেক জোড়া পরিধান করিবে। আর সকালে বড় এক পেয়ালা খাবার তোমাদের সম্মুখে রাখা হইবে এবং বিকালে আরেক পেয়ালা রাখা হইবে। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আজ ভাল আছি, না সেদিন ভাল থাকিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং সেইদিন অপেক্ষা আজ তোমরা ভাল আছ। মনোযোগ দিয়া শুন, যদি দুনিয়ার ব্যাপারে আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিতে, তবে তোমাদের মন দুনিয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইয়া যাইত।

হযরত খাববাব (রাঃ) বলেন, হযরত মুসআব (রাঃ) তাহার শাহাদাতের সময় একটি মাত্র কাপড় রাখিয়া গিয়াছিলেন। উহা এত ছোট ছিল যে, উহা দ্বারা মাথা ঢাকিলে তাহার পা খুলিয়া যাইত আর পা ঢাকিলে তাহার মাথা খুলিয়া যাইত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার পায়ের উপর ইযখির ঘাস দ্বারা ঢাকিয়া দাও।

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরিধানে একটি চাদর ছিল, যাহা কয়েক স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তিনি ছিঁড়া স্থানে চামড়া দ্বারা তালি লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর বিগলিত হইল। তাঁহার কারণে সাহাবা (রাঃ)দের অন্তরও বিগলিত হইল। তিনি বলিলেন, সেইদিন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যেইদিন তোমাদের প্রত্যেকে সকালে

একজোড়া কাপড় পরিধান করিবে এবং বিকালে আরেক জোড়া পরিধান করিবে? এবং বড় এক পেয়ালা খাবার তাহার সম্মুখে রাখা হইবে, আর আরেক পেয়ালা উঠাইয়া লওয়া হইবে? তোমরা ঘরগুলিকে এমনভাবে পর্দা দ্বারা ঢাকিবে যেমন কা'বা শরীফকে পর্দা দ্বারা ঢাকা হয়। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো চাই এমন হউক, তখন আমাদের অবস্থা সচ্ছল হইয়া যাইবে আর আমরা আয়েশ আরামের জীবন লাভ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন অবশ্যই হইবে, তবে তোমরা সেইদিন অপেক্ষা আজ ভাল আছ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর ইন্তেকালের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট গেলেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)এর উপর এমনভাবে ঝুঁকিলেন যেন তাহাকে কোন অসিয়ত করিতেছেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠাইলে সাহাবা (রাঃ) তাহার চোখে কান্নার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি দ্বিতীয়বার তাহার উপর ঝুঁকিলেন। তারপর আবার মাথা উঠাইলেন। এইবার তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা গেল। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার তাহার প্রতি ঝুঁকিলেন তারপর যখন মাথা উঠাইলেন তখন তাঁহার আওয়াজ শুনা গেল। ইহাতে সাহাবা (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। সাহাবা (রাঃ)ও কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, থাম, এইভাবে শব্দ করিয়া কান্নাকাটি করা শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালার নিকট এস্তেগফার কর (অর্থাৎ গুনাহ মাফির দোয়া কর)। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আবু সায়েব! তুমি চিন্তা করিও না, তুমি দুনিয়া হইতে এমনভাবে চলিয়া গিয়াছ যে, দুনিয়া হইতে কিছুই গ্রহণ কর নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওসমান (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ওসমান! আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। না

তুমি দুনিয়া হইতে কোন প্রকার লাভ হাসিল করিয়াছ, আর না দুনিয়া তোমার নিকট হইতে কিছু লইতে পারিয়াছে।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

আতিয়্যাহ ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত সালমান (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি খানা খাইতেছিলেন। তাহাকে আরো খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইলে তিনি বলিলেন, আমার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট। আমার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অধিক পেট ভরিয়া খাইবে সে কেয়ামতের দিন ক্ষুধার্ত থাকিবে। হে সালমান, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) বাইতুল মাল হইতে বেতন হিসাবে পাঁচ হাজার পাইতেন। তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলমানের আমীর ছিলেন। তাহার একটি চোগা ছিল, যাহার কিছু অংশ নীচে বিছাইয়া বাকি অংশ গায়ে দিতেন। উক্ত চোগা পরিয়া লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেন। বেতন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা খরচ করিয়া দিতেন, নিজের নিকট উহার কিছুই অবশিষ্ট রাখিতেন না। নিজের হাতে খেজুর পাতা দ্বারা টুকরি বানাইতেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন।

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমি লোকদেরকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) হযরত সালমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমি তোমার জন্য একটি ঘর বানাইয়া দিব কি? হযরত সালমান (রাঃ) তাহার এই কথাকে অপছন্দ করিলেন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, রাগ করিও না। আমি তোমার জন্য কেমন ঘর বানাইব তাহা আগে শুনিয়া লও। আমি তোমার জন্য এমন

একটি ঘর বানাইব যখন তুমি উহাতে শয়ন করিবে তখন এক দেয়ালে তোমার মাথা লাগিবে এবং অপর দেয়ালে তোমার পা লাগিবে, আর যখন উহাতে দাঁড়াইবে তখন ছাদের সহিত তোমার মাথা লাগিয়া যাইবে। হযরত সালমান (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, মনে হইতেছে, তুমি আমার মনের ভিতর অবস্থান করিতেছ। (অর্থাৎ একেবারে আমার মনের কথা বলিয়াছ।)

মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) গাছের ছায়ায় বসিতেন (এবং সেখানেই মুসলমানদের শাসনকার্য সমাধা করিতেন), গাছের ছায়া যেদিকে ঘুরিত তিনিও সেদিকে ঘুরিয়া বসিতেন। এই কাজের জন্য তাহার কোন ঘর ছিল না। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আমি আপনার জন্য একটি ঘর বানাইয়া দিব কি? গরমের সময় উহার ছায়াতে বসিবেন এবং শীতের সময় নিজেকে শীত হইতে বাঁচাইবেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, বানাইয়া দাও। উক্ত ব্যক্তি যখন ফিরিয়া যাইতে লাগিল তখন তিনি তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, কেমন ঘর বানাইবে? সে বলিল, এমন ঘর বানাইব যে, দাঁড়াইলে ছাদের সহিত আপনার মাথা লাগিয়া যায়, আর শয়ন করিলে দেয়ালের সহিত আপনার পা লাগিয়া যায়। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, এই রকমই বানাইবে।

হযরত আবু যার (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

আবু আসফা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু যার (রাঃ)এর নিকট গেলাম। সেই সময় তিনি রাবাযাহ নামক গ্রামে বসবাস করিতেছিলেন। তাহার নিকট তাহার স্ত্রী বসিয়াছিলেন। যাহার গায়ের রং কালো এবং চুল এলোমেলো। তাহার শরীরে না কোন সাজগোজের চিহ্ন ছিল, আর না কোন সুগন্ধী ছিল। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি দেখিতেছ না, এই কালো মেয়েলোকটি আমাকে কি বলিতেছে? সে বলে,

আমি যেন ইরাক চলিয়া (যাই এবং সেখানে বসবাস করি।)। আমি যখন ইরাক যাইব তখন সেখানকার লোকেরা তাহাদের দুনিয়া লইয়া আমার উপর ঝাপাইয়া পড়িবে। (যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী সেহেতু তাহারা আমাকে অনেক হাদিয়া তোহফা দিবে। এইভাবে আমার নিকট দুনিয়ার অনেক মালদৌলত জমা হইয়া যাইবে।) অথচ আমার প্রাণপ্রিয় (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছেন যে, পুলসিরাতের পূর্বে একটি পিচ্ছিল রাস্তা রহিয়াছে। আমরা যখন উহা অতিক্রম করিব তখন যেন আমাদের বোঝা এরূপ হালকা ও গুটানো হয় যে, আমরা উহা সহজে বহন করিতে পারি। ভারী বোঝা লইয়া সেই রাস্তা অতিক্রম করা অপেক্ষা এরূপ হালকা বোঝা লইয়া অতিক্রম করা আমাদের নাজাতের জন্য বেশী ভাল হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে খেরাশ (রহঃ) বলেন, আমি রাবাযাহ গ্রামে হযরত আবু যার (রাঃ)কে দেখিয়াছি। তিনি নিজ কালো রঙের ছাপড়ার নীচে বসিয়াছিলেন এবং একই ছাপড়ার নীচে তাহার কালোবর্ণের স্ত্রীও বসিয়াছিলেন। হযরত আবু যার (রাঃ) একটি বস্তার উপর বসিয়াছিলেন। তাহাকে বলা হইল যে, আপনার সন্তান বাঁচে না (মরিয়া যায়)। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, তিনি তাহাদিগকে এই অস্থায়ী ঘর হইতে লইয়া যান এবং চিরস্থায়ী ঘরে আমাদের জন্য তাহাদিগকে জমা করিয়া রাখিতেছেন। (সেখানে আমাদের অধিক প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন তিনি তাহাদিগকে ফেরত দিবেন এবং তাহারা সেখানে আমাদের কাজে আসিবে।) লোকেরা বলিল, হে আবু যার! আপনি যদি এই স্ত্রীর পরিবর্তে সুন্দরী কোন স্ত্রী গ্রহণ করিতেন, তবে ভাল হইত। তিনি বলিলেন, আমি এমন মহিলাকে বিবাহ করি যাহার কারণে আমার মধ্যে বিনয় পয়দা হয়, ইহা আমার নিকট এমন মহিলাকে বিবাহ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় যাহার কারণে আমার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়। অতঃপর লোকেরা বলিল, আপনি যদি এই বিছানা অপেক্ষা একটু নরম

বিছানা লইতেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ! মাফ করিয়া দিন, আর আপনি যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা হইতে যত ইচ্ছা লইয়া যান।

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আবু যার (রাঃ)কে কেহ বলিল, অমুক অমুক যেমন জায়গা জমি করিয়া লইয়াছে, আপনি কেন তাহাদের ন্যায় জায়গা জমি করিয়া লন না? তিনি বলিলেন, আমি আমীর বা ধনী হইয়া কি করিব? আমার জন্য তো দৈনিক এক ঢোক পানি অথবা দুধ, আর সপ্তাহে এক কাফীয (ষোল কেজি পরিমাণ) গম যথেষ্ট।

আবু নুআঈম হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার রুজি বা খোরাকী এক সা' (সাড়ে তিন সের) পরিমাণ ছিল। আমি মৃত্যু পর্যন্ত উহার বেশী করিব না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হইলেন তখন আমি ব্যবসা ও এবাদত একত্রে করিতে চাহিলাম, কিন্তু উভয়টা একত্রে করা সম্ভব হইল না। অতএব আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিলাম এবং এবাদতের প্রতি মনোযোগী হইয়া গেলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ইহাও বলিয়াছেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আজ আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, মসজিদের দরজায় আমার একটি দোকান হয়, আর জামাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাযও আমার না ছুটে, দৈনিক আমি সেই দোকান

হইতে চল্লিশ দীনার মুনাফা অর্জন করি এবং উহা সম্পূর্ণই আল্লাহর রাস্তায় সদকা করি। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহা কেন অপছন্দ করেন? বলিলেন, কঠিন হিসাবের ভয়ে। (কান্য)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমার ইহাতে কোন খুশী অনুভব হয় না যে, আমি মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া বেচাকেনা করি আর উহাতে দৈনিক তিনশত দেরহাম লাভ হয় এবং সমস্ত নামায মসজিদে জামাতের সহিত আদায় করি। আমি বলি না, আল্লাহ তায়ালা বিক্রয় করা হালাল করেন নাই এবং সুদকে হারাম করেন নাই, কিন্তু আমি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাই, যাহাদেরকে ব্যবসা ও বিক্রয় কাজ আল্লাহ তায়ালার যিকির হইতে গাফেল করে না।

খালেদ ইবনে হুদাইর আসলামী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। তাহার নীচে চামড়া অথবা পশমের বিছানা ছিল। তাহার গায়ে পশমের চাদর ও পায়ে চামড়ার জুতা ছিল। তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং খুব ঘাম হইতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি চাহিলে আপনার বিছানার উপর আমীরুল মুমিনীনের প্রেরিত রূপাজড়িত কাপড়ের গিলাপ লাগাইয়া লইতে পারিতেন এবং জাফরানী চাদর গায়ে দিতে পারিতেন। তিনি বলিলেন, আমাদের একটি বাড়ী রহিয়াছে যেখানে আমরা যাইতেছি এবং সেখানকার জন্যই আমল করিতেছি। (অর্থাৎ আখেরাতের দিকে যাইতেছি এবং ভাল ভাল জিনিস সেখানের জন্য পাঠাইয়া দিতেছি।)

হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সঙ্গীগণ তাহার মেহমান হইলেন। তিনি তাহাদের মেহমানদারী করিলেন। (ঘরে বিছানাপত্র কম ছিল বিধায়) তাহাদের কেহ তো ঘোড়ার জিনের নীচে বিছাইবার চটের উপর রাত্র কাটাইলেন, আর কেহ নিজের কাপড় চোপড় যাহা ছিল উহার মধ্যেই রাত্র কাটাইলেন। সকালে হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাহাদের নিকট আসিলেন এবং অনুভব করিলেন যে, বিছানাপত্র না পাওয়ার কারণে মেহমানগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং

তিনি বলিলেন, আমাদের একটি বাড়ী রহিয়াছে,আমরা উহার জন্যই জমা করিতেছি। এবং সেখানেই আমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (অতএব আমরা সামানপত্র আখেরাতের বাড়ীর জন্য পাঠাইয়া দিয়া এখানে কষ্ট করিতেছি।)

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রহঃ) বলেন, কতিপয় লোক প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর মেহমান হইল। তিনি তাহাদের জন্য গরম গরম খানা তো পাঠাইলেন, কিন্তু কোন লেপ পাঠাইলেন না। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, তিনি আমাদের জন্য খানা তো পাঠাইলেন, কিন্তু (শীতের জন্য কোন ব্যবস্থা করিলেন। এইজন্য) এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আমরা খাওয়ার কোন স্বাদ পাইলাম না। আমি এই কথা অবশ্যই তাহাকে বলিব। অপর এক ব্যক্তি বলিল, ছাড়, বলিও না। কিন্তু সে শুনিল না, এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট গেল। সে যখন দরজার নিকট যাইয়া দাঁড়াইল তখন দেখিল যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বসিয়া আছেন এবং তাহার স্ত্রীর শরীরে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কাপড় নাই। এই অবস্থা দেখিয়া সে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিল এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে বলিল, আমার মনে হয় আপনারা উভয়েও আমাদের মতই বিগত রাত্র (লেপ ছাড়াই) কাটাইয়াছেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমাদের একটি বাড়ী রহিয়াছে যেখানে আমাদেরকে যাইতে হইবে। আমরা আমাদের বিছানাপত্র ও লেপ ইত্যাদি সেখানের জন্য আগে পাঠাইয়া দিয়াছি। যদি সেই সকল বিছানাপত্র হইতে কোন কিছু তুমি এখানে পাইতে তবে অবশ্যই আমরা তাহা তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিতাম। আমাদের সম্মুখে একটি কঠিন পাহাড়ী চড়াই পথ রহিয়াছে। সেই পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে হালকা বোঝা বহনকারী ভারী বোঝা বহনকারী অপেক্ষা বেশী উত্তম হইবে। আমি তোমাকে কি বলিতেছি, বুঝিতে পারিয়াছ? সেই ব্যক্তি বলিল, জ্বি হাঁ। বুঝিতে পারিয়াছি।

পূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা

আমীরের জীবনমান উন্নত করার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করার বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিলেন, উহাতে কোন খিল নাই। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অন্ধকার ঘর। হযরত ওমর (রাঃ) (অন্ধকার ঘরে) হাতড়াইতে লাগিলেন, তাঁহার হাত হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর শরীরে লাগিল। তিনি তাহার বালিশ হাতড়াইতে লাগিলেন। দেখিলেন, উহা গাধার পিঠে বিছাইবার কম্বল। তারপর তাহার বিছানা তালাশ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন সেখানে কঙ্কর বিছানা রহিয়াছে। তারপর তাহার শরীরের কাপড় ধরিয়া দেখিলেন, তাহা একটি পাতলা চাদর। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, আমি কি আপনাকে সচ্ছলতা প্রদান করি নাই? আমি কি আপনার উপর এই এই এহসান করি নাই? হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! আপনার কি সেই হাদীস স্মরণ আছে, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছিলেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোন্ হাদীস? হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, তোমাদের যে কোন ব্যক্তির নিকট যেন দুনিয়ার জিন্দেগীর এই পরিমাণ সামান থাকে যেমন একজন মুসাফিরের পাথেয় হইয়া থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ (স্মরণ আছে)। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমরা কি করিয়াছি? তারপর তাহারা উভয়ে একে অপরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন কথা স্মরণ করাইয়া সকাল পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিলেন।

হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)এর গোলাম আফলাহ (রহঃ) বলেন,

হযরত ওমর (রাঃ) হুকুম দিয়া বদরী সাহাবীদের জন্য বিশেষভাবে উন্নতমানের কাপড় প্রস্তুত করাইতেন। (এবং উহার দ্বারা পোশাক তৈয়ার করাইয়া বদরী সাহাবীদের জন্য পাঠাইতেন।) তিনি সেই কাপড় হইতে হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাঃ)এর জন্য এক জোড়া পোশাক পাঠাইলেন। হযরত মুআয (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে আফলাহ! এই জোড়া বিক্রয় করিয়া দাও। আমি উহা দেড় হাজার দেরহামে বিক্রয় করিলাম। তিনি বলিলেন, এই দেড় হাজার দেরহাম দ্বারা আমার জন্য গোলাম খরিদ করিয়া আন। আমি পাঁচটি গোলাম খরিদ করিয়া আনিলাম। তিনি উহাদেরকে দেখিয়া বলিলেন, 'যে ব্যক্তি দেড় হাজার দেরহামে পাঁচটি গোলাম খরিদ করিয়া আযাদ করার পরিবর্তে এই পরিমাণ মাল দ্বারা দুইটি ছিলকা (অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর) পরিধান করে সে অত্যন্ত কম আকল বেওকুফ। হে গোলামগণ! যাও, তোমরা সকলে মুক্ত।' হযরত ওমর (রাঃ) এই সংবাদ পাইলেন যে, তিনি হযরত মুআয (রাঃ)এর জন্য যে কাপড় প্রেরণ করেন তিনি উহা পরিধান করেন না। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) তাহার জন্য দুইশত দেরহামের মোটা কাপড়ের জোড়া বানাইয়া পাঠাইলেন।

বাহক যখন কাপড় লইয়া তাহার নিকট পৌঁছিল তখন হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আমার মনে হয় হযরত ওমর (রাঃ) এই কাপড় দিয়া তোমাকে আমার নিকট পাঠায় নাই। বাহক বলিল, না, আপনার নিকটেই পাঠাইয়াছেন। তিনি সেই কাপড় লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি এই কাপড় আমার নিকট পাঠাইয়াছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি পাঠাইয়াছি। আমরা পূর্বে তোমার নিকট সেই (মূল্যবান) কাপড় হইতে পাঠাইতাম যাহা তোমার অন্যান্য (বদরী) ভাইদের জন্য পাঠাইতাম, কিন্তু জানিতে পারিলাম, তুমি উহা পরিধান কর না। (এইজন্য এইবার তোমার জন্য সাধারণ কাপড় পাঠাইয়াছি।) হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি যদিও সেই কাপড়

পরিধান করি না, কিন্তু আমি চাই যে, আপনার নিকট হইতে ভাল ও উত্তম জিনিস আমার নিকট আসুক। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে পূর্বের ন্যায় উন্নতমানের কাপড় দান করিলেন।

হযরত লাজলাজ গাতফানী (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত লাজলাজ গাতফানী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মুসলমান হওয়ার পর হইতে কখনও পেট ভরিয়া খানা খাই নাই। প্রয়োজন পরিমাণে খাই, প্রয়োজন পরিমাণে পান করি।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আরো বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একশত বিশ বৎসর বাঁচিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর জাহিলিয়াত অর্থাৎ ইসলামের পূর্বে ও সত্তর বৎসর ইসলাম গ্রহণের পর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত হামযা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তখন খানা খাইতেন যখন তাহার সহিত খাওয়ার কোন লোক পাইতেন। আর খানা যত বেশীই হউক না কেন পেট ভরিয়া খাইতেন না। একবার ইবনে মুতী' (রহঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার শরীর অত্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি (হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর স্ত্রী) হযরত সফিয়্যা (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি ভালভাবে তাহার যত্ন কর না? তুমি একটু ভালভাবে যত্ন করিলে হয়ত শরীর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। অতএব তাহার জন্য বিশেষভাবে যত্নসহকারে একটু উন্নত খানা তৈয়ার কর। হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) বলিলেন, আমরা তাহাই করিতেছি। কিন্তু তিনি নিজের খাওয়ার সময় ঘরের সমস্ত লোক ও উপস্থিত সমস্ত লোককে ডাকিয়া

লন। (এইভাবে সমস্ত লোকদেরকে খাওয়াইয়া দেন এবং নিজে কম খান।) অতএব আপনি নিজেই এই ব্যাপারে তাহার সহিত কথা বলুন। ইবনে মুতী' (রহঃ) বলিলেন, হে আবু আব্দির রহমান, আপনি যদি একটু ভাল খাবার খান তবে আপনার শারীরিক দুর্বলতা দূর হইয়া যাইবে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, একাধারে আট বৎসর এরূপ কাটিয়াছে যে, আমি কখনও পেট ভরিয়া খাই নাই। অথবা বলিয়াছেন, শুধুমাত্র একবার পেট ভরিয়া খাইয়াছি। আর এখন তোমরা চাহিতেছ, আমি পেট ভরিয়া খাই, যখন কিনা জীবনের সময় গাধার পিপাসা পরিমাণ (অতি সামান্য) বাকি রহিয়াছে। (প্রসিদ্ধ আছে, গাধার পিপাসা অতি অল্প সময়ে লাগে।)

ওমর ইবনে হামযা ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান দিয়া যাওয়ার সময় বলিল, যেদিন জুরুফ নামক স্থানে আমি আপনাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত কথা বলিতে দেখিয়াছিলাম, সেদিন আপনি তাহাকে কি বলিয়াছিলেন? আমাকে একটু বলুন। আমার পিতা বলিলেন, আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, হে আবু আব্দির রহমান! আপনার শরীর অনেক শুকাইয়া গিয়াছে, আর বয়সও অধিক হইয়া গিয়াছে। আপনার মজলিসে যাহারা বসে তাহারা না আপনার হক জানে, আর না আপনার মর্যাদা বুঝে। আপনি ঘরে যাইয়া আপনার পরিবারকে বলুন, যেন আপনার জন্য বিশেষভাবে একটু ভাল খানা তৈয়ার করিয়া দেয়। তিনি বলিলেন, তোমার ভাল হউক! আল্লাহর কসম, আমি এগার বৎসর যাবৎ বরং বার বৎসর যাবৎ, বরং তের বৎসর যাবৎ বরং চৌদ্দ বৎসর যাবৎ একবারও পেট ভরিয়া খাই নাই। আর এখন তো গাধার পিপাসা পরিমাণ জীবনের অতি সামান্য সময় বাকী রহিয়াছে। এখন কিভাবে ইহা সম্ভব হইতে পারে?

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর গোলাম ছিলেন। তিনি ইরাক হইতে আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ

ইবনে ওমর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং তাহাকে সালাম করিয়া বলিলেন, আমি আপনার জন্য একটি হাদিয়া আনিয়াছি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন, জাওয়ারিশ। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, জাওয়ারিশ কি জিনিস? তিনি বলিলেন, উহা খাইলে খানা হজম হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ কখনও পেট ভরিয়া খাই নাই, আমি এই জাওয়ারিশ দিয়া কি করিব?

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমি আপনার জন্য জাওয়ারিশ প্রস্তুত করিয়া দিব কি? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, জাওয়ারিশ কি জিনিস? সে ব্যক্তি বলিল, আপনি যদি কখনও এত বেশী খানা খাইয়া ফেলেন যে, শ্বাস লইতে কষ্ট হয় তবে এই জাওয়ারিশ খাওয়ার দ্বারা সহজে খানা হজম হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, আমি তো চার মাস যাবৎ কখনও পেট ভরিয়া খাই নাই। আর ইহা এইজন্য নয় যে, খানা পাই না। খানা তো যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমি এমন লোকদের সঙ্গ লাভ করিয়াছি, যাহারা একবার পেট ভরিয়া খাইতেন তো আরেকবার ক্ষুধার্ত থাকিতেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হইতে আমি না ইটের উপর ইট রাখিয়াছি (অর্থাৎ পাকাঘর বানাইয়াছি) আর না কোন খেজুরের চারা লাগাইয়াছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ব্যতীত আমাদের যে কেহ দুনিয়া পাইয়াছে, দুনিয়া তাহার প্রতি ঝুকিয়াছে এবং সেও দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি সাহাবা (রাঃ)দের এক জামাতকে দেখিয়াছি যাহারা মনে করিতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে (দুনিয়ার জিনিসপত্র ব্যবহারের দিক হইতে) যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই অবস্থার উপর একমাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ থাকিতে পারেন নাই।

হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত সায়েদাহ ইবনে সা'দ ইবনে হোযাইফা (রাঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিতেন, আমার সর্বাপেক্ষা চক্ষু শীতলকারী ও আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় হইল সেইদিন যেইদিন আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট যাই আর আমার খাওয়ার মত কোন জিনিস না পাই, আর তাহারা বলে, আজ আমাদের নিকট কম বেশী খাওয়ার মত কিছুই নাই। কারণ হইল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন রুগীকে তাহার ঘরের লোকেরা যে পরিমাণ খাওয়ার জিনিস হইতে বাঁচায়, উহা অপেক্ষা অধিক আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে দুনিয়া হইতে বাঁচান। আর কোন পিতা নিজ সন্তানের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণের চিন্তা করে আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে উহা অপেক্ষা অধিক পরীক্ষা করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে দুনিয়াকে দূরে সরাইয়া রাখেন যাহাতে সে আখেরাতের কল্যাণ হাসিল করিতে পারে।)

যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত না হইয়া উহার ভোগবিলাসে মত্ত হয় তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ এবং দুনিয়া হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একদিনে দুইবার খাইতে দেখিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! তুমি কি চাও যে, পেট ভরাই তোমার একমাত্র কাজ হউক? একদিনে দুইবার খাওয়া এসরাফ অর্থাৎ অপব্যয়। আর আল্লাহ তায়ালা অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! দুনিয়াতে তোমার পেট ভরাই কি একমাত্র চিন্তা? আর কোন চিন্তা নাই। একদিনে একবারের বেশী খাওয়া

অপব্যয়, আর আল্লাহ তায়ালা অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? যদি তুমি আমার সহিত (জান্নাতে) মিলিত হইতে চাও তবে দুনিয়াতে সেই পরিমাণ সামানপত্র তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া চাই যেই পরিমাণ একজন মুসাফিরের হইয়া থাকে। আর ধনীদের সহিত মেলামেশা করিও না।

তিরমিযী, হাকেম ও বাইহাকীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আর যতক্ষণ কাপড়ে তালি না লাগাও ততক্ষণ উহাকে পুরাতন হইয়াছে মনে করিও না।

রাযীনের রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) যতক্ষণ কাপড়ে তালি না লাগাইতেন এবং উহার নীচের দিক উপরে করিয়া উল্টাইয়া না লইতেন ততক্ষণ নতুন কাপড় পরিধান করিতেন না। একদিন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর পক্ষ হইতে তাহার নিকট আশি হাজার আসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার নিকট সেই আশি হাজার হইতে এক দেরহামও থাকিল না। তাঁহার বাঁদী বলিল, আপনি আমাদের জন্য এক দেরহামের গোশত কেন খরিদ করিলেন না? তিনি বলিলেন, তুমি যদি আমাকে পূর্বে স্মরণ করাইয়া দিতে তবে খরিদ করিয়া লইতাম। (আমার তো গোশত খরিদ করার কথা স্মরণই ছিল না।)

হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ)এর প্রতি অসন্তোষ

হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন চর্বিযুক্ত গোশতের সারীদ খাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমি ঢেকুর দিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু জুহাইফা! আমাদের সম্মুখে ঢেকুর দিও না, কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশী পেট ভরিয়া খাইবে

তাহাকে কেয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। এই কথা শুনার পর হইতে হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত কখনও পেট ভরিয়া খান নাই। দুপুরে খাইলে রাত্রে খাইতেন না এবং রাত্রে খাইলে দিনে খাইতেন না। (তাবারানী)

একজন বড় পেটওয়ালার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ

হযরত জা'দাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বড় পেটওয়ালা ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার পেটে আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারিয়া বলিলেন, যদি এই খানাপিনা এই পেটে না হইয়া অন্য কোন (অভাবগ্রস্ত লোকের) পেটে হইত তবে তোমার জন্য বেশী ভাল হইত।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। সে হাজির হইয়া স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া শুনাইল। লোকটির পেট বড় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পেটে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এই খানা এই পেটে না যাইয়া যদি অন্য কাহারো পেটে হইত তবে তোমার জন্য বেশী ভাল হইত।

হযরত জাবের (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর অসন্তোষ

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত হযরত জাবের (রাঃ)এর পথে দেখা হইল। হযরত জাবের (রাঃ)এর সঙ্গে গোশত বহনকারী একজন লোক ছিল। (অর্থাৎ তিনি গোশত খরিদ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের কাহারো কি এরূপ মনে চায় না যে, নিজ প্রতিবেশী বা আপন চাচাতো ভাইয়ের জন্য নিজে ক্ষুধার্ত থাকিবে? (অর্থাৎ নিজে

না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইবে?)

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

এই আয়াত তোমাদের নিকট হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে?

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি এক দেরহামের গোশত খরিদ করিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। পথে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জাবের! ইহা কি? আমি বলিলাম, আমার পরিবারের লোকদের গোশত খাওয়ার খুব ইচ্ছা হইয়াছে। এইজন্য আমি তাহাদের জন্য এক দেরহামের গোশত খরিদ করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) আমার এই কথা যে, 'আমার পরিবারের লোকদের গোশত খাওয়ার খুব ইচ্ছা হইয়াছে' বার বার আওড়াইতে লাগিলেন। তিনি এই কথা এতবার আওড়াইলেন যে, আমার মনে হইতেছিল, হায় যদি এই দেরহাম আমার নিকট হইতে কোথাও হারাইয়া যাইত! আর হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাতই না হইত!

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত জাবের (রাঃ)এর হাতে একটি দেরহাম দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দেরহাম কিসের জন্য? হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, এই দেরহাম দ্বারা আমি আমার পরিবারের জন্য গোশত খরিদ করিব। কারণ, তাহাদের গোশত খাওয়ার খুব ইচ্ছা হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের কি যখনই কোন জিনিসের খাহেশ বা ইচ্ছা হয় তখনই তোমরা উহা খরিদ কর? এই আয়াত أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا তোমাদের নিকট হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর উপর হযরত ওমর (রাঃ)এর অসন্তোষ

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) নিজ পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘরে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর সম্মুখে

—২০

গোশত রাখা ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই গোশত কিভাবে আসিল? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমার গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার যখনই কোন জিনিসের ইচ্ছা হয় তখনই তাহা খাও? কাহারো অপব্যয়ী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা খায়। (মুন্তাখাবে কান্‌য)

ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর প্রতি অসন্তোষ

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জানিতে পারিলেন যে, হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) বিভিন্ন রকমের খাবার খান। হযরত ওমর (রাঃ) আপন গোলাম ইয়ারফাকে বলিলেন, যখন তুমি জানিতে পার যে, তাহার রাত্রের খানা উপস্থিত হইয়াছে তখন আমাকে সংবাদ দিও। ইয়ারফা হযরত ওমর (রাঃ)কে সংবাদ দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) গেলেন এবং ইয়াযীদ (রাঃ)এর ঘরের নিকট যাইয়া তাহাকে সালাম দিলেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) অনুমতি দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করার পর হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর রাত্রের খাবার আনা হইল। গোশত দ্বারা প্রস্তুত সারীদ আনা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার সহিত উহা খাইলেন। তারপর দস্তরখানার উপর ভুনা গোশত আনা হইল। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) উহার দিকে হাত বাড়াইলেন, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) নিজের হাত গুটাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর, হে ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান, এক খাবারের পর আরেক খাবার? সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের রাস্তা হইতে হটিয়া যাও তবে তোমাকেও তাহাদের রাস্তা হইতে হটাইয়া দেওয়া হইবে।

হাসান (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) ময়লা আবর্জনার

স্তূপের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সেখানে থামিয়া গেলেন। উহার দুর্গন্ধে তাহার সঙ্গীগণের কষ্ট হইতে লাগিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই সেই তোমাদের দুনিয়া যাহার প্রতি তোমরা লোভ করিয়া থাক এবং উহার উপর ভরসা করিয়া থাক।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

সালামা ইবনে কুলসুম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশকে একটি উঁচা দালান বানাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট মদীনায় এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে এই পত্র লিখিলেন, হে উয়াইমেরের মায়ের বেটা উয়াইমের! রোম পারস্যের দালান কোঠা কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয় নাই, তুমি নতুন করিয়া দালান বানাইতে লাগিয়া গিয়াছ? হে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা, তোমরা তো অন্যদের জন্য আদর্শ (লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করিবে, অতএব তোমাদেরকে যাহা করিতে দেখিবে তাহারাও তাহা করিতে আরম্ভ করিবে।)

রাশেদ ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সংবাদ পাইলেন যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) হেমস শহরের দ্বারে পাকা শৌচাগার বানাইয়াছেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন—

'হে উয়াইমের! রোমবাসীরা দুনিয়ার সাজসজ্জার জন্য যে সকল দালান তৈয়ার করিয়াছে উহা কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয় নাই? অথচ আল্লাহ তায়ালা তো দুনিয়াকে বিরান ও ধ্বংস হওয়ার হুকুম দিয়াছেন।'

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রোমবাসীদের দুনিয়ার সাজসজ্জা ও নতুন নতুন দালান তৈয়ার করা তোমার জন্য যথেষ্ট হয় নাই? অথচ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার কথা বলিয়া দিয়াছেন। আমার এই পত্র পাওয়া মাত্র তুমি হেমস

হইতে দামেশক চলিয়া যাইবে। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) শাস্তিস্বরূপ তাহাকে এই হুকুম দিয়াছিলেন।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) বলেন, হযরত খারেজা ইবনে হোযাফা (রাঃ) মিসরে সর্বপ্রথম বালাখানা বানাইয়াছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে পত্র লিখিলেন—

'সালাম হউক, আম্মাবা'দ, আমি এই সংবাদ পাইয়াছি যে, খারেজা ইবনে হোযাফা বালাখানা তৈয়ার করিয়াছে। খারেজা আপন প্রতিবেশীর পর্দার জিনিস দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব আমার এই পত্র পাওয়ামাত্র সেই বালাখানা ভাঙ্গিয়া দিবে। ইনশাআল্লাহ। ওয়াসসালাম।'

(কানয)

আবদুল্লাহ রুমী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উম্মে তাল্ক (রাঃ)এর ঘরে গেলাম। আমি দেখিলাম, তাহার ঘরের ছাদ নীচু। আমি বলিলাম, হে উম্মে তাল্ক! আপনার ঘরের ছাদ তো অনেক নীচু। তিনি বলিলেন, বেটা, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আপন গভর্নরদেরকে পত্র লিখিয়াছেন যে, তোমরা তোমাদের দালান উঁচু বানাইও না, কেননা তোমাদের সর্বাপেক্ষা খারাপ দিন ঐ দিন হইবে যেইদিন তোমরা উঁচু দালানকোঠা বানাইবে।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) কুফার গভর্নর ছিলেন। তিনি নিজের বসবাসের জন্য একটি ঘর বানাইবার অনুমতি চাহিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পত্র

লিখিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে উত্তরে লিখিলেন, এরূপ ঘর বানাইবে যাহাতে তোমার রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বাঁচার প্রয়োজন পুরা হয়। কেননা, দুনিয়া তো কালাতিপাতের জায়গা।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসরের গর্ভনর ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট পত্র লিখিলেন যে, তুমি তোমার সহিত তোমার (অধীনস্ত) আমীদের যেরূপ ব্যবহার পছন্দ কর, তোমার প্রজাদের সহিত তুমি সেরূপ ব্যবহার করিও।

পাকা ইট দ্বারা দালান বানানোর উপর হযরত ওমর (রাঃ)এর অসন্তোষ প্রকাশ

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি পাকা ইট দ্বারা দালান বানাইল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, আমার ধারণা ছিল না যে, এই উম্মতের মধ্যেও ফেরআউনের মত লোক হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথার দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ) ফেরআউনের এই কথার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন—

فَاَوْقِدْلِىْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا

অর্থ ঃ 'হে হামান, তুমি ইট পোড়াও,অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর।'

হযরত আবু আইউব (রাঃ)এর হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমার পিতার যুগে আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার পিতা লোকদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। হযরত আবু আইউব (রাঃ)কেও দাওয়াত দিয়াছিলেন। বাড়ীর লোকেরা ঘরের দেয়ালে সবুজ রঙের পর্দা টানাইয়াছিল। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) আসিলেন এবং তিনি মাথা ঝুকাইয়া দেয়ালের পর্দা দেখিলেন।

অতঃপর (আমার পিতাকে) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমরা দেয়ালের উপর পর্দা টানাও? আমার পিতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হে আবু আইউব! মহিলাদের সঙ্গে পারিয়া উঠি নাই। হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলিলেন, অন্যদের ব্যাপারে আমার এই আশংকা ছিল যে, তাহারা মহিলাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না, কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমার এই আশংকা কখনই ছিল না যে, তুমিও তাহাদের মোকাবিলায় পরাজিত হইবে। আমি তোমাদের ঘরে প্রবেশ করিব না। তোমাদের খানাও খাইব না। (কানযুল উম্মাল)

হযরত সালমান (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে সালমান! আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, তোমাদের জানা উচিত, অতিসত্বর বহু বিজয় লাভ হইবে। আমি যেন এমন না শুনি যে, এই সকল বিজয়ে প্রাপ্ত তোমার সম্পূর্ণ অংশ তুমি তোমার পেটে ঢালিয়া লইয়াছে এবং নিজ পিঠে চড়াইয়া লইয়াছ। (অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণে নিজে খাইবে পরিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস অন্যদের উপর খরচ করিবে।) আর তুমি ইহাও জানিয়া লও, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে সে সকাল বিকাল সর্বসময় আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে থাকে। অতএব তুমি আহলুল্লাহদের (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন) কাহাকেও কখনও কতল করিও না, কেননা ইহাতে তুমি আল্লাহ তায়ালার (কৃত দায়িত্ব গ্রহণের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করিবে। পরিণতিতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উপুড় করিয়া (জাহান্নামের) আগুনে নিক্ষেপ করিবেন।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবু বকর

(রাঃ)এর নিকট আসিলেন। তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে দুনিয়ার উপর বিজয় দান করিবেন। (তখন তোমরা খুব গনীমতের মাল লাভ করিবে।) তোমাদের প্রত্যেকে যেন সেই গনীমতের মাল হইতে এই পরিমাণ গ্রহণ করে যাহা দ্বারা জীবন অতিবাহিত হইতে পারে। (কানয)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে নসীহত

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন, তাহাকে সালাম করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি দেখিতে পাইতেছি যে, দুনিয়া অগ্রসর হইতেছে। যদিও এখনও আসে নাই, কিন্তু আসার সময় হইয়া গিয়াছে। আর তোমরা রেশমের পর্দা ও বালিশ বানাইবে। আযারবাইজানের তৈরী (উন্নতমানের) পশমী বিছানার উপর (শয়ন করিয়াও) এরূপ কষ্ট অনুভব করিবে যেন তোমাদের কেহ সা'দান গাছের কাঁটার উপর শয়ন করিয়াছে। আল্লাহর কসম, যদি তোমাদের কাহাকেও ডাকিয়া আনিয়া বিনা অপরাধে গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হয় তবে ইহা তাহার জন্য গভীর দুনিয়াতে সাঁতরাইয়া বেড়ানো অপেক্ষা অনেক উত্তম।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর তাহার সঙ্গীদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ

আলী ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা সকাল–সন্ধ্যা এমন জিনিসের প্রতি আগ্রহ করিতেছ যাহার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনাগ্রহ দেখাইতেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জীবনে যে কোন রাত্র আসিয়াছে উহাতে তাঁহার ঋণ তাঁহার মাল অপেক্ষা অধিকই রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী (রাঃ) বলিলেন, আমরা তাঁহাকে করজ লইতে দেখিয়াছি। (তারগীব)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত আমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের তরীকা তোমাদের নবীর তরীকা হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার প্রতি সর্বাপেক্ষা অনাগ্রহী ছিলেন। আর তোমরা লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর নিজ পুত্রকে নসীহত

মাইমুন (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর পুত্রদের মধ্য হইতে এক যুবক ছেলে তাহার নিকট একটি লুঙ্গি চাহিল এবং বলিল, আমার লুঙ্গি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, ছেঁড়া স্থান কাটিয়া ফেলিয়া দাও এবং বাকী অংশ সেলাই করিয়া লও। যুবক ছেলের নিকট এই কথা ভাল লাগিল না। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তোমার ভাল হউক, আল্লাহকে ভয় কর এবং তুমি কখনও ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না যাহারা আল্লাহর দেওয়া সমস্ত রিযিককে আপন পেট ও পিঠের উপরই ঢালে। (অর্থাৎ সমস্ত মাল শুধু আপন খাওয়া-পরার মধ্যেই খরচ করে।)

হযরত আবু যার (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর ঘটনা

সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) ঘর বানাইতেছিলেন। এমন সময় হযরত আবু যার (রাঃ) সেখান দিয়া গেলেন। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তুমি বিরাট বিরাট পাথর

মানুষের কাঁধের উপর উঠাইয়াছ। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমি ঘর বানাইতেছি। হযরত আবু যার (রাঃ) পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, ভাই, আপনি মনে হয় আমার এই কাজে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আপনার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে আপনাকে যে কাজে ব্যস্ত দেখিতেছি, তাহা না দেখিয়া যদি আপনাকে আপনার পরিবারের পায়খানার কাজে ব্যস্ত দেখিতাম তবে ইহা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার একটি নতুন কামিস পরিধান করিয়া উহাকে দেখিতে লাগিলাম এবং আমি উহাতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কি দেখিতেছ? আল্লাহ তায়ালা এই মুহূর্তে তোমার প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিতেছেন না। আমি বলিলাম, কি কারণে? তিনি বলিলেন, তুমি কি জাননা, দুনিয়ার কোন সৌন্দর্যের কারণে যখন বান্দার অন্তরে আত্মগর্ব পয়দা হয়, তখন যতক্ষণ না সে সেই সৌন্দর্যকে পরিত্যাগ করে ততক্ষণ তাহার রব তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কামিস খুলিয়া তৎক্ষণাৎ সদকা করিয়া দিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হয়ত এই সদকা তোমার সেই আত্মগর্বের গুনাহের জন্য কাফফারাহ হইয়া যাইবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক পুত্রের ঘটনা

হাবীব ইবনে যামরাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পুত্র ইন্তেকালের সময় আড়চোখে বারবার বালিশের দিকে তাকাইতেছিল।

তাহার ইন্তেকালের পর লোকেরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিল, আপনার বেটাকে দেখিয়াছি, আড়চোখে বালিশের দিকে তাকাইতেছিল। যখন লোকেরা তাহাকে বালিশ হইতে উঠাইল তখন তাহার বালিশের নীচে পাঁচ অথবা ছয়টি দীনার পাওয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের এক হাত অপর হাতের উপর মারিয়া বারবার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমার ধারণা অনুযায়ী তোমার চামড়া এই দীনারের শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে না। (যেহেতু তুমি এই দীনার জমা করিয়া রাখিয়াছ, খরচ কর নাই।)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর উক্তি

আবদুল্লাহ ইবনে আবি হুযাইল (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিজের ঘর তৈয়ার করিবার পর হযরত আম্মার (রাঃ)কে বলিলেন, আস, আমি যে ঘর তৈয়ার করিয়াছি, উহা দেখ। হযরত আম্মার (রাঃ) তাহার সহিত গেলেন এবং ঘর দেখিয়া বলিলেন, আপনি তো অনেক মজবুত ঘর তৈয়ার করিয়াছেন এবং অনেক লম্বা ও দূরের আশা করিয়াছেন। অথচ আপনি অতিসত্বর দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)এর উক্তি

আতা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)কে এক ওলীমাতে দাওয়াত দেওয়া হইল। (তিনি সেখানে গেলেন এবং) আমিও তাহার সহিত গেলাম। সেখানে তিনি রঙ বেরঙের খানা দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরে খানা খাইলে রাত্রে খাইতেন না এবং রাত্রে খাইলে দুপুরে খাইতেন না?

নবম অধ্যায়

সাহাবা (রাঃ)দের নফসের খাহেশাতকে পরিত্যাগ করা

সাহাবা (রাঃ) কিরূপে আপন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, খান্দান, মালদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঘর-বাড়ীর ব্যাপারে নিজেদের নফসের খাহেশকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ ও রাসূল ও তাঁহাদের সহিত সম্পৃক্ত প্রতিটি মুসলমানের সহিত মহব্বত ও ভালবাসাকে মজবুত করিয়া ধরিয়াছিলেন। আর তাহারা কিরূপে মুহাম্মাদী সম্পর্কে সম্পর্কিত প্রতিটি মানুষের সম্মান করিতেন।

ইসলামের সম্পর্ককে মজবুত করার উদ্দেশ্যে জাহিলিয়াতের সম্পর্ক ছিন্ন করা

বদরের যুদ্ধে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর আপন পিতাকে হত্যা করা

ইবনে শাওযাব (রহঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর পিতা তাহার সম্মুখে আসিলে তিনি একদিকে সরিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহার পিতা যখন বারবার তাহার সম্মুখে আসিতে লাগিল তখন তিনি তাহাকে কতল করার সিদ্ধান্ত লইলেন এবং অবশেষে কতল করিয়া দিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন—

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ.

অর্থ ঃ যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, আপনি তাহাদিগকে এমন লোকদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবেন না, যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধী, যদিও তাহারা তাহাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভ্রাতা অথবা তাহাদের বংশধরই হউক না কেন, আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহে ঈমান দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

দুই সাহাবী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত মালেক ইবনে ওমায়ের (রাঃ) যিনি জাহিলিয়াতের যুগও পাইয়াছিলেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আমি শত্রু সৈন্যের

মোকাবিলা করিয়াছি। উক্ত শত্রু সৈন্যের মধ্যে আমার পিতাও ছিল। আমি তাহার মুখে আপনার ব্যাপারে খারাপ কথা শুনিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারি নাই। সুতরাং তাহাকে বর্শার আঘাতে কতল করিয়া দিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া নিশ্চুপ রহিলেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, যুদ্ধের সময় আমার পিতা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি চাহিতেছিলাম, অন্য কেহ তাহাকে কতল করিয়া দিক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথা শুনিয়াও নিশ্চুপ রহিলেন। (বাইহাকী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (রাঃ)এর পিতাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই একটি দুর্গের ছায়ায় বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট দিয়া গেলেন। সে বলিল, ইবনে আবি কাবশা আমাদের উপর ধুলাবালি উড়াইয়াছে। (আবু কাবশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানার নাম অথবা হযরত হালীমা সাদিয়ার বংশীয় উপাধি ছিল। সেই হিসাবে ইবনে আবি কাবশা বলিয়া ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝাইয়াছে।) ইবনে উবাইয়ের এই কথা শুনিয়া তাহার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সম্মান দান করিয়াছেন, আপনি যদি চান তবে আমি তাহার মস্তক আপনার খেদমতে আনিয়া উপস্থিত করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং তুমি তোমার পিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর, এবং সদাচরণ কর।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে

উবাইকে কতল করার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি তোমার পিতাকে কতল করিও না।'

আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনার সহিত আমার পিতার অসদাচরণের কারণে আপনি চাহিতেছেন যে, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কতল করিয়া দেওয়া হউক। যদি প্রকৃতই আপনার ইচ্ছা এরূপ হইয়া থাকে তবে আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমিই তাহার মাথা কাটিয়া আপনার খেদমতে হাজির করিব। আল্লাহর কসম, সমস্ত খাযরাজ গোত্র ভাল করিয়া জানে যে, উক্ত গোত্রে আমার ন্যায় নিজ পিতার সহিত সদ্ব্যবহারকারী আর কেহ নাই। আপনি যদি অন্য কাহাকেও আমার পিতাকে কতল করার আদেশ করেন, আর সে তাহাকে কতল করিয়া দেয় তবে আমার আশংকা হয় যে, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের হত্যাকারীকে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করিতে দেখিয়া আমি সহ্য করিতে পারিব না, আর তাহাকে কতল করিয়া দিব। এমতাবস্থায় আমি একজন কাফেরের বদলায় একজন মুমিনকে হত্যা করিয়া বসিব এবং দোযখে প্রবেশ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, আমরা তো তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিব এবং সে যতক্ষণ আমাদের সহিত থাকিবে ততক্ষণ আমরা তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে থাকিব।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন হযরত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (রাঃ) আপন পিতার সম্মুখে তলোয়ার উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং পিতাকে বলিলেন, আমি আল্লাহর জন্য নিজের উপর ইহা জরুরী করিয়া লইয়াছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই তলোয়ার খাপে ঢুকাইব না যতক্ষণ না

আপনি এই কথা বলিবেন যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বাধিক সম্মানিত আর আমি সর্বাপেক্ষা অপমানিত। (শেষ পর্যন্ত) তাহার পিতা (বাধ্য হইয়া) বলিল, তোমার নাশ হউক, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বাধিক সম্মানিত আর আমি সর্বাপেক্ষা অপমানিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত হানাযালাহ ইবনে আবি আমের (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল (রাঃ) উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজ নিজ পিতাকে কতল করার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিলেন। (এসাবাহ)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁহার পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) (ইসলাম গ্রহণের পর তাহার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি আপনাকে দেখিয়াছি, কিন্তু (বাপ মনে করিয়া, কতল করি নাই) সরিয়া গিয়াছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আমি যদি তোমাকে দেখিতাম তবে সরিতাম না (বরং আল্লাহর দুশমন মনে করিয়া কতল করিয়া দিতাম।)

ওয়াকেদী (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বদরের যুদ্ধের দিন তাহার সহিত মোকাবিলার আহবান জানাইলেন। (তিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।) তাহার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) (মোকাবিলার জন্য) উঠিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (তুমি মোকাবিলার জন্য যাইও না) তোমার দ্বারা আমাদের আরো অনেক কাজ লওয়ার রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ও যুদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন এরূপ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে বলিলেন, আমি দেখিতেছি, তোমার অন্তরে আমার ব্যাপারে কোন কষ্ট রহিয়াছি। আমার ধারণা হয়, তুমি মনে করিতেছ, আমি তোমার পিতাকে কতল করিয়াছি। আমি যদি তাহাকে কতল করিতামও তবে তাহাকে কতলের ব্যাপারে তোমার নিকট কখনও ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম না। আমি তো আমার মামা আস ইবনে হেশাম ইবনে মুগীরাহকে কতল করিয়াছিলাম। অবশ্য আমি তোমার পিতার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে দেখিয়াছি, (আহত হইয়া জমিনের উপর পড়িয়াছিল এবং) জমিনের উপর এমনভাবে মাথা দ্বারা আঘাত করিতেছিল যেমন (ক্রুদ্ধ) ষাঁড় জমিনের উপর শিং দ্বারা আঘাত করিয়া থাকে। আমি তাহার পাশ কাটিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছি এবং তাহাকে তাহার চাচাতো ভাই হযরত আলী (রাঃ) কতল করিয়াছেন।

ইস্তিআব ও এসাবাহ গ্রন্থে অতিরিক্ত ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, যদি আপনি তাহাকে কতল করিতেনও তবুও আপনি হকের উপর ছিলেন আর তিনি বাতিলের উপর ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহার এই কথা খুবই ভাল লাগিল।

হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ) ও তাহার পিতার ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত কাফেরদের ব্যাপারে হুকুম দিলেন যে, তাহাদেরকে টানিয়া কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করা হউক। সুতরাং

তাহাদিগকে কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেই কূয়ার কিনারায়) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে কূয়াবাসী, তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদাকে সত্য পাইয়াছ? আমার সহিত আমার রব যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা আমি সত্য পাইয়াছি। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মৃত লোকদের সহিত কথা বলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের রব তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা সত্য ছিল।

হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ) যখন তাহার পিতাকে টানিয়া কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে দেখিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আবু হোযাইফা, মনে হইতেছে, তোমার পিতার সহিত যে আচরণ করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া তুমি মনে কষ্ট পাইয়াছ। হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা সর্দার ছিলেন। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিবেন, কিন্তু তাহার এরূপ (কুফরের উপর) অপমানকর মৃত্যু দেখিয়া দুঃখ হইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হোযাইফার জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন।

আবু যিনাদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ) বদরের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন এবং তিনি আপন পিতা ওতবাকে মোকাবিলার আহ্বান করিয়াছিলেন। এই হাদীসের পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে তাহার বোন হিন্দ বিনতে ওতবা (রাঃ)এর কতিপয় কবিতা উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ও তাহার ভাইয়ের ঘটনা

বনু আব্দে দার গোত্রীয় হযরত নুবাইহ ইবনে ওহ্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের কয়েদীদের

—২১

লইয়া (মদীনায়) আসিলেন এবং আপন সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে উহাদেরকে বন্টন করিয়া দিলেন তখন বলিলেন, তোমরা আমার পক্ষ হইতে এই সকল কয়েদীদের সহিত সদ্ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর আপন ভাই আবু আযীয ইবনে ওমায়ের ইবনে হাশেম এই সকল কয়েদীদের মধ্যে ছিলেন।

আবু আযীয নিজে বর্ণনা করেন যে, একজন আনসারী আমাকে বন্দী করিতেছিল, এমন সময় আমার ভাই মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) আমার নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি সেই আনসারীকে বলিলেন, দুই হাতে তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিও। তাহার মা অনেক ধনী মহিলা, সে তোমাকে তাহার মুক্তিপণ হিসাবে অনেক মাল দিবে।

আবু আযীয বলেন, সাহাবা (রাঃ) যখন আমাকে বদর হইতে লইয়া চলিলেন, তখন আমি আনসারদের এক জামাতের সঙ্গে ছিলাম। তাহারা দিনে বা রাত্রে যখনই খাবার সামনে আনিত তখন আমাকে রুটি খাওয়াইত, আর নিজেরা খেজুর খাইয়া লইত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে আমাদের ব্যাপারে এই উপদেশই দিয়াছিলেন। তাহাদের কাহারো হাতে রুটির কোন টুকরা পড়িলে সে উহা আমাকে দিয়া দিত। আমি লজ্জিত হইয়া উহা তাহাকে ফেরত দিলে সে পুনরায় উহা আমাকে ফেরত দিয়া দিত, নিজে স্পর্শও করিত না।

আবু আযীযকে হযরত আবুল ইয়াসার (রাঃ) বন্দী করিয়াছিলেন। তাহার ভাই হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) যখন আনসারীকে পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছিলেন (যে, 'তাহাকে দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিও, তাহার মা অনেক ধনী মহিলা') তখন আবু আযীয হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে বলিল, হে আমার ভাই, (ভাই হইয়া) তুমি আমার সম্পর্কে এই ধরনের হুকুম করিতেছ? হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, এই আনসারী (আবুল ইয়াসার (রাঃ)) আমার ভাই, তুমি নও। আবু আযীযের মা জানিতে চাহিল যে, কোরাইশী কয়েদীদের জন্য সর্বোচ্চ

মুক্তিপণ কত দেওয়া হইয়াছে? তাহাকে বলা হইল, চার হাজার দেরহাম। সুতরাং আবু আযীযের মুক্তিপণ হিসাবে সেও চার হাজার দেরহাম পাঠাইল। (বিদায়াহ)

আইউব ইবনে নো'মান (রহঃ) বলেন, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর আপন ভাই আবু আযীয ইবনে ওমায়ের বদরের যুদ্ধের দিন বন্দী হইয়াছিল। সে হযরত মুহরিয ইবনে নাযলাহ (রাঃ)এর হাতে (ধরা) পড়িয়াছিল। হযরত মুসআব (রাঃ) হযরত মুহরিয (রাঃ)কে বলিলেন, দুই হাতে তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিও, কেননা তাহার মা মক্কায় থাকে এবং সে অনেক ধনী মহিলা। আবু আযীয ইহা শুনিয়া হযরত মুসআব (রাঃ)কে বলিল, হে আমার ভাই, তুমি (ভাই হইয়া) আমার ব্যাপারে এই হুকুম করিতেছ? হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, মুহরিয আমার ভাই, তুমি নও। পরবর্তীতে আবু আযীযের মা তাহার মুক্তিপণ হিসাবে চার হাজার দেরহাম পাঠাইল।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) ও তাহার পিতা হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর ঘটনা

যুহরী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোরাইশদের চুক্তিভঙ্গের কারণে) মক্কার উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সময় হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ) মদীনায় আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া হুদাইবিয়ার সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) সেখান হইতে উঠিয়া নিজ কন্যা হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)এর ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকিয়া যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানার উপর বসিতে লাগিলেন তখন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বিছানা গুটাইয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন,

হে আমার বেটি, তুমি কি আমাকে এই বিছানার উপযুক্ত মনে কর না, না বিছানাকে আমার উপযুক্ত মনে কর না? হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা আর আপনি নাপাক ও মুশরিক ব্যক্তি। (অতএব আপনি এই বিছানার উপযুক্ত নন।) হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, বেটি, আমার (নিকট হইতে পৃথক হওয়ার) পর তোমার আখলাক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ইবনে ইসহাক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এই কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি চাই না যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

আবুল আহওয়াছ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাহার নিকট দীনারের ন্যায় সুন্দর ফুটফুটে তাহার তিন পুত্র বসিয়াছিল। আমরা ছেলেগুলির দিকে তাকাইতেছিলাম। তিনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, এই তিন পুত্রের কারণে তোমাদের বোধহয় আমার প্রতি ঈর্ষা হইতেছে। আমরা আরজ করিলাম, এরূপ পুত্রের কারণেই তো মানুষ ঈর্ষার পাত্র হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া তিনি নিজের ঘরের ছাদের দিকে মাথা উঠাইলেন। ছাদ অত্যন্ত নীচু ছিল এবং সেখানে (চড়ুইয়ের ন্যায়) খুত্তাফ পাখীর বসা ছিল। তিনি বলিলেন, এই পাখীর ডিম পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা অপেক্ষা এইরূপ পুত্রদেরকে দাফন করিয়া হাত হইতে তাহাদের কবরের মাটি ঝাড়িয়া ফেলি, ইহা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

আবু ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি কুফায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর মজলিসে বসিতাম। একদিন তিনি ছাপড়ার নীচে বসিয়াছিলেন। সে সময় তাহার অমুক অমুক দুইজন খান্দানী ও রূপবতী স্ত্রী ছিলেন এবং তাহাদের উভয়ের ঘরে তাহার সুন্দর ও সুশ্রী সন্তানাদিও

ছিল। তিনি বসিয়াছিলেন এমন সময় তাহার মাথার উপর একটি চড়ুই ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার মাথার উপর পায়খানা করিয়া দিল। তিনি হাত দ্বারা পায়খানা ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আবদুল্লাহ এর সমস্ত সন্তান মৃত্যুবরণ করে এবং তারপর আমিও মৃত্যুবরণ করি ইহা আমার নিকট এই চড়ুইটি মারা যাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তাহার এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা (রাঃ)দের নিকট আল্লাহ তায়ালার সাধারণ হইতে সাধারণ মাখলুক ও নিজ সন্তানাদি অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল।)

বদরের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

পূর্বে আহলে রায় অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করার বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহর কসম, (বদরের কয়েদীদের ব্যাপারে) হযরত আবু বকর (রাঃ) যে রায় দিয়াছেন, আমার সে রায় নয়, বরং আমার রায় হইল, আমার আত্মীয় অমুককে আমার সোপর্দ করুন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই, আকীলকে হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে দিয়া দিন, তিনি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেন, আর হযরত হামযা (রাঃ)এর ভাই অমুক (অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রাঃ))কে হযরত হামযা (রাঃ)এর সোপর্দ করিয়া দিন, তিনি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেন। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়া লন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য কোন মায়া–মমতা নাই।

আনসারদের এই ধরনের ঘটনা (প্রথম খণ্ডে) আনসারদের (ইসলামের সম্পর্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে) জাহিলিয়াতের সম্পর্ককে ছিন্ন করার বর্ণনায় উল্লেখিত হইয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের অন্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর মহব্বত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনার জন্য একটি ছাপড়া তৈয়ার করিয়া দিব কি? যাহাতে আপনি অবস্থান করিবেন এবং সেখানে আপনার সওয়ারীও প্রস্তুত করিয়া রাখিব। তারপর আমরা শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হইব। যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সম্মান দান করেন এবং শত্রুর উপর বিজয় দান করেন তবে তো ইহা এমন বিষয় যাহা আমরা পছন্দ করি। আর যদি (আল্লাহ না করুন) পরিস্থিতি অন্যরূপ হয় তবে আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আমাদের কাওমের ঐ সমস্ত লোকদের নিকট চলিয়া যাইবেন যাহারা মদীনাতে পিছনে রহিয়া গিয়াছে, কেননা মদীনাতে এমন বহু লোক রহিয়াছে যাহারা আপনার প্রতি আমাদের অপেক্ষা অধিক মহব্বত রাখে। যদি তাহাদের সামান্য ধারণাও হইত যে, আপনাকে যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে তবে তাহারা কখনই পিছনে থাকিত না। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা আপনার হেফাযত করিবেন। তাহারা আপনার হিতকামনা করিবে এবং আপনার সহিত আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই বক্তব্য শুনিয়া তাহার খুবই প্রশংসা করিলেন এবং তাহার জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছাপড়া তৈয়ার করা হইল যেখানে তিনি অবস্থান করিলেন।

(বিদায়াহ)

একজন সাহাবী (রাঃ)এর মহব্বতের ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে নিজের প্রাণ ও নিজ সন্তানদের অপেক্ষা অধিক মহব্বত করি। অনেক সময় ঘরে থাকা অবস্থায় আপনার কথা স্মরণ হয় তখন আসিয়া আপনাকে একনজর না দেখা পর্যন্ত স্থির থাকিতে পারি না। এখন আমার চিন্তা হইতেছে যে, আমারও মৃত্যু হইবে, আপনিও দুনিয়া হইতে বিদায় লইবেন। তারপর আপনি তো নবীদের সহিত সর্বোচ্চ জান্নাতে চলিয়া যাইবেন, আর আমি নীচের জান্নাতে থাকিব। আমার ভয় হইতেছে, আমি হয়ত সেখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না। (এমতাবস্থায় জান্নাতে আমি কিভাবে শান্তি লাভ করিব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও তাহার কথার কোন উত্তর দেন নাই এমন সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এই আয়াত লইয়া অবতীর্ণ হইলেন—

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের হুকুম মান্য করিবে, তবে এইরূপ ব্যক্তিগণও সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হইবেন যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়াছেন, অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং নেককারগণ।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে এত অধিক মহব্বত করি যে, যখন আপনার কথা স্মরণ হয় তখন যদি আপনাকে আসিয়া একনজর না দেখি তবে মনে হয় আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। এখন আমার চিন্তা হইতেছে যে, আমি জান্নাতে গেলেও আপনার অপেক্ষা নীচের জান্নাতে লাভ করিব (আর সেখানে আপনার সাক্ষাৎ পাইব না) তখন আমার খুবই কষ্ট হইবে। অতএব আমি চাই, জান্নাতে আমি আপনার সহিত একই মরতবায় থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই

কথার এখনও কোন উত্তর দেন নাই, এমন সময় আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। (তাবারানী)

অপর এক সাহাবী (রাঃ)এর ঘটনা

বোখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কখন হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি উহার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল, তেমন কিছু নয়, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মহব্বত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে যাহাকে মহব্বত করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথায় যে, 'তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে, যাহাকে মহব্বত করিবে' আমরা এত আনন্দিত হইয়াছি যে, আর কোন জিনিসে এত আনন্দিত হই নাই। আর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)কে মহব্বত করি। অতএব আমি পূর্ণ আশা রাখি যে, তাহাদের মহব্বতের কারণে আমি তাহাদের সহিত থাকিব।

বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন হইবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ভাল হউক, তুমি উহার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল, তেমন কিছু নয়, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার সহিত তোমার মহব্বত হইবে তুমি তাহার সহিত থাকিবে। হযরত আনাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সুসংবাদ কি আমাদের জন্যও (না শুধু এই গ্রাম্য লোকটির জন্য)? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, তোমাদের জন্যও। এই কথা শুনিয়া সেইদিন আমরা অত্যাধিক আনন্দিত হইলাম।

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দেরকে এই কথায় এত আনন্দিত হইতে দেখিয়াছি যে, আর কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হইতে দেখি নাই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ কোন নেক আমলের কারণে মহব্বত করে, কিন্তু নিজে উহার ন্যায় আমল করিতে পারে না। (তবে কি এই ব্যক্তিও উক্ত মহব্বতের কারণে তাহার সহিত থাকিবে?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি যাহাকে মহব্বত করিবে, সে তাহারই সহিত থাকিবে।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন একদল লোককে মহব্বত করে, কিন্তু তাহাদের ন্যায় আমল করিতে পারে না, (সেও কি তাহাদের সহিত থাকিবে?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু যার! তুমি যাহাকে মহব্বত করিবে তাহারই সহিত থাকিবে। আমি বলিলাম, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যাহাকে মহব্বত করিবে তাহারই সহিত থাকিবে। হযরত আবু যার (রাঃ) পুনরায় একই কথা বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই উত্তর দিলেন। (তারগীব)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই অভাব দেখা দিল। হযরত আলী (রাঃ) জানিতে পারিয়া কোন কাজের তালাশে বাহির হইলেন, যাহাতে খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উহা পেশ করিতে পারেন। সুতরাং তিনি এক ইহুদীর বাগানে গেলেন এবং সতের বালতি পানি উঠাইলেন। বালিত প্রতি একটি করিয়া খেজুর পাইলেন। ইহুদী হযরত আলী (রাঃ)এর সম্মুখে তাহার সর্বপ্রকার খেজুর আনিয়া হাজির করিল। যাহাতে তিনি যেই প্রকার হইতে ইচ্ছা হয় লইতে পারেন। হযরত আলী (রাঃ) সতেরটি আজওয়া খেজুর লইলেন এবং উহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আনিয়া পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুল হাসান! তুমি এই খেজুর কোথা হইতে পাইলে? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার অভাবের কথা জানিতে পারিয়া কোন কাজের তালাশে বাহির হইলাম যাহাতে আপনার জন্য খাবার সংগ্রহ করিতে পারি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি এই কাজ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতের কারণে করিয়াছ? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে কোন বান্দা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত মহব্বত রাখিবে, তাহার প্রতি অভাব-অনটন নিম্ন মুখে পানির স্রোত অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করিবে সে যেন বালা-মুসীবতের জন্য ঢাল (অর্থাৎ সবর) প্রস্তুত করিয়া রাখে। (অর্থাৎ তাহাকে বালা-মুসীবত দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে। আর সে এই পরীক্ষায় একমাত্র সবর ও ধৈর্য দ্বারাই উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।)

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলাম, তাহার চেহারার রং বিবর্ণ হইয়া আছে। আমি আরজ করিলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, কি ব্যাপার, আমি আপনার চেহারা বিবর্ণ দেখিতেছি? তিনি বলিলেন, তিনদিন যাবৎ আমার পেটে এমন কোন জিনিস পড়ে নাই যাহা কোন প্রাণীর পেটে পড়িতে পারে। ইহা শুনিয়া আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং দেখিলাম এক ইহুদী কূয়া হইতে পানি উঠাইয়া নিজের উটগুলিকে পান করাইতে চাহিতেছে। আমি প্রতি বালতিতে একটি করিয়া খেজুরের বিনিময়ে তাহার উটগুলিকে পানি পান করাইতে আরম্ভ করিলাম। অবশেষে কিছু খেজুর জমা হইলে আমি উহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কা'ব, এই খেজুর কোথা হইতে পাইলে? আমি তাঁহাকে ঘটনা শুনাইলাম।

তিনি বলিলেন, হে কা'ব, তুমি কি আমাকে মহব্বত কর? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, আমার পিতা আপনার উপর কোরবান হউন। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করিবে তাহার প্রতি অভাব অনটন নিম্নমুখে পানির স্রোত অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। এখন তোমার উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে পরীক্ষা আসিবে, উহার জন্য ঢাল প্রস্তুত করিয়া লও। (এই ঘটনার পর আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইতে পারিলাম না) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে না দেখিয়া সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কা'বের কি হইয়াছে? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, সে অসুস্থ। শুনিয়া তিনি পায়ে হাটিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, হে কা'ব, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমার মা বলিলেন, হে কা'ব, তোমার জন্য জান্নাতে যাওয়া মোবারক হউক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর

উপর কসম খায় এই মহিলা কে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমার মা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে কা'ব! তুমি কি জান, হয়ত কা'ব কোন বে-ফায়েদা কথা বলিয়াছে অথবা (কেহ কোন জিনিস চাহিয়াছে আর) কা'ব তাহার নিজের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাহা দেয় নাই। কান্য এর রেওয়ায়াতে এইরূপ শব্দ বর্ণিত হইয়াছে যে, হয়ত কা'ব কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছে, অথবা (কেহ কোন জিনিস চাহিয়াছে, আর) নিজের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাহা দেয় নাই।

নবী করীম (সাঃ)এর প্রতি হযরত তালহা ইবনে বারা (রাঃ)এর মহব্বত

হযরত হোসাইন ইবনে ওয়াহ ওয়াহ (রাঃ) বলেন, হযরত তালহা ইবনে বারা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার শরীরকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার কদম মোবারকে চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যাহা ইচ্ছা হয় আদেশ করুন আমি আপনার আদেশ অমান্য করিব না। হযরত তালহা (রাঃ) যুবক বয়সের ছিলেন। তাহার এই কথায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য বোধ করিলেন। অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, যাও, তোমার পিতাকে হত্যা কর। হযরত তালহা (রাঃ) পিতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, এদিকে আস, আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য পাঠানো হয় নাই। এই ঘটনার পর হযরত তালহা (রাঃ) অসুস্থ হইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে আসিলেন। তখন শীতের মৌসুম ছিল। প্রচণ্ড শীত পড়িতেছিল এবং আকাশও মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার সময় তিনি হযরত তালহা (রাঃ)এর পরিবারের

লোকদেরকে বলিলেন, আমি তো তালহার উপর মৃত্যুর লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। তাহার মৃত্যু হইয়া গেলে আমাকে সংবাদ দিও যাহাতে আমি তাহার জানাযার নামায পড়িতে পারি এবং তাহার কাফন ইত্যাদিতে তাড়াতাড়ি করিও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সালেম ইবনে আওফ গোত্র পর্যন্ত না পৌছিতেই হযরত তালহা (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল। তখন রাত্র হইয়া গিয়াছিল। হযরত তালহা (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্বে যে সকল অসিয়ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ইহাও ছিল যে, আমাকে তাড়াতাড়ি দাফন করিয়া আমাকে আমার রবের নিকট পৌছাইয়া দিও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকিও না, কেননা আমার ভয় হয় যে, তিনি আমার কারণে রাত্রিবেলায় আসিবেন আর পথে ইহুদীরা তাহাকে কোন কষ্ট দেয়। (সুতরাং রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ না দিয়াই তাহাকে দাফন করা হইল।) সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইয়া হযরত তালহা (রাঃ)এর কবরের নিকট গেলেন এবং তিনি সেখানে দাঁড়াইলেন। লোকেরাও কাতারবন্দি হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। তিনি উভয় হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ! আপনার সহিত তালহার সাক্ষাৎ যেন এইভাবে হয় যে, আপনি তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছেন, আর সেও আপনাকে দেখিয়া হাসিতেছে।'

হযরত তালহা ইবনে বারা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, আপনি হাত বাড়ান, আমি আপনার হাতে বাইআত হইব। তিনি বলিলেন, যদি তোমাকে নিজ পিতামাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে আদেশ করি, তবুও কি তুমি বাইআত হইবে? আমি বলিলাম, না। আমি পুনরায় খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, আপনার হাত বাড়ান, আমি আপনার হাতে বাইআত হইব। তিনি বলিলেন, কি বিষয়ের উপর বাইআত হইবে? আমি বলিলাম, ইসলামের উপর। তিনি বলিলেন, যদি তোমাকে পিতামাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলি? আমি বলিলাম,

না। আমি তৃতীয়বার আরজ করিলাম। তাহার মা জীবিত ছিলেন এবং তিনি তাহার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহার করিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে তালহা, আমাদের দ্বীনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নিয়ম নাই। কিন্তু আমি চাহিতেছিলাম, তোমার নিজের দ্বীনে যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত তালহা (রাঃ) মুসলমান হইলেন এবং অতি উত্তম মুসলমান প্রমাণিত হইলেন। অতঃপর তিনি অসুস্থ হইলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার তো মনে হইতেছে আজ রাত্রেই তাহার ইন্তেকাল হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তাহার জ্ঞান ফিরে তবে আমাকে সংবাদ দিও। মধ্যরাত্রিতে তাহার জ্ঞান ফিরিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাকে দেখিতে আসেন নাই? ঘরের লোকেরা বলিলেন, তিনি আসিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে, আপনার জ্ঞান ফিরিলে যেন আমরা তাহাকে সংবাদ দেই। হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, এখন তাহাকে সংবাদ দিও না। কেননা রাত্রিতে কোন জীব তাহাকে দংশন করিতে পারে অথবা অন্য কোন প্রকার কষ্ট হইতে পারে। আমার মৃত্যু হইয়া গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সালাম বলিও এবং তাহার নিকট আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে লোকেরা বলিল, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং ইন্তেকালের পূর্বে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে জানানো হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ যেন এমনভাবে হয় যে, আপনি তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছেন, আর সে আপনাকে দেখিয়া হাসিতেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ)এর মহব্বত

যুহরী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ)এর ব্যাপারে নালিশ করা হইল যে, তিনি অনেক বেশী হাসি–তামাশা করেন ও বাজে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছাড় তাহাকে, তাহার মধ্যে একটি গোপন গুণ রহিয়াছে, আর তাহা এই যে, সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুল বিজাদাইন (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আদরা' (রাঃ) বলেন, আমি একরাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দেওয়ার জন্য আসিয়া দেখিলাম এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করিতেছে। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই (উচ্চস্বরে কোরআন পাঠকারী) ব্যক্তি রিয়াকার। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি তো আবদুল্লাহ ইবনে যুলবিজাদাইন। পরবর্তীতে যখন তাহার মদীনাতে ইন্তেকাল হইল এবং সাহাবা (রাঃ) তাহার জানাযার নামায শেষে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সহিত নম্র আচরণ কর কেননা আল্লাহ তাহার সহিত নম্র আচরণ করিয়াছেন, এবং সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কবরস্থানে পৌছিলেন তখন কবর খনন করা হইতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার কবরকে প্রশস্ত কর, কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তাহার সহিত প্রশস্ত আচরণ করিয়াছেন। একজন সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তাহার ইন্তেকালে ব্যথিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিলেন, হাঁ, কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করিত। (মুন্তাখাব)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত খুবাইব (রাঃ)এর মহব্বতের ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট ছিলাম। তাহার পা অবশ হইয়া গিয়াছিল। আমি বলিলাম, হে আবু আব্দির রহমান, আপনার পায়ে কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, এইখানে পায়ের রগগুলি জড়াইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এমন ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকুন। (আপনার পা ঠিক হইয়া যাইবে।) তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পা ঠিক হইয়া গেল এবং তিনি উহা মেলাইয়া দিলেন।

পূর্বে সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার বর্ণনায় হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)এর উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। তাহার শাহাদাতের সময় যখন আবু সুফিয়ান তাহাকে বলিল, হে যায়েদ, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে যে, এই মুহূর্তে (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট তোমার স্থলে হন, আর আমরা তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই, আর তুমি (নিরাপদে) তোমার পরিবারের নিকট অবস্থান কর? তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করিব না যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মুহূর্তে যেখানে আছেন সেখানে তাহার শরীরে একটি কাঁটা ফুটে আর আমি আমার পরিবারের নিকট বসিয়া থাকি। আবু সুফিয়ান বলিল, আমি কাহাকেও এমন দেখি নাই যে, সে অপর কাহাকেও এই পরিমাণ মহব্বত করে যেই পরিমাণ (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহাবীগণ (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মহব্বত করে।

ইহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাফেরগণ হযরত খুবাইব (রাঃ)কে শূলিতে চড়াইবার পর উচ্চস্বরে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, তুমি

ইহা পছন্দ কর যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার স্থলে হন? তিনি বলিলেন, না, আল্লাহু আযীমের কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করি না, আমার পরিবর্তে তাঁহার পায়ে একটি কাঁটাও ফুটে।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতকে নিজেদের মহব্বতের উপর অগ্রাধিকার দান করা

হযরত আনাস (রাঃ) হযরত আবু কোহাফা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত আবু কোহাফা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (ইসলামের গ্রহণের উদ্দেশ্যে) বাইআতের জন্য হাত বাড়াইলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যদি এই মুহূর্তে আমার পিতার হাতের পরিবর্তে (বাইআতের জন্য) আপনার চাচার হাত হইত আর তিনি মুসলমান হইতেন এবং তাহার ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপনার চক্ষু শীতল করিতেন তবে ইহা আমার নিকট আমার পিতার ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় ও পছন্দনীয় হইত। (কারণ আপনার চাচার ইসলাম গ্রহণে আপনি বেশী খুশী হইতেন।)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের পিতা হযরত আবু কোহাফা (রাঃ)এর হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, আরে, তুমি বুড়া মিয়াকে ঘরেই থাকিতে দিতে, আমরাই তাহার নিকট যাইতাম! হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হইল, (তিনি নিজে হাঁটিয়া আসার কারণে)

—২২

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ইহার আজর ও সওয়াব দান করুন। আমার পিতার ইসলাম গ্রহণে আমার যেই পরিমাণ আনন্দ হইতেছে (আপনার চাচা) আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ করিলে আমি ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইতাম। (কারণ ইহাতে আপনার চক্ষু শীতল হইত।) ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চক্ষু শীতল করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্য কথা বলিয়াছ।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে হযরত আব্বাস (রাঃ)ও বন্দী হইয়াছিলেন। তাহাকে একজন আনসারী সাহাবী বন্দী করিয়াছিলেন। আনসারগণ তাহাকে কতল করিয়া দিবে বলিয়া ধমক দিয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, আজ রাত্রে আমি আমার চাচা আব্বাসের কারণে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই, কেননা আনসারগণ বলিয়াছে যে, তাহারা তাহাকে কতল করিয়া দিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি আনসারদের নিকট (কথা বলার জন্য) যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যাও। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) আনসারদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আব্বাসকে ছাড়িয়া দাও। আনসারগণ বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, আমরা তাহাকে ছাড়িব না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে যদি আল্লাহর রাসূল খুশী হন? তাহারা বলিলেন, তবে তাহাকে লইয়া যাও। হযরত ওমর (রাঃ) আনসারদের নিকট হইতে হযরত আব্বাসকে লইয়া আসিলেন। তিনি যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর হাতে আসিয়া গেলেন তখন তাহাকে বলিলেন, হে আব্বাস, মুসলমান হইয়া যাও। আল্লাহর কসম, তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট (আমার

পিতা) খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আর ইহা একমাত্র এইজন্য যে, আমি দেখিয়াছি, তোমার মুসলমান হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক পছন্দনীয়। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, মুসলমান হইয়া যাও, আল্লাহর কসম, তোমার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট (আমার পিতা) খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রিয়। আর ইহা একমাত্র এইজন্য যে, আমি দেখিয়াছি, তোমার ইসলামে অগ্রগামী হওয়াকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করিতেছেন।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) কোন কাজের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)কে অনেক বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি বলুন, যদি আপনার নিকট হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচা মুসলমান হইয়া হাজির হইতেন তবে আপনি তাহার সহিত কি ব্যবহার করিতেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করিতাম। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমি তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল ফজল! আপনার কি ধারণা হয়। আল্লাহর কসম, আপনার পিতা আমার নিকট আমার নিজের পিতা হইতে অধিক প্রিয়। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, সত্যই কি, আল্লাহর কসম! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! কারণ আমি জানি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার পিতা অপেক্ষা আপনার পিতা অধিক প্রিয়। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতকে আমার মহব্বতের উপর অগ্রাধিকার দিতেছি।

আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাহাকে বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বাহরাইনের এলাকা

জায়গীর হিসাবে দিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টি আর কে জানে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) জানেন এবং তিনি হযরত মুগীরা (রাঃ)কে লইয়া আসিলেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) তাহার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)এর পক্ষে ফয়সালা দিলেন না। অর্থাৎ তিনি যেন হযরত মুগীরা (রাঃ)এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে অত্যন্ত শক্ত কথা বলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে আব্বাস) (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার পিতার হাত ধর। আল্লাহর কসম, হে আবুল ফজল! আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করিলে আমি যেই পরিমাণ আনন্দিত হইতাম তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছি আপনার ইসলাম গ্রহণে। কেননা আপনার ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আনন্দের বিষয় ছিল।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন প্রথম দিকে আমাদের নিয়ম এই ছিল, আমাদের কাহারো ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাইয়া সংবাদ দিতাম। তিনি আসিয়া তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিতেন। তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেলে তিনি নিজ সঙ্গীদেরকে লইয়া ফিরিয়া আসিতেন। কখনও তাহার দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করিতেন। এইভাবে কোন কোন সময় তাঁহাকে অনেক দীর্ঘসময় অপেক্ষা করিতে হইত। আমরা যখন এরূপ দীর্ঘসময় অপেক্ষা করা তাহার জন্য কষ্টকর হইতেছে বলিয়া আশংকা করিলাম তখন নিজেরা পরস্পর সাব্যস্ত করিলাম যে, আমরা কাহারো ইন্তেকালের পর তাঁহাকে সংবাদ দিব। ইহাতে তাঁহার দীর্ঘসময় অপেক্ষার কষ্ট করিতে

হইবে না। সুতরাং আমরা এইরূপই করিতে লাগিলাম। কাহারো ইন্তেকাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিতাম এবং তিনি আসিয়া তাহার জানাযার নামায পড়িতেন, তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিতেন। কখনও জানাযার নামায শেষে তিনি ফিরিয়া চলিয়া যাইতেন, কখনও দাফন হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করিতেন। বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আমাদের এই নিয়ম বহাল থাকিল। তারপর আমরা পরস্পর আলোচনা করিলাম যে, আল্লাহর কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখানে আসার কষ্ট না দিয়া যদি জানাযা উঠাইয়া তাহার ঘরের নিকটেই জানাযার নামায পড়াইয়া দেন তবে তাঁহার জন্য অধিক সহজ ও আরামদায়ক হইবে। সুতরাং আমরা এইভাবেই করিতে লাগিলাম। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে ওমর (রহঃ) বলেন, এই কারণেই উক্ত স্থানকে জানাযার স্থান বলা হইয়া থাকে। কারণ জানাযা আনিয়া সেখানে রাখা হইত। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই নিয়ম চালু রহিয়াছে। লোকেরা এইখানে জানাযা আনিয়া রাখে এবং এইখানেই জানাযার নামায পড়া হয়।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর মহব্বত

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে ফাতেমা! আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার অপেক্ষা আর কাহাকেও অধিক প্রিয় দেখি নাই। আল্লাহর কসম, আপনার পিতার পর আমার নিকট আপনার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ নাই।

(কানযুল উম্মাল)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও তাযীম করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মুহাজির ও আনসারী সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মজলিসে বসিতেন। তাহাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)ও থাকিতেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আগমন করিলে (তাযীম ও আদবের কারণে) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইতেন না। শুধু এই দুইজনই তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিতেন এবং তিনিও তাহাদের দুইজনের প্রতি চাহিতেন। তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া মুচকি হাসিতেন এবং তিনিও তাহাদেরকে দেখিয়া মুচকি হাসিতেন।

হযরত উসামা ইবনে শরীক (রাঃ) বলেন, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমনভাবে স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। (অর্থাৎ কোন প্রকার নড়াচড়া করিতেছিলাম না) আমাদের মধ্য হইতে কেহ কথা বলিতেছিল না। এমন সময় তাঁহার নিকট কতিপয় লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ তায়ালার বান্দাগণের মধ্য হইতে কে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি উত্তরে বলিলেন, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী।

হযরত উসামা ইবনে শরীক (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার সাহাবা (রাঃ) তাঁহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে বসিয়া আছেন যেন তাহাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করি কিন্তু তাহার ভক্তিজনিত ভয়ের কারণে দুই বৎসর পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর পানি ও নাকের শ্লেষ্মা দ্বারা বরকত হাসিল করা

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত একজন আনসারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অযূ করিতেন অথবা নাক সাফ করিতেন তখন সাহাবা (রাঃ) ঝাপাইয়া পড়িয়া অযুর ব্যবহৃত পানি ও নাকের শ্লেষ্মা লইয়া লইতেন এবং উহা নিজ চেহারা ও শরীরে মাখিয়া লইতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা এরূপ কেন কর? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, আমরা উহা দ্বারা বরকত হাসিল করিতে চাহিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রিয় হইতে চায় সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত আদায় করে এবং নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। (কানয)

ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বর্ণনা

পূর্বে ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হুদাইবিয়ার সন্ধির হাদীসে হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) ও মারওয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, 'অতঃপর ওরওয়া (ইবনে মাসউদ (রাঃ)) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই থুথু ফেলেন, কোন না কোন সাহাবী উহা নিজ হাতে লইয়া লন এবং আপন চেহারা ও শরীরে মাখিয়া লন এবং যখন তিনি তাহাদিগকে কোন হুকুম করেন তৎক্ষণাৎ তাহারা উহা পালন করেন, আর যখন তিনি অযূ করেন তখন তাহার অযূর পানি লওয়ার জন্য সাহাবাদের মধ্যে লড়াইয়ের উপক্রম হইয়া যায়। যখন তিনি কথা বলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে তাহারা নিজেদের আওয়াজকে নীচু করেন এবং তাঁহার সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কারণে তাহারা তাঁহার প্রতি পূর্ণ

দৃষ্টিতে তাকাইতে পারেন না। ওরওয়া সেখান হইতে নিজের সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি বড় বড় বাদশাহদের দরবারে গিয়াছি। কায়সার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারে গিয়াছি। আল্লাহর কসম, আমি কোন বাদশাহ এমন দেখি নাই যে, তাহার দরবারীগণ তাহাকে এরূপ সম্মান করে যেরূপ (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহাবীগণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সম্মান করিয়া থাকে।

হযরত আবু কুরাদ সুলামী (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তিনি অযূর জন্য পানি আনাইলেন এবং উহাতে হাত ঢুকাইয়া অযূ করিতে আরম্ভ করিলেন, আর আমরা তাঁহার অযূর ব্যবহৃত পানি হাতে লইয়া পান করিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা এরূপ কেন করিতেছ? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতের কারণে এরূপ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ও তোমাদেরকে মহব্বত করেন তবে যখন তোমাদের নিকট কেহ আমানত রাখে তখন উহা আদায় করিবে, যখন কথা বলিবে সত্য বলিবে এবং কেহ যদি তোমাদের প্রতিবেশী হয় তবে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ত পান করা

হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, তাহার পিতা (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)) তাহাকে এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা লাগাইতেছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন। শিঙ্গা লাগানো শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাহাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! এই রক্ত লইয়া যাও এবং উহাকে এমন জায়গায় ফেলিয়া দাও যেখানে তোমাকে কেহ না দেখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি সেই রক্ত নিজেই পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া গেলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি সেই রক্ত কি করিয়াছ? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি উহা এমন গোপন জায়গায় ফেলিয়া দিয়াছি যে, আমার জানা মতে লোকদের মধ্যে কেহ জানিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনে হয় তুমি নিজে উহা পান করিয়া লইয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। বলিলেন, কেন রক্ত পান করিলে? তোমার দ্বারা লোকদের জন্য ধ্বংস, আর লোকদের দ্বারাও তোমার জন্য ধ্বংস। (ইহাতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মক্কা আক্রমণ ও উহাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।)

হযরত আবু মূসা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আসেম (রহঃ) বলিয়াছেন, লোকদের ধারণা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর মধ্যে যে অস্বাভাবিক শক্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা সেই রক্তের কারণেই। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, লোকদের ধারণা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর যে অপরিসীম শক্তি ছিল তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই রক্তের শক্তি ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর গোলাম হযরত কাইসান (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাওয়ার সময় দেখিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর হাতে একটি কাঁসার পাত্র। তিনি উহা হইতে কিছু একটা পান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজ শেষ করিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন,

জ্বি হাঁ। হযরত সালমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি কাজ ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তাহাকে আমার শিঙ্গার রক্তগুলি ফেলিয়া দেওয়ার জন্য দিয়াছিলাম। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, সে তো উহা পান করিয়া লইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উহা পান করিয়াছ? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, জ্বি, হাঁ। তিনি বলিলেন, কেন? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি চাহিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ত আমার পেটের মধ্যে থাকুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবায়েরের মাথার উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন, লোকদের দ্বারা তোমার জন্য ধ্বংস আর তোমার দ্বারা লোকদের জন্য ধ্বংস। তোমাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করিবে না, তবে আল্লাহ তায়ালার কসম পূর্ণ হওয়ার জন্য পুলসিরাতের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে।

হযরত সফীনা (রাঃ)এর নবী করীম (সাঃ)এর রক্ত পান করা

হযরত সাফীনা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা লাগাইলেন এবং বলিলেন, এই রঙ্গগুলি লইয়া যাও এবং এমনস্থানে উহা দাফন করিয়া দাও যেন পশু-পাখী ও মানুষ হইতে গোপন থাকে। আমি সেই রক্ত লইয়া লুকাইয়া পান করিয়া ফেলিলাম। তারপর আসিয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি হাসিয়া দিলেন।

হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক আহত

হইল তখন আমার পিতা হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রক্ত চুষিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি রক্তপান করিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তপান করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার রক্তের সহিত আমার রক্ত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অতএব জাহান্নামের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

হুকাইমাহ বিনতে উমাইমাহ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত হুকাইমাহ বিনতে উমাইমাহ (রাঃ) আপন মাতা হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। তিনি উহা আপন চৌকির নিচে রাখিতেন এবং কখনও (রাত্রে) উহাতে পেশাব করিতেন। একবার তিনি উঠিয়া উহা তালাশ করিলেন এবং না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পেয়ালা কোথায়? ঘরের লোকেরা বলিলেন, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর সহিত হাবশা হইতে আগত তাহার খাদেমা হযরত সুররাহ (রাঃ) উহার মধ্যেকার পেশাব পান করিয়া ফেলিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে তো নিজের জন্য জাহান্নামের আগুন হইতে বিরাট আড় সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। (ওলামায়ে কেরামের মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেশাব-পায়খানা ও রক্ত পাক। সেহেতু সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মহব্বতের আতিশয্যে উহা পান করিয়াছেন।)

হযরত আবু আইউব (রাঃ) কর্তৃক সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন আমার ঘরে অবস্থান করিলেন। তিনি নিচতলায় অবস্থান করিলেন এবং আমি (ও আমার পরিবার) উপর তলায় থাকিতে লাগিলাম। যখন রাত্র হইল তখন আমার

মনে আসিল যে, আমি সেই কামরার ছাদে অবস্থান করিতেছি যাহার নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওহীর মধ্যবর্তী স্থানে আছি। সারারাত্র এই ভয়ে আমার ঘুম আসে নাই যে, আমাদের নড়াচড়ার কারণে হয়ত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ধুলাবালি পড়িবে আর তিনি কষ্ট পাইবেন।

সকালবেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ সারারাত্র না আমি ঘুমাইতে পারিয়াছি, না আমার স্ত্রী উম্মে আইউব ঘুমাইতে পারিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু আইউব! কেন? আমি আরজ করিলাম, আমার মনে আসিল যে, আমি সেই কামরার ছাদে অবস্থান করিতেছি যাহার নীচে আপনি আছেন। আমি একটু নড়াচড়া করিলে আপনার উপর ধুলাবালি পড়িবে, যাহাতে আপনার কষ্ট হইবে। দ্বিতীয় কথা হইল, আমি আপনার ও ওহীর মাঝে রহিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু আইউব! এমন (কিছু মনে) করিও না। আমি কি তোমাকে এমন একটি কলেমা শিক্ষা দিব? যদি তুমি উহা সকাল-সন্ধ্যা দশ দশবার করিয়া পাঠ কর তবে তুমি দশটি নেকী লাভ করিবে ও তোমার দশটি গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হইবে এবং উহার দ্বারা তোমার দশটি মরতবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে এবং কেয়ামতের দিন তুমি দশটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ করিবে। সেই কলেমাটি এই—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

(কানয)

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার মেহমান হইলেন তখন আমি আরজ করিলাম, আমার পিতা-মাতা

আপনার উপর কোরবান হউন, আমার নিকট ইহা ভাল মনে হয় না যে, আমি আপনার উপরে থাকি আর আপনি আমার নিচে থাকিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার জন্য ইহাই সহজ যে, আমি নিচে থাকি, কেননা আমার নিকট লোকজন আসা–যাওয়া করিবে।

(হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন,) একরাত্রের ঘটনা এই যে, আমি দেখিলাম, আমাদের মাটির কলসি ভাঙ্গিয়া গেল এবং উহার পানি গড়াইয়া পড়িল। আমি ও (আমার স্ত্রী) উম্মে আইউব আমাদের কম্বল লইয়া উঠিলাম এবং কম্বল দ্বারা পানি শুকাইতে লাগিলাম। আমাদের ভয় হইল যে, আমাদের পক্ষ হইতে এমনকিছু না হয় যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হয় (অর্থাৎ পানি গড়াইয়া তাঁহার গায়ে পড়ে আর তিনি কষ্ট পান)। উক্ত কম্বল ব্যতীত আমাদের (গায়ে দেওয়ার মত) আর কোন লেপও ছিল না। (কম্বল ভিজিয়া যাওয়ার দরুন আমরা সারারাত্র জাগিয়া কাটাইয়াছি।) খাবার তৈয়ার করিয়া আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইতাম। তিনি খাওয়ার পর অবশিষ্ট খাবার ফেরত দিলে আমরা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে সেই স্থান হইতে খাইতাম যেখানে তাঁহার আঙ্গুল লাগিয়াছে।

একরাত্রে তিনি সম্পূর্ণ খাবার ফেরত দিলেন। (কিছুই খাইলেন না)। আমরা উহাতে রসুন অথবা পেঁয়াজ দিয়াছিলাম। আমরা উহাতে তাঁহার আঙ্গুলের কোন ছাপ দেখিতে পাইলাম না। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া আরজ করিলাম যে, আমরা প্রতিদিন আপনার অবশিষ্ট খাবার হইতে বরকত হাসিলের জন্য যেখানে আপনার আঙ্গুল লাগিয়াছে সেখান হইতে খাইতাম, কিন্তু আজ আপনি কিছুই খান নাই, সম্পূর্ণ খাবারই ফেরত দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি এই খাবারের মধ্যে রসুন অথবা পেঁয়াজের গন্ধ অনুভব করিয়াছি। আমি যেহেতু আল্লাহ তায়ালার ও ফেরেশতাদের সহিত একান্তে কথাবার্তা

বলিয়া থাকি সেহেতু আমি চাই না যে, আমার মুখ হইতে উহার গন্ধ অনুভূত হয়, তবে তোমরা এই খাবার খাও।

আবু নুআইমের রেওয়ায়াতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কোন প্রকারেই সমীচীন নয় যে, আমি আপনার উপরে থাকি। আপনি উপর তলায় আসুন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সামানপত্র উপর তলায় স্থানান্তর করিতে বলিলে তাহা উপর তলায় স্থানান্তর করা হইল। আর তাঁহার সামানাপত্র অতি সামান্য ছিল। (কানয)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ)এর ঘরের উপর হইতে পানি গড়াইবার নল হযরত ওমর (রাঃ)এর (চলাচলের) রাস্তার উপর ছিল। একবার জুমুআর দিন হযরত ওমর (রাঃ) নতুন কাপড় পরিধান করিলেন। সেইদিন হযরত আব্বাস (রাঃ)এর ঘরে দুইটি পাখীর বাচ্চা জবাই হইয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন সেই নলের নিকট পৌঁছিলেন তখন উপর হইতে সেই নল দিয়া উক্ত পাখীর বাচ্চার রক্ত ফেলা হইল যাহা হযরত ওমর (রাঃ)এর উপর পড়িল। হযরত ওমর (রাঃ) সেই নল উপড়াইয়া ফেলার হুকুম দিলেন এবং ঘরে ফিরিয়া কাপড় খুলিলেন এবং অন্য কাপড় পরিধান করিলেন। তারপর মসজিদে আসিয়া লোকদেরকে নামায পড়াইলেন। অতঃপর হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইহা সেইস্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই নল স্থাপন করিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, আমি আপনাকে কসম দিয়া বলিতেছি যে, আপনি আমার কোমরের উপর চড়িয়া এই নল সেই স্থানে লাগাইয়া দিবেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা লাগাইয়াছিলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাই করিলেন।

ইবনে সা'দ (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)কে নিজের ঘাড়ের উপর উঠাইলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘাড়ের উপর দুই পা রাখিয়া সেই নল যথাস্থানে পুনরায় লাগাইয়া দিলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সম্মান প্রদর্শন

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল বারী (রহঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) আপন হাত মিম্বারের উপর সেইস্থানে রাখিলেন যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিতেন। তারপর সেই হাত নিজের চেহারার উপর রাখিলেন।

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ কুসাইত (রহঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবাকে দেখিয়াছি, যখন মসজিদ খালি হইয়া যাইত তখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের চকচকে গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডটি যাহা তাঁহার কবরের দিকে অবস্থিত। ডান হাতে ধরিয়া কেবলমুখী হইয়া দোয়া করিতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক চুম্বন করা

হযরত আবু লায়লা (রাঃ) বলেন, হযরত উসাইদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) অত্যন্ত নেক লোক, হাসি মুখ ও সুশ্রী ছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া লোকদের সহিত কথা বলিতেছিলেন এবং তাহাদেরকে হাসাইতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোমরের পার্শ্বদেশে আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা দিলেন। হযরত উসাইদ (রাঃ) বলিলেন, আপনার খোঁচার দ্বারা আমি ব্যথা পাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রতিশোধ লইয়া লও। হযরত উসাইদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরনে তো কোর্তা রহিয়াছে, আমার পরনে তো কোর্তা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোর্তা উপরে উঠাইলেন। হযরত উসাইদ (রাঃ) (প্রতিশোধ লওয়ার পরিবর্তে) তাঁহার শরীরকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বদেশে চুম্বন করিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, ইহাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

সাওয়াদ ইবনে গুযাইয়াহ (রাঃ)এর চুম্বন করা

হাব্বান ইবনে ওয়াসে' (রহঃ) নিজ কাওমের কয়েকজন বয়স্ক লোকদের নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন আপন সাহাবা (রাঃ)দের কাতার সোজা করিলেন। তাঁহার হাতে একটি ফলক ও পরবিহীন তীর ছিল। উহা দ্বারা তিনি লোকদের সোজা করিতেছিলেন। বনু আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রের মিত্র হযরত সাওয়াদ ইবনে গুযাইয়াহ (রাঃ) কাতার হইতে আগ বাড়িয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহার পেটের উপর তীর দ্বারা খোঁচা দিয়া বলিলেন, হে সাওয়াদ, কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খোঁচা দেওয়াতে আমি ব্যথা পাইয়াছি। অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হক ও ইনসাফ দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেটের কাপড় সরাইয়া বলিলেন, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পেটের উপর চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সাওয়াদ! তুমি এমন কেন করিলে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো

দেখিতেছেন, যুদ্ধের ময়দান। (হয়ত বা আমি শাহাদাত বরণ করিব, অতএব) আমি চাহিলাম, আমার ও আপনার শেষ সাক্ষাৎ এইভাবে হউক যে, আমার চামড়া আপনার চামড়ার স্পর্শ লাভ করে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য মঙ্গলের দোয়া করিলেন।

অপর এক সাহাবী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। সে তাহার কাপড়ে জর্দা রং লাগাইয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি খেজুরের ডাল ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, এই ওয়ার্স (ইয়ামান দেশীয় একপ্রকার জর্দা রঙের গোটা)এর রং দূর কর। তারপর তিনি হাতের ডাল দ্বারা তাহার পেটের উপর খোঁচা দিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা হইতে বারণ করি নাই? ডালের খোঁচার কারণে তাহার পেটে দাগ পড়িয়া গেল, তবে রক্ত বাহির হয় নাই। সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বদলা দিতে হইবে। লোকেরা বলিল, তুমি কি আল্লাহর রাসূল হইতে বদলা লইবে? সে বলিল, কাহারো চামড়া আমার চামড়া হইতে উত্তম নহে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেটের কাপড় সরাইয়া বলিলেন, বদলা লও। সে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটের উপর চুম্বন করিল এবং বলিল, আমি আমার বদলা ছাড়িয়া দিলাম, যাহাতে কেয়ামতের দিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করেন।

হযরত সাওয়াদ ইবনে আমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাওয়াদ ইবনে আমর (রাঃ)কে দেখিলেন তিনি খালুক ব্যবহার করিয়াছেন। (খালুক একপ্রকার সুগন্ধি, যাহার প্রধান অংশ

জাফরান হইয়া থাকে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ওয়ারস এর রঙ দূর কর। তারপর তিনি তাহার পেটের উপর কোন কাঠি বা মেসওয়াক দ্বারা খোঁচা দিলেন এবং উহা পেটের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন। ইহাতে তাহার পেটের উপর দাগ হইয়া গেল। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, একজন আনসারী সাহাবী এত বেশী পরিমাণে খালুক ব্যবহার করিতেন যে, তাহাকে খেজুর ছড়ার ন্যায় হলুদ বর্ণের দেখাইত। তাহার নাম হযরত সাওয়াদ ইবনে আমর (রাঃ) ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিলে তাহার কাপড় হইতে সেই খুশবু ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। একদিন তিনি খালুক লাগাইয়া আসিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি হালকাভাবে উহা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। যাহাতে তাহার শরীরে সামান্য যখম হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতিশোধ দিতে হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ছড়ি তাহার হাতে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে তখন দুইটি কোর্তা ছিল। তিনি উহা উপরে উঠাইতে লাগিলেন। লোকেরা সেই ব্যক্তিকে ধমকাইল এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের সেই অংশ দেখিল যেখানে তাহার যখম লাগিয়াছিল, তখন ছড়ি ফেলিয়া দিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। অতঃপর সে আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী, আমি আমার প্রতিশোধ ছাড়িয়া দিলাম, যাহাতে কেয়ামতের দিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করেন।

হযরত তালহা ইবনে বারা (রাঃ)এর চুম্বন করা

পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবা

(রাঃ)দের মহব্বতের বর্ণনায় হযরত হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত তালহা ইবনে বারা (রাঃ) যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখনই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেন এবং তাঁহার উভয় কদম মোবারকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিতেন। এমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার কপালে চুম্বনের ঘটনাও সামনে আসিতেছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের খবর প্রচার হওয়াতে সাহাবা (রাঃ)দের কান্নাকাটি করা ও তাঁহার হেফাজতের জন্য তাহারা যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন উহার বর্ণনা

একজন আনসারী মহিলার ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন মদীনাবাসীদের পরাজয় ঘটিলে লোকেরা বলিল, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। (এই সংবাদ শুনিয়া সমস্ত পুরুষ মহিলারা কাঁদিতে আরম্ভ করিল।) এমনকি মদীনার বিভিন্ন কোণ হইতে অধিক পরিমাণে মহিলাদের কান্নার আওয়াজ আসিতে লাগিল। একজন আনসারী মহিলা অস্থির হইয়া মদীনা হইতে বাহির হইলেন। (এবং যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হইলেন।) তাহার পিতা, ছেলে, স্বামী ও ভাই চারজনই এই যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। উক্ত মহিলা তাহাদের লাশের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, তিনি এই চারজনের মধ্যে সর্বপ্রথম কাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি তাহাদের যে কোন একজনের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন আর জিজ্ঞাসা করিতেন, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিত, ইনি আপনার পিতা, ভাই, স্বামী, ছেলে। তিনি উত্তরে

বলিতেন, আল্লাহর রাসূলের কি অবস্থা? লোকেরা উত্তর দিত, তিনি সামনে আছেন। এইভাবে অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিলেন, এবং তাঁহার কাপড়ের এক কোণা ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউন। আপনি যখন সুস্থ ও নিরাপদ রহিয়াছেন তখন আমি নিজের আত্মীয়-স্বজন যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহাদের কোন পরোয়া করি না।

হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মদীনাতে ছিলাম। সেদিন সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে কেহই মদীনাতে ছিলেন না। (সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ অত্যন্ত কঠিন ছিল এবং) শহীদানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। (ইহা শুনিয়া) মহিলারা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এক মহিলা বলিল, তোমরা এত তাড়াতাড়ি কান্নাকাটিতে লাগিয়া যাইও না, আমি দেখিয়া আসিতেছি। সুতরাং উক্ত মহিলা পায়ে হাটিয়া রওয়ানা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত তাহার আর কোন চিন্তা ছিল না। সে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু দীনারের এক মহিলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যাহার স্বামী, ভাই ও পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহুদের যুদ্ধে (অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবং) শহীদ হইয়াছিল। যখন লোকেরা তাহাকে এই তিনজনের শাহাদাতের সংবাদ দিল তখন (সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এত বেশী চিন্তাযুক্ত ছিল যে, এই সংবাদে একটুও বিচলিত হইল না, বরং) সে জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কেমন আছেন? লোকেরা বলিল, হে অমুকের মা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল আছেন, আলহামদুলিল্লাহ! যেমন তুমি চাও তিনি তেমনই আছেন। মহিলা বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাকে দেখাইয়া দাও যাহাতে আমি তাহাকে (নিজ চোখে) দেখিয়া লই। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাহাকে ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিল। সে তাঁহাকে দেখার পর বলিল, আপনাকে (সুস্থ ও নিরাপদ) দেখার পর সমস্ত মসীবতই হালকা ও সহজ হইয়া গিয়াছে।

ওহুদের যুদ্ধে হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর আত্মত্যাগ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আবু তালহা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া (শত্রুর প্রতি) তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পিছনে ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁহার জন্য ঢালস্বরূপ ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখনই কোন তীর নিক্ষেপ করিতেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচা করিয়া দেখিতেন, তীর কোথায় পড়িল। আর হযরত আবু তালহা (রাঃ) নিজের বুক উঁচা করিয়া তাঁহাকে আড়াল করিতেন এবং বলিতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন' আপনি এইভাবে নিচু হইয়া থাকুন, আপনার শরীরে কোন তীর বিদ্ধ না হয়, আমার বুক আপনার বুকের হেফাজতে প্রস্তুত রহিয়াছে। হযরত আবু তালহা (রাঃ) নিজেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঢাল বানাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার হেফাজতের উদ্দেশ্যে নিজেকে শাহাদাতের জন্য পেশ করতঃ বলিতেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী, আপনি আমাকে আপনার সকল প্রয়োজনে ব্যবহার করুন এবং যাহা ইচ্ছা হয় হুকুম করুন।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ)এর বীরত্ব প্রকাশ

পূর্বে হযরত কাতাদাহ (রাঃ)এর বীরত্বের বর্ণনায় তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াত অতিবাহিত হইয়াছে যে, হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া স্বরূপ একটি ধনুক পাইলেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি উহা আমাকে দান করিলেন। আমি সেই ধনুক দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীর নিক্ষেপ করিতেছিলাম। অবশেষে ধনুকের মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। (তারপরও) আমি খালি হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং আপন চেহারার উপর তীরের আঘাত লইতেছিলাম। যখনই কোন তীর তাঁহার চেহারার দিকে আসিত তখনই আমি নিজের মাথা ঘুরাইয়া তীরের সম্মুখে করিয়া দিতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাকে বাঁচাইতাম। (ধনুক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুন) আমি তখন তীর নিক্ষেপ করিতে পারিতেছিলাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানোর কথা শুনিয়া সাহাবা (রাঃ)দের ক্রন্দন করা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর একদিন আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন। আমরা তখন মসজিদে ছিলাম। তিনি মাথায় পট্টি বাধা অবস্থায় সোজা মিম্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মিম্বারে উঠিয়া বসিলেন। আমরা তাঁহার পিছনে পিছনে যাইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া গেলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি এখন হাউজে (কাউসারে)র উপর দাঁড়াইয়া আছি। তারপর ইহাও বলিলেন, এক বান্দার সামনে দুনিয়া ও উহার চাকচিক্য পেশ করা হইয়াছে, কিন্তু সে আখেরাতকে অবলম্বন করিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারে নাই (যে,

সেই বান্দা কে?) হযরত আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন (যে, সেই বান্দা বলিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে বুঝাইয়াছেন।) তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল এবং তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আমরা আমাদের পিতামাতা ও জান ও মাল আপনার জন্য ফিদিয়া স্বরূপ দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন্বার হইতে নামিয়া আসিলেন। ইহার পর মৃত্যু পর্যন্ত আর মিম্বারের উপর উঠেন নাই। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন সূরা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে (এই সূরার মধ্যে) নিজের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাঁদিও না, আমার বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সহিত মিলিত হইবে। এই কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন স্ত্রী এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে একবার কাঁদিতে দেখিলাম, আবার হাসিতে দেখিলাম। (ইহার কারণ কি?) হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিতেছিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, কাঁদিও না, কারণ আমার খান্দানের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সহিত মিলিত হইবে। ইহা শুনিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আপন কন্যা হযরত ফাতেমা

(রাঃ)কে ডাকিয়া তাহার কানে কানে কোন কথা বলিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ডাকিয়া তাহাকে কানে কানে কিছু বলিলেন। শুনিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ) হাসিতে লাগিলেন। (হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,) আমি তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার আমাকে বলিলেন, এই রোগে তাঁহার ইন্তেকাল হইবে। ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। পুনরায় তিনি বলিলেন, তাঁহার খান্দানের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার সহিত মিলিত হইব। ইহা শুনিয়া আমি হাসিয়াছি।

ইবনে সা'দ (রহঃ) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট তাহার প্রথমবার কান্নার ও দ্বিতীয়বার হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার আমাকে বলিয়াছেন, অতিসত্বর তাঁহার ইন্তেকাল হইবে। তারপর বলিয়াছেন, আমি হযরত মারিয়াম বিনতে ইমরানের পর জান্নাতে সকল মহিলাদের সর্দার হইব। ইহা শুনিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।

হযরত আলা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আমার বেটি! কাঁদিও না, আমার ইন্তেকাল হইয়া গেলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িও। কেননা, ইন্না লিল্লাহ..... পড়ার কারণে প্রত্যেক মানুষ তাহার প্রতিটি মুসীবতের পরিবর্তে বিনিময় লাভ করে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরিবর্তেও বিনিময় লাভ হইবে? তিনি বলিলেন, আমার পরিবর্তেও বিনিময় পাইবে।

হযরত মুআয (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাকে ইয়ামান পাঠাইলেন তখন তাহাকে নসীহত করার জন্য তাহার সহিত (শহরের) বাহিরে আসিলেন। হযরত মুআয (রাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত পায়ে হাটিয়া চলিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত শেষ করিয়া বলিলেন, হে মুআয, হয়ত এই বৎসরের পর তুমি আমার সাক্ষাৎ নাও পাইতে পার। হয়ত তুমি আমার এই মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া হযরত মুআয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রতি মনোযোগী হইলেন এবং মদীনার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, (কেয়ামতের দিন) লোকদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা আমার নিকটবর্তী মুত্তাকী লোকেরা হইবে। সে যে কেহই হউক আর যেখানেই থাকুক। (ইহার জন্য বিশেষ কোন ব্যক্তি হওয়া বা আমার শহরে বসবাসকারী হওয়া জরুরী নয়)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) একই হাদীস আসেম ইবনে হুমাইদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, হে মুআয, কাঁদিও না, কেননা শব্দ করিয়া কাঁদা শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ভয়ে সাহাবা (রাঃ)দের ক্রন্দন করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ আসিয়া বলিল, আনসারদের পুরুষ ও মহিলারা মসজিদে বসিয়া কাঁদিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কেন কাঁদিতেছে? সে বলিল, তাহারা আপনার ইন্তেকালের আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। এই কথা শুনিয়া তিনি নিজ হুজরা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং নিজ মিম্বারের উপর বসিলেন। তাঁহার গায়ে একটি কাপড় ছিল, যাহার দুই কিনারা আপন দুই কাঁধের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন এবং মাথায় একটি ময়লা কাপড়ের পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন—আম্মাবা'দ, হে লোকসকল! আগামীতে লোকজন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর আনসারগণ হ্রাস পাইতে থাকিবে। এমনকি আনসারগণ লোকদের মধ্যে এমন হইবে যেমন খাবারের মধ্যে লবণ হইয়া থাকে। অতএব যে কেহ আনসারদের কোন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে, তাহার উচিত, তাহাদের মধ্যেকার সৎকর্মশীলদের সৎকর্মকে গ্রহণ করে এবং তাহাদের অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা করে।

হযরত উম্মে ফজল (রাঃ)এর উক্তি

হযরত উম্মুল ফজল বিনতে হারিস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁহার নিকট আসিলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠাইয়া বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইন্তেকালের আশঙ্কায় এবং এই কারণে যে, জানা নাই আপনার পর আমাদেরকে লোকদের পক্ষ হইতে কি ধরনের আচরণ সহ্য করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আমার পর তোমাদেরকে দুর্বল মনে করা হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক (সাহাবা (রাঃ) ও উম্মতকে) বিদায় জানানো

ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমাদের প্রিয় ও আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—আমার পিতা ও আমার প্রাণ তাঁহার উপর উৎসর্গিত হউক—এর ইন্তেকালের ছয়দিন পূর্বে তাঁহার ইন্তেকালের সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যখন বিচ্ছেদের দিন নিকটবর্তী হইল তখন তিনি আমাদেরকে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে একত্রিত করিলেন। আমাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তারপর বলিলেন, তোমাদেরকে মারহাবা, আল্লাহ তোমাদেরকে দীর্ঘায়ু করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে হেফাযত করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দান করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, আল্লাহ তোমাদের (মর্যাদা)কে বুলন্দ করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিক দান করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তৌফিক দান করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে নিরাপদে রাখেন, আল্লাহ তোমাদেরকে কবুল করেন। আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করিতেছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিবে। আর আল্লাহর নিকট আবেদন করিতেছি যেন তিনি তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তোমাদের সমস্ত বিষয় তাঁহার সোপর্দ করিতেছি। আমি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করিতেছি যে, আল্লাহর জমিনে তাহার বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর উপর অহংকার করিও না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও তোমাদেরকে বলিয়াছেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ

وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ ঃ এই আখেরাত আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্যই নির্দিষ্ট করিতেছি—যাহারা ভূপৃষ্ঠে (দুনিয়াতে) বড় অহংকারী হইতেও চায় না, আর অনর্থ (ফাসাদ) ঘটাইতেও চায় না এবং উত্তম পরিণাম পরহেযগার লোকেরাই প্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলিয়াছেন—

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অর্থ ঃ অহংকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম নয় কি?

অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহর নির্ধারিত সময়, আল্লাহ তায়ালা, ছিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাতুল মা'ওয়া, পরিপূর্ণ পেয়ালা ও সর্বোচ্চ রফীক (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা)এর দিকে ফিরিয়া যাওয়ার সময় একেবারে নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তখন আপনাকে কে গোসল দিবে? তিনি বলিলেন, আমার বংশের পুরুষগণ, নিকটতম আত্মীয় পুরুষগণ, তারপর তাহাদের পরবর্তী আত্মীয়গণ, এইভাবে স্তরে স্তরে একের পর এক। আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাকে কোন কাপড়ে কাফন দিব? তিনি বলিলেন, তোমরা চাহিলে আমার এই কাপড়েই কাফন দিতে পার অথবা ইয়ামানী কাপড়ে অথবা মিসরীয় কাপড়ে আমাকে কাফন দিও। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্য হইতে কে আপনার জানাযার নামায পড়াইবে? এই কথা বলিয়া আমরাও কাঁদিলাম, তিনিও কাঁদিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন, একটু থাম, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মাফ করিয়া দেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের নবীর পক্ষ হইতে উত্তম বদলা দান করেন, যখন তোমরা আমার গোসল শেষ করিবে তখন আমার জানাযা আমার এই ঘরে আমার কবরের কিনারায় রাখিয়া দিবে। তারপর কিছুক্ষণের জন্য তোমরা আমার নিকট হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। কারণ সর্বপ্রথম আমার বন্ধু ও আমার সঙ্গী হযরত জিবরাঈল

(আলাইহিস সালাম) আমার জানাযার নামায পড়িবেন, তারপর হযরত মীকাঈল (আলাইহিস সালাম) তারপর হযরত ইসরাফীল (আলাইহিস সালাম) তারপর মালাকুল মঊত আলাইহিস সালাম তাহার সমস্ত বাহিনী সহকারে আমার জানাযার নামায পড়িবেন। তারপর সমস্ত ফেরেশতাগণ নামায পড়িবেন। অতঃপর তোমরা জামাত জামাত হইয়া ভিতরে আসিবে এবং আমার উপর সালাত ও সালাম পাঠ করিবে। কোন মহিলাকে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে দিবে না আর কোনরূপ শোরগোল করিতে দিবে না। কাহাকেও উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করিতে দিবে না ইহাতে আমার কষ্ট হইবে। প্রথমে আমার বংশের পুরুষরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া সালাত ও সালাম পাঠ করিবে। তারপর তোমরা। তোমরা নিজেদের জন্য আমার পক্ষ হইতে সালাম গ্রহণ কর। আর আমার যে সকল ভাই এখানে অনুপস্থিত আছে, তাহাদেরকে আমার সালাম বলিয়া দিবে। আমি তোমাদেরকে এই কথার উপর সাক্ষী বানাইতেছি যে, আমার পর যাহারা তোমাদের দ্বীন কবুল করিবে তাহাদের সকলকে আমি সালাম করিতেছি এবং আজ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যে কেহ আমার দ্বীনের অনুসরণ করিবে তাহাকে সালাম বলিতেছি। অতঃপর আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য হইতে কাহারা আপনাকে কবরে নামাইবে? তিনি বলিলেন, আমার বংশের পুরুষগণ এবং তাহাদের সহিত বহুসংখ্যক ফেরেশতা। সেই সকল ফেরেশতা তোমাদেরকে দেখিবে, কিন্তু তোমরা তাহাদেরকে দেখিতে পাইবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত

ইয়াযীদ ইবনে বাবনূস (রহঃ) বলেন, আমি আমার এক সঙ্গীসহ হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খেদমতে গেলাম এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। তিনি আমাদের জন্য একটি বালিশ রাখিলেন এবং নিজের দিকে পর্দা টানিয়া লইলেন। (তারপর আমাদেরকে ভিতরে

প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করার পর) আমার সঙ্গী আরজ করিল, হে উম্মুল মুমিনীন, আরাক সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলিলেন, আরাক কি জিনিস? আমি আমার সঙ্গীর কাঁধের উপর আঘাত করিলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এরূপ করিও না, তুমি তোমার ভাইকে কষ্ট দিলে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আরাক কি জিনিস? (মেয়েদের) হায়েয (অর্থাৎ ঋতু)? (অর্থাৎ তোমরা কি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিতেছ?) আল্লাহ্ তায়ালা হায়েয সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তোমরা উহার উপর আমল কর। (আর এই ব্যাপারে আমি আমার ঘটনা তোমাদেরকে শুনাইতেছি।) আমার হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জড়াইয়া ধরিতেন এবং আমার মাথায় চুম্বন করিতেন, তবে আমার ও তাহার শরীরের মাঝে কাপড় থাকিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, তিনি যখনই আমার দরজার পাশ দিয়া যাইতেন তখন অধিকাংশ সময় এমন কোন কথা আমাকে বলিতেন যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার উপকার সাধন করিতেন। একদিন তিনি আমার দরজার পাশ দিয়া গেলেন কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। তারপর আরো দুই তিন বার গেলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। আমি খাদেমাকে বলিলাম, এই মেয়ে! আমার জন্য দরজার নিকট একটি বালিশ রাখ এবং নিজে মাথায় পট্টি বাঁধিয়া লইলাম। (তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া গেলাম।) ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া গেলেন এবং আমাকে (দেখিয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, আমার মাথায় ব্যথা হইতেছে। তিনি বলিলেন, হায়! আমার মাথায়ও তো ব্যথা! তারপর তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে কম্বল জড়ানো অবস্থায় আনা হইল এবং তিনি আমার নিকট আসিলেন। অন্যান্য বিবিদের নিকট

এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার এই ক্ষমতা নাই যে, পালাক্রমে তোমাদের নিকট যাই, অতএব তোমরা আমাকে আয়েশার নিকট থাকার অনুমতি দাও।

আমি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। ইতিপূর্বে আমি কোন রুগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম না। একদিন তাঁহার মাথা আমার কাঁধের উপর রাখা ছিল। এমন সময় তাঁহার মাথা আমার মাথার দিকে হেলিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, তিনি হয়ত আমার মাথায় চুম্বন ইত্যাদির কোন ইচ্ছা করিয়াছেন। পরক্ষণেই দেখিলাম তাঁহার মুখ হইতে ঠাণ্ডা এক কাতরা লালা আমার বুকের গর্তের ভিতর পড়িল। আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার শরীর মোবারকের উপর একটি চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) আসিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আমি উভয়কে অনুমতি দিলাম এবং নিজের অংশে পর্দা টানিয়া লইলাম।

হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া বলিলেন, হায়রে বে-হুঁশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেহুঁশী কত দীর্ঘ! তারপর উভয়ে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দরজার নিকট পৌঁছিয়া হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। তুমি ভুল বলিতেছ। আর তুমি সর্বদা ফেৎনার কথা বলিয়া থাক। আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ না মুনাফিকদেরকে সমূলে ধ্বংস করিবেন ততক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইবে না। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন। আমি পর্দা সরাইয়া দিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া বলিলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন', রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার দিকে নিজের মুখ

নামাইয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, হায় আল্লাহর নবী! তারপর মাথা উঠাইলেন, পুনরায় মুখ নামাইয়া তাঁহার কপাল চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, হায় আমার একান্ত বন্ধু! তারপর মাথা উঠাইলেন এবং পুনরায় মুখ নামাইয়া তাঁহার কপাল চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, হায় আমার প্রাণের বন্ধু! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি মসজিদে গেলেন। সেখানে হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণভাবে মুনাফিকদেরকে খতম করিবেন ততক্ষণ আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকাল হইবে না। (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আসাতে হযরত ওমর (রাঃ) থামিয়া গেলেন এবং) হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা শুরু করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন—

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّـهُمْ مَّيِّـتُوْنَ .

অর্থ ঃ 'আপনিও মৃত্যুবরণ করিবেন, আর তাহারাও মৃত্যুবরণ করিবে।'

তিনি উক্ত আয়াত সম্পূর্ণ তেলাওয়াত করিলেন।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলিতেছেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَـدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَـلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ......

অর্থ ঃ 'আর মোহাম্মাদ তো শুধু রাসূলই, তাঁহার পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হইয়াছেন। অনন্তর যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, অথবা তিনি শহীদই হন, তবে কি তোমরা উল্টা ফিরিয়া যাইবে? আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরিয়াও যাইবে, তবে আল্লাহর কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।'

আয়াতের শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, যে ব্যক্তি (এতদিন) আল্লাহকে মা'বুদ মনে করিত সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ

চিরঞ্জীব, তাঁহার কখনও মৃত্যু হইতে পারে না। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মা'বুদ মনে করিত। সে শুনিয়া রাখুক, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা,এই আয়াতগুলি কি আল্লাহর কিতাবে (কোরআনে) আছে? (আমার তো একেবারেই স্মরণ নাই, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট হইতে শুনিয়া স্মরণ হইল।) ইহার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল! ইনি আবু বকর, আর তিনি মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ও বহু কৃতিত্বের অধিকারী। অতএব তোমরা তাঁহার হাতে বাইআত হইয়া যাও। সুতরাং লোকেরা তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল ও কাফন

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করিলাম তখন বাহিরে লোকজনের ভীড়ের দরুন আমরা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। আনসারগণ উচ্চস্বরে বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা এবং ইসলামে আমাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা রহিয়াছে। কোরাইশগণ বলিলেন, আমরা তাঁহার পিতার বংশ। (অর্থাৎ আনসার ও কোরাইশ সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) উচ্চস্বরে বলিলেন, হে মুসলমানগণ, প্রত্যেক খান্দান ও নিকট আত্মীয়রাই তাহাদের মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে অন্যদের অপেক্ষা অধিক হক রাখে। অতএব আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, (তোমরা ভিতরে আসিও না, কেননা) যদি তোমরা সকলে ভিতরে আস তবে যাহারা অধিক হক রাখে তাহারা পিছনে পড়িয়া যাইবে। আল্লাহর কসম,

একমাত্র সেই ব্যক্তি ভিতরে আসিবে যাহাকে ডাকা হইবে।

হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, আনসারগণ উচ্চ আওয়াজে বলিলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল ও কাফনে) আমাদেরও হক রহিয়াছে, তিনি আমাদের ভাগিনা এবং ইসলামে আমাদের বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট এই দাবী জানাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, নিকটত আত্মীয়–স্বজন ও খান্দানের লোকেরা এই কাজের অধিক হক রাখে। অতএব তোমরা এই দাবী হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট পেশ কর। কেননা ভিতরে তাহাদের নিকট একমাত্র সেই ব্যক্তিই যাইবে যাহাকে তাহারা চাহিবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইল তখন তাঁহার নিকট হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) ছিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) প্রবেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া মাথা উঠাইলেন এবং বলিলেন, আমার নিকটে আস, আমার নিকটে আস। হযরত আলী (রাঃ) নিকটে যাইয়া তাঁহাকে নিজের গায়ে ঠেস দিয়া বসাইলেন এবং ইন্তেকাল হওয়া পর্যন্ত তাঁহার নিকট রহিলেন। যখন তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন হযরত আলী (রাঃ) উঠিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) ও বনু আবদুল মুত্তালিব (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদার বংশের লোকেরা) আসিয়া বাহিরে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি জীবদ্দশায়ও পাকপবিত্র ছিলেন এবং মৃত্যুর পরও পাকপবিত্র! আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারক হইতে এমন সুঘ্রাণ ছড়াইতে লাগিল যে, লোকেরা এমন সুঘ্রাণ কখনও দেখে নাই। হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, মহিলাদের মত

কান্নাকাটি ছাড় এবং আপন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল ও কাফনের প্রতি মনোযোগী হও। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ফজল ইবনে আব্বাসকে আমার নিকট ভিতরে পাঠাইয়া দিন। আনসারগণ বলিলেন, আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমাদের সহিত সম্পর্কের দোহাই দিয়া বলিতেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল ও কাফনে আমাদেরও যেন অংশ থাকে।

(হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তোমাদের মধ্য হইতে একজনকে ভিতরে পাঠাও।) সুতরাং তাহারা আওস ইবনে খাওয়ালী (রাঃ) নামের একজনকে ভিতরে পাঠাইলেন। তাহার এক হাতে একটি ঘড়াও ছিল। (এই সমস্ত লোক ঘরের ভিতর প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময়) তাহারা ঘরের ভিতর একটি আওয়াজে শুনিতে পাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় খুলিও না, কোর্তা পরিহিত অবস্থায় যেমন আছেন তেমনি তাঁহাকে গোসল দাও।' অতএব হযরত আলী (রাঃ) কোর্তার নিচে হাত ঢুকাইয়া তাহাকে গোসল দিলেন এবং হযরত ফজল (রাঃ) পর্দার জন্য চাদর ধরিয়াছিলেন। আর সেই আনসারী পানি আনিতেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) নিজের হাতে কাপড় বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। (তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নামাযে জানাযার পদ্ধতি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন পুরুষদিগকে জামাত আকারে ভিতরে পাঠানো হইল। তাহারা ইমাম ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জানাযার নামায আদায় করিলেন। তাহারা বাহির হইয়া আসার পর মহিলাদেরকে পাঠানো হইল। তাহারা জানাযার নামায আদায় করার পর বালকদেরকে ভিতরে প্রবেশ

করানো হইল। তাহারা জানাযার নামায আদায় করার পর গোলামদেরকে জামাত আকারে ভিতরে পাঠানো হইল। তাহারা জানাযার নামায আদায় করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযার নামায আদায়ের ব্যাপারে তাহাদের কোন ইমাম ছিল না।

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন পরানো শেষ হইল তখন তাহাকে খাটিয়ার উপর রাখা হইল এবং খাটিয়া তাঁহার কবরের কিনারায় রাখা হইল। অতঃপর লোকেরা দলে দলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইমাম ব্যতীত প্রত্যেকে একা একা জানাযার নামায আদায় করিতেছিল।

মূসা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতার লেখা কিতাব পাইয়াছি। উহাতে আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন পরানো হইল এবং খাটিয়ার উপর রাখা হইল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের উভয়ের সহিত ঘরের ভিতর সংকুলান হয় এই পরিমাণ মুহাজির আনসারও ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উভয়ে বলিলেন—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অতঃপর মুহাজির ও আনসারগণও একই নিয়মে সালাম পাঠ করিলেন। তারপর তাহারা কাতার হইয়া দাঁড়াইলেন, কেহ ইমাম হইলেন না। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) প্রথম কাতারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে ছিলেন। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমরা এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, যাহা কিছু তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি তাহা পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, এবং আপন উম্মতের জন্য পরিপূর্ণ হিতকামনা করিয়াছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় এই পরিমাণ মেহনত করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপন দ্বীনকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আল্লাহর কলেমা (অর্থাৎ দ্বীন

ইসলাম) পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং লোকেরা এক আল্লাহ যাঁহার কোন শরীক নাই, তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। হে আমাদের মা'বুদ! আমাদিগকে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাহারা তাঁহার উপর যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে। আর আমাদেরকে আখেরাতে তাঁহার সহিত মিলিত করুন এবং তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিন ও আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিন। কেননা তিনি মুমিনদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান ও মেহেরবান ছিলেন। আমরা না দুনিয়াতে তাঁহার উপর ঈমানের কোন বিনিময় চাই, আর না কোন মূল্যের বিনিময়ে এই ঈমানকে বিক্রয় করিব।

লোকেরা তাহাদের দোয়ার উপর আমীন আমীন বলিতেছিল। এইভাবে লোকেরা একদল বাহির হওয়ার পর আরেক দল ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। পুরুষদের নামায শেষ হইলে মহিলারা নামায পড়িল এবং তাহাদের পর নাবালক বাচ্চারা পড়িল। (বিদায়াহ)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাটিয়ার উপর রাখা হইল তখন আমি বলিলাম, তাঁহার জানাযার নামাযে কেহ ইমাম হইবে না, কারণ, তিনি যেমন তাঁহার জীবদ্দশায় তোমাদের ইমাম ছিলেন তেমনি ইন্তেকালের পরও তোমাদের ইমাম। অতএব লোকেরা জামাতাকারে প্রবেশ করিয়া কাতারবন্দি হইয়া তাকবীর বলিত। তাহাদের কেহ ইমাম হইত না। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিলাম—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّـهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَـرَكَاتُهٗ

আয় আল্লাহ! আমরা এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, যাহা কিছু তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি তাহা সম্পূর্ণ পৌছাইয়া দিয়াছেন এবং আপন উম্মতের জন্য হিতকামনা করিয়াছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় এই পরিমাণ মেহনত ও জেহাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপন দ্বীনকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালার কলেমা পূর্ণতা লাভ

করিয়াছে। আয় আল্লাহ! আমাদিগকে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাহারা সেই ওহীর অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। আর তাঁহার পর আমাদিগকে (দ্বীনের উপর) মজবুত রাখুন এবং আখেরাতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত মিলিত করুন। লোকেরা এই দোয়ার উপর আমীন বলিতেছিল। প্রথম পুরুষরা নামায আদায় করিয়াছে, তারপর মহিলারা এবং তারপর নাবালক বাচ্চারা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবা (রাঃ)দের অবস্থা ও তাঁহার বিরহে সাহাবা (রাঃ)দের কান্নাকাটি করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেলে হযরত আবু বকর (রাঃ) দেখিলেন, লোকেরা পরস্পর চুপে চুপে কিছু বলাবলি করিতেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার গোলামকে বলিলেন, যাও, লোকেরা কি বলাবলি করিতেছে শুনিয়া আমাকে জানাও। সে শুনিয়া আসিয়া বলিল, আমি শুনিয়াছি, তাহারা বলাবলি করিতেছে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এই কথা শুনামাত্রই দ্রুত চলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হায় আমার কোমর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তিনি এত বেশী শোকাহত ছিলেন যে, লোকদের ধারণা হইল তিনি হয়ত মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবেন না। যাহা হউক তিনি কোন প্রকারে মসজিদে পৌঁছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা শরীফ হইতে মসজিদে আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! বসিয়া যাও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা ও কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ

করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদত করিত তাহার জানা উচিত যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত করিত তাহার এই একীন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা অনন্তকাল জীবিত থাকিবেন, তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَإِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ الاية.

অর্থ ঃ 'আর মুহাম্মাদ তো শুধু রাসূলই, তাঁহার পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হইয়াছেন। অনন্তর যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, অথবা তিনি শহীদই হন, তবে কি তোমরা উল্টা ফিরিয়া যাইবে? আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরিয়াও যায়, তবে আল্লাহর কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ সত্বরই বিনিময় প্রদান করিবেন কৃতজ্ঞ বান্দাদিগকে।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, এমন মনে হইতেছিল, যেন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই আয়াত তেলাওয়াতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন বলিয়া লোকেরা জানিতই না। হযরত আবু বকর (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেই সমস্ত লোকের মুখে মুখে উহা উচ্চারিত হইতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই উহা পড়িতে লাগিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট হইতে এই আয়াত শুনামাত্রই বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিলাম এবং আমার পাদ্বয় বহন ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিল, সুতরাং আমি জমিনের উপর পড়িয়া গেলাম। আর হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই আয়াত তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর শোক-দুঃখ

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে অনেকের এই পরিমাণ শোক দুঃখ হইল যে, তাহাদের কাহারো কাহারো মনে এরূপ ভ্রান্ত খেয়াল আসিতে লাগিল (যে, ইসলাম মিটিয়া যাইবে)। আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। একদিন আমি মদীনার একটি উঁচু ঘরের উপর বসিয়াছিলাম। ইতিপূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গেলেন। কিন্তু অত্যাধিক শোক দুঃখের কারণে হযরত ওমর (রাঃ)এর যাওয়ার ব্যাপারটা আমি মোটেও টের পাই নাই। হযরত ওমর (রাঃ) সোজা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আমি আপনাকে একটি আশ্চর্য বিষয় বলিব কি? আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না।

হাদীসের পরবর্তী অংশ সালামের অধ্যায়ে আসিতেছে।

হযরত আলী (রাঃ)এর শোক-দুঃখ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া আসিলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষন্ন ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তোমাকে অনেক ব্যথিত মনে হইতেছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার উপর যে দুঃখ আসিয়াছে, আপনার উপর তাহা আসে নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, শুন, আলী কি বলিতেছে! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের ধারণা মতে এমন কেহ আছে কি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে আমার অপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইয়াছে?

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর কান্নাকাটি

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁহার জানাযা আমাদের ঘরে রাখা ছিল। আমরা তাঁহার স্ত্রীগণ একত্রিত হইয়া কাঁদিতেছিলাম। সেই রাত্রে আমরা একেবারেই ঘুমাই নাই। আমরা তাঁহাকে খাটিয়ার উপর দেখিয়া নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিতেছিলাম। শেষ রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে মাটি দেওয়ার জন্য কোদালের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম তখন আমরা চিৎকার করিয়া উঠিলাম। মসজিদের লোকেরাও চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই এক চিৎকারে সমস্ত মদীনা গুঞ্জরিত হইল। হযরত বেলাল (রাঃ) ফজরের আযান দিলেন। তিনি যখন আযানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করিলেন (অর্থাৎ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলিলেন) তখন তিনি সজোরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহাতে আমাদের শোক-দুঃখ আরও বাড়িয়া গেল। সকলেই তাঁহার কবর যেয়ারতের জন্য ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। এইজন্য ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। হায়! কি বিরাট মুসীবত ছিল! ইহার পর যত মুসীবতই আমাদের উপর আসিয়াছে তাঁহার (বিদায়ের) মুসীবতের কথা চিন্তা করিলে উহা সহজ হইয়া গিয়াছে।

মদীনাবাসীদের সজোরে কান্না

হযরত আবু যুআইব হুযালী (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায় আসিয়া দেখিলাম, মদীনার লোকেরা উচ্চস্বরে জোরে জোরে কাঁদিতেছে, যেমন হাজীগণ এহরাম অবস্থায় একত্রে জোরে জোরে লাব্বাইক বলিয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে? লোকেরা বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। (এইজন্য সকলে কাঁদিতেছে।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংবাদে মক্কাবাসীদের অবস্থা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার আমীর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ) ছিলেন। মক্কাবাসীরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ পাইলেন তখন সমস্ত মুসলমানগণ মসজিদে হারামে বসিয়া জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিলেন। অত্যাধিক শোক-দুঃখের কারণে (নির্জনে বসিয়া কাঁদার জন্য) হযরত আত্তাব (রাঃ) মক্কা হইতে বাহির হইয়া একটি পাহাড়ী ঘাটিতে চলিয়া গেলেন।

হযরত সোহাইল ইবনে আমর (রাঃ) আসিয়া হযরত আত্তাব (রাঃ)কে বলিলেন, (নির্জনে বসিয়া কান্নাকাটি ছাড়ুন এবং) উঠিয়া লোকদের মধ্যে কথা বলুন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কারণে আমার মধ্যে কথা বলার শক্তি নাই। হযরত সোহাইল (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমার সহিত চলুন, আপনার পক্ষ হইয়া আমি কথা বলিব। অতএব উভয়ে সেই ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া মসজিদে হারামে আসিলেন এবং হযরত সোহাইল (রাঃ) দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর হুবহু ঐ সমস্ত কথাই বলিলেন—যাহা হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনাতে বলিয়াছিলেন। একটি কথাও ছাড়েন নাই। (এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাহার দ্বারা মক্কাবাসীকে শান্ত করিলেন।) বদর যুদ্ধের সময় হযরত সোহাইল ইবনে আমর (রাঃ)ও যুদ্ধবন্দীদের মধ্যেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার সম্মুখের দাঁত উপড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, 'হে ওমর! তুমি কেন তাহার সম্মুখের দাঁত উপড়াইতে চাহিতেছ? তাহাকে ছাড়িয়া দাও। হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (আপন দ্বীনের খেদমতের জন্য) এমন স্থানে দাঁড় করাইবেন (যাহা দেখিয়া) তুমি

যারপরনাই আনন্দিত হইবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই স্থানের কথা বলিয়াছিলেন ইহাই সেই স্থান। তাহার সেই বয়ানের দ্বারা মক্কা ও উহার আশেপাশের সমস্ত এলাকার মুসলমানগণ শান্ত হইয়া গেলেন এবং হযরত আত্তাব (রাঃ)এর আমীরত্ব ও শাসনকার্যও মজবুত হইয়া গেল।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর অবস্থা

হযরত আবু জা'ফর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ইন্তেকালের) পর আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে কখনও হাসিতে দেখি নাই। তবে সামান্য মুচকি হাসিতেন যাহাতে চেহারার একদিক একটু লম্বা হইয়া যাইত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের উপর সাহাবা (রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

ইসহাক (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আজ আমরা ওহীকে হারাইলাম এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আগত কালাম হইতে বঞ্চিত হইলাম। (কান্‌য)

হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইলে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন,

(আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কারণে কাঁদিতেছি না, কারণ) আমি জানিতাম তিনি অতিসত্বর ইন্তেকাল করিবেন, বরং আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, এখন হইতে ওহী আসা বন্ধ হইয়া গেল।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, চল, আমরা হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। (আমিও তাঁহাদের সহিত গেলাম) আমরা যখন হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? আল্লাহ তায়ালার নিকট যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু পাইছেন তাহা তো এখান হইতে (হাজার গুণে) উত্তম। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি না যে, আমার এই কথা জানা নাই যে, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকিছু পাইয়াছেন তাহা এখান হইতে (হাজার গুণে) উত্তম, বরং আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, আসমান হইতে ওহী আসা বন্ধ হইয়া গেল। তাহার এই কথা তাহাদেরকেও কাঁদাইয়া দিল এবং তাহারা উভয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

হযরত তারেক (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইল তখন হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ তাহাকে বলিল, হে উম্মে আইমান, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, এখন হইতে আমাদের নিকট আসমানী খবর আসা বন্ধ হইয়া গেল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, দিবারাত্র আমাদের নিকট আসমান হইতে তাজা খবর আসিত, এখন উহা বন্ধ হইয়া গেল। আমি

এইজন্য কাঁদিতেছি। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর এই কথায় লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইল।

হযরত মাআন ইবনে আদি (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে লোকেরা কাঁদিতে লাগিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, আমাদের মনের বাসনা ছিল যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিতাম, কেননা এখন আমাদের আশংকা হইতেছে যে, তাহার পরে আমরা ফেৎনায় না পড়িয়া যাই। ইহা শুনিয়া হযরত মাআন ইবনে আদি (রাঃ) বলিলেন, তবে আল্লাহর কসম, আমার মনে বাসনা এমন ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে মৃত্যুবরণ করি, বরং আমার ইচ্ছা হইল, আমি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া মানিয়াছি, তেমনি তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া মানি। (বিদায়াহ)

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইল এবং অস্থিরতা বাড়িয়া গেল তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, হায় আব্বাজানের অস্থিরতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজকের পর তোমার পিতার উপর আর কোন অস্থিরতা আসিবে না। তারপর যখন তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, হায় আমার আববাজান, তিনি আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়াছেন। হায় আমার আববাজান, জান্নাতুল ফেরদাউসে তাহার স্থান হইয়া গিয়াছে। হায় আমার আব্বাজান, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস

সালামকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছি। তারপর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কার্য সম্পন্ন হইল তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস, তোমাদের অন্তর কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি ঢালিতে রাজি হইল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস, তোমাদের অন্তর কিভাবে রাজি হইল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটিতে দাফন করিয়া ফিরিয়া আসিলে? হযরত হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত সাবেত (রহঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করিতেন তখন এই পরিমাণ কাঁদিতেন যে, তাহার পাঁজরের হাড়গুলি নড়িতে আরম্ভ করিত।

হযরত সাফিয়্যাহ (রাঃ)এর কবিতা

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের উপর হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) কতিপয় শোকপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

لَهْفَ نَفْسِىْ وَ بِتُّ كَالْمَسْلُوْبِ + اَرْقُبُ اللَّيْلَ فِعْلَةَ الْمَحْرُوْبِ

অর্থ ঃ আমার অন্তর ব্যথিত, আর আমি সেই ব্যক্তির ন্যায় রাত্রিযাপন করিয়াছি যাহার সবকিছু ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। আর রাত্রিভর সেই ব্যক্তির ন্যায় অপেক্ষায় কাটাইয়াছি যাহার সর্বস্ব লুট হইয়া গিয়াছে, কিছুই অবশিষ্ট রহে নাই।

مِنْ هُمُوْمٍ وَحَسْرَةٍ اَرْقَتَنِىْ + لَيْتَ اَنِّىْ سُقِيْتُهَا بِشَعُوْبِ

অর্থ ঃ আর এই সমস্ত কিছু সেই শোক–দুঃখের কারণে যাহা আমার ঘুম উড়াইয়া দিয়াছে, হায় যদি আমাকে তখনই মৃত্যুর পেয়ালা পান করাইয়া দেওয়া হইত!

حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ الرَّسُوْلَ قَدْ اَمْسٰى + وَافَقَتْهُ مَنِيَّةُ الْمَكْتُوْبِ

অর্থ ঃ যখন লোকেরা বলিল, তকদীরের লেখা মৃত্যু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আসিয়া গিয়াছে।

حِيْنَ جِئْنَا لِاٰلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ + فَاَشَابَ الْقَذَالَ (اَیَّ) مَشِيْبِ

অর্থ ঃ যখন আমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের নিকট গেলাম তখন শোকে দুঃখে আমাদের ঘাড়ের চুল সাদা হইয়া গেল।

حِيْنَ رَأَيْنَا بُيُوْتَهٗ مُوْحِشَاتٍ + لَيْسَ فِيْهِنَّ بَعْدَ عَيْشٍ حَبِيْبِىْ

অর্থ ঃ যখন আমরা তাহার ঘরগুলি জনশূন্য দেখিলাম এবং আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সেখানে আর কেহ রহে নাই।

فَعَرَانِىْ لِذَاكَ حُزْنٌ طَوِيْلٌ + خَالَطَ الْقَلْبَ فَهُوَ كَالْمَرْعُوْبِ

অর্থ ঃ তখন আমি এক দীর্ঘ ব্যথায় আক্রান্ত হইলাম, যাহা আমার অন্তরে এমনভাবে বিঁধিয়া গেল যে, আমি ভয়গ্রস্তের ন্যায় হইয়া গেলাম।

হযরত সাফিয়্যাহ (রাঃ) নিম্নের কবিতাগুলিও আবৃত্তি করিয়াছেন—

اَلَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ رَجَاءَنَا + وَكُنْتَ بِنَابَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا

অর্থ ঃ মনোযোগ দিয়া শুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সহিত সহজ পন্থা অবলম্বন করিতেন, আপনি আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন, কঠোর ব্যবহার করিতেন না।

وَكَانَ بِنَا بَرًّا رَحِيْمًا نَبِيُّنَا + لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا

অর্থ ঃ আপনি আমাদের সহিত অত্যাধিক সদ্ব্যবহারকারী ও দয়ালু এবং আমাদের নবী ছিলেন, প্রত্যেক ক্রন্দনকারীকে আজ আপনার জন্য ক্রন্দন করা উচিত।

لَعَمْرِىْ مَا اَبْكِى النَّبِىَّ لِمَوْتِهٖ + وَلٰكِنْ لِهَرْجٍ كَانَ بَعْدَكَ اٰتِيًا

অর্থ ঃ আমার জীবনের কসম, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর কারণে কাঁদিতেছি না, বরং আপনার পর যে ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে উহার কারণে কাঁদিতেছি।

كَانَ عَلٰى قَلْبِىْ لِفَقْدِ مُحَمَّدٍ + وَمِنْ حُبِّهٖ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ الْمَكَاوِيَا

অর্থ ঃ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় ও তাঁহার মহব্বতের কারণে আমার দিলের উপর যেন গরম লোহার দাগ লাগিয়াছে।

اَفَاطِمُ! صَلَّى اللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ + عَلٰى جَدَثٍ اَمْسٰى بِيَثْرِبَ ثَاوِيًا

অর্থ ঃ হে ফাতেমা! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব—আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কবরের উপর—যাহা ইয়াসরাবে তাঁহার আশ্রয়স্থল হইয়াছে—রহমত বর্ষণ করুন।

اَرٰى حَسَنًا اَيْتَمْتَهٗ وَتَرَكْتَهٗ + يَبْكِىْ وَيَدْعُوْ جَدَّهُ الْيَوْمَ نَائِيًا

অর্থ ঃ আমি হাসানকে দেখিতেছি, আপনি তাহাকে এতীম করিয়া দিয়াছেন এবং এমন অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন যে, সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দূরে চলিয়া যাওয়া তাহার নানাকে ডাকিতেছে।

فِدًى لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ اُمِّىْ وَخَالَتِىْ + وَعَمِّىْ وَنَفْسِىْ قَصْرَهٗ وَعِيَالِيَا

অর্থ ঃ আমার মাতা, খালা, চাচা, আমার প্রাণ এবং আমার সন্তান-সন্ততি সকলে আল্লাহর রাসূলের জন্য কোরবান হউক।

صَبَرْتَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا + وَمُتَّ صَلِيْبَ الدِّيْنِ اَبْلَجَ صَافِيًا

অর্থ ঃ আপনি সবর করিয়াছেন এবং অত্যন্ত সততার সহিত আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আর আপনি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন যে, আপনি দ্বীনের উপর মজবুত ছিলেন, আপনার দ্বীন পরিচ্ছন্ন ও একেবারে পরিষ্কার ছিল।

فَلَوْ اَنَّ رَبَّ الْعَرْشِ اَبْقَاكَ بَيْنَنَا + سَعِدْنَا وَلٰكِنْ اَمْرُهٗ كَانَ مَاضِيًا

অর্থ ঃ যদি আরশের মালিক আপনাকে আমাদের মধ্যে বাকি রাখিত তবে আমরা বড় ভাগ্যবান হইতাম, কিন্তু (আপনার ইন্তেকালের ব্যাপারে) আল্লাহর ফয়সালা পূর্ণ হইয়াছে।

عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ السَّلَامُ تَحِيَّةً + وَاُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدْنِ رَاضِيًا

অর্থ ঃ আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার উপর সালাম ও তাহিয়্যাত হউক এবং আপনাকে সন্তুষ্টচিত্তে জান্নাতে আদনে প্রবেশ করানো হউক।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন হযরত সাফিয়্যাহ (রাঃ) নিজের চাদর নাড়াইয়া (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন আর) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

قَدْ كَانَ بَعْدَكَ اَنْبَاءٌ وَهَنْبَثَةٌ + لَوْكُنْتَ شَاهِدَهَا لَمْ يَكْثُرِ الْخَطَبُ

অর্থ ঃ আপনার পর গুরুতর অবস্থা ও অত্যন্ত কঠিন মুসীবত দেখা দিয়াছে, যদি আপনি থাকিতেন তবে অবস্থা ও মুসীবত এত গুরুতর হইত না।

হযরত গুনাইম ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমার পিতাকে এই কবিতা পড়িতে শুনিয়াছি—

اَلَا لِىَ الْوَيْلُ عَلٰى مُحَمَّدٍ + قَدْ كُنْتُ فِىْ حَيَاتِهٖ بِمَقْعَدِ
اَبِيْتُ لَيْلِىْ اٰمِنًا اِلٰى الْغَدِ

অর্থ ঃ মনোযোগ দিয়া শুন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের কারণে আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি, তাঁহার জীবদ্দশায় আমার বিশেষ ঠিকানা ছিল, যেখানে আমি সারারাত্র সকাল পর্যন্ত নিরাপদে কাটাইতাম। (এসাবাহ)

—২৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ করিয়া সাহাবা (রাঃ)দের ক্রন্দন করা

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, এক রাত্রে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) চৌকিদারির উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। একটি ঘরে চেরাগ জ্বলিতে দেখিয়া তিনি সেই ঘরের নিকটে গেলেন। দেখিলেন একজন বৃদ্ধা মহিলা সুতাকাটার জন্য তীর দ্বারা পশম ধুনিতেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ করিয়া এই কবিতা পড়িতেছে—

عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَاةُ الْاَبْرَارِ + صَلّٰى عَلَيْكَ الْمُصْطَفَوْنَ الْاَخْيَارُ

অর্থ ঃ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নেক লোকদের দরূদ হউক, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার উপর নির্বাচিত উত্তম লোকেরা দরূদ পাঠ করুক।

قَدْ كُنْتَ قَوَّامًا بَكِيَّ الْاَسْحَارِ + يَالَيْتَ شِعْرِىْ وَالْمَنَايَا اَطْوَارُ
هَلْ تَجْمَعُنِىْ وَ حَبِيْبِىَ الدَّارُ

অর্থ ঃ আপনি রাত্রিবেলায় অত্যাধিক এবাদতকারী এবং ভোররাত্রে (আল্লাহর সম্মুখে) অত্যাধিক ক্রন্দনকারী ছিলেন, আর মৃত্যুর বহু পন্থা রহিয়াছে। হায় আমি যদি জানিতে পারিতাম, আমিও আমার হাবীব কখনও কোন ঘরে একত্রিত হইতে পারিব কি?

তাহার এই (ভালবাসাপূর্ণ কবিতা) শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিলেন। অবশেষে তিনি উক্ত মহিলার দরজায় করাঘাত করিলেন। বৃদ্ধা বলিল, কে? তিনি উত্তর দিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব। বৃদ্ধা বলিল, আমার সহিত ওমরের কি সম্পর্ক? আর ওমর এই সময়ে এখানে কেন আসিয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি দরজা খোল, তোমার জন্য ভয়ের কিছু নাই। বৃদ্ধা দরজা

খুলিলে হযরত ওমর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, এইমাত্র তুমি যেই কবিতা পড়িতেছিলে তাহা আমাকে আবার একটু শুনাও। বৃদ্ধা পুনরায় হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে কবিতাগুলি পড়িল। যখন কবিতার শেষাংশ পড়িল তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (শেষাংশে যেখানে তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তোমার একত্রিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছ) আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি আমাকেও তোমাদের সহিত শামিল করিয়া লও। বৃদ্ধা বলিল—

وَعُمَرَ فَاغْفِرْلَهٗ يَا غَفَّارُ

অর্থ ঃ হে গাফফার! ওমরকেও মাফ করিয়া দিন।

ইহাতে হযরত ওমর (রাঃ) খুশী হইয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিলেন।

হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আনাস (রাঃ)এর ঘটনা

আসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) নিজের পিতা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলোচনা করিতেন তখন তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িত এবং তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন।

মুসান্না ইবনে সাঈদ যারে' (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি প্রতি রাত্রে আমার হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে স্বপ্নে দেখিয়া থাকি। আর এই কথা বলিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গালমন্দকারীকে সাহাবা (রাঃ)দের প্রহার করা

গারাফা কিন্দি (রাঃ)এর সহিত হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত কা'ব ইবনে আলকামা (রহঃ) বলেন, হযরত গারাফা ইবনে হারেস কিন্দি (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তিনি একজন খৃষ্টানকে দেখিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করিতেছে। তিনি তাহাকে এমন মার মারিলেন যে, তাহার নাক ভাঙ্গিয়া গেল। এই বিষয়টি হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সামনে পেশ হইল। হযরত আমর (রাঃ) হযরত গারাফা (রাঃ)কে বলিলেন, আমরা তো তাহাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছি। হযরত গারাফা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর পানাহ! তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে গালমন্দ করিবে, তারপরও কি আমরা তাহাদের সহিত অঙ্গীকার রক্ষা করিব? আমরা তো এই শর্তে তাহাদের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি যে, আমরা তাহাদের এবাদতখানাগুলির ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না, তাহারা নিজেদের এবাদতখানার ভিতরে যাহা ইচ্ছা বলুক। আর তাহাদের সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে তাহাদের উপর বোঝা চাপাইব না, আর যদি কোন শত্রু তাহাদের উপর আক্রমণ করে তবে আমরা তাহাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব। তাহাদের (শরীয়তের) হুকুম-আহকামের ব্যাপারে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করিব না। যদি আমাদের হুকুম-আহকামের উপর রাজি হইয়া আমাদের নিকট ফয়সালার জন্য আসে তবে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম অনুসারে তাহাদের ব্যাপারে ফয়সালা করিব। আর যদি তাহাদের বিষয়ে তাহারা আমাদের নিকট পৃথক থাকিতে চায় তবে আমরা তাহাদের বিষয়ে কিছুই বলিব না। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ।

হযরত গারাফা ইবনে হারেস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন এবং হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহ্ল (রাঃ)এর সঙ্গে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি মিসরের এক খৃষ্টানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। যাহার নাম মানদাকুন ছিল। তিনি তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলিল। হযরত গারাফা (রাঃ) তাহাকে মারিলেন। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট ইহার বিচার গেল। তিনি হযরত গারাফা (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমরা তো তাহাদের সহিত নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছি। বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত কা'ব ইবনে আলকামা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত গারাফা ইবনে হারেস কিন্দি (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন যাহার সহিত নিরাপত্তার চুক্তি হইয়াছিল। হযরত গারাফা (রাঃ) তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করিল। তিনি তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলিলেন, নিরাপত্তা চুক্তির কারণে ইহারা আমাদের পক্ষ হইতে নিশ্চিন্ত ছিল। (তুমি তাহাকে কতল করিয়া চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ।) হযরত গারাফা (রাঃ) বলিলেন, আমরা তাহাদের সহিত এই ব্যাপারে কোন নিরাপত্তা চুক্তি করি নাই যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ব্যাপারে (গালমন্দ করিয়া) আমাদিগকে কষ্ট দিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করা

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)কে নাখলাহ

নামক স্থানে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তুমি সেখানে যাও এবং কোরাইশদের খবরাখবর লইয়া আস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে যুদ্ধ করার হুকুম দেন নাই। এই ঘটনা আশহুরে হুরুম, অর্থাৎ যেই মাসগুলিতে কাফেররা যুদ্ধ ইত্যাদি করিত না সেই মাসের মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে তাহা বলেন নাই, বরং তাহাকে একখানা বন্ধ চিঠি দিয়া বলিলেন, দুইদিনের পথ চলার পর এই চিঠি খুলিয়া দেখিবে এবং উহাতে আমি তোমাকে যেই কাজের হুকুম দিয়াছি তাহা পালন করিবে। চিঠি পড়ার পর নিজের সঙ্গীদের কাহাকেও তোমার সহিত (সম্মুখে) যাওয়ার জন্য বাধ্য করিবে না। তিনি দুইদিন চলার পর চিঠি খুলিয়া উহা পাঠ করিলেন। উহাতে লেখা ছিল যে, 'তুমি এখান হইতে অগ্রসর হইয়া নাখলাহ্ নামক স্থানে পৌঁছিবে এবং কোরাইশদের ব্যাপারে যে সমস্ত খবরাখবর পাও তাহা লইয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।'

চিঠি পড়িয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) নিজ সঙ্গীদেরকে বলিলেন, আমি তো আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানিব ও শুনিব। তোমাদের মধ্য হইতে যেকেহ শাহাদাতের আগ্রহ রাখে সে আমার সঙ্গে যাইতে পারে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করিব। আর যাহার আগ্রহ নাই সে ফিরিয়া যাইতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের কাহাকেও বাধ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সকলেই তাহার সহিত নাখলাতে গেলেন। (কেহই ফেরত আসেন নাই।) তাহারা যখন 'বুহরানে' পৌঁছিলেন তখন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) ও হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান (রাঃ)এর উট হারাইয়া গেল, যাহার উপর তাহারা উভয়ে পালাক্রমে আরোহণ করিতেন। তাহারা উট তালাশ করিতে যাইয়া পিছনে পড়িয়া গেলেন। অন্যান্যরা অগ্রসর হইয়া নাখলাতে পৌঁছিয়া গেলেন। আমর ইবনে হাযরামী, হাকাম ইবনে কাইসান, ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ও মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম

করিল। ইহারা তায়েফ হইতে তাহাদের ব্যবসায়ী মালামাল চামড়া ও কিসমিস লইয়া আসিতেছিল। সাহাবা (রাঃ) যখন এই সমস্ত মক্কার কাফেরদের দেখিলেন তখন হযরত ওয়াকেদ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহাদের প্রতি উঁকি দিলেন। হযরত ওয়াকেদ (রাঃ) মাথা মুণ্ডন করিয়াছিলেন। কাফেররা তাহাকে মাথা মুণ্ডিত দেখিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, ইহারা ওমরা পালনকারী, ইহাদের পক্ষ হইতে তোমাদের ভয়ের কিছু নাই। সেইদিন রজব মাসের শেষ দিন ছিল। (এই মাস সেই পবিত্র চার মাসের মধ্যে এক মাস, যে মাসগুলিতে আরবের কাফেররা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করিত না।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ এই সকল কাফেরদের ব্যাপারে পরামর্শ করিলেন যে, যদি তোমরা আজ এই কাফেরদের কতল কর তবে পবিত্র মাস অর্থাৎ রজব মাসে কতল করিবে (যাহা সমগ্র আরবের নিয়মের বরখেলাপ কাজ হইবে।) আর যদি তাহাদেরকে ছাড়িয়া দাও তবে আজ তাহারা হরমের সীমানায় প্রবেশ করিয়া নিরাপদ হইয়া যাইবে। (কারণ হরমের সীমানায় কাহাকেও হত্যা করা জায়েয নাই।) অতএব সাহাবা (রাঃ) এই ব্যাপারে একমত হইলেন যে, তাহাদেরকে আজই হত্যা করিয়া দেওয়া হউক।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত ওয়াকেদ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) আমর ইবনে হাযরামীকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করিলেন। ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ও হাকাম ইবনে কাইসানকে বন্দি করিলেন। আর মুগীরা পালাইয়া গেল। তাহারা তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। কাফেরদের এই ব্যবসায়ী কাফেলার উপর তাহারা কব্জা করিয়া লইলেন। কয়েদী ও মালামাল লইয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে এই পবিত্র মাসে লড়াই করার হুকুম দেই নাই। তারপর তিনি উভয় কয়েদী ও মালামাল স্থগিত রাখিলেন এবং উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমান শুনিয়া তাহারা যারপর নাই লজ্জিত হইলেন এবং তাহারা মনে করিলেন আমরা তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তাহাদের মুসলমান ভাইরাও তাহাদেরকে তিরস্কার করিল ও ধমকাইল। অপর দিকে কোরাইশরা যখন এই সংবাদ পাইল তখন তাহারা বলিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র মাসে রক্ত বহাইল, মাল কব্জা করিল এবং আমাদের লোকদেরকে বন্দি করিল। পবিত্র মাসের অসম্মান করিল। তাহাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌبِهٖ الخ

অর্থ ঃ মানুষ আপনাকে সম্মানি মাসে—যুদ্ধবিগ্রহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলিয়া দিন, ইহাতে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যুদ্ধবিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ, আর আল্লাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর সহিত ও মসজিদে হারামের সহিত কুফরী করা এবং মসজিদে হারামের অধিবাসীদিগকে তথা হইতে বহিস্কৃত করা উহার চেয়ে গুরুতর অপরাধ আল্লাহর নিকট। আর অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য।

আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আল্লাহ তায়ালাকে অমান্য করা হত্যা করা অপেক্ষ বড় গুনাহ। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ী মালামাল গ্রহণ করিলেন এবং কয়েদীদেরকে ফিদিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। (নাখলা গমনকারী) মুসলমানগণ বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ) আপনি কি আশা করেন যে, আমরা এই জেহাদের সওয়াব পাইব? এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا - الى- اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ

অর্থ ঃ 'প্রকৃতপক্ষে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছে, এমন লোকই আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করে, আর আল্লাহ তায়ালা (কৃত ভুলকে) ক্ষমা করিবেন, করুণা করিবেন।'

এই যুদ্ধে গমনকারী আটজন ছিলেন আর তাহাদের আমীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) নবম ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জামাত পাঠাইলেন এবং হযরত ওবায়দা ইবনে হারেস (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন। হযরত ওবায়দা (রাঃ) রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অত্যাধিক মহব্বতের কারণে (তাঁহার বিরহের কথা মনে করিয়া) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার স্থলে অন্য একজনকে পাঠাইলেন, যাহার নাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) ছিল। তিনি তাহাকে একটি চিঠি দিলেন এবং আদেশ করিলেন যে, অমুক জায়গায় পৌঁছার পূর্বে যেন চিঠি না পড়েন। (নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর চিঠি পড়িবেন এবং চিঠিতে যেখানে যাওয়ার জন্য বলা হইয়াছে সেখানে যাইবেন।) তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, নিজের সঙ্গীদের কাহাকেও তাহার সহিত সম্মুখে যাওয়ার জন্য বাধ্য করিবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) আদিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর চিঠি পড়িলেন এবং চিঠি পড়িয়া ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের কথা শুনিব এবং মানিব। তাহার সঙ্গীদের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলেন এবং বাকী সকলেই তাহার সহিত সম্মুখে গেলেন। তাহারা ইবনে হাযরামীকে পাইয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনা রজব মাসে ঘটিয়াছে, না জমাদিয়াস সানীতে ঘটিয়াছে তাহা জানা যায় নাই। মুশরিকরা বলিল, মুসলমানগণ সম্মানিত মাসে অর্থাৎ রজব মাসে হত্যা করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইয়াছে—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ– الى– وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ·

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানরা বলিতে লাগিল, যদিও এই জামাত ভাল কাজ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা কোন সওয়াব পাইবে না। তাহাদের এই কথার উপর নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ·

বনু কোরাইযার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের সময় বলিলেন, পথে কেহ আসরের নামায পড়িবে না, বরং সকলে বনু কোরাইযার এলাকায় পৌঁছার পর আসরের নামায পড়িবে। (সাহাবা (রাঃ) বনু কোরাইযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।) কতিপয় সাহাবা (রাঃ) পথের মধ্যেই ছিলেন, এমতাবস্থায় তাহাদের নামাযের সময় হইয়া গেল। তাহাদের মধ্য হইতে কিছুলোক বলিলেন, আমরা তো বনু কোরাইযার এলাকায় পৌঁছিয়াই নামায আদায় করিব। আর কিছু লোক বলিলেন, আমরা তো পথেই নামায আদায় করিয়া লইব। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন দ্রুত পৌঁছি, তাঁহার) এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, নামাযের সময় হইলেও না পড়ি। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা হইলে তিনি তাহাদের উভয় দলকে কিছু বলেন নাই।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খন্দকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন

তিনি (যুদ্ধের পোশাকাদি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন) পুনরায় যুদ্ধের পোশাক ও হাতিয়ার পরিধান করিলেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করিলেন।

বর্ণনাকারী দুহাইম (রহঃ)এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের পোশাকাদি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আপনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী শত্রু (বনু কোরাইযা)এর বিরুদ্ধে আপন সাহায্যকারীদেরকে সমবেত করুন। কি ব্যাপার! আমি দেখিতেছি, আপনি যুদ্ধের পোশাক খুলিয়া ফেলিয়াছেন! অথচ আমরা ফেরেশতারা এখনও যুদ্ধের পোশাক খুলি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনামাত্র ঘাবড়াইয়া উঠিলেন এবং লোকদেরকে অত্যন্ত তাকীদের সহিত এই আদেশ দিলেন যে, সকলে বুনু কোরাইযার এলাকায় পৌঁছিয়াই আসরের নামায আদায় করিবে। অতএব সাহাবা (রাঃ) যুদ্ধের পোশাকাদি পরিধান করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং বুনু কোরাইযার এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই সূর্য অস্ত যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে আসরের নামাযের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিল। কিছু লোক বলিলেন, নামায পড়িয়া লও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, তোমরা (সময় শেষ হইয়া গেলেও) নামায পড়িও না। কিছু লোক বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অত্যন্ত তাকীদের সহিত বলিয়াছিলেন যে, আমরা যেন বনু কোরাইযায় পৌঁছিয়াই নামায আদায় করি। অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনার্থে নামায পড়িতেছি না, আমাদের কোন গুনাহ হইবে না। সুতরাং এক জামাত ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় পথেই নামায আদায় করিয়া লইল। আর অপর এক জামাত নামায পড়িল না। বরং বনু কোরাইযায় পৌঁছিয়া সূর্যাস্তের পর ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় নামায আদায় করিল। রাসূলুল্লাহ

তিনি (যুদ্ধের পোশাকাদি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন) পুনরায় যুদ্ধের পোশাক ও হাতিয়ার পরিধান করিলেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করিলেন।

বর্ণনাকারী দুহাইম (রহঃ)এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের পোশাকাদি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আপনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী শত্রু (বনু কোরাইযা)এর বিরুদ্ধে আপন সাহায্যকারীদেরকে সমবেত করুন। কি ব্যাপার! আমি দেখিতেছি, আপনি যুদ্ধের পোশাক খুলিয়া ফেলিয়াছেন! অথচ আমরা ফেরেশতারা এখনও যুদ্ধের পোশাক খুলি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনামাত্র ঘাবড়াইয়া উঠিলেন এবং লোকদেরকে অত্যন্ত তাকীদের সহিত এই আদেশ দিলেন যে, সকলে বুনু কোরাইযার এলাকায় পৌঁছিয়াই আসরের নামায আদায় করিবে। অতএব সাহাবা (রাঃ) যুদ্ধের পোশাকাদি পরিধান করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং বুনু কোরাইযার এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই সূর্য অস্ত যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে আসরের নামাযের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিল। কিছু লোক বলিলেন, নামায পড়িয়া লও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, তোমরা (সময় শেষ হইয়া গেলেও) নামায পড়িও না। কিছু লোক বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অত্যন্ত তাকীদের সহিত বলিয়াছিলেন যে, আমরা যেন বনু কোরাইযায় পৌঁছিয়াই নামায আদায় করি। অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনার্থে নামায পড়িতেছি না, আমাদের কোন গুনাহ হইবে না। সুতরাং এক জামাত ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় পথেই নামায আদায় করিয়া লইল। আর অপর এক জামাত নামায পড়িল না। বরং বনু কোরাইযায় পৌঁছিয়া সূর্যাস্তের পর ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় নামায আদায় করিল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘটনা শুনার পর) কোন জামাতকেই কিছু বলিলেন না।

হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবা (রাঃ)দের ময়দান ছাড়িয়া যাওয়ার অবস্থা দেখিলেন তখন বলিলেন, হে আব্বাস, উচ্চস্বরে আওয়াজ দাও, হে আনসারদের জামাত! হে হুদাইবিয়াতে গাছের নীচে বাইআত গ্রহণকারীগণ! (হযরত আব্বাস (রাঃ) উচ্চস্বরে আওয়াজ দেওয়ার) সাথে সাথে আনসারগণ উত্তরে বলিলেন, লাব্বায়েক, লাব্বায়েক। (অর্থাৎ হাজির আছি, হাজির আছি এবং তাহারা আওয়াজের দিকে ছুটিলেন।) কোন কোন সাহাবী নিজ উটকে আওয়াজের দিকে ঘুরাইতে চাহিলেন, কিন্তু ঘুরাইতে না পারিয়া উট হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং লৌহবর্ম খুলিয়া ফেলিয়া তলোয়ার ও ঢাল হাতে আওয়াজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

এইভাবে তাহাদের মধ্য হইতে একশতজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুসংখ্যা যাচাই না করিয়াই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। তিনি প্রথম আওয়াজ আনসারদের উদ্দেশ্যে দিয়াছিলেন এবং শেষের দিকে খাযরাজ গোত্রের উদ্দেশ্যে দিয়াছিলেন। কেননা ইহারা অত্যন্ত দৃঢ়পদে যুদ্ধ করিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সওয়ারীগুলির প্রতি উঁকি দিয়া দেখিলেন এবং ময়দানের এমন স্থানে তাহার দৃষ্টি পড়িল যেখানে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তরবারী চলিতেছিল। তখন তিনি বলিলেন, 'এখন তন্দুর গরম হইয়াছে।' (অর্থাৎ যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে।)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, (এই একশতজন এমন প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন যে,) আল্লাহর কসম, ময়দান ছাড়িয়া পলায়নরত লোকেরা পুনরায় ফিরিয়া আসার পূর্বেই কাফের কয়েদীগণ পিছমোড়া করিয়া হাত বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কাফেরদের মধ্যে যাহারা কতল হইবার কতল হইল, আর অবশিষ্ট কাফের পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। আর আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কাফেরদের সমস্ত মালামাল ও তাহাদের সন্তানাদিকে গনীমতের মাল হিসাবে দান করিলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) উক্ত হাদীস এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আব্বাস, বাবলা গাছের নীচে বাইআত গ্রহণকারীদেরকে আওয়াজ দাও। (আমি তাহাদেরকে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলাম।) তাহারা আওয়াজ শুনামাত্র এমনভাবে দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিল যেমন গাভী আপন বাছুরের প্রতি দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসে। সকলে লাব্বায়েকাহ, লাব্বায়েকাহ বলিতেছিল।

হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গের পর আবু সুফিয়ানের সহিত সাহাবা (রাঃ)দের আচরণ

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হুদাইবিয়াতে) মক্কাবাসীদের সহিত সন্ধি করিলেন তখন খুযাআহ গোত্র (ইসলামপূর্ব) জাহিলিয়াতের যুগ হইতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্র হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল, আর বনু বকর গোত্র কোরাইশদের মিত্র হিসাবে ছিল। এইজন্য হুদাইবিয়ার সন্ধিতে খুযাআহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শামিল রহিল, আর বনু বকর কোরাইশদের সহিত শামিল রহিল। খুযাআহ ও বনু বকরের মধ্যে পূর্ব হইতেই যুদ্ধ চলিয়া

আসিতেছিল। সন্ধির পর কোরাইশরা অস্ত্র ও খাদ্যরসদ দ্বারা বনু বকরকে সাহায্য করিল, আর বনু বকর অতর্কিতে খুযাআর উপর আক্রমণ করিয়া বিজয় লাভ করিল এবং খুযাআর কিছু লোককে কতল করিল। এই ঘটনায় কোরাইশগণ আশংকা বোধ করিল যে, তাহাদের দ্বারা সন্ধির চুক্তিভঙ্গ হইয়াছে। অতএব তাহারা আবু সুফিয়ানকে বলিল, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও এবং সর্বাত্মক চেষ্টা কর যেন এই চুক্তি বহাল থাকে এবং সন্ধি ঠিক থাকে। আবু সুফিয়ান মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আবু সুফিয়ান তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং অতিসত্বর সে তাহার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইবে।

আবু সূফিয়ান হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু বকর, আপনি এই চুক্তিকে বহাল রাখুন এবং সন্ধিকে বাকি রাখুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, এই অধিকার আমার নাই, বরং এই অধিকার তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের। অতঃপর আবু সুফিয়ান হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং তাহাকেও সে একই কথা বলিল যাহা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তো নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ, এখন নতুন যে কোন চুক্তি হইবে উহাকে আল্লাহ তায়ালা পুরানা করুন, যার যে চুক্তি শক্ত ও পুরানা হইবে উহাকে আল্লাহ তায়ালা ছিন্ন করুন। আবু সুফিয়ান বলিল, আমি তোমার ন্যায় আপন গোত্রের শত্রু আর কাহাকেও দেখি নাই।

তারপর আবু সফিয়ান হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট গেল এবং তাহাকে বলিল, হে ফাতেমা, তুমি কি এমন কাজ করিতে প্রস্তুত আছে, যদ্দারা আপন কাওমের সমস্ত মেয়েদের সর্দার হইয়া যাও? তারপর তাহাকেও একই কথা বলিল যাহা সে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিয়াছিল। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, এই কাজের অধিকার

আমার নাই, বরং ইহার অধিকার তো একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের রহিয়াছে। তারপর আবু সুফিয়ান হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট যাইয়া একই কথা বলিল যাহা সে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিয়াছিল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার ন্যায় পথভ্রষ্ট লোক আর দেখি নাই, তুমি নিজেই লোকদের একজন সর্দার, তুমি নিজেই চুক্তি বহাল রাখ এবং সন্ধি বাকি রাখ। এই কথা শুনিয়া আবু সুফিয়ান নিজের এক হাতের উপর অপর হাত মারিয়া বলিল, আমি লোকদেরকে একে অপর হইতে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করিলাম। এই বলিয়া সে মক্কায় ফেরত চলিয়া গেল এবং সে যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছে তাহা তাহাদের সকলকে জানাইল। মক্কার লোকেরা বলিল, তোমার ন্যায় কাওমের কোন প্রতিনিধি আজ পর্যন্ত আমরা আর দেখি নাই। আল্লাহর কসম, না তুমি আমাদের জন্য যুদ্ধের খবর আনিয়াছ যে, আমরা সতর্ক হই এবং উহার জন্য প্রস্তুত হই, আর না সন্ধির খবর আনিয়াছ যে, আমরা যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিশ্চিন্ত হই। হাদীসের পরবর্তী অংশে মক্কা বিজয়ের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।

বদরের কয়েদীদের ব্যাপারে সাহাবা (রাঃ)দের আদেশ পালন

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর ভাই হযরত আবু উযায়ের ইবনে ওমায়ের (রাঃ) বলেন, আমি বদরের যুদ্ধে কাফের বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, তোমরা এই সমস্ত বন্দীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। এই ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে পূর্ণ তাকীদ করিতেছি। আমি আনসারদের এক জামাতের নিকট (বন্দী হিসাবে) ছিলাম। তাহারা রাত্রে অথবা দিনে যখনই খাবার সামনে আনিত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই তাকীদের কারণে আমাকে গমের রুটি খাওয়াইত, আর নিজেরা খেজুর খাইত।

হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দিতেছিলেন, এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাঁহার নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিতে শুনিলেন, 'বসিয়া যাও।' এই কথা শুনামাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) মসজিদের বাহিরে যেখানে ছিলেন সেখানেই বসিয়া গেলেন এবং খোতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানিতে পারিলেন তখন তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে তাঁহার ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের আরো বেশী শওক ও আগ্রহ নসীব করুক।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর খোতবার জন্য মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, সকলে বসিয়া যাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) মসজিদের বাহির হইতে এই আদেশ শুনিতে পাইলেন যে, বসিয়া যাও। তিনি শুনামাত্র বনু গানামের মহল্লায় বসিয়া পড়িলেন। কেহ বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আপনাকে 'বসিয়া যাও' বলিতে শুনিয়া ঐখানে নিজ জায়গায়ই বসিয়া গিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আদেশ পালন

হযরত আতা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খোতবা দিতেছিলেন। তিনি লোকদেরকে বলিলেন, বসিয়া যাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন মসজিদের দরজায় পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি এই আদেশ শুনামাত্র সেখানেই বসিয়া গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! ভিতরে আস।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একবার জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে বসিলেন তখন বলিলেন, বসিয়া যাও। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইহা শুনামাত্র মসজিদের দরজায় বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ভিতরে চলিয়া আস। (কানয)

একজন সাহাবীর উঁচা গম্বুজ ভাঙ্গিয়া ফেলা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাহির হইলেন। আমরাও তাঁহার সহিত ছিলাম। তিনি একটি উঁচা গম্বুজ (নির্মিত পাকা দালান) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কাহার? তাঁহার সাহাবারা বলিলেন, ইহা অমুক আনসারীর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া চুপ রহিলেন এবং তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। পরবর্তীতে সেই আনসারী খেদমতে হাজির হইয়া লোকজনের উপস্থিতিতে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন। (এবং তাহার সালামের উত্তর দিলেন না) সে কয়েকবার সালাম দিল, (কিন্তু তিনি প্রতিবারই মুখ ঘুরাইয়া লইলেন এবং তাহার সালামের উত্তর দিলেন না) অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে, অসন্তুষ্টির কারণে তিনি এইভাবে মুখ ঘুরাইয়া লইতেছেন। সে সাহাবা (রাঃ)দের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং বলিল, আল্লাহর কসম, আমি আজ আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টি অন্যরকম দেখিতেছি। (ব্যাপার কি?) সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে গিয়াছিলেন এবং পথে তোমার গম্বুজ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

ইহা শুনিয়া সেই আনসারী ফিরিয়া গেলেন এবং সেই গম্বুজ (সহ সম্পূর্ণ দালান)কে ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ

—২৬

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একদিন সেই স্থান দিয়া যাওয়ার সময় সেই গম্বুজ দেখিতে পাইলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই গম্বুজটির কি হইল? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, গম্বুজের মালিক আনসারী আমাদের নিকট আপনার মুখ ফিরাইয়া লওয়ার কথা আলোচনা করিলে আমরা তাহাকে বলিয়াছিলাম, তিনি তোমার দালান দেখিয়াছেন। এইজন্য সে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক পাকা দালান উহার মালিকের উপর আযাব হইবে, তবে সেই দালান ব্যতীত যাহা মানুষ অত্যন্ত প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া করে।

উক্ত রেওয়ায়াত আবু দাউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে মাজাহ্ হইতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে আছে যে, অতঃপর কোন একসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়া গেলেন। তিনি সেই গম্বুজ না দেখিয়া উহার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আপনার অসন্তুষ্টির কথা জানিতে পারিয়া সে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন, আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন।

লাল রঙের চাদর জ্বালাইয়া ফেলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান) আকাবায়ে আযাখিরে গেলাম। আমার গায়ে একটি লাল রঙের চাদর ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, ইহা আবার কেমন কাপড়? আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি এই চাদর অপছন্দ করিতেছেন। সুতরাং ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তাহারা তন্দুরে আগুন ধরাইতেছে। আমি উহা তন্দুরের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। পুনরায় তাঁহার

খেদমতে হাজির হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই চাদর কি হইল? আমি বলিলাম, উহা তন্দুরের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, নিজের পরিবারের কাহাকেও কেন দিয়া দিলে না? (মহিলাদের জন্য এই রঙের কাপড় পরিধানে কোন অসুবিধা নাই।)

হযরত খুরাইম (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়া আবশামী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, খুরাইম আসাদী খুব ভাল লোক যদি তাহার মধ্যে দুই জিনিস না হইত। এক—তাহার মাথার চুল অনেক বড়। দুই—সে টাখনুর নীচে লুঙ্গি পরিধান করে। হযরত খুরাইম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা জানিতে পারিয়া ছুরি দ্বারা কানের নীচ পর্যন্ত চুল কাটিয়া ফেলিলেন এবং লুঙ্গি পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত উঠাইয়া পরিতে আরম্ভ করিলেন। (কানয)

হযরত জাস্সামাহ কেনানী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত জাস্সামাহ ইবনে মুসাহিক ইবনে রাবী' ইবনে কায়েস কেনানী (রাঃ) যিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে (মিসরের বাদশাহ) হেরাকলের নিকট পত্রবাহক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমি হেরাকলের নিকট যাইয়া বসিয়া গেলাম, কিন্তু খেয়াল করি নাই যে, কিসের উপর বসিলাম। হঠাৎ দেখি আমি স্বর্ণের কুরসীর উপর বসিয়াছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে নামিয়া নীচে বসিয়া গেলাম। হেরাকল হাসিয়া উঠিল এবং সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা তো তোমার সম্মানার্থে এই কুরসী রাখিয়াছিলাম, তুমি কেন নামিয়া গেলে? আমি বলিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের জিনিস ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, একদিন আমার মামা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আজ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন যাহা তোমার জন্য লাভজনক ছিল, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মান্য করা তোমার ও আমার উভয়ের জন্য অধিক লাভজনক। অতঃপর জমিন ভাড়া দেওয়ার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম (রাঃ)এর ঘটনা

বনু হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রের হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম ইবনে বাহরাহ (রাঃ) একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, কখনও তিনি (নিজের গ্রাম হইতে) কোন কাজে মদীনায় যাইতেন এবং বাজারে নিজের কাজ শেষ করিয়া (গ্রামে) নিজ পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসার পর যখন নিজের গায়ের চাদর খুলিয়া রাখিতেন তখন মনে পড়িত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামায পড়িয়া আসেন নাই। তখন তিনি বলিতেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে দুই রাকাত নামায পড়িয়া আসি নাই, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, (হে নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা!) তোমাদের যে কেহ এই বস্তিতে (অর্থাৎ মদীনায়) আসে সে যেন এই মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) দুই রাকাত নামায না পড়িয়া বাড়ীতে ফিরিয়া না যায়। সুতরাং (এই কথা বলিয়া) তিনি নিজের চাদর গায়ে দিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। (কানয)

একটি আনসারী মেয়ের ঘটনা

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, আমি একটি আনসারী মেয়ের জন্য বিবাহের পয়গাম দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি কি উক্ত মেয়েকে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে দেখিয়া লও, ইহাতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে। আমি সেই মেয়ের বাড়ী যাইয়া তাহার পিতামাতাকে বলিলাম। তাহারা আশ্চর্য হইয়া একে অপরের দিকে তাকাইতে লাগিল। (এবং মেয়েকে দেখাইতে লজ্জাবোধ করিল) অতএব আমি উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এমতাবস্থায় সেই মেয়ে বলিল, এই ব্যক্তিকে আমার নিকট ডাকিয়া আন এবং নিজে স্বয়ং পর্দার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল। তারপর বলিল, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে এই বিষয়ে হুকুম দিয়া থাকেন তবে আপনি আমাকে দেখেন, নতুবা আমার পক্ষ হইতে দেখার কোন অনুমতি নাই। সুতরাং আমি তাহাকে দেখিলাম এবং পরে তাহাকে বিবাহ করিলাম। আমি যত মেয়েকে বিবাহ করিয়াছি তন্মধ্যে এই মেয়ের সহিত আমার সর্বাধিক মহব্বত হইয়াছিল এবং আমার দৃষ্টিতে সেই সর্বাধিক সম্মানিতা ছিল। অথচ আমি সত্তরজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। (কানয)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর আদেশ পালন

আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আছে, মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ (রহঃ) বলেন, আমি রাবাযাহ নামক বস্তিতে হযরত আবু যার (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তাহার পরিধানে একটি মোটা চাদর ছিল, এবং তাহার গোলামের পরিধানেও অনুরূপ একটি চাদর ছিল। লোকেরা বলিল, হে আবু যার! আপনি যদি গোলামের চাদরখানি লইয়া নিজের এই চাদরের সহিত মিলাইয়া পরিধান করিতেন তবে আপনার একজোড়া কাপড় পূর্ণ

হইত, আর গোলামকে অন্য কোন কাপড় দিয়া দিতেন। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়াছিলাম। তাহার মা অনারব ছিল, আমি তাহার মায়ের নিন্দা করিয়া তাহাকে লজ্জা দিয়াছিলাম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার নামে নালিশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু যার! তোমার মধ্যে এখনও জাহিলিয়াতের দোষ রহিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত গোলামগণ তোমাদের ভাই, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে তাহাদের উপর সম্মান দিয়াছেন। অতএব যে গোলামের সহিত তোমাদের বনিবনা না হয় তাহাকে বিক্রয় করিয়া দাও। আল্লাহ্ তায়ালার মাখলুককে কষ্ট দিও না।

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই সমস্ত গোলামগণ তোমাদের ভাই, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের অধীনস্থ বানাইয়াছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালা যাহার কোন ভাইকে তাহার অধীনস্থ করেন তাহার উচিত, যাহা সে নিজে খায় উহা হইতে তাহার অধীনস্থ ভাইকে খাওয়ায়, যাহা সে নিজে পরিধান করে উহা হইতে তাহার অধীনস্থ ভাইকে পরিধান করায়, আর তাহাকে এমন কাজের আদেশ না করে যাহা তাহার সাধ্যের বাহিরে হয়, আর যদি এমন কাজের আদেশ করে তবে যেন তাহার কাজে সাহায্য করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্যকারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ইবনে আওফ (রাঃ)এর ঘটনা

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, (আমার পিতা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শরীরে অত্যাধিক উকুন হয়, আপনি কি আমাকে রেশমের কোর্তা পরিধান করার অনুমতি দিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। পরবর্তীতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হইলেন তখন একদিন হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) নিজের ছেলে আবু সালামাকে লইয়া সামনের দিক হইতে আসিলেন। আবু সালামার গায়ে রেশমের কোর্তা ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহা কি? এবং কোর্তার বুকের ভিতর নিজের হাত ঢুকাইয়া নীচ পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আপনার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রেশম পরিধান করার অনুমতি দিয়াছিলেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে এইজন্য অনুমতি দিয়াছিলেন যে, তুমি তাঁহার নিকট উকুনের কথা বলিয়াছিলে। অতএব এই অনুমতি শুধু তোমার জন্য থাকিবে অন্য কাহারো জন্য নয়।

আবু সালামা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। তাহার সঙ্গে তাহার ছেলে মুহাম্মাদও ছিল। ছেলের গায়ে রেশমের কোর্তা ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া সেই কোর্তার বুক ধরিয়া ফাড়িয়া ফেলিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাফ করুন,আপনি তো বাচ্চাটাকে ভীত করিলেন এবং তাহার দিল উড়াইয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি বাচ্চাদেরকে রেশমের কাপড় পরিধান করাও? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আমি তো নিজেই রেশম পরিধান করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার ছেলেরা কি তোমার ন্যায় (উকুন আক্রান্ত হয়)? (কানয)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ও হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর ঘটনা

ইবনে আসাকির ও ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলেন। তাহার গায়ে রেশমের কোর্তা ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে খালেদ! ইহা কি পরিধান করিয়াছ? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, ইহাতে কি অসুবিধা? ইবনে আওফ কি রেশম পরিধান করেন না? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি ইবনে আওফের ন্যায় (উকুন আক্রান্ত হইয়াছ)? ইবনে আওফের যে সম্মান রহিয়াছে তোমারও কি সেই সম্মান? এখন ঘরে যত লোক আছে আমি তাহাদের সকলকে কসম দিয়া বলিতেছি, যাহার সামনে এই কোর্তার যে অংশ আছে সে যেন উহা ছিঁড়িয়া ফেলে। সুতরাং সকলে সেই কোর্তাকে এমনভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিল যে, হযরত খালেদ (রাঃ)এর গায়ে উহার একটি টুকরাও অবশিষ্ট রহিল না।

পূর্বে খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবা (রাঃ)দের হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রগণ্য মনে করার বর্ণনায় হযরত সাখ্র (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের একমাস পর হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) (মদীনায়) আসিলেন। তিনি রেশমের জুব্বা পরিহিত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত আলী ইবনে আবিতালেব (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। হযরত ওমর (রাঃ) আশেপাশের লোকজনকে উচ্চস্বরে বলিলেন, তাহার জুব্বা ছিঁড়িয়া ফেল, সে রেশমের কাপড় পরিধান করিতেছে? অথচ যুদ্ধবিহীন শান্তিপূর্ণ সময়ে আমাদের পুরুষদের জন্য ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। সুতরাং লোকেরা তাহার জুব্বা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

হযরত ওমর (রাঃ)এর রেশমের বুতাম কাটিয়া ফেলা

আবদাহ ইবনে লুবাবাহ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস

পৌঁছিয়াছে যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে (নববী)এর ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। মসজিদে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল। তাহার পরিধানে সবুজ রঙের একটি চাদর ছিল, উহার বুতামগুলি রেশমের ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পাশে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি যত ইচ্ছা নামায লম্বা করিতে পার,আমি তোমার নামায শেষ করা পর্যন্ত সরিব না। উক্ত ব্যক্তি যখন এই অবস্থা দেখিল তখন নামায শেষ করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কাপড়টা আমাকে দেখাও। অতঃপর তিনি সেই কাপড় লইয়া উহার রেশমের সমস্ত বুতামগুলি কাটিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, এইবার তোমার কাপড় লইয়া যাও। (কানয)

হযরত আলী (রাঃ) ও সাঈদ কারী (রহঃ)এর ঘটনা

সাঈদ ইবনে সুফিয়ান কারী (রহঃ) বলেন, আমার ভাইয়ের ইন্তেকাল হইল। সে (ইন্তেকালের সময়) একশত দীনার আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অসিয়ত করিল। আমি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। তাহার নিকট এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। আমি একটি কাবা পরিধান করিয়াছিলাম যাহার বুক ও গলার কিনারা রেশম দ্বারা আটকানো ছিল। উক্ত ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া আমার কাবা ছিঁড়িয়া ফেলার জন্য উহা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) দেখিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দাও। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন।

তারপর হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তোমরা (দুনিয়াতে রেশম পরিধান করিয়া) তাড়াহুড়া করিয়াছ। (অথবা হযরত ওসমান (রাঃ)এর কথার অর্থ এই যে, তোমরা তাহার কাবা ছিঁড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিয়াছ।) অতঃপর আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট আরজ করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার ভাইয়ের ইন্তেকাল হইয়া

গিয়াছে। সে (ইন্তেকালের সময়) একশত দীনার আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অসিয়ত করিয়াছে। এখন আপনি বলুন, আমি উহা কিভাবে খরচ করিতে পারি? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার পূর্বে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, যদি তুমি আমার পূর্বে আর কাহাকেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে, আর তাহার উত্তর আমার উত্তরের বিপরীত হইত তবে আমি তোমার গর্দান উড়াইয়া দিতাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের হুকুম দিয়াছেন, সুতরাং আমরা সকলে মুসলমান হইয়াছি, (আল্লাহ তায়ালার শোকর যে,) আমরা সকলে মুসলমান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিজরত করার হুকুম দিয়াছেন, সুতরাং আমরা হিজরত করিয়াছি। অতএব আমরা মদীনাবাসী সকলে মুহাজির। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জেহাদ করার হুকুম দিয়াছেন, সুতরাং তোমরা জেহাদ করিয়াছ। (এখন) তোমরা সিরিয়াবাসী সকলে মুজাহিদ। তুমি এই একশত দীনার নিজের উপর, নিজ পরিবারের উপর এবং আশেপাশে অভাবগ্রস্ত লোকদের উপর খরচ কর। কেননা যদি তুমি এক দেরহাম লইয়া ঘর হইতে বাহির হও এবং উহা দ্বারা গোশত খরিদ করিয়া নিজে খাও এবং তোমার পরিবারের লোকেরা খায় তবে তোমার জন্য সাতশত দেরহামের সওয়াব লেখা হইবে।

তারপর আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে লোকটি আমার কাবা ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, সে কে? লোকেরা বলিল, তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ছিলেন। আমি তাহার নিকট তাহার ঘরে গেলাম এবং আরজ করিলাম, আপনি আমার মধ্যে কি দেখিলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, অতিসত্বর আমার উম্মত মেয়েদের লজ্জাস্থানকে (অর্থাৎ যেনা করাকে) এবং রেশম (পরিধান করা)কে হালাল মনে করিতে আরম্ভ করিবে। আর এই প্রথম আমি কোন মুসলমানকে রেশম পরিধান

করিতে দেখিয়াছি। অতএব আমি তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উক্ত কাবা বিক্রয় করিয়া দিলাম।

বাহরাইনের শাসনকর্তাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর চাবুক মারা

আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত কুদামাহ ইবনে মাযউন (রাঃ)কে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ) ও তাহার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর মামা ছিলেন। বাহরাইন হইতে আবদুল কায়েস গোত্রের সর্দার হযরত জারুদ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, হযরত কুদামাহ (রাঃ) এমন কিছু পান করিয়াছেন যাহাতে তাহার নেশা হইয়াছে। আমি এমন বিষয় দেখিয়াছি যাহাতে আল্লাহ তায়ালার হাদ্দ অর্থাৎ শাস্তি আবশ্যক হইয়া যায়। আপনার নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া নিজের দায়িত্ব মনে করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার সহিত আর কে সাক্ষী আছে? হযরত জারুদ (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছ? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে পান করিতে তো দেখি নাই, তবে নেশাগ্রস্ত দেখিয়াছি, তিনি বমি করিতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি সাক্ষ্য প্রদানে অনেক সূক্ষ্মতা অবলম্বন করিয়াছ।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) চিঠি লিখিয়া বাহরাইন হইতে হযরত কুদামাহ (রাঃ)কে মদীনায় ডাকাইয়া আনিলেন। হযরত কুদামাহ (রাঃ) মদীনায় আসার পর হযরত জারুদ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি তাহাকে আল্লাহর কিতাবের শাস্তি প্রদান করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি বাদী (অর্থাৎ বিচারপ্রার্থী) না

সাক্ষী? হযরত জারুদ (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষী। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি তো সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছ। (অতএব শাস্তির দাবী তো তুমি করিতে পার না।) হযরত জারুদ (রাঃ) চুপ হইয়া গেলেন। পরদিন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া পুনরায় বলিলেন, তাহার উপর আল্লাহর শাস্তি জারী করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (তোমার বারংবার শাস্তি দাবী করাতে) মনে হইতেছে তুমি বিচারপ্রার্থী (সাক্ষী নও)। অতএব তোমার পক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী রহিয়াছে। (অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। আর একজন সাক্ষী দ্বারা দাবী প্রমাণিত হয় না।) হযরত জারুদ (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, (আপনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করুন।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার যবানকে সংযত কর, আর না হয় (পিটাইয়া) তোমার অবস্থা খারাপ করিয়া দিব। হযরত জারুদ (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! ইহা তো উচিত নহে যে, শরাব তো আপনার চাচাতো ভাই পান করে আর আপনি শাস্তি আমাকে দেন?

এই কথার উপর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাদের সাক্ষ্য প্রদানে যদি আপনার সন্দেহ থাকে তবে হযরত কুদামাহ (রাঃ)এর স্ত্রী বিনতে ওলীদ (রাঃ)এর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লউন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হিন্দ বিনতে ওলীদ (রাঃ)এর নিকট লোক পাঠাইলেন এবং তাহাকে কসম দিয়া বলিলেন, সত্য সত্য বলিবে। হযরত হিন্দ বিনতে ওলীদ (রাঃ) আপন স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কুদামাহ (রাঃ)কে বলিলেন, এখন আমি তোমাকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিব। হযরত কুদামাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি পান করিয়াও থাকি তবুও আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কেন? হযরত কুদামাহ (রাঃ) বলিলেন, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থ ঃ যাহারা ঈমান রাখে এবং নেক কাজ করে এইরূপ লোকদের উপর উহাতে কোন গুনাহ নাই যাহা তাহারা পানাহার করিয়াছে, যখন তাহারা পরহেয করে এবং ঈমান রাখে ও নেক কাজ করে, পুনঃ পরহেয করিতে থাকে এবং ঈমান রাখে, পুনঃ পরহেয করিতে থাকে এবং খুব নেক কাজ করিতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা এইরূপ নেককারদিগকে ভালবাসেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি এই আয়াতের ভুল অর্থ বুঝিয়াছ। (আয়াতের অর্থ হইল, শরাব হারাম হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা যে শরাব পান করিয়াছে উহাতে গুনাহ নাই। তখন শরাব হালাল ছিল এখন তো শরাব হারাম হইয়া গিয়াছে। অতএব) তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করিতে (অর্থাৎ পরহেযগার হইতে) তবে আল্লাহ তায়ালা যাহা হারাম করিয়াছেন উহা হইতে (অর্থাৎ শরাব হইতে) বাঁচিয়া থাকিতে। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কুদামাহকে চাবুক লাগানোর ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? লোকেরা বলিল, আমাদের মতে যতক্ষণ তিনি অসুস্থ আছেন ততক্ষণ তাহাকে চাবুক না লাগানো হউক। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) কিছুদিন চুপ থাকিলেন। তারপর একদিন হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে চাবুক লাগানোর সিদ্ধান্ত লইলেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কুদামাহকে চাবুক লাগানোর ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? লোকেরা বলিল, আমাদের পূর্বের ন্যায় একই মত যে, যতক্ষণ তিনি অসুস্থ আছেন ততক্ষণ তাহাকে চাবুক না লাগানো হউক।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, চাবুক খাইয়া সে মৃত্যুবরণ করে ইহা আমার নিকট এই শাস্তির দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া আমার মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমার জন্য মজবুত দেখিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ চাবুক আন। চাবুক আনার পর হযরত ওমর (রাঃ)এর আদেশে হযরত কুদামাহ (রাঃ)কে চাবুক মারা হইল। চাবুক মারাতে হযরত কুদামাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ

করিয়া দিলেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জে গেলেন এবং হযরত কুদামাহ (রাঃ)ও এই হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনও হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। উভয়ে হজ্জ হইতে ফিরার পথে সুকইয়া নামক স্থানে হযরত ওমর (রাঃ) অবতরণ করিলেন এবং সেখানে তিনি ঘুমাইলেন। ঘুম হইতে উঠিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কুদামাহকে তাড়াতাড়ি আমার নিকট লইয়া আস। আল্লাহর কসম, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, আমাকে বলিতেছে, কুদামার সহিত আপোষ করিয়া লও, কারণ সে তোমার ভাই, তাহাকে তাড়াতাড়ি আমার নিকট লইয়া আস। লোকেরা যখন তাহাকে ডাকিতে গেল তখন তিনি আসিতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে জোরপূর্বক টানিয়া হইলেও লইয়া আস। (হযরত কুদামাহ (রাঃ) আসিলেন।) হযরত ওমর (রাঃ) তাহার সহিত কথা বলিলেন (এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন) এবং তাহার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাহিলেন। (এসাবাহ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ঘটনা

ইয়াযীদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) তাহার কোন এক সঙ্গী হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, জানাযার সহিত যাইতেছে আর হাসিতেছে। তিনি বলিলেন, তুমি জানাযার সহিত চলিতেছ, আবার হাসিতেছ! আল্লাহর কসম, আমি তোমার সহিত কখনও কথা বলিব না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের খেলাপ হওয়ার উপর সাহাবা (রাঃ)দের ভীত হওয়া

হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর ভয়

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন নিজ সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, আমি

জানিতে পারিয়াছি যে, বনু হাশেম ও আরো অনেক গোত্রের লোকদেরকে জোরপূর্বক এখানে আনা হইয়াছে। তাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধ চাহে না। অতএব তোমাদের কাহারো সামনে বনু হাশেমের কেহ পড়িলে তাহাকে কতল করিবে না। আর আবুল বাখতারী ইবনে হেশাম ইবনে হারেস ইবনে আসাদ যদি কাহারো সামনে পড়ে তবে সে যেন তাহাকে কতল না করে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব যদি কাহারো সামনে পড়ে সে যেন তাহাকে কতল না করে। কারণ, তিনিও বাধ্য হইয়া আসিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার উপর হযরত আবু হোযায়ফা ইবনে ওতবাহ ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলিলেন, আমরা আমাদের পিতা, ছেলে ও ভাইদেরকে কতল করিব আর আব্বাসকে ছাড়িয়া দিব? আল্লাহর কসম, যদি আব্বাস আমার সামনে পড়ে তবে তলোয়ার দ্বারা তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিব।

এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু হাফ্স! হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, এই প্রথম দিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই উপনাম আবু হাফ্স রাখিলেন। (আবু হাফস নামে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,) আল্লাহর রাসূলের চাচার চেহারার উপর তলোয়ারের আঘাত করা হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, তলোয়ার দ্বারা আবু হোযাইফার গর্দান উড়াইয়া দেই, আল্লাহর কসম, সে মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ) বলেন, (সেদিন যদিও উত্তেজনার মুখে এমন কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু) আমি সেদিনের এই কথার কারণে আজ পর্যন্ত নিজের ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালার আযাবের) ভয় করিতেছি। আমার এই গুনাহের কাফফারা একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের দ্বারাই হইতে পারে। সুতরাং তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইলেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু লুবাবাহ (রাঃ)এর ভয়

হযরত মা'বাদ ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযা (ইহুদীদের)কে পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করিয়া রাখিলেন। এই অবরোধের দরুন তাহারা অস্থির হইয়া উঠিল এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের সর্দার কা'ব ইবনে আসাদ বনু কুরাইযার সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব পেশ করিল। হয় তোমরা ঈমান আনয়ন কর নতুবা নিজেদের স্ত্রীপুত্রদেরকে হত্যা করিয়া মুসলমানদের সহিত মরণপণ লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হও। আর না হয় শনিবার রাত্রে মুসলমানদের উপর অতর্কিতে হামলা কর। বনু কুরাইযা (তাহাদের সর্দারের তিনটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিয়া) বলিল, আমরা ঈমান আনয়ন করিব না, আর (শনিবারে যেহেতু আমাদের শরীয়তে শত্রুর উপর হামলা করা হারাম সেহেতু) আমরা শনিবার রাত্রে হামলা করাকেও হালাল মনে করিতে পারিব না। আর নিজেদের স্ত্রীপুত্রদেরকে হত্যা করার পর আমাদের জীবনের আর কি থাকিল?

এই সমস্ত ইহুদীরা (ইসলামের পূর্বে) জাহিলিয়াতের যুগে হযরত আবু লুবাবাহ ইবনে মুনযির (রাঃ)এর মিত্র ছিল। এই কারণে তাহারা হযরত আবু লুবাবাহ (রাঃ)কে লোক পাঠাইয়া ডাকাইয়া আনিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করার ব্যাপারে তাহার নিকট পরামর্শ চাহিল। তিনি গলার দিকে ইশারা করিয়া বুঝাইলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য জবাইয়ের ফয়সালা করিবেন। পরক্ষণেই তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার উপর) অনুতপ্ত হইলেন। অতএব তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে যাইয়া নিজেকে মসজিদের (খুটির) সহিত বাঁধিয়া নিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহার তওবা কবুল করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, বনু কুরাইযা বলিল, হে আবু

লুবাবাহ, আপনার কি রায়? আমরা কি করিব? কেননা আমাদের মধ্যে যুদ্ধ করার শক্তি নাই। হযরত আবু লুবাবাহ (রাঃ) নিজের গলার দিকে ইশারা করিয়া গলার উপর আঙ্গুল চালাইয়া বুঝাইলেন যে, মুসলমানগণ তোমাদেরকে কতল করিতে চান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। অতএব তিনি বলিলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখিব না যতক্ষণ না আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন খাঁটি তওবা করি যাহাতে আল্লাহ তায়ালাও জানিয়া লন যে, আমি অন্তর হইতে তওবা করিয়াছি। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিয়া মসজিদের একটি খুঁটির সহিত নিজের উভয় হাত বাঁধিয়া রাখিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, তিনি প্রায় বিশদিন এইভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকিলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হযরত আবু লুবাবাহ (রাঃ)কে না দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু লুবাবাহ কি এখনও তাহার মিত্রদের (সহিত পরামর্শ) হইতে অবসর হয় নাই? তখন লোকেরা তাঁহাকে তাহার ঘটনা সম্পর্কে জানাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, সে তো আমার নিকট হইতে যাওয়ার পর বিরাট পরীক্ষায় পড়িয়াছে। যদি সে (এই ভুলের পর) আমার নিকট আসিত তবে আমি তাহার জন্য আল্লাহর নিকট মাফ চাহিয়া লইতাম। কিন্তু সে যখন নিজেই (শাস্তি গ্রহণের) এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তখন আমিও তাহাকে মুক্ত করিব না যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাহার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা হয় ফয়সালা করেন।

হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)এর ভয় ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ প্রদান

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)কে কয়েক দিন

না দেখিয়া তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন (যে, সে কোথায়?)। এক সাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখনই খোঁজ লইয়া আসিতেছি। উক্ত সাহাবী হযরত সাবেত (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি মাথা ঝুকাইয়া বসিয়া আছেন। উক্ত সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, অবস্থা খুবই খারাপ। কেননা আমার উচ্চস্বরে কথা বলার অভ্যাস, এই কারণে আমার আওয়াজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের চেয়ে উঁচা হইয়া যায়। অতএব (কোরআনের আয়াত অনুসারে) আমার পিছনের সমস্ত আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। আর আমি দোযখী হইয়া গিয়াছি। উক্ত সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিলেন, তিনি এরূপ কথা বলিতেছেন।

বর্ণনাকারী মূসা ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সাহাবীকে বলিলেন, তাহাকে যাইয়া বল, তুমি দোযখী নও, বরং তুমি তো বেহেশতী।

হযরত সাবেত ইবনে কয়েস ইবনে শাম্মাস (রাঃ)এর কন্যা বলেন, আমি আমার পিতা (হযরত সাবেত (রাঃ))কে বলিতে শুনিয়াছি, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল হইল—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কোন গর্বিত, অহংকারী লোককে ভালবাসেন না।

তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানিতে পারিলেন তখন লোক পাঠাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, তিনি কোন গর্বকারী, অহংকারীকে ভালবাসেন না। (অথচ এই দোষ আমার মধ্যে রহিয়াছে) আমি সৌন্দর্যকে পছন্দ করি এবং নিজ কাওমের সর্দার হইতে

চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তুমি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও (যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন না) বরং উত্তম অবস্থায় তোমার জীবন কাটিবে, উত্তম অবস্থায় তোমার মৃত্যু হইবে এবং তোমাকে আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

এমনিভাবে যখন আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ الخ

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের স্বর নবীর স্বর অপেক্ষা উচ্চ করিও না এবং তাঁহার সহিত এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না, যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাক, অন্যথায় তোমাদের আমলগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, অথচ তোমরা টেরও পাইবে না।

তখন তিনি পূর্বের ন্যায় পুনরায় অত্যন্ত অস্থির ও পেরেশান হইলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে পারিয়া তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত সাবেত (রাঃ) বলিলেন, তাহার স্বর যেহেতু উঁচা সেহেতু তিনি ভয় করিতেছেন, তাহার সমস্ত আমল না বিনষ্ট হইয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,না, তোমার জীবন প্রশংসনীয় হইবে এবং তুমি শহীদ হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাতে দাখেল করিবেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) বলেন, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি বলিয়া আমার ভয় হইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, যেন আমরা এমন সৎ কাজের উপর

প্রশংসা কামনা না করি যাহা আমরা করি নাই। আর আমার অবস্থা হইল, আমি নিজের প্রশংসাকে পছন্দ করি। আল্লাহ তায়ালা গর্ব ও অহংকারকে নিষেধ করিয়াছেন, আর আমার অবস্থা হইল, আমি সৌন্দর্যকে অত্যন্ত পছন্দ করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আপনার আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়াজকে উঁচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আর আমার আওয়াজ অনেক উঁচা। (যাহা আপনার আওয়াজ হইতে উঁচা হইয়া যায়।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সাবেত! তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার জীবন তুমি প্রশংসনীয় কাটাও আর শহীদ হইয়া মৃত্যুবরণ কর এবং জান্নাতে দাখেল হও? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী) প্রশংসনীয় জীবন যাপন করিয়াছেন এবং মুসাইলামা কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিন শাহাদাত লাভ করিয়াছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চাটাই ছিল। (রমজান মাসে) রাত্রে তিনি উহা দ্বারা হুজরার মত বানাইয়া উহার ভিতরে (তারাবীহের) নামায পড়িতেন এবং দিনে উহা বিছাইয়া উহার উপর বসিতেন। ধীরে ধীরে লোকজন তাঁহার পিছনে মুক্তাদি হইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিল। যখন লোকজন বাড়িয়া গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে লোকেরা, তোমরা তোমাদের শক্তি অনুপাতে আমল অবলম্বন কর। কারণ, তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত হইয়া আমল করা ছাড়িয়া না দিবে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা (সওয়াব দেওয়া) বন্ধ করিবেন না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হইল যাহা

সর্বদা হইতে থাকে, যদিও উহা অল্প হয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকেরা যখন কোন আমল আরম্ভ করিতেন তখন তাহারা উহা পূর্ণ পাবন্দির সহিত নিয়মিত করিতেন।

সাহাবা (রাঃ)দের আংটি ফেলিয়া দেওয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি রূপার আংটি দেখিলেন। অন্যান্য লোকেরা (তাঁহার হাতে আংটি দেখিয়া তাহারা)ও আংটি বানাইয়া পরিধান করিল। পরবর্তীতে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা খুলিয়া ফেলিলেন তখন লোকেরাও খুলিয়া ফেলিল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি পরিধান করিতেন, তারপর তিনি উহা খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, আগামীতে কখনও এই আংটি পরিব না। ইহা দেখিয়া লোকেরাও তাহাদের আংটি খুলিয়া ফেলিল। (বিদায়াহ)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) কোরাইশগণ খারেজা ইবনে কুরযকে মুসলমানদের মধ্যে গুপ্তচর হিসাবে পাঠাইল। সে ফিরিয়া যাইয়া মুসলমানদের খুবই প্রশংসা করিল। কোরাইশগণ বলিল, তুমি একজন গ্রাম্য লোক। মুসলমানরা তোমার সামনে সজোরে অস্ত্র নাড়িয়াছে আর উহার শব্দে তোমার অন্তর উড়িয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া গিয়াছ) তারপর মুসলমানরা তোমাকে কি বলিয়াছে আর তুমি তাহাদেরকে কি বলিয়াছ, কিছুই বুঝিতে পার নাই। অতঃপর কোরাইশগণ ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে পাঠাইল। (তিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।) তিনি আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! ইহা কেমন কথা? আপনি আল্লাহ তায়ালার যাতের দিকে দাওয়াত দেন,

আবার আপনি বিভিন্ন গোত্রের নীচ প্রকৃতির পরিচিত–অপরিচিত লোকদেরকে আপনার কাওমের নিকট লইয়া আসিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা নিজ কাওমের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহিতেছেন এবং তাহাদেরকে অপমান করিয়া তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিতে চাহিতেছেন, তাহাদের মালামাল কব্জা করিতে চাহিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তো আমার কাওমের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম করিতে আসিয়াছি, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বীন অপেক্ষা উত্তম দ্বীন ও তাহাদের জীবন ব্যবস্থা অপেক্ষা উত্তম জীবন ব্যবস্থা তাহাদেরকে দান করেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই কথার পর ফিরিয়া যাইয়া কোরাইশের সম্মুখে মুসলমানদের খুবই প্রশংসা করিল। ইহাতে মুশরিকদের হাতে যে সকল মুসলমান বন্দী ছিল, তাহাদের উপর অত্যাচার আরো বাড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে ওমর, তুমি কি (মক্কায় যাইয়া) তোমাদের মুসলমান বন্দী ভাইদের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত আছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। কারণ, আল্লাহর কসম, বর্তমানে মক্কায় আমার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। অনেকে আছে যাহাদের বহু আত্মীয় স্বজন মক্কায় রহিয়াছে। (তাহাদের আত্মীয় স্বজনরা তাহাদের হেফাজত করিবে।) সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া মক্কায় পাঠাইলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন এবং মুশরিক বাহিনীর নিকট পৌঁছিলেন। তাহারা তাহাকে লইয়া তামাশা করিল এবং অনেক খারাপ কথা বলিল। হযরত ওসমান (রাঃ)এর চাচাতো ভাই আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস তাহাকে নিজ আশ্রয়ে লইয়া লইল এবং নিজের পিছনে গদির উপর বসাইয়া লইল। (মক্কায়) আসার পর আবান হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিল, হে আমার চাচাত

ভাই! কি ব্যাপার! (তোমার বেশভূষায়) তোমাকে অত্যন্ত বিনয়ী দেখিতেছি (বড় লোকদের ন্যায় গর্বভরে) টাখনুর নীচে লুঙ্গি নামাইয়া দাও। হযরত ওসমান (রাঃ) পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত লুঙ্গি উঠাইয়া পরিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, (আমি লুঙ্গি নামাইতে পারি না, কেননা) ইহাই আমাদের হযরতের লুঙ্গি পরার তরীকা। হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কায় পৌঁছিয়া প্রত্যেক মুসলমান বন্দীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিলেন।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, অপরদিকে আমরা (হুদাইবিয়াতে) দ্বিপ্রহরের সময় কাইলুলা (আরাম) করিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারী উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল, হে লোকেরা, বাইআত হওয়ার জন্য আস, বাইআত হওয়ার জন্য আস, রূহুল কুদ্স (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) অবতরণ করিয়াছেন। আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হইলাম। তিনি তখন একটি বাবলা গাছের নীচে ছিলেন। আমরা তাহার হাতে বাইআত গ্রহণ করিলাম। আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন তাহারা বৃক্ষতলে আপনার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল।'

সেই সময় যেহেতু হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কায় ছিলেন, এইখানে উপস্থিত ছিলেন না সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বাইআতের উদ্দেশ্যে নিজের এক হাত অপর হাতের উপর রাখিলেন। এইভাবে হযরত ওসমান (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হইল। লোকেরা বলিল, আবু আবদুল্লাহ (অর্থাৎ হযরত ওসমান (রাঃ))এর জন্য মোবারক হউক! (অনুপস্থিত থাকিয়াও তাহার বাইআত হইয়া গেল, উপরন্তু) বাইতুল্লার তওয়াফ করিতেছেন, আর আমরা এখানে (পড়িয়া

রহিয়াছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওসমান চাই যত বছরই মক্কায় অবস্থান করুক না কেন, যতক্ষণ আমি তওয়াফ না করিব ততক্ষণ সেও তওয়াফ করিবে না।

ইবনে সা'দ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, আবান হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিল, হে আমার চাচাত ভাই! তোমাকে খুব বিনয়ী দেখিতেছি! তোমার কাওমের লোকদের রীতি অনুসারে লুঙ্গি টাখনুর নীচে নামাইয়া পরিধান কর। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না, আমাদের হযরত এইভাবে পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত লুঙ্গি পরিধান করেন। আবার বলিল, হে আমার চাচাত ভাই, বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়া লও। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমরা ততক্ষণ কোন কাজ করি না যতক্ষণ আমাদের হযরত সেই কাজ না করেন। আমরা তো (সমস্ত কাজে) তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকি। (অতএব আমি তওয়াফ করিব না।)

কোরআন সংকলনের ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার নিকট হযরত ওমর (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইনি (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) আমার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, ইয়ামামার এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক কোরআনের হাফেজ শহীদ হইয়া গিয়াছে। (এক রেওয়ায়াত অনুসারে এই যুদ্ধে চৌদ্দশত সাহাবা শহীদ হইয়াছেন, তন্মধ্যে সাতশত হাফেজে কোরআন ছিলেন) আমার আশংকা হইতেছে যে, যদি আগামীতে যুদ্ধে এইভাবে কোরআনের হাফেজগণ অধিকহারে শহীদ হইতে থাকেন তবে কোরআনের বেশীর ভাগই হারাইয়া যাইবে। অতএব আমার রায় হইল, আপনি সম্পূর্ণ কোরআন এক জায়গায় লেখাইয়া একত্রিত করিয়া লন। (ইতিপূর্বে কোরআন এক জায়গায় একত্রিতে লেখা ছিল না, বরং বিভিন্ন সাহাবা (রাঃ)দের নিকট কিছু কিছু অংশ করিয়া লেখা ছিল।) (হযরত আবু বকর

(রাঃ) বলেন,) আমি তাহাকে (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)কে) বলিয়াছি, আমরা এমন কাজের দুঃসাহস কিভাবে করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই? হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, এই কাজ নিঃন্দেহে ভাল কাজ হইবে। তিনি এই ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলেন এবং ইহার প্রয়োজন বুঝাইতে থাকিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, যেমন তাহার বক্ষকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, এই সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট চুপচাপ বসিয়াছিলেন, কোন কথা বলিতেছিলেন না। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি একজন জ্ঞানবান যুবক, আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণাও করি না। আর তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওহী লেখার কাজ করিতে। অতএব তুমিই কোরআনকে একত্রিত করিয়া দাও।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) যদি আমাকে কোন পাহাড় স্থানান্তরিত করার আদেশ করিতেন তবে ইহা আমার নিকট কোরআন জমা করার কাজ অপেক্ষা বেশী কঠিন ছিল না। আমি আরজ করিলাম, আপনারা এমন কাজ কিভাবে করিতেছেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, এই কাজ নিঃসন্দেহে একটি ভাল কাজ হইবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে বারবার এই কথা বলিতে থাকিলেন, অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন যেমন তাহাদের উভয়ের বক্ষকে এই ব্যাপারে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং আমিও তাহাদের উভয়ের রায়ের সহিত একমত হইয়া গেলাম। অতঃপর আমি কোরআনকে তালাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। বিভিন্ন কাগজ বা সাদা পাথর বা চওড়া হাড় বা খেজুরের ডালের উপর যেখানে যেখানে কোরআন লেখা ছিল সেখান হইতে এবং যাহা সাহাবা (রাঃ)দের বুকে সংরক্ষিত ছিল তাহাও সম্পূর্ণ একত্রিত করিলাম। শুধু

لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ

হইতে সূরা বারাআতের শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি একমাত্র হযরত খুযাইমাহ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট লিখিত অবস্থায় পাইয়াছি। এই আয়াতগুলি (অনেকের নিকট মুখস্ত থাকিলেও লিখিত অবস্থায়) আর কাহারো নিকট পাই নাই। (অর্থাৎ এই আয়াতগুলি ব্যতীত কোরআনের অন্যান্য সমস্ত আয়াতই একাধিক সাহাবীর নিকট লিখিত পাওয়া গিয়াছে) অতঃপর এই সমস্ত পৃষ্ঠাগুলি যাহাতে সম্পূর্ণ কোরআন একত্রিত করা হইয়াছিল হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জীবদ্দশায় তাহারই নিকট রক্ষিত ছিল। তাহার ইন্তেকালের পর উহা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট রক্ষিত ছিল। তাহার ইন্তেকালের পর উহা হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)এর নিকট রক্ষিত ছিল। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে রওয়ানা করা

পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যেই বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়াই করিয়াছেন আমি উহাকে ছাড়িয়া দেই ইহা অপেক্ষা আসমান হইতে জমিনের উপর পড়িয়া যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। অতএব আমি তো এই বিষয়ের উপর যুদ্ধ করিব। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) (যাকাত দিতে অস্বীকার করার উপর) আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাহারা পূর্ণ ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসিল।

বোখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে (অর্থাৎ নামায আদায় করে কিন্তু যাকাত আদায় করিতে অস্বীকার

করে,) আমি তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। কেননা যাকাত হইল মালের হক (যেমন নামায জানের হক)। আল্লাহর কসম, যদি তাহারা একটি রশি যাহা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, আর তাহা আমাকে দিতে অস্বীকার করে তবে আমি সেই একটি রশির জন্যও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। (অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে একটি রশি পরিমাণ কমও সহ্য করিব না।)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক বিবিদের পা কুকুর টানিয়া বেড়ায় তবুও আমি সেই বাহিনীকে ফেরত আনিব না যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়া গিয়াছেন এবং আমি সেই ঝাণ্ডা খুলিতে পারি না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁধিয়া দিয়াছেন। অতএব হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে রওয়ানা করিয়া দিলেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি যদি নিশ্চিত জানিতে পারি যে, হিংস্রপ্রাণী আমাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবে তবুও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে অবশ্যই রওয়ানা করিব। যদিও এই জনবসতিতে আমি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট না থাকে তবুও আমি এই বাহিনীকে রওয়ানা করিয়া ছাড়িব।

অপর এক রেওয়ায়াতে ইবনে আসাকির (রহঃ) হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি সেই বাহিনীকে রুখিয়া দিব যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়া দিয়াছেন? যদি আমি এমন করি তবে ইহা আমার এক বিরাট দুঃসাহসিকতা হইবে। সেই পবিত্র যাতের কসম, যাঁহার

কথা স্মরণ নাই! অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টময় জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করাইতে লাগিলেন এবং তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়িলেন। তারপর তাহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে যাহা বলিবার বলিয়াছ, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমার সিদ্ধান্ত হইল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় কষ্টময় জীবন যাপনের জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করিব, যাহাতে তাহাদের উভয়ের ন্যায় আখেরাতে নেয়ামত ও আরাম আয়েশের জীবন লাভ করিতে পারি।

হযরত ওমর (রাঃ)এর যুহুদ অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির বর্ণনায় এই বিষয়ে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়াত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর নতুন কোর্তা পরিধানের ঘটনা

হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদিন নিজ সঙ্গীদের মধ্যে বসিয়া একটি সুতি মোটা কাপড়ের কোর্তা পরিধান করিতে লাগিলেন। উহা বুক পর্যন্ত নামার পূর্বেই তিনি এই দোয়া পাঠ করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

অতঃপর লোকদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, আমি এই দোয়া কেন পাঠ করিলাম? সঙ্গীগণ বলিলেন, আপনি বলিলে আমরা জানিতে পারিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার নিকট একটি নতুন কোর্তা আনা হইল।

তিনি উহা পরিধান করিয়া এই দোয়া পাঠ করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

তারপর বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আমাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যে কোন মুসলমান বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা নতুন কাপড় পরিধান করায়, আর সে পুরাতন কাপড় কোন মিসকীন মুসলমান বান্দাকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে পরিধান করাইয়া দেয়, তারপর যতক্ষণ সেই মিসকীন বান্দার শরীরে সেই কাপড়ের একটি সুতাও অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ সেই দানকারী জীবিত হউক বা মৃত হউক আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজতে, আশ্রয়ে ও দায়িত্বে থাকিবে।'

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই কোর্তাকে লম্বা করিয়া দেখিলেন, উহার আস্তিন আঙ্গুল হইতে বাড়তি রহিয়াছে। তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমার বেটা! চওড়া দেখিয়া একটি ছুরি লইয়া আস। তিনি উঠিয়া একটি ছুরি লইয়া আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হাতের উপর আস্তিনকে মেলিয়া ধরিলেন এবং আঙ্গুল হইতে বাড়তি অংশ কাটিয়া ফেলিলেন। আমরা বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা কি একজন দর্জি ডাকিয়া আনিব, যে আস্তিনের কিনারা সেলাই করিয়া দিবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, সেই আস্তিনের সুতাগুলি তাহার আঙ্গুলের উপর ছড়াইয়া আছে আর তিনি উহা আটকানও না। (কানয)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) নতুন কাপড় পরিধান করিলেন এবং আমাকে ছুরি আনিতে বলিলেন। তারপর বলিলেন, হে আমার বেটা, আমার কোর্তার আস্তিন মেলিয়া ধর এবং আমার আঙ্গুলের কিনারায় তোমার হাত রাখিয়া আঙ্গুল হইতে বাড়তি কাপড়টুকু কাটিয়া দাও। সুতরাং আমি ছুরি দ্বারা উভয় আস্তিনের অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া দিলাম। (ছুরি দ্বারা কাটার কারণে) আস্তিনের

কিনারা অসমান হইয়া গেল। আমি আরজ করিলাম, হে আব্বাজান, আপনি অনুমতি দিলে আমি কাঁচি দ্বারা সমান করিয়া দিই। তিনি বলিলেন, 'হে আমার বেটা, এইভাবেই থাকিতে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইভাবেই করিতে দেখিয়াছি।' সুতরাং সেই কোর্তা হযরত ওমর (রাঃ)এর শরীরে এইভাবেই থাকিল এবং শেষ পর্যন্ত উহা (পুরাতন হইয়া) ছিঁড়িয়া গেল। আমি কয়েকবার দেখিয়াছি, উহার সুতাগুলি (খুলিয়া খুলিয়া) তাহার পায়ের উপর পড়িতেছে।

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইরাকী ও রুকনে শামী চুম্বন করা সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুনিয়া লও, আল্লাহর কসম, আমি জানি তুমি একটি পাথর, তুমি না কোন ক্ষতি করিতে পার আর না কোন উপকার করিতে পার। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম তবে আমিও তোমাকে চুম্বন করিতাম না। অতঃপর তিনি উহাকে চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন, রামাল করার সহিত আমাদের কি সম্পর্ক? (রামাল হইল, তওয়াফের তিন চক্করে বীরের ন্যায় ছোট ছোট কদমে দ্রুত চলা) আমরা তো উহা মুশরিকদেরকে (নিজেদের শক্তি) দেখাইবার জন্য করিয়াছিলাম। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। (এখন আর উহার প্রয়োজন নাই) তারপর বলিলেন, তবে রামাল এমন একটি কাজ যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন অতএব আমরাও উহা ছাড়িতে চাই না।

একজন সাহাবী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর, না কোন ক্ষতি করিতে পার, আর না কোন উপকার করিতে পার, তারপর তিনি উহাকে চুম্বন

করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) হজ্জ করিয়াছেন এবং তিনিও হাজরে আসওয়াদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর, না কোন ক্ষতি করিতে পার, আর না কোন উপকার করিতে পার, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম তবে আমি তোমাকে চুম্বন করিতাম না।

হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত তওয়াফ করিয়াছি। আমরা হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করিলাম। আমি বাইতুল্লাহ শরীফের নিকট দিয়া চলিতেছিলাম। আমরা যখন হজরে আসওয়াদ সংলগ্ন পশ্চিমের কোণায় পৌছিলাম তখন উহাকে চুম্বন করার জন্য আমি তাহার হাত ধরিয়া টানিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? (আমাকে কেন টানিতেছ?) আমি বলিলাম, আপনি এই কোণা চুম্বন করিবেন না? তিনি বলিলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তওয়াফ কর নাই? আমি বলিলাম, হাঁ, করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি তাঁহাকে পশ্চিমের এই দুই কোণা চুম্বন করিতে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর না। আমি বলিলাম, করি। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে এই দুই কোণাকে চুম্বন করা পরিত্যাগ কর এবং সামনে অগ্রসর হও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও একজন গ্রাম্যলোকের ঘটনা

বকর ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার! মুআবিয়া খান্দানের লোকেরা (লোকদেরকে) পানির সহিত মধু মিশাইয়া পান করায়, আর অমুক খান্দানের লোকেরা দুধ পান করায়, আর আপনারা নাবীয (অর্থাৎ খেজুর ভিজানো শরবত) পান করান। আপনারা কি

কৃপণতার কারণে এরূপ (সস্তা জিনিস) পান করান, না অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে এরূপ করিয়া থাকেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমরা না কৃপণ, আর না অভাবগ্রস্ত গরীব, বরং নাবীয পান করাইবার কারণ এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। তাঁহার সওয়ারীর পিছনে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বসিয়াছিলেন। তিনি পানি চাহিলেন। আমরা তাহাকে নাবীযের শরবত পেশ করিলাম। তিনি উহা পান করিলেন এবং বলিলেন, খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়াছ, এরূপই করিতে থাকিও।

জা'ফর ইবনে তাম্মাম (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলুন তো, আপনারা লোকদেরকে যে কিসমিসের শরবত পান করান, ইহা কি সুন্নাত, যে কারণে আপনারা উহার অনুসরণ করিতেছেন? না দুধ ও মধু অপেক্ষা সস্তা হওয়ার কারণে এরূপ করিতেছেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) লোকদেরকে (নাবীয) পান করাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকেও পান করাও। হযরত আব্বাস (রাঃ) নাবীযের কয়েকটি পেয়ালা আনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালা লইয়া পান করিলেন। তারপর বলিলেন, তোমরা খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়াছ, এরূপ করিতে থাকিও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদেশ যে, 'খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়াছ, এরূপ করিতে থাকিও' এর পরিবর্তে দুধ ও মধুর ব্যবস্থা আমার নিকট মোটেও আনন্দদায়ক নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনাবলী

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, আমি আরাফাতের ময়দানে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। তিনি যখন নিজের অবস্থান হইতে

রওয়ানা হইলেন তখন আমিও তাহার সহিত রওয়ানা হইলাম। হজ্জের ইমামের নিকট পৌঁছিয়া তাহার সহিত যোহর ও আসরের নামায আদায় করিলেন। তারপর তিনি জাবালে রহমতের নিকট উকূফ করিলেন। আমি ও আমার সঙ্গীগণ তাহার সহিত সেখানে উকূফ করিলাম। সূর্যাস্তের পর ইমাম যখন আরাফাত হইতে (মুযদালেফার দিকে) রওয়ানা হইল তখন আমরাও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত রওয়ানা হইলাম। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন (চলিতে চলিতে) মাযেমান নামক স্থানের পূর্বে একটি সংকীর্ণ স্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি নিজের সওয়ারী বসাইলেন। আমরাও নিজেদের সওয়ারী বসাইলাম। আমাদের ধারণা হইল, তিনি হয়ত এখানে নামায পড়িতে চাহিতেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর গোলাম যে তাহার সওয়ারী ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে বলিল, না, তিনি নামায পড়িতে চাহিতেছেন না। বরং এখানে পৌঁছিয়া তাহার স্মরণ হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এখানে পৌঁছিয়াছিলেন তখন তিনি প্রয়োজন সারিবার জন্য থামিয়াছিলেন। এই কারণে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)ও তাহার প্রয়োজন সারিতে চাহিতেছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের নিকট যখনই যাইতেন তখন উহার নীচে দ্বিপ্রহরের সময় আরাম করিতেন। ইহার কারণ হিসাবে তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গাছের নীচে দ্বিপ্রহরে আরাম করিয়াছিলেন।

রা'ফে (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সর্বত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিহ্নাদি তালাশ করিতেন এবং (সফরকালীন) যেখানে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করিয়াছেন তিনিও সেখানে নামায আদায় করিতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে একটি গাছের নীচে অবস্থান করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সেই গাছের অত্যন্ত যত্ন নিতেন এবং উহার গোড়ায় পানি দিতেন,

যাহাতে উহা শুকাইয়া না যায়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমরা এক সফরে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। চলিতে চলিতে একস্থানে পৌঁছিয়া তিনি রাস্তা ছাড়িয়া একদিকে সরিয়া গেলেন। সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এরূপ কেন করিলেন? রাস্তা কেন ছাড়িয়া দিলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইস্থানে এরূপ করিতে দেখিয়াছি। এইজন্য আমিও এরূপ করিলাম।

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কার পথে (সোজাভাবে চলিতেন না, বরং) সওয়ারীকে (রাস্তার ডানে বামে) ঘুরাইতে থাকিতেন এবং বলিতেন, আমি এরূপ এইজন্য করি, যাহাতে আমার সওয়ারীর পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পায়ের স্থানে পড়ে।

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্নের উপর নিজের পা রাখিয়া চলিতেন তখন যদি তুমি তাহাকে দেখিতে তবে তাহাকে পাগল বলিতে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যে সমস্ত স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, উহাকে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যেভাবে তালাশ করেন এরূপ আর কেহ করে না।

আসেম আহওয়াল (রহঃ) আপন উস্তাদ হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিহ্নাদি এত বেশী তালাশ করিতেন যে, কেহ দেখিলে মনে করিত তাহার (মাথায়) কোন দোষ আছে।

আসলাম (রহঃ) বলেন, কোন উটনীর বাচ্চা মরুভূমিতে হারাইয়া গেলে উটনী তাহার বাচ্চাকে এই পরিমাণ তালাশ করে না যেই পরিমাণ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর পদচিহ্নকে তালাশ করিতেন।

আবদুর রহমান ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) হযরত ইবনে

ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআনের মধ্যে বিপদ আশঙ্কার সময়ের নামায ও মুকীমের নামায সম্পর্কে তো আমরা পাই, কিন্তু মুসাফিরের নামায সম্পর্কে কিছু পাই না? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা আরবের লোকেরা সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন করিতে দেখিয়াছি তেমনই করিব। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসাফিরের নামায পড়িয়াছেন তখন আমরাও পড়িব। অর্থাৎ সমস্ত হুকুম কোরআনে থাকিতে হইবে ইহা জরুরী নহে, বরং অনেক হুকুম আহকাম হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে।)

উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালেদ ইবনে আসীদ (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা বিপদ আশঙ্কার সময়ের নামায কসর (অর্থাৎ দুই রাকাত) করার হুকুম তো কোরআনে পাইয়াছি, কিন্তু সফরের নামায কসর করার হুকুম তো পাই নাই? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কাজ করিতে দেখিয়াছি আমরাও তাহা করিয়া থাকি। (কোরআনে থাকুক বা না থাকুক।)

ওয়ারেদ ইবনে আবি আসেম (রহঃ) বলেন, মীনাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সফরে নামায কত রাকাত পড়িতে হয়? তিনি বলিলেন, দুই রাকাত। আমি বলিলাম, আমরা বর্তমানে মীনাতে অবস্থান করিতেছি, (আমাদের সংখ্যাও বেশী, সর্বপ্রকার নিরাপত্তাও রহিয়াছে, এমতাবস্থায়ও কি আমরা দুই রাকাত পড়িব?) এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আমার এই প্রশ্নে তিনি একটু বিরক্ত বোধ করিলেন এবং বলিলেন, তোমার নাশ হউক! তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে শুনিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ,

শুনিয়াছি এবং আমি তাঁহার উপর ঈমানও আনিয়াছি। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাইতেন তখন তিনি দুই রাকাত পড়িতেন। এখন তোমার ইচ্ছা হয় দুই রাকাত পড় বা ছাড়িয়া দাও।

আবু মুনীব জুরাশী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলিয়াছেন—

إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الاية

অর্থ ঃ আর যখন তোমরা যমিনে সফর কর তখন তোমাদের ইহাতে কোন পাপ হইবে না যে, তোমরা (যোহর, আসর ও এশার ফরয) নামায (এর রাকাত)কে কম করিয়া দাও। যদি তোমাদের এই আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করিবে, নিঃসন্দেহে কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(আল্লাহ তায়ালা তো কসর নামাযের জন্য শর্ত করিয়াছেন যে, যদি কাফেরদের অত্যাচারের আশংকা হয়) বর্তমানে মীনাতে আমরা নিরাপদ রহিয়াছি, কোন প্রকার ভয় আশংকা নাই, এমতাবস্থায়ও কি আমরা নামাযে কসর করিব? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য (অনুসরণীয়) উত্তম আদর্শ। (অতএব তিনি যখন মীনাতে দুই রাকাত পড়িয়াছেন তখন তোমরাও দুই রাকাত পড়।)

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি জামার বোতাম খোলা রাখিয়া নামায পড়িতেছেন। (নামাযের পর) আমি তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইভাবে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

সুতরাং তিনি বলিলেন, হে আনসারদের জামাত! আমি তো তোমাদের ভাই। ইহা শুনিয়া আনসারগণ বলিলেন, আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইয়া গিয়াছি। (তারপর বলিলেন,) আর তোমরা হে মুহাজিরদের জামাত! আমি তোমাদের মধ্য হইতে।

ইহা শুনিয়া মুহাজিরগণ বলিলেন, আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইয়া গিয়াছি। (তারপর বলিলেন,) আর তোমরা, হে বনু হাশেম! তোমরা আমার এবং আমার নিকট সমর্পিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্য শুনিয়া আমরা সকলে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাঁহার সহিত বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী হওয়ার কারণে আমাদের প্রত্যেকে আনন্দ অনুভব করিতেছিল।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে খালেদ! বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে কষ্ট দিও না। (হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বদরী সাহাবী ছিলেন।) কারণ, তুমি যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ খরচ কর তবুও তুমি তাহাদের আমলের সমপরিমাণ হইতে পারিবে না। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, লোকেরা আমাকে মন্দ কথা বলে বলিয়া আমিও তাহাদেরকে সেরূপ কথা বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবা (রাঃ)দেরকে) বলিলেন, তোমরা খালেদকে কষ্ট দিও না, কারণ সে আল্লাহর তলোয়ারের মধ্য হইতে এক তলোয়ার, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের বিরুদ্ধে উত্তোলন করিয়াছেন।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হইল। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আওফ! আপনি আমার এক দুই দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব করিবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, আমার খাতিরে আমার (বদরী) সাহাবীদেরকে ছাড়িয়া দাও। তোমাদের কেহ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ খরচ করে তবুও তাহাদের (অর্থাৎ বদরী সাহাবীদের) অর্ধ মুদ (অর্থাৎ সাত ছটাক পরিমাণ)এর সওয়াব পর্যন্তও পৌঁছিতে পারিবে না।

এই ঘটনার পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর মধ্যে তর্কাতর্কি হইল। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে হযরত আবদুর রহমানের ব্যাপারে নিষেধ করিয়াছেন, আর এই যে, হযরত যুবায়ের (রাঃ) তাহাকে মন্দ কথা বলিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা বদরী (সমমর্যাদার)। অতএব তাহারা একে অপরের উপর (কোন কথা বলার) অধিক হক রাখে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর মধ্যে এমন কিছু অবাঞ্ছিত কথাবার্তা হইয়া গেল যাহা সাধারণতঃ লোকদের মধ্যে হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আমার খাতিরে আমার (বদরী) সাহাবীদেরকে ছাড়িয়া দাও। কেননা, যদি তোমাদের কেহ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করে তবে তাহাদের এক মুদ বরং অর্ধ মুদ পরিমাণের সওয়াব পর্যন্তও পৌঁছিতে পারিবে না।

সাহাবা (রাঃ)দের মর্যাদা

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নবী ও

রাসূলগণ ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর আমার সাহাবাদেরকে সম্মান দান করিয়াছেন। অতঃপর আমার জন্য আমার সাহাবাদের মধ্য হইতে চারজন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীকে বাছাই করিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আর ইহাদেরকে আমার বিশেষ সাহাবী বানাইয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, আমার সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে কল্যাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মাতকে সমস্ত উম্মাতের উপর সম্মান দান করিয়াছেন, এবং আমার উম্মাতের চার যুগের লোকদেরকে বাছাই করিয়াছেন। প্রথম যুগ (স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ), দ্বিতীয় যুগ (সাহাবা (রাঃ)দের যুগ), তৃতীয় যুগ (তাবেয়ীনদের যুগ), চতুর্থ যুগ (তাবে তাবেয়ীনদের যুগ)।

মুহাজির ও আনসারদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হইল তখন সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদেরকে মুহাজিরদের মধ্য হইতে যাহারা সাবেকীনে আউয়ালীন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণে যাঁহারা অগ্রবর্তী) তাহাদের সহিত ও তাহাদের পরবর্তী ছেলেসন্তানদের সহিত সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করিতেছি। যদি তোমরা আমার এই অসিয়তের উপর আমল না কর, তবে না তোমাদের নফল এবাদত কবুল হইবে আর না ফরয এবাদত।

বায্যারের রেওয়ায়াতে আছে, আমি সাবেকীনে আউয়ালীনদের সহিত ও তাহাদের পর তাহাদের ছেলেসন্তানদের সহিত এবং তাহাদের পর তাহাদের ছেলেসন্তানদের সহিত সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করিতেছি।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিলেন তখন তিনি শরীরে পুরাতন কাপড় জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিম্বারের উপর বসিলেন। লোকেরা এবং বাজারওয়ালারা তাঁহার (মিম্বারে বসার) কথা শুনিয়া সকলে মসজিদে উপস্থিত হইল। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে লোকেরা! এই আনসার গোত্রের সহিত আমার যে সম্পর্ক রহিয়াছে সর্বদা উহার মর্যাদা রক্ষা করিও। কেননা, তাহারা আমার আঁতের ন্যায় যাহাতে আমি খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাহারা আমার সিন্দুক। (অর্থাৎ তাহাদের সহিত আমার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, আমার বহু গোপন বিষয় তাহাদের নিকট রক্ষিত রহিয়াছে) অতএব তোমরা তাহাদের নেক লোকদের সৎকর্মকে গ্রহণ করিও এবং তাহাদের খারাপ লোকদেরকে ক্ষমা করিও।

সাহাবা (রাঃ)দেরকে গালি দিতে নিষেধ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একবার হযরত মালেক ইবনে দুখশুন (রাঃ)এর আলোচনা হইলে লোকেরা তাহার সম্পর্কে মন্দ কথা বলিল এবং ইহাও বলিল যে, সে তো মুনাফিকদের সর্দার। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার সাহাবাদেরকে ছাড়িয়া দাও, আমার সাহাবাদেরকে গালমন্দ করিও না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদেরকে মন্দ বলিবে, তাহার উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত লোকদের লা'নত হইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সাহাবাদেরকে গালমন্দ করিও না। যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদেরকে গালমন্দ করিবে তাহার উপর আল্লাহর

লা'নত হউক।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে আমার সঙ্গীদেরকে মন্দ বলার আদেশ করিতেছ, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন এবং তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (অতএব আমি কখনই তাহাদেরকে মন্দ বলিব না।)

সাহাবাদের সম্পর্কে খারাপ আলোচনা হইতে সাবধান করা

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের সম্পর্কে খারাপ আলোচনা করা হইতে সর্বদা বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ তুমি জাননা, অতীতে তাহারা কত বড় বড় কাজ করিয়াছেন।

নবী পরিবার সম্পর্কে অসিয়ত

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা এই যে, তোমরা আমার পরিবারের জন্য আমার নায়েব হইবে। (অর্থাৎ আমি যেমন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি, তোমরাও তাহাদের জন্য সেরূপ করিবে।)

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) একবার হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ)কে কোলে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তাহার এক হাতে একটি পাতিল ছিল যাহাতে হযরত হাসান (রাঃ)এর জন্য গরম খাবার ছিল। হযরত ফাতেমা

(রাঃ) যখন সেই পাতিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাখিলেন তখন তিনি বলিলেন, আবু হাসান (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)) কোথায়? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, ঘরে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। (তিনি আসার পর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে, হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) (পাঁচজন একত্রে) খাইতে আরম্ভ করিলেন। (হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন,) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিলেন না, অথচ তিনি যখনই খানা খাইতেন, আমি উপস্থিত থাকিলে আমাকে অবশ্যই ডাকিতেন। খাওয়া শেষ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সকলকে একটি কাপড় দ্বারা জড়াইয়া লইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! যে ইহাদের সহিত শত্রুতা করে আপনিও তাহার সহিত শত্রুতা করেন, আর যে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখে আপনিও তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে বনু আবদুল মুত্তালিব, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনটি জিনিস চাহিয়াছি, এক—তোমাদের মধ্য হইতে যে (দ্বীনের উপর) কায়েম আছে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাহাকে উহার উপর মজবুত রাখেন। দুই—তোমাদের অজ্ঞকে এলেম দান করেন। তিন—আর আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহাও চাহিয়াছি যে, তিনি যেন তোমাদেরকে অত্যন্ত দানশীল ও দয়াশীল বানান। যদি কেহ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া এবাদত করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু সে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়া মৃত্যুবরণ করে তবে সে দোযখের আগুনে প্রবেশ করিবে।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আবদুল মুত্তালিবের কোন সন্তানের

সহিত কোন এহ্সান করিয়াছে, আর সে দুনিয়াতে তাহার কোন বদলা দিতে পারে নাই। তাহার বদলা আমার দায়িত্বে থাকিবে। সুতরাং (কেয়ামতের দিন) যখন আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে তখন যেন সে উহা লইয়া লয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বংশীয় সম্পর্ক হওয়াতে হযরত ওমর (রাঃ)এর আনন্দ প্রকাশ

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত আলী (রাঃ)এর কন্যাকে বিবাহ করিলেন তখন আমি শুনিলাম, তিনি লোকদেরকে বলিতেছেন, তোমরা কেন আমাকে মোবারকবাদ দাও না? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের দিন আমার শ্বশুর পক্ষীয় ও বংশীয় সম্পর্ক ব্যতীত প্রত্যেক শ্বশুর পক্ষীয় ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। (আর এই বিবাহের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার শ্বশুর পক্ষীয় সম্পর্ক কায়েম হইয়াছে, অতএব আমাকে তোমরা মোবারকবাদ দাও।)

কোরাইশদের মর্যাদা

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান যাফরী (রাঃ) একবার কোরাইশদের নিন্দা করিলেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক কথা বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে কাতাদাহ! কোরাইশদেরকে মন্দ বলিও না। কেননা তুমি তাহাদের মধ্যে এমন লোকও দেখিতে পাইবে যাহাদের আমল ও কাজের তুলনায় তোমার আমল ও কাজ তোমার নিকট অতি নগণ্য মনে হইবে। যখন তুমি উহা দেখিবে তখন তোমার ঈর্ষা হইবে। যদি কোরাইশদের সীমালংঘনের আশংকা না হইত তবে

আমি আল্লাহর নিকট তাহাদের যে মর্যাদা রহিয়াছে, উহা তাহাদিগকে জানাইয়া দিতাম।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল বাণী আমার জানা আছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি বলিয়াছেন, কোরাইশকে আগে রাখ, তাহাদের হইতে আগে বাড়িও না। কোরাইশরা অহংকারী হইয়া যাইবে এই আশংকা না হইলে, আল্লাহর নিকট হইতে তাহারা যাহা লাভ করিবে আমি তাহাদিগকে উহা জানাইয়া দিতাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, যদি কোরাইশদের অহংকারী হইয়া যাওয়ার আশংকা না হইত তবে আল্লাহর নিকট হইতে তাহারা যাহা লাভ করিবে আমি তাহাদিগকে উহা জানাইয়া দিতাম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমানতদারী কোরাইশদের মধ্যে তালাশ কর, কারণ কোরাইশদের আমানতদার ব্যক্তির জন্য অন্যদের আমানতদার ব্যক্তির উপর একটি মর্যাদা (বেশী) রহিয়াছে। আর কোরাইশদের শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য অন্যান্যদের শক্তিশালী ব্যক্তির উপর দুইটি মর্যাদা (বেশী) রহিয়াছে।

হযরত রেফাআহ ইবনে রাফে’ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কাওমকে একত্রিত কর। আমি তাহাদেরকে কিছু বলিতে চাই। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের নিকট একত্রিত করিলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাদেরকে ভিতরে আপনার নিকট লইয়া আসিব কি? না আপনি তাহাদের নিকট বাহিরে আসিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং আমি বাহিরে আসিতেছি। তিনি তাহাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্যে

অন্য কাওমের কেহ আছে কি? তাহার উত্তরে বলিলেন, জ্বি হাঁ, আমাদের সহিত আমাদের মিত্রগণ আমাদের ভাতিজাগণ ও আমাদের গোলামগণও রহিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাদের মিত্র, ভাতিজা ও গোলামগণ আমাদেরই লোক। তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার এই বাণী শুনিতে পাও না? 'ইহার (অর্থাৎ মসজিদে হারামের) মুতাওয়াল্লী হওয়ার উপযুক্ত একমাত্র মুত্তাকীগণ।' যদি তোমরা মুত্তাকী হইয়া থাক তবে তো ঠিক আছে। নতুবা তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ, এমন না হয় যে, কাল কেয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেরা নেক আমল লইয়া আসে, আর তোমরা গুনাহের বোঝা লইয়া আস, আর আমাকে (তোমাদের গুনাহ দেখিয়া) অন্যদিকে মুখ করিয়া থাকিতে হয়। অতঃপর তিনি উভয় হাত উঠাইয়া বলিলেন, হে লোকেরা! কোরাইশের লোকেরা আমানতদার। যে ব্যক্তি তাহাদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নাকের উপর উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন।

বনু হাশেম, আনসার ও আরবদের সহিত শত্রুতা পোষণ না করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনু হাশেম ও আনসারদের সহিত শত্রুতা পোষণ করা কুফর, আর আরবদের সহিত শত্রুতা পোষণ করা নেফাক (অর্থাৎ মুনাফেকী)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসিলেন এবং তিনি বলিতে লাগিলেন, হে আয়েশা! আমার উম্মতের মধ্য হইতে তোমার কাওম (অর্থাৎ কোরাইশ) আমার সহিত সর্বাগ্রে আসিয়া মিলিত হইবে। তিনি যখন (শান্ত হইয়া) বসিলেন তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন' আপনি ঘরে প্রবেশের সময়

এরূপ কথা বলিতেছিলেন। আমি তো শুনিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা? আমি বলিলাম, আপনি বলিতেছিলেন, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে আমার কাওম সর্বাগ্রে আপনার সহিত মিলিত হইবে। তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি এই কথা বলিয়াছি। আমি বলিলাম, এরূপ কিভাবে হইবে? তিনি বলিলেন, মৃত্যু তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে এবং সে যুগের লোকেরা তাহাদিগকে হিংসা করিবে। আমি বলিলাম, তাহাদের পর বাকি লোকদের কি অবস্থা হইবে? তিনি বলিলেন, তাহারা ছোট ফড়িংয়ের ন্যায় হইবে, তাহাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে খাইয়া ফেলিবে। অবশেষে তাহাদের উপরই কেয়ামত কায়েম হইবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! লোকদের মধ্যে তোমার কাওম সর্বপ্রথম ধ্বংস হইবে। আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন—তাহারা কি বিষ খাওয়ার কারণে ধ্বংস হইবে? তিনি বলিলেন, না, এই কোরাইশ বংশকে মৃত্যু ধ্বংস করিয়া দিবে এবং সে যুগের লোকেরা তাহাদিগকে হিংসা করিবে। তাহারা লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের পর লোকজন কত বৎসর দুনিয়াতে বসবাস করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা (কোরাইশরা) লোকদের মধ্যে মেরুদণ্ডের হাড়ের ন্যায়। যখন তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তখন অবশিষ্ট লোকজনও (খুব তাড়াতাড়ি) ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এই উম্মতের পরবর্তী লোকদের জন্য সুসংবাদ

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় তিনি বলিলেন, ঈমানদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ঈমানদার কাহারা, বল। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফেরেশতাগণ। তিনি

—২৯

বলিলেন, তাহারা তো এরূপ হইবেই, আর তাহাদের জন্য এমন হওয়াই চাই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে যে মর্তবা দান করিয়াছেন সেই হিসাবে তাহাদের এমন হইতে বাধা কিসের? বরং ফেরেশতা ব্যতীত (আর কে হইতে পারে, বল)। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে নবীগণ, যাহাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা রেসালাত ও নবুওয়াত দান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাহারা তো এরূপ হইবেই এবং তাহাদের এমন হওয়াই উচিত। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন সেই হিসাবে তাহাদের এরূপ হইতে বাধা কিসের? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে সেই সমস্ত শহীদগণ যাহারা নবীদের সহিত থাকিয়া শাহাদাতের মর্তবা লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাহারা তো এরূপ হইবেই এবং তাহাদের এমন হওয়াই উচিত। আল্লাহ তায়ালা যখন তাহাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করিয়াছেন তখন তাহাদের এরূপ হইতে বাধা কিসের? বরং সর্বাপেক্ষা উত্তম ঈমানদার তাহাদের ব্যতীত আর কেহ হইবে।

সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা এখনও তাহাদের বাপ–দাদার ঔরসে রহিয়াছে। আমার পরে এই দুনিয়াতে আসিবে এবং আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে এবং আমাকে সত্য নবী বলিয়া মানিবে। কোরআনের পাতা লটকানো অবস্থায় পাইবে আর উহার উপর আমল করিবে। ইহারাই ঈমানদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ঈমানদার হইবে। (পরবর্তী ঈমানদারদের ফজীলত শুধু এই হিসাবে যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না দেখিয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিবে, নতুবা সর্বসম্মতক্রমে সাহাবা (রাঃ) হইলেন এই উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল দেখি, কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাবান কে হইবে? সাহাবা

(রাঃ) বলিলেন, ফেরেশতাগণ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তাহারা আল্লাহ তায়ালার এত নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাহাদের জন্য এমন হইতে কিসের বাধা? তাহাদের ব্যতীত আর কাহারো ব্যাপারে বল। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, নবীগণ। তিনি বলিলেন, তাহাদের উপর যখন ওহী নাযিল হইয়াছে তখন তাহাদের জন্য এমন হইতে কিসের বাধা? বরং তাহারা ব্যতীত আর কাহারো কথা বল। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই বলিয়া দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা তোমাদের পরে আসিবে এবং আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে। তাহারা কোরআনের পাতা লটকানো অবস্থায় পাইবে আর উহার উপর ঈমান আনিবে। কেয়ামতের দিন ইহারাই আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত মাখলুক অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাবান হইবে।

হযরত আবু জুমুআহ (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুপুরের খানা খাইলাম। আমাদের সহিত হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার সঙ্গে মুসলমান হইয়াছি এবং আপনার সঙ্গে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছি, আমাদের অপেক্ষাও কি কেহ উত্তম হইতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, ঐ সমস্ত লোক যাহারা আমার পরে আসিবে এবং আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার সুসংবাদ তাহার জন্য যে আমাকে দেখিয়াছে এবং আমার উপর ঈমান আনিয়াছে। আর সাতবার সুসংবাদ তাহার জন্য যে আমাকে দেখে নাই তারপরও আমার উপর ঈমান আনিয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্খা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে এমন সমস্ত লোক আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকে আপন পরিবার-পরিজন ও মালসম্পদের বিনিময়ে হইলেও আমাকে দেখার আগ্রহ রাখিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আকাঙ্খা হয়, হায় যদি আমি আমার ঐ সমস্ত ভাইদেরকে দেখিতে পাইতাম, যাহারা আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আমার ভাইদের সহিত আমার কবে সাক্ষাৎ হইবে? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তোমরা আমার সাহাবা, আমার ভাই হইল তাহারা, যাহারা আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিয়াছে।

এই উম্মতের ফজীলত

হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের উদাহরণ হইল বৃষ্টির ন্যায়, জানা নাই, উহার প্রথম অংশে কল্যাণ রহিয়াছে, না শেষাংশে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার কিছু ফেরেশতা আছেন যাহারা জমিনের বুকে বিচরণ করিয়া বেড়ান এবং আমার উম্মতের পক্ষ হইতে আমার নিকট সালাম পৌছাইতে থাকেন। আমার হায়াত তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমরা আমার সহিত কথা বলিয়া থাক (এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া থাক।) আর আমি (তোমাদের প্রশ্ন ইত্যাদির উত্তরে) তোমাদের

সহিত কথা বলিয়া থাকি। আর আমার ওফাত (অর্থাৎ ইন্তেকাল)ও তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। (কারণ) তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হইতে থাকিবে। উহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল আমল দেখিব, উহার উপর আমি আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিব, আর যাহা কিছু খারাপ আমল দেখিব, উহার উপর আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

এই উম্মতের শাস্তি দুনিয়াতেই হইবে

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে যিয়াদের নিকট বসিয়াছিলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ)ও তাহার নিকট বসিয়াছিলেন। ইবনে যিয়াদের নিকট খারেজীদের মাথা কাটিয়া আনা হইতেছিল। যখন কোন মাথা লইয়া যাওয়া হইত তখন আমি বলিতাম, ইহা দোযখের আগুনে যাইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, এরূপ বলিও না, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, এই উম্মতের (গুনাহের) শাস্তি দুনিয়াতে হইবে। (অর্থাৎ খারেজীদের দুনিয়াতে শাস্তিস্বরূপ কতল হওয়ার পর হয়ত আখেরাতে আর আযাব নাও হইতে পারে।)

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, খারেজীদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইতেছে। আমি ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর নিকট যাইয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই উম্মতের শাস্তি (দুনিয়াতে) তলোয়ার (দ্বারা কতল হওয়ার) দ্বারা হইবে।

মুসলমানদের জানমালের সম্মান করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি খুন হইল, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। (এই সংবাদ পাইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, হে লোকেরা, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় একজন খুন হইয়া গেল আর তাহার খুনী জানা যাইতেছে না! যদি সমস্ত আসমানবাসী ও জমিনবাসী এক জোট হইয়া কোন মুসলমানকে হত্যা করে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে বিনা গণনায় ও বিনা হিসাবে আযাব দিবেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি খুন হইল। তিনি খোতবার উদ্দেশ্যে মিম্বারে উঠিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উপস্থিতিতে কে এই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, তোমরা জান কি? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর পানাহ! আমরা জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রহিয়াছে, যদি সমস্ত আসমান ও জমিনবাসী একজোট হইয়া একজন মুমিনকে কতল করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে দোযখে প্রবেশ করাইবেন। আর যে কেহ আমাদের অর্থাৎ আমার আহলে বাইতের সহিত শত্রুতা রাখিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপুড় করিয়া আগুনে ফেলিবেন।

কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও কাহাকেও কতল করার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের শাখা বনু হুরকাহ এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। আমরা তাহাদের উপর খুব ভোরে ভোরে

আক্রমণ করিলাম। শত্রুদলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যখন শত্রুদল আমাদের দিকে অগ্রসর হইত তখন সে প্রচণ্ড বেগে হামলা করিত আবার যখন শত্রুদল পিছু হটিত তখন সে তাহাদের প্রতিরক্ষা করিত। আমি ও একজন আনসারী মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিলাম। যখন সে আমাদের আয়ত্বে আসিল তখন বলিয়া উঠিল—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাহার মুখে কলেমা শুনিয়া আনসারী বিরত হইয়া গেল, আর আমি তাহাকে কতল করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বলিলেন, হে উসামা! তুমি তাহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও কতল করিয়া দিলে? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো কতল হইতে বাঁচার জন্য কলেমা পড়িয়াছিল, (মুসলমান হওয়ার জন্য নয়)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার সেই একই কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি এতবার এই কথা বলিলেন যে, আমার মনে হইল, যদি আমি আজই মুসলমান হইতাম (আর ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আমার এই গুনাহ মাফ হইয়া যাইত)!

ইবনে ইসহাক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিলাম তখন আমরা তাহাকে এই ঘটনার কথাও বলিলাম। তিনি বলিলেন, হে উসামা! যখন তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে তখন কে তোমার সাহায্যকারী হইবে? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো এই কলেমা শুধু কতল হইতে বাঁচার জন্য পড়িয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে তখন কে তোমার সাহায্যকারী হইবে?

(হযরত উসামা (রাঃ) বলেন,) সেই পাক যাতের কসম, যিনি তাঁহাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি এই কথা এতবার বলিলেন, আমার মনে চাহিল, যদি আমি আজকের পূর্বে মুসলমান না হইয়া

আজই মুসলমান হইতাম অথবা আমি তাহাকে কতল না করিতাম। আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ তায়ালার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী কোন মানুষকে কখনও কতল করিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উসামা! আমার পরও কি? আমি বলিলাম, আপনার পরও। (বিদায়াহ)

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি ও একজন আনসারী উভয়ে মিরদাস ইবনে নাহীক (রাঃ)কে ধরিলাম। যখন আমরা তাহার উপর তলোয়ার উত্তোলন করিলাম তখন তিনি বলিলেন—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ইহা শুনার পরও আমরা বিরত হইলাম না, বরং তাহাকে কতল করিয়া দিলাম। এই রেওয়ায়াতের পরবর্তী অংশ ইবনে ইসহাক (রহঃ)এর উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, আর তোমরা তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো শুধু অস্ত্রের ভয়ে কলেমা পড়িয়াছিল। তিনি বলিলেন, তুমি তাহার অন্তর চিরিয়া কেন দেখিয়া লইলে না, যদ্দ্বারা তুমি জানিয়া লইতে যে, সে অস্ত্রের ভয়ে কলেমা পড়িয়াছিল কিনা? কেয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে তখন কে তোমার সাহায্যকারী হইবে? তিনি এই কথা বারবার বলিতে লাগিলেন। আমার মনে চাহিল, হায় যদি আমি আজই মুসলমান হইতাম! (কানযুল উম্মাল)

হযরত বাক্‌র ইবনে হারেসা (রাঃ)এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ

হযরত বাক্‌র ইবনে হারেসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাত প্রেরণ করিলেন। আমিও সেই জামাতে শামিল ছিলাম। আমাদের সহিত মুশরিকদের যুদ্ধ হইল। আমি এক মুশরিকের উপর হামলা করিলে সে ইসলাম প্রকাশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে

চাহিল, কিন্তু আমি তাহাকে কতল করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ পাইয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে দূরে সরাইয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً

অর্থ ঃ আর কোন মুমিনের শান এরূপ নহে যে, কোন মুমিনকে হত্যা করে, কিন্তু ভুলবশতঃ।

(আমি যেহেতু ভুলবশতঃ হত্যা করিয়াছিলাম সেহেতু) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন এবং আমাকে নিকটে করিয়া লইলেন।

মুমিনের হত্যাকারী হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া

হযরত ওকবা ইবনে খালেদ লাইসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাত প্রেরণ করিলেন। তাহারা এক (কাফের) কাওমের উপর আক্রমণ করিলেন। কাফেরদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তীব্রবেগে হামলা করিল। মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি খোলা তলোয়ার হাতে তাহার পিছু লইলেন। উক্ত মুসলমান যখন সেই কাফেরকে মারিতে উদ্যত হইলেন তখন সেই কাফের বলিতে লাগিল, আমি মুসলমান, আমি মুসলমান। মুসলমান ব্যক্তি তাহার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিলেন না, বরং তলোয়ার দ্বারা তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সেই কতলকারী মুসলমান সম্পর্কে অনেক কঠিন কথা বলিলেন। এই কথা সেই কতলকারীর নিকট পৌঁছিল। অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা প্রদান করিতেছিলেন এমন সময় সেই কতলকারী মুসলমান বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আল্লাহর কসম, সেই (হত্যাকৃত) ব্যক্তি শুধুমাত্র কতল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'আমি মুসলমান' কথাটি বলিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মুসলমান ও সেই দিকের সমস্ত লোকদের হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন এবং খোতবা প্রদান করিতে থাকিলেন। উক্ত মুসলমান পুনরায় বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ব্যক্তি শুধুমাত্র কতল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'আমি মুসলমান' কথাটি বলিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মুসলমান ও সেই দিকের সমস্ত লোকদের হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন এবং খোতবা প্রদান অব্যাহত রাখিলেন। উক্ত মুসলমান লোকটি ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া তৃতীয়বার পুনরায় একই কথা বলিল। এইবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি মুখ করিলেন এবং তাঁহার চেহারা মোবারকে পরিষ্কার অসন্তোষ বুঝা যাইতেছিল। তিনি তিনবার বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোন মুমিনকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন?

হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাত প্রেরণ করিলেন। উক্ত জামাতে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা যখন কাফেরদের নিকট পৌঁছিলেন তখন দেখিলেন, তাহারা সকলে সরিয়া পড়িয়াছে এবং শুধু এক ব্যক্তি সেখানে বিদ্যমান ছিল, সে নিজের স্থান হইতে সরে নাই। তাহার নিকট অনেক মালদৌলত ছিল। (মুসলমানদেরকে দেখিয়া) সে আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলিতে লাগিল। হযরত মেকদাদ (রাঃ) অগ্রসর হইয়া তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। তাহার এক সঙ্গী বলিলেন, আপনি এমন লোককে কতল করিলেন, যে কলেমায়ে শাহাদাত 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পড়িতেছিল? আমি অবশ্যই এই বিষয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইব।

তারপর যখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন জামাতের সঙ্গীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কলেমায়ে শাহাদাত 'আশহাদু আল্লা ইলা–হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা সত্ত্বেও হযরত মেকদাদ (রাঃ) তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মেকদাদকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। (হযরত মেকদাদ (রাঃ) উপস্থিত হইলে) তিনি বলিলেন, হে মেকদাদ, তুমি এমন ব্যক্তিকে কতল করিয়াছ, যে লা ইলা–হা ইল্লাল্লাহ পড়িতেছিল? কাল (কেয়ামতে) লা ইলা–হা ইল্লাল্লাহ এর দাবীর মোকাবেলায় তোমার কি উপায় হইবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ.الخ

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বাহির হও তখন প্রত্যেক কাজই যাচাই করিয়া করিও এবং এমন ব্যক্তিকে যে তোমাদের সম্মুখে আনুগত্য প্রকাশ করে—এরূপ বলিও না যে, তুমি মুসলমান নও, তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট প্রচুর গনীমতের মাল রহিয়াছে, প্রথমে তোমরাও এরূপই ছিলে, অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব ভাবিয়া দেখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মেকদাদ (রাঃ)কে বলিলেন, একজন মুমিন ব্যক্তি ছিল, যে নিজের ঈমানকে গোপন রাখিয়াছিল, কিন্তু কাফেরদের সহিত বসবাস করিতেছিল। সে তোমার সম্মুখে আপন ঈমানকে প্রকাশ করিল আর তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিলে। পূর্বে তুমিও তো মক্কায় এমনিভাবে আপন ঈমানকে গোপন রাখিতেছিলে?

হযরত মুহাল্লিম ইবনে জাস্‌সামাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুসলমানদের এক জামাতের সহিত ইদাম নামক এক স্থানে প্রেরণ করিলেন। উক্ত জামাতে হযরত আবু কাতাদাহ হারেস ইবনে রিবঈ (রাঃ) ও হযরত মুহাল্লিম ইবনে জাসসামাহ (রাঃ)ও ছিলেন। আমরা মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া ইদাম এলাকার ভিতরে পৌঁছিয়া গেলাম। সেখানে আমের ইবনে আযবাত আশজায়ী উটে চড়িয়া আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। তাহার সহিত সামান্য কিছু সামানপত্র ছিল এবং দুধের একটি মশক ছিল। সে আমাদেরকে ইসলামী নিয়মে সালাম দিল। আমরা সালাম শুনিয়া তাহার উপর আক্রমণ করা হইতে বিরত রহিলাম, কিন্তু হযরত মুহাল্লিম ইবনে জাসসামাহ (রাঃ) তাহাদের উভয়ের মধ্যেকার পূর্ব শত্রুতার কারণে তাহাকে কতল করিয়া দিলেন এবং তাহার উট ও সামানপত্র দখল করিয়া লইলেন। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম তখন আমরা তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ে অবগত করিলাম। আমাদের এই বিষয়ে কোরআনের আয়াত নাযিল হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ.الخ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাল্লিম ইবনে জাস্‌সামাহ (রাঃ)কে এক জামাতে প্রেরণ করিলেন। উক্ত জামাতের সহিত আমের ইবনে আযবাতের দেখা হইল। আমের তাহাদেরকে ইসলামী নিয়মে সালাম দিল। আমের ও হযরত মুহাল্লিম (রাঃ)এর মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগ হইতে শত্রুতা ছিল। সুতরাং হযরত মুহাল্লিম (রাঃ) তাহাকে তীর মারিয়া হত্যা করিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে হযরত উয়াইনা (রাঃ) (আমেরের পক্ষ হইয়া) ও হযরত আকরা' (রাঃ) (হযরত মুহাল্লিম (রাঃ)এর পক্ষ হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিলেন। হযরত আকরা' (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ আপনি (হযরত মুহাল্লিম (রাঃ))কে মাফ করিয়া দিন, আগামীতে আর করিবেন না। হযরত উয়াইনা (রাঃ) বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, (তাহাকে ক্ষমা করিবেন না, বরং প্রতিশোধ গ্রহণ করুন) যাহাতে আমেরের হত্যার কারণে আমার মহিলাদের যেমন শোকদুঃখ হইয়াছে তেমন মুহাল্লিমের মহিলাদেরও হউক।

এমন সময় হযরত মুহাল্লিম (রাঃ) দুইখানা চাদর পরিহিত অবস্থায় আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বসিয়া গেলেন যাহাতে তিনি তাহার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন। তিনি (ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং) আপন চাদর দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তারপর সাত দিনও অতিবাহিত হয় নাই, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। সাহাবা (রাঃ) তাহাকে দাফন করিলেন, কিন্তু জমিন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া ঘটনা শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, জমিন তো তাহার অপেক্ষা খারাপ লোককেও গ্রহণ করিয়া লয়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনার দ্বারা তোমাদেরকে একজন মুসলমানের মর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন। তারপর সাহাবা (রাঃ) তাহার লাশকে এক পাহাড়ের দুই কিনারার মাঝে রাখিয়া পাথর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

يَا اَيُّهَا الَّـذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا–الاية

(বিদায়াহ)

জমিন লাশ গ্রহণ না করার অপর একটি ঘটনা

হযরত কাবীসাহ ইবনে যুআইব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী কাফেরদের একদলের উপর আক্রমণ করিলে কাফের দল পরাজিত হইল। উক্ত সাহাবী পরাজিত হইয়া পলায়নরত এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করিলেন এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। যখন তাহার উপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিতে চাহিলেন তখন সে ব্যক্তি বলিল, লা ইলা–হা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু সেই সাহাবী বিরত হইলেন না, বরং তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। কতল করার পর সেই সাহাবীর খুব আফসোস হইল। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন এবং বলিলেন, সে শুধু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কলেমা পড়িয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তাহার অন্তর চিরিয়া দেখিলে না কেন? যবান দ্বারাই তো অন্তরের কথা প্রকাশ করা হয়। অতঃপর অল্প কিছুদিনের মধ্যে উক্ত সাহাবীর ইন্তেকাল হইয়া গেল। তাহাকে দাফন করার পর সকালবেলা দেখা গেল তাহার লাশ জমিনের উপর পড়িয়া আছে। (অর্থাৎ জমিন তাহার লাশকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে।) তাহার পরিবারের লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার আলোচনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তাহাকে পুনরায় দাফন কর। পুনরায় দাফন করা হইলে সকালবেলা দেখা গেল, পূর্বের ন্যায় তাহার লাশ জমিনের উপর পড়িয়া আছে। পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইলে তিনি বলিলেন, জমিন তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে, অতএব তাহাকে কোন পাহাড়ের গুহার ভিতর ফেলিয়া দাও। (কান্‌য)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ

ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে (ইসলামের) দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। তাহাকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন নাই। তাহার সহিত সুলাইম ইবনে মনসুর গোত্র, মুদলিজ ইবনে মুররাহ গোত্র সহ আরো অন্যান্য অনেক গোত্রের লোকজনও ছিল। তাহারা যখন বনু জাযিমাহ ইবনে আমের ইবনে আব্দে মানাত ইবনে কেনানাহ গোত্রের নিকট পৌঁছিলেন তখন তাহারা হযরত খালেদ (রাঃ)এর জামাতকে দেখিয়া অস্ত্রধারণ করিল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দাও, কেননা সমস্ত লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। (আর তোমরা সমস্ত মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে না।) তাহারা (এই কথা শুনিয়া) যখন অস্ত্র রাখিয়া দিল তখন হযরত খালেদ (রাঃ)এর আদেশে পিছমোড়া করিয়া কাঁধের উপর তাহাদের হাত বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তারপর তিনি তাহাদের অনেককে কতল করিয়া দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি উভয় হাত আসমানের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! খালেদ ইবনে ওলীদ যাহা করিয়াছে উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। অতঃপর তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে আলী, এই সমস্ত লোকদের নিকট যাও এবং তাহাদের বিষয়ে বিবেচনা কর। আর জাহিলিয়াতের সকল প্রথাকে পদতলে (জমিনের নীচে) দাফন করিয়া দাও। হযরত আলী (রাঃ) অনেক মাল (টাকা পয়সা) লইয়া গেলেন। এই সমস্ত মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের যত লোক কতল হইয়াছিল সকলের রক্ত বিনিময় আদায় করিলেন এবং তাহাদের যত মালসম্পদ লওয়া হইয়াছিল উহারও বিনিময় প্রদান করিলেন। এমনকি তাহাদের কুকুরের পানির পাত্রেরও বিনিময় প্রদান করিলেন। অবশেষে তাহাদের রক্ত ও মাল কোন কিছুরই দাবী অবশিষ্ট রহিল না। সমস্ত কিছুর বিনিময় প্রদান করিলেন। তারপরও হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট মাল অবিশষ্ট রহিয়া গেল। বিনিময় প্রদানের কাজ হইতে

অবসর হইয়া হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কোন জান মাল বাকি রহিয়াছে কি, যাহার ক্ষতিপূরণ তোমরা পাও নাই? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, তোমাদের বা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজানামতে এমন কোন জান বা মাল থাকিতে পারে যাহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। অতএব আমি এই অবশিষ্ট মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে সতর্কতা স্বরূপ তোমাদেরকে দিয়া দিতেছি। সুতরাং তিনি সেই অবশিষ্ট সমস্ত মাল তাহাদেরকে দিয়া দিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত বিষয়ে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ঠিক করিয়াছ এবং উত্তম করিয়াছ। অতঃপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কেবলামুখী হইয়া উভয় হাতকে এই পরিমাণ উপরে উঠাইলেন যে, তাঁহার বগলের নিচের অংশ দেখা যাইতে লাগিল। তারপর তিনি তিনবার বলিলেন, আয় আল্লাহ! খালেদ ইবনে ওলীদ যাহা করিয়াছে উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে বনু জাযিমাহ গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তাহারা মুসলমান হইয়া গেল, কিন্তু) আসলামনা (অর্থাৎ আমরা মুসলমান হইয়া গেলাম) না বলিয়া সাবা'না সাবা'না (অর্থাৎ আমরা দ্বীন পরিবর্তন করিলাম, আমরা দ্বীন পরিবর্তন করিলাম) বলিতে লাগিল। হযরত খালেদ (রাঃ) সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া আমাদের প্রত্যেকের নিকট একেকজন করিয়া কয়েদী সোপর্দ করিলেন। একদিন সকালবেলা হযরত খালেদ (রাঃ) আদেশ দিলেন, আমরা যেন প্রত্যেকে আপন আপন কয়েদীকে হত্যা করি। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, না আমি আমার কয়েদীকে কতল করিব, আর না আমার সঙ্গীদের কেহ কতল করিবে। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গীগণ হযরত খালেদ

(রাঃ)এর এই আচরণের কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উভয় হাত উত্তোলন করিয়া দুইবার বলিলেন, আয় আল্লাহ, খালেদ যাহা করিয়াছে উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট যে রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর মধ্যে কিছু তক–বিতর্ক হইল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি ইসলামের মধ্যে জাহিলিয়াতের কাজ করিতেছ। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমি তো তোমার পিতার (হত্যার) প্রতিশোধ লইয়াছি। হযরত আবদুর রহমান বলিলেন, তুমি ভুল বলিতেছ, আমার পিতার হত্যাকারীকে তো আমি কতল করিয়াছি, বরং তুমি তো তোমার চাচা ফাকেহা ইবনে মুগীরার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছ। এইভাবে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার সংবাদ পৌঁছিল। তিনি বলিলেন, হে খালেদ, নম্রভাবে কথা বল, আমার (পুরাতন) সাহাবাদেরকে ছাড়িয়া দাও, আল্লাহর কসম, যদি তুমি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ পাও এবং উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দাও তবুও তুমি আমার সাহাবাদের এক সকাল বা এক বিকালের সওয়াব পর্যন্তও পৌঁছিতে পারিবে না।(বিদায়াহ)

সাখ্‌র আহমাসী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সাখ্‌র আহমাসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইলেন। হযরত সাখ্‌র (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া ঘোড়সওয়ারদের এক জামাত লইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যের উদ্দেশ্যে চলিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, বনু সাকীফের দূর্গ ইত্যাদি বিজয়ের পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়

ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় হযরত সাখ্র (রাঃ) প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বনু সাকীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত আমি এই দূর্গ ছাড়িয়া যাইব না। সুতরাং তিনি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করিলেন এবং তিনি সেই দূর্গ তখন ছাড়িলেন যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিল। হযরত সাখ্র (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন—

'আম্মাবাদ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বনু সাকীফ গোত্র আপনার ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আমি তাহাদেরকে লইয়া আসিতেছি। তাহারা আমার ঘোড়সওয়ারদের সহিত রহিয়াছে।'

পত্র পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদেরকে একত্র করার উদ্দেশ্যে) 'আসসালাতু জামেয়াতুন' (অর্থাৎ নামাযের জন্য সকলে একত্র হইয়া যাও, গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপস্থিত হইয়াছে।) বলিয়া ঘোষণা দিলেন। (সকলে একত্র হইলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত সাখ্র (রাঃ)এর গোত্র) আহমাসের জন্য দশবার এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ! আহমাস গোত্রের ঘোড়সওয়ার ও পায়দল লোকদের মধ্যে বরকত দান করুন।'

অতঃপর যখন তাহারা উপস্থিত হইলেন তখন হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার ফুফুর ব্যাপারে কথা বলিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত সাখ্র (রাঃ) আমার ফুফুকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছেন, অথচ তিনি সেই দ্বীন (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করিয়াছেন যাহা সমস্ত মুসলমান গ্রহণ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাখ্র (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে সাখ্র! যখন কোন কাওম মুসলমান হইয়া যায় তখন (ইসলাম গ্রহণের কারণে) তাহাদের জানমাল নিরাপদ হইয়া যায়। অতএব তুমি মুগীরার নিকট তাহার ফুফুকে ফেরত দিয়া

দাও। হযরত সাখর (রাঃ) হযরত মুগীরা (রাঃ)এর নিকট তাহার ফুফুকে ফেরত দিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত সাখ্র (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, বনু সুলাইম গোত্র একটি পানি অর্থাৎ ঝর্ণার নিকট বসবাস করিত। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই এবং সেই পানি ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই পানি (অর্থাৎ ঝর্ণা) আমাকে ও আমার কাওমকে দান করুন। আমরা সেখানে বসবাস করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে, এবং তিনি তাহাদেরকে সেই পানি দান করিলেন। তারপর বনু সুলাইম গোত্র মুসলমান হইয়া গেল এবং তাহারা হযরত সাখ্র (রাঃ)এর নিকট সেই পানির দাবী জানাইল। হযরত সাখ্র (রাঃ) তাহাদের সেই পানি দিতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মুসলমান হইয়া হযরত সাখ্র (রাঃ)এর নিকট গিয়াছিলাম যাহাতে তিনি আমাদের পানি ফেরত দেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিতেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সাখ্র! যখন কোন কাওম মুসলমান হইয়া যায় তখন তাহাদের জানমাল সবকিছু নিরাপদ হইয়া যায়। অতএব তাহাদের পানি তাহাদেরকে ফেরত দিয়া দাও। হযরত সাখ্র (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! ঠিক আছে। হযরত সাখ্র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আমার নিকট হইতে হযরত মুগীরা (রাঃ)এর ফুফুকে ফেরত দেওয়াইলেন, এখন বনু সুলাইমের পানি ফেরত দিতে বলিলেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছিলেন। আমি দেখিলাম, লজ্জায় তাঁহার চেহারা মোবারক লাল হইয়া যাইতেছিল।

মুসলমানদেরকে কতল করা হইতে বাঁচা ও রাজত্বের জন্য লড়াই করাকে অপছন্দ করা

তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদানকারীকে কতল করিতে নিষেধ

হযরত আওস ইবনে আওস সাকাফী (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনাতে মসজিদে নববীর ভিতর একটি তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের নিকট আসিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সহিত চুপিচুপি কিছু কথা বলিল। তাহার কথা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাও, তাহাদেরকে বলিয়া দাও, তাহাকে কতল করিয়া দিক। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, সে হয়ত লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ ও আমি আল্লাহর রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলিল, জ্বি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাও, তাহাদের বল, তাহাকে যেন ছাড়িয়া দেয়। কেননা আমাকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি যেন লোকদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তাহারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যখন তাহারা এই কলেমা পাঠ করিবে তখন তাহাদের রক্ত ও মাল আমার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি শরীয়তের কোন হক তাহাদের উপর কায়েম হইয়া যায় তবে তাহাদের রক্ত ও মাল বৈধ হইবে। আর তাহাদের হিসাব আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী আনসারী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কোন এক মুনাফিককে কতল করার ব্যাপারে তাঁহার সহিত গোপনে কথা বলিতে চাহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে বলিলেন, সে কি লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ

এর সাক্ষ্য দেয়? উক্ত ব্যক্তি বলিল, হাঁ, সে এই কথার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তাহার এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, সে কি 'আমি আল্লাহর রাসূল' এই কথার সাক্ষ্য দেয়? উক্ত ব্যক্তি বলিল, দেয়, কিন্তু তাহার এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কি নামায পড়ে না? উক্ত ব্যক্তি বলিল, হাঁ, সে নামায পড়ে। কিন্তু তাহার নামায ধর্তব্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে এই ধরনের লোকদের সম্পর্কেই (কতল করিতে) নিষেধ করা হইয়াছে।

অবরোধের দিন হযরত ওসমান (রাঃ)এর লড়াই হইতে বিরত থাকা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার নিকট আমার কোন একজন সাহাবীকে ডাকিয়া আন। আমি বলিলাম, হযরত আবু বকর (রাঃ)কে? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, হযরত ওমর (রাঃ)কে? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, আপনার চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ)কে? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, হযরত ওসমান (রাঃ)কে? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত ওসমান (রাঃ) উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি একটু সরিয়া যাও। অতঃপর তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর কানে কানে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন আর হযরত ওসমান (রাঃ)এর রং বিবর্ণ হইতে লাগিল। তারপর যখন হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘর অবরোধের দিন আসিল এবং তিনি নিজ ঘরে অবরুদ্ধ হইলেন তখন আমরা বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি (বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করিবেন না? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে এক অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি সেই অঙ্গীকারের উপর সবর করিব এবং

অটল থাকিব। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) অবরুদ্ধ অবস্থায় উপর হইতে নিজের সঙ্গীদের প্রতি মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে কেন কতল করিতে চাও? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, 'কোন ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করা একমাত্র তিন কারণের যে কোন এক কারণে হালাল হইতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে তবে তাহাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হইবে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে তাহাকে নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যা করা হইবে, অথবা ইসলাম গ্রহণের পর কেহ মুরতাদ হইয়া যায় (আর বুঝানোর পরও যদি সে ইসলামে ফিরিয়া না আসে) তবে তাহাকে কতল করিয়া দেওয়া হইবে।' আল্লাহর কসম, আমি না ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচার করিয়াছি, আর না ইসলাম গ্রহণের পর ব্যভিচার করিয়াছি, আর না আমি কাহাকেও হত্যা করিয়াছি যাহার বদলায় আমাকে কতল করা যাইতে পারে,আর না ইসলাম গ্রহণের পর আমি মোরতাদ হইয়াছি, (আমি তো এখনও মুসলমান আছি) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। (বিদায়াহ)

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন নিজ ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন আমিও তাহার সহিত ঘরের ভিতর ছিলাম। ঘরের মধ্যে এমন একটি স্থান ছিল যেখানে প্রবেশ করিলে সেখান হইতে আমরা বালাত নামক স্থানে অবস্থিত লোকদের সমস্ত কথাবার্তা শুনিতে পাইতাম। একদিন হযরত ওসমান (রাঃ) কোন প্রয়োজনে সেখানে গেলেন। সেখান হইতে আসার পর তাহার চেহারা বিবর্ণ দেখা গেল। তিনি বলিলেন, তাহারা (অর্থাৎ বিদ্রোহীরা) তো এখন আমাকে কতলের হুমকি দিতেছে। আমরা বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার

জন্য যথেষ্ট হইবেন। তারপর তিনি বলিলেন, তাহারা আমাকে কেন কতল করিতে চায়? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা একমাত্র তিন কারণের যে কোন এক কারণে হালাল হইতে পারে। কেহ মুসলমান হওয়ার পর কাফের হইয়া যায় অথবা বিবাহের পর কেহ ব্যভিচার করে অথবা অন্যায়ভাবে কেহ কোন মুসলমানকে হত্যা করে। (আমি তো এই তিন কাজের কোনটাই করি নাই।) আল্লাহর কসম, আমি না ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়্যাতের যুগে কখনও ব্যভিচার করিয়াছি আর না ইসলাম গ্রহণের পর কখনও করিয়াছি। আর যেদিন হইতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে দ্বীনে ইসলামের হেদায়াত দান করিয়াছেন সেদিন হইতে কখনও আমার অন্তরে ইসলাম ছাড়িয়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণের আকাঙ্খাই সৃষ্টি হয় নাই। আর না আমি কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছি। এখন ইহারা আমাকে কেন কতল করিতে চাহিতেছে?

আবু লায়লা কিন্দি (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। একদিন হযরত ওসমান (রাঃ) জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া (বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, হে লোকেরা! আমাকে হত্যা করিও না, (যদি আমার দ্বারা কোন অন্যায় হইয়া থাকে তবে) আমাকে তওবা করাও। আল্লাহর কসম, যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর তবে তোমরা না কখনও একত্রে নামায আদায় করিতে পারিবে, আর না শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে পারিবে। তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে এবং উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, তোমাদের অবস্থা এমন হইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—

يَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ.

অর্থ ঃ 'হে আমার কাওম, তোমাদের জন্য আমার প্রতি জেদ যেন

ইহার কারণ না হইয়া পড়ে যে, তোমাদের উপর সেইরূপ বিপদসমূহ আসিয়া পড়ে যেমন নূহের কাওম অথবা হূদের কাওম অথবা সালেহের কাওমের উপর পতিত হইয়াছিল ; আর লূতের কাওম তো তোমাদের হইতে দূর (যুগে) নহে।'

হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)এর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি অভিমত? তিনি বলিলেন, আপনি নিজের হাতকে (বিদ্রোহীদের হইতে) বিরত রাখুন, ইহাতে (কেয়ামতের দিন) আপনার দলীল বেশী মজবুত হইবে।

হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) ঘরে অবরুদ্ধ অবস্থায় আমি তাহার নিকট গেলাম এবং তাহাকে বলিলাম, আপনি সমস্ত লোকদের ইমাম, আর যে বিপদ আপনার উপর আসিয়াছে তাহাও আপনি দেখিতেছেন। আমি আপনার নিকট তিনটি প্রস্তাব রাখিতেছি। উহা হইতে যে কোন একটি গ্রহণ করুন। হয় আপনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করুন, কেননা আপনার সহিত মুসলমানদের বিরাট সংখ্যা ও শক্তি রহিয়াছে। উপরন্তু আপনি হকের উপর রহিয়াছেন, আর বিদ্রোহীরা বাতিলের উপর রহিয়াছে। আর না হয় আপনি ঘর হইতে বাহির হওয়ার জন্য সদর দরজা ছাড়িয়া যেখানে বিদ্রোহীরা রহিয়াছে, পিছন দিকে একটি দরজা খুলিয়া লন এবং আপন সওয়ারীতে বসিয়া মক্কায় চলিয়া যান। কেননা বিদ্রোহীরা সেখানে আপনার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল মনে করিবে না। নতুবা আপনি সিরিয়ায় চলিয়া যান। সেখানে সিরিয়াবাসী রহিয়াছে এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) রহিয়াছেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করি ইহা সম্ভব নয়। কারণ আমি চাই না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাহার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম (মুসলমানদের) রক্ত প্রবাহকারী হই। বাকী রহিল, মক্কায় চলিয়া যাওয়া, কারণ সেখানে তাহারা আমাকে খুন করা হালাল মনে করিবে

না। ইহাও আমার দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোরাইশদের এক ব্যক্তির দ্বারা মক্কায় বে-দ্বীনী কাজ চালু হইবে, তাহাকে সমগ্র দুনিয়ার অর্ধেক আযাব দেওয়া হইবে। আমি চাই না যে, আমি সেই ব্যক্তি হই। তৃতীয় প্রস্তাব যে, আমি সিরিয়ায় চলিয়া যাই, সেখানে সিরিয়াবাসী রহিয়াছে এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) রহিয়াছেন। এই ব্যাপারে আমার কথা হইল, আমি তো আমার হিজরতের স্থান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থানকে ছাড়িতে পারিব না। (বিদায়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন। আমি তাহার নিকট যাইয়া আরজ করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, এখন তো আপনার জন্য এই সমস্ত বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করা জায়েয হইয়া গিয়াছে। (অতএব আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করুন।) হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে আনন্দিত হইবে যে, সমস্ত লোকদেরকে কতল করিয়া দাও এবং সাথে আমাকেও? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি যদি একজন মানুষকে কতল কর তবে যেন সমস্ত লোকদেরকে কতল করিলে। (যেমন সূরা মায়েদার বত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে।) তাহার এই কথা শুনিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার সহিত এই ঘরে এমন এক জামাত রহিয়াছে যাহারা (গুণগত দিক দিয়া) আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের অধিক যোগ্য। তাহাদের অপেক্ষা কম সংখ্যকের উপরও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অবতীর্ণ হইয়া থাকে। আপনি আমাকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, কেহ যেন আমার জন্য না নিজের রক্ত বহায়, আর না অন্য কাহারো।

ইবনে সা'দ (রহঃ) হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন নিজ ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি এই সকল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করিয়া দিয়াছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, না, আমি তাহাদের সহিত কখনও যুদ্ধ করিব না। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, অবরোধের সময় হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে আমার সর্বাপেক্ষা কাজের লোক সেই ব্যক্তি, যে নিজের হাত ও হাতিয়ার সংবরণ করিয়া রাখে।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, এই যে, আনসারগণ দ্বারে উপস্থিত আছে, তাহারা বলিতেছে, আপনি যদি বলেন, তবে আমরা দুইবার আল্লাহর আনসার হইয়া দেখাইয়া দেই। (একবার তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখাইয়াছি, দ্বিতীয়বার এই সকল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া দেখাই।) হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নাই।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, অবরোধের সময় হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত তাহার ঘরে এমন সাতশতজন ছিলেন, যদি তিনি তাহাদেরকে অনুমতি দিতেন তবে তাহারা বিদ্রোহীদেরকে মারিয়া মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিতেন। তন্মধ্যে হযরত ইবনে ওমর, হযরত হাসান ইবনে আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখগণও ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আর কতদিন আমাদের হাতকে রুখিয়া

রাখিবেন? এই সকল বিদ্রোহীরা তো আমাদেরকে খাইয়া ফেলিল। কেহ তো আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ পাথর মারিতেছে, কেহ তলোয়ার উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আপনি আমাদেরকে (যুদ্ধের) হুকুম দিন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার তো তাহাদের সহিত যুদ্ধের একেবারেই ইচ্ছা নাই। যদি আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করি তবে আমি তাহাদের হাত হইতে নিরাপদ হওয়ার পূর্ণ আশা রাখি, কিন্তু আমি তাহাদেরকে ও যাহারা তাহাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করিয়া আনিয়াছে, সকলকে আল্লাহর সোপর্দ করিতেছি, কারণ আমাদের সকলকে আমাদের রবের নিকট সমবেত হইতে হইবে। আমি তোমাদেরকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতে পারি না। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আপনার ব্যাপারে কখনও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিব না। (অর্থাৎ আমি বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিব।) সুতরাং তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর লড়াই হইতে বিরত থাকা

হযরত ওমর ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ)এর ছেলে হযরত আমের (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, হে আব্বাজান! লোকেরা দুনিয়ার জন্য লড়াই করিতেছে, আর আপনি এখানে বসিয়া আছেন? হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে এই ফেতনার সর্দার হইতে বলিতেছ? না, আল্লাহর কসম, না, আমি এই যুদ্ধে শরীক হইতে পারি না। অবশ্য এই যুদ্ধে শরীক হওয়ার একটাই উপায় হইতে পারে, আর তাহা এই যে, আমি এমন একটি তলোয়ার পাই যাহা মুমিনের উপর আঘাত করিলে সরিয়া যায়। আর যদি কাফেরের উপর আঘাত করি তবে তাহাকে কতল করিয়া দেয়। (যেহেতু আমার নিকট এরূপ তলোয়ার নাই, সেহেতু আমি আত্মগোপন

করিয়া বসিয়া আছি, কারণ) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা সেই ধনী ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে গোপন হইয়া থাকে এবং মুত্তাকী হয়। (বিদায়াহ)

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে বলিল, আপনি আহলে শূরার একজন, আপনি এই (খেলাফতের) বিষয়ে অধিক হকদার, আপনি কেন যুদ্ধ করেন না? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি ততক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারি না যতক্ষণ না লোকেরা আমাকে এমন একটি তলোয়ার আনিয়া দেয় যাহার দুইটি চক্ষু, একটি মুখ ও দুইটি ঠোঁট হয় এবং সেই তলোয়ার মুমিন ও কাফেরকে চিনিতে পারে। (অর্থাৎ কাফেরকে চিনিয়া তাহাকে মারে আর মুমিনকে চিনিতে পারিয়া তাহার কোন ক্ষতি না করে।) যখন কাফেরদের সহিত জেহাদ ছিল তখন আমি যথেষ্ট জেহাদ করিয়াছি। (এখন তো দুনিয়ার জন্য মুসলমানদের সহিত লড়াই করা হইতেছে।) আর জেহাদ কি? আমি তাহা ভালভাবে জানি।

হযরত উসামা (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ) ও অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) যাহার পেট বড় ছিল। তিনি বলিলেন, আমি সেই ব্যক্তির সহিত কখনও যুদ্ধ করিব না, যে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলে। হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাঃ) বলিলেন, আমিও আল্লাহর কসম, এমন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব না, যে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পড়ে। ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নাই—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

অর্থ ঃ 'এবং তাহাদের সহিত ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের (শিরকের) অবসান হয় এবং (তাহাদের) দ্বীন

(খাঁটিভাবে) আল্লাহরই হইয়া যায়।’

তাহারা উভয়ে বলিলেন, (আমরা এই আয়াতের উপর আমল করিয়াছি এবং) আমরা যুদ্ধ করিয়াছিলাম। অবশেষে ভ্রান্ত বিশ্বাস, শিরক ও ফেতনা শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং দ্বীন (খাঁটিভাবে) আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছিল। (বর্তমানে যুদ্ধ ফেতনার অবসান ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য নয়)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর উক্তি

নাফে’ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর অবরোধের সময় দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, লোকজন ধ্বংস হইতেছে, আর আপনি হযরত ওমর (রাঃ)এর ছেলে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হইয়া এখানে বসিয়া আছেন? আপনার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে কিসের বাধা? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার বাধা হইল, আল্লাহ তায়ালা আমার মুসলমান ভাইয়ের খুন হারাম করিয়া দিয়াছেন। তাহারা বলিল, আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নাই—

قَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা যুদ্ধ করিয়াছিলাম যাহাতে সমস্ত ফেতনা ইত্যাদি শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছিল। তোমরা তো এইজন্য যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ যাহাতে ফেতনা সৃষ্টি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য হইয়া যায়।

নাফে’ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু আব্দির রহমান, কি ব্যাপার! আপনি এক বৎসর হজ্জ করেন, আর এক বৎসর ওমরা করেন! আপনি আল্লাহর

রাস্তায় জেহাদ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন! অথচ আপনি জানেন, আল্লাহ্ তায়ালা জেহাদের ব্যাপারে কি পরিমাণ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! ইসলামের ভিত্তি পাঁচ জিনিসের উপর রহিয়াছে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযান মাসে রোযা রাখা, যাকাত আদায় করা ও বাইতুল্লাহর হজ্জ করা। (আমি এই সমস্ত কাজ করিতেছি। অতএব আমার দ্বীন পরিপূর্ণ রহিয়াছে।) উক্ত ব্যক্তি বলিল, হে আবু আব্দির রহমান! আপনি কি আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ শুনেন নাই, যাহা কোরআনে রহিয়াছে?

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا الخ

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ ۔

অর্থ ঃ 'আর যদি মুসলমানদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে তবে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও। অতঃপর যদি তাহাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে।'

(অপর আয়াতের অর্থ ঃ) 'এবং তাহাদের সহিত ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের (শিরকের) অবসান হয়।'

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এই আয়াতের উপর আমল করিয়াছি। তখন মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল এবং প্রত্যেক মুসলমানকে দ্বীনের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইত। কাফেরগণ তাহাদেরকে কতল করিয়া দিত অথবা বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিত। আমরা অনবরত জেহাদ করিতে রহিয়াছি, অবশেষে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়া গেল এবং ফেতনা ফাসাদ অর্থাৎ কুফর ও শিরক একেবারে শেষ হইয়া গেল। উক্ত ব্যক্তি বলিল, আপনি হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)

সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বলিলেন, (ওহুদের যুদ্ধে হযরত ওসমান (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের দ্বারা যে ভুল হইয়াছিল, সেই ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা হযরত ওসমান (রাঃ)কে মাফ করিয়া দিয়াছেন। (যেমন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।) আল্লাহ তায়ালা তো তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন, আর তুমি উহাকে খারাপ মনে করিতেছ। বাকী রহিলেন হযরত আলী (রাঃ)। তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ও তাঁহার জামাতা। অতঃপর হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, এই দেখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের মাঝে তাহার ঘর রহিয়াছে।

নাফে' (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু আব্দির রহমান! আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে যাহা বলিয়াছেন আপনি কি তাহা শুনেন নাই?

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا

(আয়াতের অর্থ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ অনুযায়ী আপনি কেন যুদ্ধ করেন না? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! আমি মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ না করি, আর কেহ উক্ত আয়াত শুনাইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করে ইহা আমার নিকট নিম্নের আয়াত শুনাইয়া ভর্ৎসনা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا الاية

অর্থ ঃ 'আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে তবে তাহার শাস্তি জাহান্নাম—যাহাতে সে অনন্তকাল থাকিবে। এবং আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন এবং তাহাকে স্বীয় করুণা হইতে দূরে নিক্ষেপ

করিবেন এবং তাহার জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন।'

উক্ত ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা এই আয়াতের উপর আমল করিয়াছি। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, অতঃপর হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি জান কি ফেতনা কাহাকে বলে? হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিতেন। আর এই মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া বিরাট পরীক্ষার জিনিস ছিল। আর সেই যুদ্ধ তোমাদের এই রাজত্ব হাসিল করার যুদ্ধের ন্যায় ছিল না।

আবুল আলিয়া বারা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রাঃ) একদিন হাতীমের ভিতর বসিয়াছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বাইতুল্লার তওয়াফ রত অবস্থায় তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তাহাদের একজন অপরজনকে বলিলেন, আপনার কি মনে হয়, জমিনের বুকে এই ব্যক্তি হইতে উত্তম আর কেহ অবশিষ্ট আছে কি? তারপর তাহারা এক ব্যক্তিকে বলিলেন, ইনি তওয়াফ হইতে অবসর হইলে তাহাকে আমাদের নিকট ডাকিয়া আনিও। তাহার তওয়াফ শেষ হইলে তিনি (তওয়াফের) দুই রাকাত নামায পড়িলেন। উক্ত ব্যক্তি তাহার খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রাঃ) আপনাকে ডাকিতেছেন। তিনি তাহাদের উভয়ের নিকট আসিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আব্দির রহমান, আমীরুল মুমিনীন হযরত ইবনে যুবায়েরের নিকট বাইআত হইতে আপনার জন্য কিসের বাধা? অথচ মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, ইরাকবাসী ও

অধিকাংশ সিরিয়াবাসী তাহার নিকট বাইআত হইয়া গিয়াছে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যতক্ষণ তোমরা কাঁধের উপর তলোয়ার উঠাইয়া রাখিয়াছ এবং মুসলমানের রক্তে তোমাদের হাত রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে ততক্ষণ আমি তোমাদের নিকট বাইআত হইতে পারি না।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, যখন লোকেরা ফেতনার কারণে অস্থির হইয়া উঠিল তখন তাহারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি লোকদের সর্দার এবং সর্দারের ছেলে, সমস্ত লোক আপনার উপর সন্তুষ্ট, আপনি বাহির হইয়া আসুন, আমরা আপনার নিকট বাইআত হইতে চাই। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, কখনও নয়। আল্লাহর কসম, আমার মধ্যে প্রাণ থাকিতে আমার কারণে এক শিশি পরিমাণ রক্ত বহিতে দিব না। তারপর কিছু লোক আসিয়া হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে ভয় দেখাইল এবং বলিল, হয় আপনি বাহিরে আসুন, না হয় এই বিছানার উপর আপনাকে হত্যা করা হইবে। তিনি এই কথায় কোন প্রকার প্রভাবিত হইলেন না এবং পূর্বের ন্যায় একই উত্তর দিলেন। এবং বাহিরে আসিতে অস্বীকার করিলেন। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, মৃত্যু পর্যন্ত লোকেরা তাহাকে বাইআতের জন্য প্রস্তুত করিতে পারিল না।

বিচ্ছিন্নতা ও একতা সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর উক্তি

খালেদ ইবনে সুমাইর (রহঃ) বলেন, লোকেরা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, কতই না ভাল হইত যদি আপনি লোকদের খেলাফতের বিষয়টি গ্রহণ করিয়া লইতেন। কেননা সমস্ত লোক আপনার খলীফা হওয়ার উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, যদি পূর্বপ্রান্তের কোন এক ব্যক্তি আমার খেলাফতের বিরোধিতা করে তবে কি হইবে? লোকেরা বলিল, যদি এক ব্যক্তি বিরোধিতা করে

—৩১

তবে তাহাকে কতল করিয়া দেওয়া হইবে। আর উম্মতের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এক ব্যক্তিকে কতল করিয়া দেওয়া তেমন বড় কিছু নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তো ইহাও পছন্দ করি না যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বর্শার ডাঁট ধরে আর আমি সেই বর্শার ফলা ধরি। অতঃপর একজন মুসলমানকে হত্যা করা হয় আর উহার বিনিময়ে আমি দুনিয়া ও উহার মধ্যে যাহা আছে সবকিছু পাইয়া যাই।

কাতান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য আপনার অপেক্ষা খারাপ লোক আর নাই। তিনি বলিলেন, কেন? আল্লাহর কসম, আমি তো না তাহাদের রক্ত বহাইয়াছি, না তাহাদের জামাতকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি, আর না তাহাদের জামাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। উক্ত ব্যক্তি বলিল, যদি আপনি (খলীফা হইতে) চাহেন তবে দুই ব্যক্তিও বিরোধ করিবে না। তিনি বলিলেন, আমি তো ইহাও পছন্দ করি না যে, আপনা হইতেই খেলাফত আমার হাতে আসে, আর একজন বলে, না আর অপরজন বলে, হাঁ। (অর্থাৎ একজনও যদি বিরোধিতা করে তবুও আমি খেলাফতকে পছন্দ করি না।)

কাসেম ইবনে আব্দির রহমান (রহঃ) বলেন, লোকেরা প্রথম ফেতনা (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ)এর সময় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনি বাহিরে আসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি সেই সময় যুদ্ধ করিয়াছি যখন হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মাঝখানে মূর্তি রাখা ছিল। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আরবের জমিন হইতে মূর্তি বাহির করিয়া দিয়াছেন। এখন আমি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পাঠকারীদের সহিত যুদ্ধ করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি। তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম, ইহা আপনার মনের কথা নয়। বরং আপনার ইচ্ছা হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ পরস্পর

একে অপরকে শেষ করিয়া দেন। তারপর যখন কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না তখন লোকেরা বলিবে আমীরুল মুমিনীন বানাইবার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাতে বাইআত হইয়া যাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার অন্তরে এমন কথা নাই, বরং আমার অন্তরে হইল, যখন তোমরা বলিবে নামাযের জন্য আস তখন আমি তোমাদের কথা মানিব, যখন তোমরা বলিবে সফলতার দিকে আস, তখন আমি তোমাদের কথা মানিব। আর যখন তোমরা পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে তখন আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব না, আর যখন তোমরা একত্রিত হইবে তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইব না।

নাফে' (রহঃ) বলেন, যে সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর জন্য খেলাফতের চেষ্টা চলিতেছিল এবং খাওয়ারেজ ও (শিয়াদের) খাশাবিয়া দলের আধিপত্য চলিতেছিল সেই সময় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে কেহ বলিল, আপনি ইহাদের সাথেও নামায পড়েন, উহাদের সাথেও নামায পড়েন, অথচ তাহারা একে অপরকে কতল করিতেছে, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, যে বলিবে আস নামাযের দিকে, আমি তাহার কথা মানিয়া লইব, যে বলিবে আস সফলতার দিকে, আমি তাহার কথা মানিয়া লইব। আর যে বলিবে, আস মুসলমানকে কতল করিয়া তাহার মাল লুট করি আমি বলিব, না, আমি আসিব না।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর সহিত হযরত হাসান (রাঃ)এর সন্ধি

আবুল গারীফ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর সৈন্যদের অগ্রগামী দলে বার হাজার লোক ছিলাম। সিরিয়াবাসীদের সহিত যুদ্ধের জন্য আমাদের অন্তরে এমন প্রচণ্ড ক্রোধ বিরাজ করিতেছিল, যেন আমাদের তলোয়ার হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িবে। আমাদের লশকরের আমীর আবুল ওমর তোয়াহা ছিল। আমরা যখন

জানিতে পারিলাম যে, হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে তখন রাগে ক্রোধে যেন আমাদের কোমর ভাঙ্গিয়া গেল। হযরত হাসান (রাঃ) যখন কুফায় আগমন করিলেন তখন আবু আমের সুফিয়ান ইবনে লাইল নামী এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আসসালামু আলাইকা, হে মুসলমানদেরকে অপদস্তকারী! হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আমের, এমন বলিও না, আমি মুসলমানদেরকে অপদস্ত করি নাই, বরং আমি রাজত্ব লাভের জন্য মুসলমানদেরকে হত্যা করা পছন্দ করি নাই।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যে সন্ধি হওয়ার পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি দাঁড়াইয়া লোকদের মধ্যে বয়ান করুন এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে বলুন। হযরত হাসান (রাঃ) দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং বলিলেন—

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদের (বড়দের) মাধ্যমে তোমাদের প্রথম যুগের লোকদেরকে হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং আমাদের দ্বারা তোমাদের পরবর্তী লোকদের রক্তের হেফাযত করিয়াছেন। মনোযোগ দিয়া শুন, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, যে তাকওয়া অবলম্বন করে, আর সর্বাপেক্ষা বোকা ব্যক্তি সে, যে গুনাহে লিপ্ত থাকে। খেলাফতের বিষয়ে আমার ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যে মতপার্থক্য হইয়াছিল। হয় তিনি আমার অপেক্ষা এই খেলাফতের অধিক হকদার হইবেন, নতুবা আমি অধিক হকদার হইব। যাহাই হউক আমি আল্লাহর জন্য ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের শান্তি ও রক্ত রক্ষার্থে আমার হক ছাড়িয়া দিলাম।

অতঃপর হযরত হাসান (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

অর্থ ঃ আমি জানি না, সম্ভবতঃ উহা তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত সম্ভোগের সুযোগ প্রদানও হইতে পারে।

তারপর তিনি (মিম্বার হইতে) নীচে নামিয়া আসিলে হযরত আমর (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি তো ইহাই চাহিয়াছিলেন। (অর্থাৎ হযরত হাসান (রাঃ) খেলাফতের বিষয়ে তাহার দাবী প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়া দেন।)

হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হাসান (রাঃ)কে বলিলাম, লোকেরা বলে, আপনি খলীফা হইতে চান। তিনি বলিলেন, একসময় আরবের বড় বড় সর্দার আমার হাতে ছিল। আমি যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতাম তাহারাও যুদ্ধ করিত, আমি যাহাদের সহিত সন্ধি করিতাম তাহারাও সন্ধি করিত, এতদসত্ত্বেও আমি খেলাফতের দাবী এইজন্য ছাড়িয়া দিয়াছি যাহাতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন এবং হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের রক্তের হেফাযত হইয়া যায়। এখন কি আমি আরবের এই সমস্ত পাঁঠাদের অর্থাৎ দুর্বল লোকদের দ্বারা খেলাফত ছিনাইয়া লওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারি? (অর্থাৎ যখন শক্তিশালী লোকজন আমার সঙ্গে ছিল তখনই খেলাফতের দাবী ছাড়িয়া দিয়াছি, আর এখন আমার সহিত যাহারা রহিয়াছে তাহারা অত্যন্ত দুর্বল। এই দুর্বল লোকদেরকে লইয়া খেলাফত অর্জনের ইচ্ছা কিভাবে করিতে পারি?)

হযরত আইমান আসাদী (রাঃ)এর যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা

আমের শা'বী (রহঃ) বলেন, মারওয়ান যখন যাহহাক ইবনে কায়েসের সহিত যুদ্ধ করিল তখন মারওয়ান হযরত আইমান ইবনে খুরাইম আসাদী (রাঃ)কে লোক পাঠাইয়া ডাকাইল এবং বলিল, আমরা চাই যে, আপনি আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। হযরত আইমান (রাঃ)

বলিলেন, আমার পিতা ও আমার চাচা উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা আমার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছেন যে, আমি যেন লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্যদানকারীর সহিত যুদ্ধ না করি। যদি তুমি (এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের দ্বারা দোযখের) আগুন হইতে নাজাতের পরওয়ানা আনিয়া দাও তবে তোমাদের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করিতে পারি। মারওয়ান বলিল, দূর হও, এবং তাহাকে অনেক গালমন্দ করিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আইমান (রাঃ) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَلَسْتُ مُقَاتِلًا رَجُلًا يُصَلِّيْ + عَلٰى سُلْطَانِ اٰخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ

অর্থ ঃ কোরাইশদের অপর কোন ব্যক্তির রাজত্ব লাভের জন্য আমি এমন লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি না যে নামায পড়ে।

اُقَاتِلُ مُسْلِمًا فِىْ غَيْرِ شَيْءٍ ؟+ فَلَيْسَ بِنَافِعِىْ مَا عِشْتُ عَيْشِىْ

অর্থ ঃ আমি অকারণে কোন মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতে আমার সারাজীবন কোন লাভ নাই।

لَهٗ سُلْطَانُهٗ وَعَلَىَّ اِثْمِىْ + مَعَاذَ اللّٰهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشٍ

অর্থ ঃ আমার যুদ্ধের দ্বারা তাহার রাজত্ব মজবুত হয় আর আমার গুনাহ হাসিল হয়, এমন মূর্খতা ও ক্রোধ হইতে আল্লাহর পানাহ।

হযরত হাকাম ইবনে আমর (রাঃ)এর জবাব

ইবনে হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রহঃ) বলেন, আমার দাদা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত হাকাম ইবনে আমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তাহার নিকট হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর প্রেরিত এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, এই খেলাফতের বিষয়ে আমাদেরকে সাহায্য করার আপনি অধিক হক রাখেন। হযরত হাকাম (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার বিশেষ বন্ধু

আপনার চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন পরিস্থিতি এরূপ হইয়া যায় (অর্থাৎ খেলাফত লইয়া মুসলমানগণ পরস্পর লড়াই ঝগড়া আরম্ভ করে) তখন কাঠের তলোয়ার বানাইয়া লইও (অর্থাৎ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করিও না)। অতএব আমি তো কাঠের তলোয়ার বানাইয়া লইয়াছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ)এর যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা

আবুল আশআছ সানআনী (রহঃ) বলেন, আমাকে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ)এর নিকট পাঠাইল। তাহার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবা (রাঃ) বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, আপনারা বর্তমানে লোকদেরকে কি করিতে আদেশ করেন? হযরত ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অসিয়ত করিয়াছিলেন, আমি যদি (মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ের) এরূপ অবস্থা দেখি তখন যেন ওহুদ পাহাড়ের উপর যাইয়া নিজের তলোয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলি এবং নিজ ঘরে বসিয়া থাকি। আমি আরজ করিলাম, যদি কেহ আমার ঘরে আসিয়া ঢুকে (তখন কোথায় যাইব)? তিনি বলিলেন, ভিতরের ঘরে যাইয়া বসিও। যদি কেহ সেখানেও (তোমাকে কতল করিতে) পৌঁছিয়া যায় তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া যাইও। (অর্থাৎ কতল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইও) আর বলিও, (আমাকে কতল করিয়া) নিজের গুনাহ ও আমার গুনাহ তোমার মাথায় লইয়া যাও এবং দোযখীদের মধ্যে শামিল হইয়া যাও। জালেমদের শাস্তি ইহাই। অতএব আমি আমার তলোয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। (এবং নিজ ঘরে বসিয়া গিয়াছি) যদি কেহ আমার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে তবে আমি ভিতরের ঘরে চলিয়া যাইব। আর যদি সেখানেও কেহ ঢুকিয়া পড়ে তবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সেই কথা বলিব যাহা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিতে বলিয়াছিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর অসিয়ত পালন

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তুমি দেখ, লোকেরা দুনিয়ার জন্য লড়াই করিতেছে তখন তুমি তোমার তলোয়ার লইয়া প্রস্তরময় জমিনে চলিয়া যাইও এবং সেখানে সর্বাপেক্ষা বড় পাথরের উপর আপন তলোয়ার মারিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিও। অতঃপর নিজ ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও, যতক্ষণ না (অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর) পাপী হাত তোমাকে কতল করে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু তোমার ফয়সালা করিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আমি তাহা করিয়াছি।

ইবনে সা'দ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি তলোয়ার দান করিয়াছেন এবং আমাকে বলিয়াছেন, হে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা, এই তলোয়ার লইয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে থাক এবং যখন দেখ মুসলমানদের দুই দল পরস্পর লড়াইতে লিপ্ত হইয়াছে তখন এই তলোয়ার পাথরের উপর মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিও। অতঃপর ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের যবান ও হাতকে বিরত রাখিও যতক্ষণ না মৃত্যু আসিয়া ফয়সালা করিয়া দেয় অথবা কোন পাপী হাত তোমাকে কতল করিয়া দেয়। সুতরাং যখন হযরত ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করা হইল এবং লোকদের মধ্যে পরস্পর লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল তখন হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) নিজ ঘরের বারান্দায় রাখা পাথরের নিকট গেলেন এবং উহার উপর তলোয়ার মারিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

রিবঈ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর জানাযাতে এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি এই খাটিয়াওয়ালা (অর্থাৎ হযরত হোযাইফা (রাঃ)) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই হাদীস শুনিয়াছি এবং ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, যদি তোমরা পরস্পর লড়াইতে লিপ্ত হও তবে আমি নিজ ঘরের ভিতর চলিয়া যাইব। তারপর যদি কেহ আমার ঘরের ভিতরে আমার নিকট প্রবেশ করে তবে আমি বলিব, 'নে, (আমাকে কতল করিয়া) আমার গুনাহ ও নিজের গুনাহ আপন মাথায় নে।'

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ও হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রাঃ) বলেন, যখন আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের সংবাদ পৌছিল তখন আমি আমার কাওমের প্রতিনিধি হইয়া চলিলাম। এবং মদীনায় আসিয়া পৌছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তাঁহার সাহাবাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিলেন, তোমার আসার তিনদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তোমার আগমনের সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের নিকট ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র আসিতেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমাকে নিজের নিকটে জায়গা দিলেন, এবং নিজের চাদর মোবারক বিছাইয়া উহার উপর আমাকে বসাইলেন। তারপর লোকদেরকে ডাকিলেন। লোকজন একত্রিত হইলে তিনি মিম্বারে উঠিলেন এবং আমাকে নিজের সহিত মিম্বারের উপর উঠাইলেন। আমি তাঁহার নীচে

বসিলাম। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, 'হে লোকসকল, ইনি ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র। অনেক দূর-দূরান্তের এলাকা হাজারা মাউত হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছেন। স্বেচ্ছায় আসিয়াছেন, কেহ তাহাকে বাধ্য করে নাই। আর সে সেখানকার শাহজাদাদের মধ্য হইতে সর্বশেষ ব্যক্তি। হে ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র! আল্লাহ তায়ালা তোমার মধ্যে ও তোমার আওলাদের মধ্যে বরকত দান করুন।'

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন এবং আমার জন্য মদীনার দূরবর্তী একস্থানে থাকার স্থান ঠিক করিয়া দিলেন। আর হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে বলিলেন, তিনি যেন আমাকে উক্ত স্থানে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সুতরাং আমি (মসজিদ হইতে) রওয়ানা হইলাম এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)ও আমার সহিত চলিলেন। পথে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হে ওয়ায়েল, এই উত্তপ্ত জমিন আমার পায়ের তালু জ্বালাইয়া দিয়াছে, আমাকে একটু তোমার পিছনে (সওয়ারীর উপর) বসাইয়া লও। আমি বলিলাম, আমি তোমাকে এই উটনীর উপর বসাইতে কৃপণতা করিতাম না, কিন্তু যেহেতু তুমি শাহজাদা নও, সেহেতু তোমাকে নিজের সঙ্গে বসানোর কারণে লোকেরা আমাকে (এই বলিয়া) লজ্জা দিবে (যে, শাহজাদা হইয়া কেমন সাধারণ লোককে নিজের পাশে বসাইয়াছে, আর আমি ইহা পছন্দ করি না।) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তোমার জুতা জোড়া খুলিয়া আমাকে দাও। উহা পরিধান করিয়া সূর্যের তাপ হইতে নিজেকে বাঁচাই। আমি বলিলাম, এই দুইটি চামড়া তোমাকে দিতে আমি কার্পণ্য করিতাম না, কিন্তু তুমি তো ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে নও যাহারা বাদশাহদের পোশাক পরিধান করিতে পারে। আর আমি চাই না যে, লোকেরা আমাকে তোমার ব্যাপারে লজ্জা দিক।

—সামনে হাদীসের আরো অংশ উল্লেখ করার পর বলিয়াছেন,—তারপর যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বাদশাহ হইলেন

তখন তিনি কোরাইশের বুছ্র ইবনে আরতাতা (রাঃ) নামী এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আমি এই কোণকে তো (আমার সহিত) মিলাইয়া লইয়াছি (অর্থাৎ এই দিকের লোকেরা তো বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার নিকট বাইআত হইয়া গিয়াছে।) তুমি তোমার বাহিনী লইয়া যাও। যখন তুমি সিরিয়ার সীমানা পার হইয়া সামনে অগ্রসর হইবে তখন নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করিয়া লইবে এবং যে কেহ আমার বাইআতকে অস্বীকার করিবে তাহাকে কতল করিয়া দিবে। এইভাবে তুমি মদীনা পৌঁছিবে এবং মদীনাবাসী যে কেহ আমার বাইআতকে অস্বীকার করে তাহাকে কতল করিয়া দিবে। আর তুমি যদি হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র (রাঃ)কে জীবিত পাও তবে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে।

হযরত বুছ্র (রাঃ) আদেশ অনুযায়ী কাজ করিলেন এবং হযরত ওয়ায়েল (রাঃ)কে জীবিত পাইয়া তাহাকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট লইয়া আসিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহাকে যথাযথ স্বাগত জানাইবার ও আগাইয়া আনার হুকুম দিলেন এবং তাহার দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং নিজের সহিত সিংহাসনে বসাইলেন। তারপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমার এই সিংহাসন উত্তম, না তোমার সেই উটের পিঠ উত্তম? হযরত ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি তখন কুফর ছাড়িয়া নতুন নতুন ইসলামে দাখিল হইয়াছিলাম, জাহিলিয়াতের স্বভাব তখনও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম না। উটের পিঠে বসাইতে ও জুতা দিতে অস্বীকার করা সেই জাহিলিয়াতেরই স্বভাব ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের তৌফিক দিয়াছেন, আর ইসলাম আমার সেই সমস্ত কার্যকলাপকে ঢাকিয়া দিয়াছে।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমাদের সাহায্য করিতে আপনার কিসের বাঁধা? অথচ হযরত ওসমান (রাঃ) আপনার উপর আস্থা রাখিতেন এবং আপনাকে নিজের জামাতা বানাইয়াছিলেন। আমি

বলিলাম, (আমি এইজন্য আপনার সাহায্য করিতে পারি না) যেহেতু আপনি এমন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, যে হযরত ওসমান (রাঃ)এর ব্যাপারে আপনার অপেক্ষা অধিক হক রাখে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, তিনি আমার অপেক্ষা বেশী হকদার কিরূপে হইলেন? অথচ বংশের দিক দিয়া তো আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর বেশী নিকটবর্তী।

আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর মধ্যে ভাই সম্পর্ক কায়েম করিয়া দিয়াছিলেন। (আর আপনি তাহার চাচাত ভাই) অতএব ভাই চাচাত ভাই অপেক্ষা অধিক হক রাখে। দ্বিতীয় কথা হইল, আমি মুহাজিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাই না। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমরা কি মুহাজির নই? আমি বলিলাম, অবশ্যই, কিন্তু আমরা কি উভয় দল হইতে পৃথক রহি নাই? আরো এক দলীল এই যে, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম এবং আরো বহু লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব দিকে মাথা উঠাইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর বলিলেন, অন্ধকার কালো রাত্রির টুকরার ন্যায় তোমাদের উপর বহু ফেৎনা আসিবে। তিনি সেই সকল ফেৎনা অত্যন্ত কঠিন ও দ্রুত আসিবে ও অত্যন্ত খারাপ হইবে বলিয়া উল্লেখ করিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সকল ফেৎনা কি? তিনি বলিলেন, হে ওয়ায়েল, যখন মুসলমানদের মধ্যে দুই তলোয়ার চলিবে (অর্থাৎ মুসলমানদের দুইদল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইবে) তখন তুমি উভয় দল হইতে পৃথক থাকিবে।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি শিয়া হইয়া গিয়াছেন? (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)এর পক্ষে হইয়া গিয়াছেন?) আমি বলিলাম, না। আমি তো সমস্ত মুসলমানদের কল্যাণ চাই। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি এই সমস্ত কথা পূর্বে শুনিতাম ও জানিতাম তবে

আপনাকে এখানে ডাকিয়া আনিতাম না। আমি বলিলাম, হযরত ওসমান (রাঃ)এর শাহাদাতের সময় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কি করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার জানা নাই? তিনি পাথরের উপর তলোয়ার মারিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, এই আনসারদের কাওম এমনই যে, তাহাদের এই সমস্ত বিষয় সহ্য করিতে হয়। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের আমরা কি করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আনসারদেরকে মহব্বত করিয়াছে সে আমার মহব্বতের কারণে তাহাদেরকে মহব্বত করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি আনসারদের সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছে সে আমার সহিত শত্রুতা পোষণের কারণে তাহাদের সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছে।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনি নিজের জন্য যে শহর ইচ্ছা হয় পছন্দ করুন। কেননা আপনি এখন আর হাযারামাউত ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। আমি বলিলাম, আমার গোত্র সিরিয়াতে রহিয়াছে এবং আমার পরিবারের লোকেরা কুফাতে রহিয়াছে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনার পরিবারের একজন আপনার গোত্রের দশজন অপেক্ষা উত্তম হইবে। (অতএব আপনি কুফা চলিয়া যান) আমি বলিলাম, আমি কোন আনন্দের কারণে হাযারা মাউত ফিরিয়া যাই নাই, কেননা, মানুষ যেখান হইতে হিজরত করে সেখানে বিশেষ কোন কারণে বাধ্য না হইলে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি কারণে সেখানে যাইতে বাধ্য হইলেন? আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল ফেৎনার কথা বলিয়াছিলেন, সেই কারণে আমি হাযারা মাউত চলিয়া গিয়াছিলাম। অতএব আপনাদের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দিবে তখন আমরা আপনাদের হইতে পৃথক হইয়া যাইব, আর যখন আপনারা এক হইবেন তখন আমরা আপনাদের নিকট আসিয়া যাইব। হযরত মুআবিয়া

(রাঃ) বলিলেন, আমরা আপনাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করিলাম, আপনি সেখানে চলিয়া যান। আমি বলিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কাহারো পক্ষ হইতে শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি না। আপনি কি দেখেন নাই, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে গভর্নর বানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে গভর্নর বানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অস্বীকার করিয়াছিলাম। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ) চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অস্বীকার করিয়াছিলাম, এতদসত্ত্বেও আমি তাহাদের বাইআতকে পরিত্যাগ করি নাই। যখন আমাদের এলাকায় লোকজন মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল তখন আমার নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি আসিয়াছিল। সুতরাং আমি মেহনতে লাগিয়া গেলাম। আল্লাহ তায়ালা গভর্নরী ছাড়াই আমার দ্বারা এলাকার সমস্ত লোকদেরকে পুনরায় ইসলামে ফিরাইয়া আনিলেন।

অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে উম্মে হাকাম (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কুফা চলিয়া যাও, আমি তোমাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া দিলাম। হযরত ওয়ায়েল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া যাও। তাহার সম্মান করিও এবং তাহার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করিও। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করিয়াছেন। আপনি আমাকে এমন ব্যক্তিকে সম্মান করার হুকুম দিতেছেন যাহাকে সম্মান করিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও স্বয়ং আপনাকে দেখিয়াছি।

তাহার এই কথায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সুতরাং আমি হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর সহিত কুফা চলিয়া আসিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, কুফা আসার অল্প কিছুদিন পর হযরত ওয়ায়েল (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন।

হযরত আবু বারযাহ (রাঃ)এর উক্তি

আবু মিনহাল (রহঃ) বলেন, যখন ইবনে যিয়াদকে (বসরা হইতে) বাহির করিয়া দেওয়া হইল তখন মারওয়ান সিরিয়াতে খেলাফতের দাবী লইয়া দাঁড়াইল, এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মক্কাতে খেলাফতের দাবী করিলেন, আর বসরাতে খারেজীরা যাহাদিগকে কারী বলা হইত খেলাফতের দাবী করিয়া বসিল। ইহাতে আমার পিতা অত্যন্ত দুঃখীত ও মর্মাহত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'তোমার পিতা না হোক'—চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ)এর নিকট যাই।

সুতরাং আমি আমার পিতার সহিত চলিলাম এবং আমরা হযরত আবু বারযাহ (রাঃ)এর ঘরে তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বাঁশের তৈরী দোতলা ঘরে বসিয়াছিলেন। সেদিন অত্যন্ত গরম পড়িতেছিল। আমরা তাহার নিকট যাইয়া বসিলাম। আমার পিতা তাহার সহিত এদিক সেদিকের কথা বলিতে লাগিলেন যাহাতে তিনিও নিজের মনের কথা প্রকাশ করেন। আমার পিতা বলিলেন, হে আবু বারযাহ! আপনি দেখিতেছেন না? (লোকেরা এরূপ করিতেছে।) আপনি দেখিতেছেন না? (অমুক এরূপ করিতেছে।)

হযরত আবু বারযাহ (রাঃ) সর্বপ্রথম যাহা বলিলেন তাহা এই যে, আজ সকাল হইতে কোরাইশ গোত্রের উপর আমার বড় রাগ হইতেছে আর আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই রাগের উপর সওয়াব দান করিবেন। হে ছোট আরবের লোকেরা! তোমাদের জানা আছে, জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের কি অবস্থা ছিল। তোমাদের সংখ্যা কম ছিল, লোকদের দৃষ্টিতে তোমাদের কোন সম্মান ছিল না, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তোমাদেরকে দ্বীনে ইসলাম দান করিয়া উঁচা করিলেন। আজ দুনিয়াতে তোমাদের বড় সম্মান দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু এখন দুনিয়া তোমাদেরকে নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সিরিয়াতে এই

ব্যক্তি অর্থাৎ মারওয়ান, আল্লাহর কসম, সে দুনিয়ার জন্য লড়িতেছে। আর এই ব্যক্তি, যে মক্কাতে রহিয়াছে অর্থাৎ হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)। সেও আল্লাহর কসম, দুনিয়ার জন্য লড়াই করিতেছে। আর এই সমস্ত যাহারা তোমাদের আশেপাশে রহিয়াছে, যাহাদিগকে তোমরা কারী বলিয়া থাক, ইহারাও আল্লাহর কসম, শুধু দুনিয়ার জন্য লড়াই করিতেছে। হযরত আবু বারযাহ (রাঃ) যখন কাহাকেও ছাড়িলেন না তখন আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করিতে আদেশ করেন? তিনি বলিলেন, আমার মতে, আজ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম হইল ঐ জামাত, যাহারা জমিনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে,—এই কথা বলিবার সময় তিনি হাত দ্বারা জমিনের দিকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। তাহাদের পেট লোকদের মাল হইতে একেবারে খালি হয়,আর তাহাদের কোমর লোকদের রক্তের বোঝা হইতে হালকা হয়।

হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

শাম্র ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে আনন্দিত হইবে যে, তুমি সর্বাপেক্ষা বড় কোন বদকার লোককে হত্যা কর? সে বলিল, হাঁ, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, (তাহাকে হত্যা করিয়া) তুমি তাহার অপেক্ষা বড় বদকারে পরিণত হইবে।

মুসলমানের প্রাণ বিনষ্ট করা হইতে বাঁচিয়া থাকা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে বলিলেন,তোমরা যখন কোন শহর অবরোধ কর তখন কি কর? আমি বলিলাম, আমরা একজনকে মজবুত চামড়ার ঢাল দিয়া শহরের দিকে প্রেরণ করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা যদি শহরের লোকেরা তাহার উপর পাথর নিক্ষেপ করে তবে তাহার কি অবস্থা

হইবে? আমি বলিলাম, সে নিহত হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এরূপ করিও না, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমার ইহাতে একটুও আনন্দ হইবে না যে, তোমরা একজন মুসলমানের প্রাণ নষ্ট করিয়া এমন কোন শহর জয় কর, যাহাতে চার হাজার যোদ্ধা রহিয়াছে।

মুসলমানকে কাফেরদের হাত হইতে মুক্ত করা

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি একজন মুসলমানকে কাফেরদের হাত হইতে মুক্ত করি, ইহা আমার নিকট সমগ্র আরব উপদ্বীপ (জয় করা) অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

মুসলমানকে ভীত সন্ত্রস্ত করা

হযরত আবুল হাসান (রাঃ) বাইআতে আকাবা ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি উঠিয়া চলিয়া গেল এবং সে তাহার জুতার কথা ভুলিয়া গেল। অপর এক ব্যক্তি সেই জুতা লইয়া নিজের নীচে রাখিয়া দিল। সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার জুতা কোথায়? লোকেরা বলিল, আমরা তো দেখি নাই। (সে কিছুক্ষণ পেরেশান হইয়া নিজের জুতা তালাশ করিতে থাকিল।) তারপর যে ব্যক্তি তাহার জুতা লুকাইয়াছিল সে বলিল, এই যে জুতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মুমিনকে অস্থির করার কি জবাব দিবে? উক্ত ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঠাট্টা করিয়াছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার বা তিনবার একই কথা বলিলেন, মুমিনকে অস্থির করার কি উত্তর দিবে?

হযরত আমের ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ঠাট্টা করিয়া অপর এক ব্যক্তির জুতা লুকাইয়া ফেলিল। কেহ এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ

—৩২

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কোন মুসলমানকে পেরেশান করা অনেক বড় জুলুম।

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফরে চলিতেছিলাম। সওয়ারীর উপর এক ব্যক্তির তন্দ্রা আসিল। অপর এক ব্যক্তি তাহার তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া লইল। ইহাতে সে চমকিয়া উঠিল এবং ভয় পাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কাহারো জন্য হালাল নয় যে, সে কোন মুসলমানকে ভীতসন্ত্রস্ত করে।

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা (রাঃ) এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, একবার সাহাবা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির ঘুম আসিলে অপর এক ব্যক্তি যাইয়া তাহার রশি লইয়া লইল এবং উহাকে লুকাইয়া রাখিল। সেই ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার পর রশি না পাইয়া পেরেশান হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে পারিয়া বলিলেন, কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে কোন মুসলমানকে পেরেশান করে।

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িল। তাহার একটি রশি ছিল যাহা কেহ লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাইলেন তখন গ্রাম্য লোকটি বলিল, আমার রশি কোথায় গেল? ইহা শুনিয়া কিছু লোক হাসিয়া উঠিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন কোন মুসলমানকে কখনও পেরেশান না করে।

মুসলমানকে হালকা ও তুচ্ছ জ্ঞান করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত উসামা (রাঃ) হোঁচট খাইয়া দরজার চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেলে তাহার কপালে আঘাত লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা, তাহার রক্ত পরিস্কার করিয়া দাও। আমার ইহাতে ঘৃণা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আঘাতের স্থান হইতে রক্ত চুষিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, উসামা যদি মেয়ে হইত তবে আমি তাহাকে কাপড় পরাইতাম, অলংকার পরাইতাম এবং তাহাকে বিবাহ দিতাম।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, হযরত উসামা (রাঃ) যখন প্রথম মদীনায় আসিলেন তখন তাহার বসন্ত হইল। তিনি তখন এত ছোট ছিলেন যে, তাহার নাকের শ্লেষ্মা তাহার মুখের উপর গড়াইয়া পড়িত। হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ইহাতে ঘৃণা হইত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিলেন এবং হযরত উসামা (রাঃ)এর মুখ ধুইয়া দিতে লাগিলেন এবং তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ব্যবহার দেখার পর আমি কখনও তাহাকে নিজের নিকট হইতে দূরে রাখিব না।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা (রাঃ)এর অপেক্ষায় আরাফাত হইতে (মুযদালিফায়) রওয়ানা হইতে দেরী করিলেন। তারপর যখন হযরত উসামা (রাঃ) আসিলেন তখন লোকেরা দেখিল, নাক চেপ্টা কালো বর্ণের এক বালক। ইহা দেখিয়া ইয়ামানের লোকেরা বলিল, এই বালকের জন্য আমাদেরকে এতক্ষণ অপেক্ষা করানো হইয়াছে? হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, এই (কথার) কারণেই ইয়ামানের লোকেরা (পরবর্তীতে) কুফুরীতে পতিত হইয়াছে। বর্ণনাকারী ইবনে সা'দ বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনে হারুনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত ওরওয়া (রাঃ) যে বলিয়াছেন, 'এই

কারণেই ইয়ামানের লোকেরা কুফরীতে লিপ্ত হইয়াছে' ইহার কি অর্থ? তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কাজকে সাধারণ ও তুচ্ছ মনে করার শাস্তি হিসাবেই ইয়ামানের লোকেরা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে মোরতাদ হইয়া গিয়াছিল।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত উসামা (রাঃ)কে সাধারণ ও তুচ্ছ মনে করার কারণেই ইয়ামানের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কাফের হইয়া গিয়াছিল।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর নিকট কিছু লোক আসিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা আরব ছিল তিনি তাহাদেরকে দিলেন, আর যাহারা অনারব গোলাম ছিল তাহাদেরকে দিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) (ইহা জানিতে পারিয়া) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে লিখিলেন, তুমি তাহাদের সকলকে সমান সমান কেন দিলে না? মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে তাহার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করে।

মুসলমানকে রাগান্বিত করা

হযরত আয়েয ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (কাফের থাকাকালীন) হযরত সালমান (রাঃ) ও হযরত সোহাইব (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। ইহারা সাহাবা (রাঃ)এর এক জামাতের সহিত বসিয়াছিলেন। তাহারা বলিলেন, আল্লাহর দুশমনের গর্দানে আল্লাহর তলোয়ারগুলি এখনও স্থান করিয়া লইল না? (অর্থাৎ এখনও আবু সুফিয়ানকে কতল করা হইল না?) হযরত আবু বকর (রাঃ) এই কথা শুনিয়া তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা কোরাইশের মুরুব্বী ও তাহাদের সর্দারের ব্যাপারে এই মন্তব্য করিতেছ? অতঃপর তিনি নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া এই কথা জানাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর! মনে হয় এই কথার দ্বারা তুমি তাহাদেরকে রাগান্বিত করিয়াছ। যদি তুমি তাহাদেরকে রাগান্বিত করিয়া থাক তবে তুমি তোমার রবকে রাগান্বিত করিয়াছ। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদেরকে রাগান্বিত করিয়াছি? তাহারা বলিলেন, না, হে ভাই! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।

হযরত সোহাইব (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে বসিয়াছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের এক কয়েদীকে লইয়া আমার নিকট দিয়া গেলেন। তিনি সেই কয়েদীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে নিরাপত্তা লইতে চাহিতেছিলেন। আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলাম, আপনার সহিত এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, আমার এক মুশরিক কয়েদী। আমি তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে নিরাপত্তা লইতে চাহিতেছি। আমি বলিলাম, এই ব্যক্তির গর্দানে তো তলোয়ারের জন্য ভাল জায়গা ছিল। এই কথায় হযরত আবু বকর (রাঃ) রাগান্বিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার, তুমি অনেক রাগান্বিত দেখিতেছি? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার এই কয়েদীকে লইয়া হযরত সোহাইব (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তির গর্দানে তো তলোয়ারের জন্য ভাল জায়গা ছিল। (তাহার এই কথায় আমার রাগ হইয়াছে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনে হয় তুমি তাহাকে কষ্ট দিয়াছ? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, কোন কষ্ট দেই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি তাহাকে কষ্ট দিয়া থাক তবে তুমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে কষ্ট দিয়াছ।

মুসলমানের উপর লা'নত করা

শরাব পানকারীকে লা'নত না করা

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবদুল্লাহ্ নামী এক ব্যক্তি ছিল, তাহার উপাধি ছিল হেমার। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শরাব পান করার কারণে চাবুকও মারিয়াছিলেন। একবার (শরাব পান করার কারণে) তাহাকে (ধরিয়া) আনা হইলে তিনি তাহাকে চাবুক মারার হুকুম দিলেন। তাহাকে চাবুক মারা হইলে এক ব্যক্তি বলিল, আয় আল্লাহ, তাহার উপর আপনার লা'নত হউক। তাহাকে (শরাব পান করার অপরাধে) কতবার আনা হইতেছে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে লা'নত দিও না, আল্লাহর কসম, আমার জানা মতে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তির উপাধি হেমার ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘি ও মধু হাদিয়া দিত। যখন ঘি ও মধুওয়ালা তাহার নিকট মূল্য চাহিতে আসিত তখন সে তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিত এবং আরজ করিত, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহাকে তাহার জিনিসের দাম দিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া শুধু মুচকি হাসিতেন, আর কিছুই বলিতেন না। তারপর তাঁহার আদেশে তাঁহাকে মূল্য দিয়া দেওয়া হইত। একদিন তাহাকে শরাব পান করার অপরাধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইলে এক ব্যক্তি বলিল,—বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ)এর হাদীস

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে নো'মান (রাঃ)কে (শরাব পান করার অপরাধে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইলে তিনি তাহাকে চাবুক লাগাইলেন। এইভাবে চার পাঁচবার (তাহাকে শরাব পান করার অপরাধে চাবুক লাগানো) হইল। অবশেষে এক ব্যক্তি বলিল, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তির উপর আপনার লা'নত হউক, সে কতবার শরাব পান করিল, আর কতবার তাহাকে চাবুক লাগানো হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে লা'নত দিও না, কেননা সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন শরাবপানকারীকে আনা হইলে তাঁহার আদেশে সাহাবা (রাঃ) লোকটিকে মারিলেন। কেহ নিজের জুতা দিয়া মারিলেন, কেহ হাত দিয়া, কেহ কাপড় (কে রশির ন্যায় পাকাইয়া উহা) দ্বারা মারিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাস, এখন থাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে সাহাবা (রাঃ) তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, তুমি এমন খারাপ কাজ কর, আল্লাহর রাসূলকে তুমি লজ্জা কর না? তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যখন সে পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল তখন লোকেরা তাহাকে বদদোয়া দিতে লাগিল এবং তাহাকে মন্দ বলিতে লাগিল। কেহ এমনও বলিয়া বসিল, আয় আল্লাহ, তাহাকে অপদস্ত করুন, আয় আল্লাহ তাহার উপর আপনার লা'নত হউক। নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এরূপ বলিও না,

এবং আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হইও না, বরং দোয়া কর, আয় আল্লাহ, তাহাকে মাফ করিয়া দিন। আয় আল্লাহ্, তাহাকে হেদায়াত দান করুন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তোমরা এরূপ বলিও না, শয়তানকে সাহায্য করিও না, বরং এরূপ বল, আল্লাহ্ তায়লা তোমার উপর রহম করুন।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ)এর হাদীস

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমরা যখন দেখি, কেহ তাহার অপর ভাইকে লা'নত করিতেছে তখন আমরা মনে করি যে, সে কবীরা গুনাহের দরজাসমূহ হইতে কোন এক দরজায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ সে কবীরা গুনাহ করিয়াছে বলিয়া মনে করি।)

মুসলমানকে গালি দেওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বসিল এবং আরজ করিল, আমার কয়েকজন গোলাম আছে। তাহারা আমার সহিত মিথ্যা কথা বলে, আমার সহিত খেয়ানত করে এবং আমার কথা অমান্য করে। আর আমি তাহাদেরকে গালি দেই, তাহাদেরকে মারধর করি। তাহাদের সহিত আমার এই আচরণকে কেমন মনে করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন কেয়ামতের দিন কায়েম হইবে তখন তাহারা তোমার সহিত যে পরিমাণ খেয়ানত করিয়াছে, অমান্য করিয়াছে ও মিথ্যা কথা বলিয়াছে উহা হিসাব করা হইবে এবং তুমি তাহাদেরকে যে পরিমাণ শাস্তি দিয়াছ উহাও হিসাব করা হইবে। অতঃপর যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অন্যায়ের সমপরিমাণ হয় তবে তো অন্যায় ও শাস্তি সমান সমান হইয়া গেল। তুমি না পুরস্কার পাইবে আর না শাস্তি। আর যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা কম হয় তবে

তুমি তাহাদের উপর সম্মান লাভ করিবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা বেশী হয় তবে অতিরিক্ত শাস্তির জন্য তোমার নিকট হইতে বদলা লওয়া হইবে। এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি এক পার্শ্বে যাইয়া জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ পড় নাই?

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَ كَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ .

অর্থ ঃ 'আর আমি কেয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা কায়েম করিব (এবং আমল ওজন করিব) এবং কাহারো প্রতি আদৌ জুলুম করা হইবে না। আর যদি আমল রাই দানা পরিমিতও হয় তবে উহা উপস্থিত করিব। আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট।'

উক্ত ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিজের ও এই সমস্ত গোলামদের জন্য উত্তম ইহাই দেখিতেছি যে, আমি তাহাদের হইতে পৃথক হইয়া যাই। অতএব আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, এই গোলামগণ সকলেই মুক্ত।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে গালমন্দ করিতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসিয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চুপ করিয়া থাকা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খুবই ভাল লাগিতেছিল এবং তিনি মুচকি হাসিতেছিলেন। উক্ত ব্যক্তি যখন অনেক বেশী গালমন্দ করিতে লাগিল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার কোন কথার উত্তর দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া রওয়ানা দিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)ও পিছনে পিছনে আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে গালমন্দ করিতেছিল, আর আপনি বসিয়াছিলেন। যখন আমি তাহার কোন কথার উত্তর দিলাম তখন আপনি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং উঠিয়া আসিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রথমে তোমার সহিত একজন ফেরেশতা ছিলেন যিনি তোমার পক্ষ হইতে জবাব দিতেছিলেন। যখন তুমি তাহার কোন কথার জবাব দিলে তখন মাঝখানে শয়তান আসিয়া পড়িল। (এবং ফেরেশতা চলিয়া গেলেন।) আর আমি শয়তানের সহিত বসিতে পারি না। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আবু বকর! তিনটি বিষয় অকাট্য সত্য। যে কোন বান্দার উপর জুলুম করা হয় আর সে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সেই জুলুম (এর প্রতিশোধ লওয়া) হইতে এড়াইয়া যায় অর্থাৎ বিরত থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জোরদার সাহায্য করিবেন। আর যে ব্যক্তি জোড়মিল স্থাপনের উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেওয়ার দরজা খুলিবে, আল্লাহ তায়ালা অতিমাত্রায় তাহার মাল বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চাওয়ার দরজা খুলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার মাল কমাইয়া দিবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নিজ ছেলের জিহ্বা কাটার মানত করা

বাহি' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত মেকদাদ (রাঃ)কে মন্দ কথা বলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি আবদুল্লাহর জিহ্বা না কাটিয়া ফেলি তবে আমার উপর মানত ওয়াজিব হইবে। লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সুপারিশ করিল এবং মাফ করিয়া দেওয়ার অনুরোধ জানাইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে তাহার জিহ্বা কাটিতে দাও যাহাতে সে আগামীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীকে গালি দিতে না পারে।

বাহি' (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর মধ্যে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত মেকদাদ (রাঃ)কে গালি দিলেন। মেকদাদ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর বিরুদ্ধে তাহার পিতা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট নালিশ জানাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) মানত করিলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর জিহ্বা অবশ্যই কাটিয়া দিবেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) যখন আপন পিতার পক্ষ হইতে আশংকা বোধ করিলেন তখন কিছু লোককে সুপারিশের জন্য আপন পিতার নিকট পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহাদের কথা শুনিয়া) বলিলেন, আমাকে তাহার জিহ্বা কাটিতে দাও, যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য এমন একটি আইন হইয়া যায়, যাহা আমার পরও বহাল থাকে যে, যে কোন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীকে গালি দিতে দেখা যায়, অবশ্যই যেন তাহার জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হয়।

মুসলমানের দোষ বর্ণনা করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে অপর এক ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি এখান হইতে উঠিয়া যাও, তোমার কলেমায়ে শাহাদাতের কোন মূল্য নাই। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আগামীতে আর এরূপ করিব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কোরআনের সহিত ঠাট্টা করিতেছ? যে ব্যক্তি কোরআনের হারামকৃত জিনিসকে হালাল মনে করে সে কোরআনের উপর ঈমান আনয়ন করে নাই। (কোরআনে মুসলমানের দোষচর্চাকে হারাম করা হইয়াছে, আর তুমি উহাকে হালাল মনে করিতেছ।)

হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত সা'দ (রাঃ)এর ঘটনা

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত সা'দ (রাঃ)এর মধ্যে কিছু কথা বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট বসিয়া এক ব্যক্তি হযরত খালেদ (রাঃ)এর দোষ বর্ণনা করিতে লাগিল। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, চুপ থাক, আমাদের মধ্যে যাহা ঘটে তাহা আমাদের দ্বীন পর্যন্ত পৌঁছে না। (অর্থাৎ পরস্পর মনমালিন্যতার কারণে, আমরা অন্যের দোষচর্চা করিয়া দ্বীনের ক্ষতি করি, এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে না।)

মুসলমানের গীবত করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত (মায়েয ইবনে মালেক) আসলামী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তিনি চারবার এই কথার স্বীকারুক্তি করিলেন যে, তিনি একজন মহিলার সহিত হারাম কাজ করিয়াছেন। প্রতিবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন। সামনে এই হাদীসের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাহাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হইল। তারপর তিনি তাহার দুইজন সাহাবীকে পরস্পর বলাবলি করিতে শুনিলেন, এই ব্যক্তিকে দেখ, আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহের উপর পর্দা দিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়িল না, যে কারণে তাহাকে কুকুরের ন্যায় পাথর নিক্ষেপ করা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছু দূর চলার পর তিনি একটি মরা গাধার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। গাধাটি মরিয়া ফুলিয়া যাওয়ার দরুন উহার পা উপরের দিকে ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অমুক অমুক

কোথায়? তাহারা উভয়ে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দুইজন এই যে। তিনি বলিলেন, তোমরা নীচে নামিয়া আস এবং এই মরা গাধার গোশত খাও। তাহারা আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন, ইহার গোশত কে খাইতে পারে? তিনি বলিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমরা যে তোমাদের ভাইয়ের নিন্দা করিয়াছ, উহা এই মরা খাওয়া অপেক্ষা অধিক কঠিন। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সে তো এখন জান্নাতের নহরে ডুব দিতেছে।

ইবনে মুনকাদির (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করিলেন। তাহার সম্পর্কে একজন মুসলমান বলিল, এই মহিলার সমস্ত নেক আমল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং এই পাথর নিক্ষেপ তাহার সমস্ত গুনাহকে মিটাইয়া দিয়াছে, আর তুমি যে (তাহার গীবত করিয়া খারাপ) আমল করিয়াছ, উহার হিসাব তোমার নিকট হইতে লওয়া হইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর পক্ষ হইতে আপনার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তিনি এমন এমন, অর্থাৎ খাটো। তিনি বলিলেন, তুমি এমন কথা বলিয়াছ, যদি উহা সমুদ্রের পানির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় তবে সমুদ্রের পানিকেও নষ্ট করিয়া দিবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির অনুকরণ করিয়া দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তুমি আমার সামনে কাহারো অনুকরণ করিয়া দেখাও, আর ইহার পরিবর্তে আমি এত এত মাল লাভ করি।

হযরত যায়নাব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রাঃ)এর উট অসুস্থ হইয়া গেল। হযরত যায়নাব (রাঃ)এর নিকট অতিরিক্ত উট ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি সাফিয়্যাহকে একটি উট দিয়া দাও। হযরত যায়নাব (রাঃ) বলিলেন, আমি এই ইহুদিনীকে উট দিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং জিলহজ্জ মুহাররম ও সফর মাসের কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত যায়নাব (রাঃ)কে ছাড়িয়া রাখিলেন (অর্থাৎ তাহার নিকট যাইতেন না।) শেষ পর্যন্ত হযরত যায়নাব (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। আমি একজন মহিলা সম্পর্কে বলিলাম, সে তো লম্বা আঁচলধারিণী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুখের ভিতরে যাহা আছে বাহিরে ফেল, মুখের ভিতরে যাহা আছে বাহিরে ফেল। আমি থুথু ফেলিলে মুখ হইতে গোশতের একটি টুকরা বাহির হইল। (তারগীব)

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁহার বিবিগণ তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন। হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর কসম, আমার আরজু এই যে, আপনার যে রোগ তাহা (আপনার পরিবর্তে) আমার হউক। অন্যান্য বিবিগণ (তাহার এই কথাকে অতিরঞ্জিত মনে করিয়া) চোখ টিপাটিপি করিলেন, যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা সকলে কুলি কর। বিবিগণ বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, কি কারণে কুলি করিব? তিনি বলিলেন, তোমরা এইমাত্র যে তোমাদের সতীন (সাফিয়্যা)এর ব্যাপারে একে অপরকে চোখ টিপিয়া

ইশারা করিয়াছ, এই কারণে কুলি কর। (কেননা তোমরা মৃতের গোশত খাইয়াছ।) আল্লাহর কসম, সে তাহার কথায় সম্পূর্ণ সত্যবাদিনী।

সাহাবাদের গীবতের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল (এবং চলিয়া গেল)। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি কত অক্ষম অথবা বলিলেন, এই ব্যক্তি কত দুর্বল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আপন সঙ্গীর গীবত করিয়াছ এবং তাহার গোশত খাইয়াছ।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। লোকেরা তাহার দাঁড়ানোর মধ্যে দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, অমুক কত দুর্বল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করিয়া তাহার গোশত খাইয়াছ। (তারগীব)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাহার মধ্যে যে দোষ রহিয়াছে তাহাই বলিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (সে জন্যই ইহা গীবত হইয়াছে) তোমরা যদি এমন কথা বলো যাহা তাহার মধ্যে নাই তবে তো তোমরা অপবাদ দানকারী সাব্যস্ত হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিল, সে তো এমন যে, কেহ তাহার জন্য খানা রান্না করিয়া দিলে সে খায়, কেহ তাহার সওয়ারীর উপর হাওদা

বাঁধিয়া দিলে সে আরোহণ করে (অর্থাৎ অত্যন্ত অলস প্রকৃতির লোক)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহার গীবত করিতেছ। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাহাই বলিয়াছি যাহা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গীবত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা কর, যাহা তাহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠিয়া চলিয়া গেল। তাহার যাওয়ার পর অপর এক ব্যক্তি তাহার দোষ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তওবা কর। সে বলিল, কোন্ বিষয় হইতে তওবা করিব? তিনি বলিলেন, (গীবত করিয়া) তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত খাইয়াছ।

হাইসামী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খিলাল কর। সে ব্যক্তি বলিল, আমি কেন খিলাল করিব? আমি তো গোশত খাই নাই।

দুই যুবতী মেয়ের রোযা রাখিয়া গীবত করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন লোকদের রোযা রাখার হুকুম দিলেন এবং বলিলেন, আমার অনুমতি ব্যতীত কেহ রোযা খুলিবে না। সমস্ত লোক রোযা রাখিল এবং সন্ধ্যার সময় লোকজন আসিয়া রোযা খোলার অনুমতি চাহিতে লাগিল। একজন আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আজ সারাদিন রোযা রাখিয়াছি, আপনি এখন আমাকে রোযা খুলিবার অনুমতি দিন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পরিবারের দুই যুবতী মেয়ে আজ সারাদিন রোযা রাখিয়াছে। তাহারা আপনার নিকট (অনুমতির জন্য) নিজে আসিতে

লজ্জাবোধ করিতেছে। আপনি তাহাদেরকেও অনুমতি প্রদান করুন। যাহাতে তাহারাও রোযা খুলিতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সে পুনরায় সামনে আসিয়া উক্ত কথা পেশ করিলে তিনি আবারো মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সে (তৃতীয় বার) পুনরায় একই কথা পেশ করিলে তিনি এইবারও মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সে পুনরায় (চতুর্থ বার) পেশ করিলে, আবারও তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, তাহারা দুইজন রোযা রাখে নাই। আর সেই ব্যক্তির রোযা কিভাবে হইতে পারে, যে সারাদিন লোকদের গোশত খাইতে থাকে? যাও, তাহাদেরকে বল, যদি তাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তবে যেন বমি করে। উক্ত ব্যক্তি যাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত কথা তাহাদেরকে জানাইলে তাহারা উভয়ে বমি করিল। তাহাদের প্রত্যেকের বমিতে জমাট রক্তের টুকরা বাহির হইল। সেই ব্যক্তি আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইল। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি রক্তের এই টুকরা তাহাদের পেটের ভিতর থাকিয়া যাইত তবে তাহাদেরকে আগুনে খাইত।

ইমাম আহ্মাদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে এইভাবে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দুইজনের একজনকে বলিলেন, বমি কর। সে বমি করিলে উহাতে পুঁজ, রক্ত, রক্তমিশ্রিত পুঁজ ও গোশত বাহির হইল এবং উহাতে অর্ধেক পেয়ালা ভরিয়া গেল। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জনকে বলিলেন, বমি কর। সেও বমি করিলে উহাতে পুঁজ, রক্ত, রক্তমিশ্রিত পুঁজ ও তাজা গোশত বাহির হইল। এবং উহাতে সম্পূর্ণ পেয়ালা ভরিয়া গেল। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা উভয়ে আল্লাহ তায়ালার হালাল করা জিনিস দ্বারা রোযা রাখিয়াছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হারাম করা জিনিস দ্বারা রোযা ভাঙ্গিয়াছে। উভয়ে একে অপরের নিকট বসিয়া লোকদের গোশত খাইতে লাগিয়া গিয়াছে। (তারগীব)

—৩৩

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর খাদেমের ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আরবের লোকেরা সফরে একে অপরের খেদমত করিত। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে একজন লোক থাকিত, যে তাহাদের উভয়ের খেদমত করিত। একবার তাহারা উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। (তাহাদের খাদেমের দায়িত্বে খানা তৈয়ার করা ছিল, সেও ঘুমাইয়া পড়িল) যখন তাহারা ঘুম হইতে উঠিলেন তখন দেখিলেন, সে তাহাদের জন্য খানা তৈয়ার করে নাই। তাহারা উভয়ে বলিলেন, এই ব্যক্তি তো অত্যন্ত ঘুমকাতুরে। তারপর তাহারা তাহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও, এবং তাঁহাকে বল, আবু বকর ও ওমর আপনাকে সালাম আরজ করিতেছে এবং আপনার নিকট সালন চাহিতেছে। (সে যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলে) তিনি বলিলেন, তাহারা তো সালন দ্বারা রুটি খাইয়াছে। সে ফিরিয়া যাইয়া তাহাদেরকে এই কথা জানাইলে) তাহারা উভয়ে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন্ সালন দ্বারা রুটি খাইয়াছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের ভাইয়ের গোশত দ্বারা। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি তোমাদের উভয়ের সামনের দাঁতে তাহার গোশত দেখিতে পাইতেছি। তাহারা উভয়ে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে বল, সে তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

মুসলমানের গোপন দোষ তালাশ করা

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) এক রাত্রে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত মদীনায় পাহারা দিলেন। তাহারা উভয়ে হাঁটিতেছিলেন, এমন সময় একটি ঘরে আলো দেখিতে পাইলেন। তাহারা সেই ঘরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। যখন ঘরের নিকটে পৌঁছিলেন তখন দেখিলেন, ঘরের দরজা ভেজানো রহিয়াছে এবং ভিতরে লোকেরা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিতেছে এবং শোরগোল করিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি জান কি, ইহা কাহার ঘর? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহা রাবীআহ ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফের (রাঃ)এর ঘর। ইহারা সকলে এখন শরাব পান করিতেছে। তোমার কি রায়? (আমাদের কি করা উচিত?) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আমার মনে হয়, আমরা এমন কাজ করিয়াছি যাহা করিতে আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَجَسَّسُوْا

অর্থ ঃ আর (কাহারো দোষ) অনুসন্ধান করিও না।

আর আমরা এই ঘরের লোকদের দোষ অনুসন্ধানে লাগিয়া গিয়াছি। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) ঘরের লোকদেরকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর একটি ঘটনা

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)নিজের এক সঙ্গীকে কয়েকদিন যাবৎ দেখিতে না পাইয়া হযরত ইবনে আওফ

(রাঃ)কে বলিলেন, আস, অমুকের বাড়ী যাইয়া দেখি, সে কি করিতেছে? সুতরাং তাহারা উভয়ে তাহার বাড়ী গেলেন এবং দেখিলেন, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে, আর সে বসিয়া আছে, এবং তাহার স্ত্রী পাত্রে ঢালিয়া ঢালিয়া তাহাকে দিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)কে বলিলেন, এই কাজই তাহাকে আমাদের নিকট আসা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

হযরত ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি কিভাবে জানিলেন, পাত্রে কি রহিয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি এই আশংকা করিতেছ যে, আমরা দোষ অনুসন্ধানের কাজ করিতেছি? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে ইহা দোষ অনুসন্ধানের কাজ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা হইলে এই গুনাহ্ হইতে তওবার উপায় কি? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি তাহার যে দোষ জানিতে পারিয়াছেন তাহাকে উহা জানাইবেন না এবং তাহার ব্যাপারে আপনার অন্তরে যেন ভাল ধারণাই থাকে। অতঃপর তাহারা উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। (কান্‌য)

তাউস (রহঃ) বলেন, কতিপয় মুসাফির মদীনার একপ্রান্তে আসিয়া অবস্থান করিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এক রাত্রে তাহাদের পাহারাদারি করার জন্য গেলেন। যখন রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইল তখন হযরত ওমর (রাঃ) এক ঘরের নিকট দিয়া গেলেন। উক্ত ঘরে কিছু লোক বসিয়া কিছু পান করিতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) আওয়াজ দিয়া বলিলেন, আল্লাহর নাফরমানি হইতেছে? আল্লাহর নাফরমানি হইতেছে? তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, জ্বি হাঁ, আল্লাহর নাফরমানি হইতেছে কি? আল্লাহর নাফরমানি হইতেছে কি? কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে এরূপ করিতে (অর্থাৎ ঘরের ভিতরের অবস্থা অনুসন্ধান করিতে) নিষেধ করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা শুনিয়া তাহাদেরকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর দেয়াল টপকাইয়া ঘরে প্রবেশ করা

সাওর কিন্দি (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) পাহারার উদ্দেশ্যে রাত্রে মদীনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এক রাত্রে তিনি এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনিলেন, সে ঘরের ভিতর গান গাহিতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে তাহার নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমন, তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তুমি আল্লাহর নাফরমানি করিতে থাকিবে আর আল্লাহ তায়ালা উহাকে ঢাকিয়া রাখিবেন? সে ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবেন না, আমি যদি আল্লাহর একটি নাফরমানি করিয়া থাকি তবে আপনি তো আল্লাহর তিনটি নাফরমানি করিয়াছেন। প্রথম এই যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, وَلَا تَجَسَّسُوْا অর্থাৎ তোমরা (দোষ) অনুসন্ধান করিও না, অথচ আপনি অনুসন্ধান করিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

অর্থাৎ 'আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর উহার দরজা দিয়া।'

অথচ আপনি দেয়াল টপকাইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। আর আপনি বিনা অনুমতিতে আমার নিকট প্রবেশ করিয়াছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا.

অর্থ ঃ 'তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না, যে পর্যন্ত না (তাহাদের হইতে) অনুমতি গ্রহণ কর এবং (অনুমতি গ্রহণের পূর্বে) উহার বাসিন্দাগণকে সালাম কর।'

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দেই

তবে কি তুমি নিজেকে ভাল কাজে লাগাইবার ইচ্ছা রাখ? সে বলিল, হ্যাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং তাহাকে ঘরে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির ঘটনা

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বাহির হইলেন। তাহার সহিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা এক জায়গায় আলো দেখিতে পাইয়া সেইদিকে চলিলেন এবং একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন অর্ধরাত্র ছিল। ঘরের ভিতর চেরাগ জ্বলিতেছে, আর এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে শরাবের পাত্র রাখা আছে এবং একজন গায়িকা বাঁদী গান গাহিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বৃদ্ধ লোকটির নিকট পৌঁছা পর্যন্ত সে মোটেও টের পাইল না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান এক বৃদ্ধের জন্য আজ রাতের ন্যায় এরূপ খারাপ দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। বৃদ্ধ লোকটি মাথা উঠাইয়া বলিল, ঠিক বলিয়াছেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা ইহা অপেক্ষা বেশী খারাপ। আপনি ঘরে ঢুকিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা (দোষ) অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আপনি বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ।

হযরত ওমর (রাঃ) দাঁতে কাপড় কামড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, 'ওমরের মা তাহাকে হারাক, যদি ওমরকে তাহার রব মাফ না করেন, বৃদ্ধটি মনে করিতেছিল যে, সে তাহার পরিবার হইতে গোপনে এই কাজ করিতেছে, আর এখন তো ওমর আমাকে এই কাজ করিতে দেখিয়া ফেলিয়াছে, অতএব এখন সে নির্দ্বিধায় এই কাজ করিতে থাকিবে।' বৃদ্ধ লোকটি অনেকদিন পর্যন্ত হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে আসা ছাড়িয়া দিল। একদিন হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়াছিলেন। এমন সময় বৃদ্ধ লোকটি লুকাইয়া আসিয়া

অন্যান্য লোকদের পিছনে বসিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বৃদ্ধ লোকটিকে আমার নিকট লইয়া আস। এক ব্যক্তি যাইয়া বলিল, যাও, আমীরুল মুমিনীন তোমাকে ডাকিতেছেন। বৃদ্ধ লোকটি দাঁড়াইল এবং তাহার ধারণা ছিল, হযরত ওমর (রাঃ) সেই রাত্রে যাহা দেখিয়াছেন আজ উহার জন্য শাস্তি দিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকটে আস। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে নিকটে আনিতে আনিতে একেবারে নিজের পাশে বসাইলেন। তারপর বলিলেন, তোমার কান আমার নিকটে আন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহার কানের সহিত মুখ লাগাইয়া বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, আমি সেই রাত্রে তোমাকে যাহা করিতে দেখিয়াছি তাহা কাহাকেও বলি নাই, এমনকি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেই রাত্রে আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি তাহাকেও বলি নাই।

বৃদ্ধ লোকটি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কানটা একটু আমার নিকটে আনুন। তারপর সে হযরত ওমর (রাঃ)এর কানের সহিত মুখ লাগাইয়া বলিল, সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, আমিও সেই কাজ দ্বিতীয়বার আর করি নাই। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিতে লাগিলেন। লোকেরা বুঝিতে পারিল না, হযরত ওমর (রাঃ) কি কারণে 'আল্লাহু আকবার' বলিতেছেন। (কান্‌য)

আবু মেহজান ছাকাফী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু কেলাবা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে কেহ জানাইল যে, হযরত আবু মেহজান ছাকাফী (রাঃ) আপন ঘরে নিজ সঙ্গীদেরকে লইয়া শরাব পান করেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে গেলেন

এবং হযরত আবু মেহজান (রাঃ)এর ঘরে তাহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন। সেখানে তাহার নিকট শুধু এক ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এইভাবে (বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান) করা আপনার জন্য জায়েয নাই। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অনুসন্ধান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি কি বলিতেছে? হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আরকাম (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, সে ঠিক বলিতেছে। এইভাবে আপনার ভিতরে প্রবেশ করা অনুসন্ধানের কাজ। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ছাড়িয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

মুসলমানের দোষ গোপন করা

শা'বী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আরজ করিল, আমার এক মেয়ে আছে যাহাকে আমি (ইসলামের পূর্বে) জাহিলিয়াতের যুগে একবার জীবন্ত দাফন করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু মারা যাওয়ার আগেই আবার তাহাকে বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। তারপর সে আমাদের সহিত ইসলামের যুগ পাইয়াছে এবং মুসলমান হইয়াছে। তারপর তাহার দ্বারা এমন গুনাহ সংঘটিত হইয়াছে, যাহার কারণে শরীয়তের শাস্তিযোগ্য হয়। এই কারণে সে বড় একটি ছুরি দ্বারা নিজেকে জবাই করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমরা সময় মত তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। তবে গলার কয়েকটি রগ কাটিয়া গিয়াছিল। আমরা তাহার চিকিৎসা করিয়াছি, যাহাতে সে সুস্থ হইয়া গিয়াছে। তারপর সে তওবা করিয়াছে এবং তাহার দ্বীনী অবস্থাও ভাল হইয়াছে। এখন এক কাওমের লোকেরা তাহার জন্য বিবাহের পয়গাম দিতেছে। আমি কি তাহাদেরকে তাহার পূর্বের বিষয়গুলি জানাইয়া দিব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তো তাহার দোষ গোপন করিয়াছেন, আর তোমরা তাহা প্রকাশ করিতে চাহিতেছ? আল্লাহর

কসম, যদি তুমি সেই মেয়ের কোন দোষ কাহারো নিকট বল তবে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিব, যাহাতে সমস্ত শহরবাসীদের জন্য শিক্ষার বিষয় হয়। বরং এমনভাবে তাহাকে বিবাহ দিবে যেমন একজন চরিত্রবান মুসলমান মেয়ের বিবাহ হইয়া থাকে।

শা'বী (রহঃ) বলেন, এক মেয়ের দ্বারা গুনাহের কাজ হইয়া গিয়াছে এবং শরীয়ত অনুযায়ী উহার শাস্তিও সে পাইয়াছে। তারপর তাহার কাওমের লোকেরা হিজরত করিয়া (মদীনায়) আসিয়াছে এবং সেই মেয়ে তওবা করিয়াছে ও তাহার দ্বীনী অবস্থাও ভাল হইয়া গিয়াছে। উক্ত মেয়ের চাচার নিকট তাহার জন্য বিবাহের পয়গাম আসিলে চাচা বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কি করিবে? তাহার সেই গুনাহের কথা না বলিয়া বিবাহ দিয়া দেয়, ইহাও ঠিক মনে হইতেছিল না। (কারণ ইহা আমানতদারীর বিপরীত) আবার বলিয়া দিলে তাহার দোষ প্রকাশ হইয়া যায়। অতএব চাচা তাহার বিষয়টি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, (তাহার দোষের কথা কখনও বলিবে না, বরং) তাহাকে এমনভাবে বিবাহ দাও, যেমন তোমরা নিজেদের নেক ও ভাল মেয়েদেরকে বিবাহ দিয়া থাক।

একটি শিশু ও চারজন মহিলার ঘটনা

শা'বী (রহঃ) বলেন, একজন মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীন! আমি একটি শিশু ও উহার সহিত মিসরীয় সাদা কাপড়ের টুকরার ভিতর একশত দীনার পাইয়াছি। আমি উভয়টিকে উঠাইয়া (ঘরে লইয়া) আসিয়াছি। শিশুটির জন্য মজুরীর বিনিময়ে একজন ধাত্রীর ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমার নিকট চারজন মহিলা আসে এবং তাহারা শিশুটিকে (আদর করে এবং) চুম্বন করে। আমি জানি না, এই চারজনের মধ্যে শিশুটির মা কোন্ জন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যখন মহিলাগণ আসিবে তখন তুমি আমাকে সংবাদ দিও। (তারপর যখন মহিলাগণ আসিল তখন) উক্ত মহিলা

হযরত ওমর (রাঃ)কে সংবাদ দিল। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহার ঘরে গেলেন এবং) তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে এই শিশুর মা? সেই মহিলা বলিল, আল্লাহর কসম, আপনি (জানার জন্য) কোন ভাল পন্থা অবলম্বন করেন নাই, আল্লাহ তায়ালা একজন মহিলার দোষকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আর আপনি উহাকে প্রকাশ করিয়া দিতে চাহিতেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। অতঃপর তিনি সেই প্রথম মহিলাকে বলিলেন, আগামীতে যখন এই মহিলাগণ তোমার নিকট আসিবে তখন তুমি তাহাদেরকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না এবং তাহাদের শিশুর সহিত সদাচরণ করিতে থাকিও। এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক দোষ গোপন করার উপদেশ

সালেহ ইবনে কুরয (রহঃ) বলেন, আমার এক বাঁদীর দ্বারা যেনা সংঘটিত হইলে আমি তাহাকে লইয়া হাকাম ইবনে আইউব (রহঃ)এর নিকট আসিলাম। আমি সেখানে বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) আসিলেন এবং বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সালেহ! তোমার সহিত এই বাঁদী কেন? আমি বলিলাম, আমার এই বাঁদীর দ্বারা যেনার কাজ হইয়াছে। আমি তাহাকে ইমাম (অর্থাৎ আমীর)এর নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেছি, যাহাতে তাহাকে শরীয়তমত শাস্তি প্রদান করেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, এমন করিও না, তোমার বাঁদীকে ফেরত লইয়া যাও এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং তাহার দোষকে ঢাকিয়া রাখ। আমি বলিলাম, না, আমি এরূপ করিব না। হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, এরূপ করিও না, আমার কথা মান্য কর। তিনি বারবার আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি আমার বাঁদীকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেলাম।

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর মুনশীর ঘটনা

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর মুনশী দুখাইন আবুল হাইসাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)কে বলিলাম, আমাদের কতিপয় প্রতিবেশী শরাব পান করে। আমি তাহাদের জন্য পুলিশ ডাকিতে চাই, যাহাতে তাহাদেরকে গ্রেফতার করে। হযরত ওকবা (রাঃ) বলিলেন, এরূপ করিও না, বরং তাহাদেরকে নসীহত কর এবং তাহাদেরকে ভয় দেখাও। আমি বলিলাম, আমি তাহাদেরকে বাধা দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা বিরত হয় নাই। অতএব আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ ডাকিয়া আনিতে চাই। হযরত ওকবা (রাঃ) বলিলেন, তোমার নাশ হউক, এরূপ করিও না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন (মুসলমানের) দোষকে গোপন করে, সে যেন জীবন্ত দাফন করা কোন মেয়েকে জীবিত করিল।

দামেশকের ফাসেকদের ব্যাপারে হযরত আবু দারদা (রাঃ) ও তাহার ছেলের ঘটনা

বেলাল ইবনে সা'দ আশআরী (রাঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে চিঠি লিখিলেন যে, আমার নিকট দামেশকের ফাসেকদের নাম লিখিয়া পাঠাও। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, দামেশকে ফাসেকদের সহিত আমার কি সম্পর্ক? আমি তাহাদেরকে কিভাবে চিনিব? তাহার ছেলে হযরত বেলাল (রহঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের নাম লিখিয়া দিতেছি, এবং তাহাদের নাম লিখিয়া দিলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাদেরকে কিভাবে চিনিলে? তুমিও যেহেতু তাহাদের একজন, সেইজন্যই তুমি তাহাদেরকে চিনিতে পারিয়াছ। অতএব তাহাদের নামের লিষ্টিতে নিজের নাম প্রথম লেখ। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাদের নাম হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন না।

হযরত জারীর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এক ঘরে ছিলেন। তাহার সহিত হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)ও ছিলেন। (ঘরের ভিতর কাহারো বায়ু নির্গত হইল।) হযরত ওমর (রাঃ) (উহার) দুর্গন্ধ পাইয়া বলিলেন, আমি তাকীদের সহিত বলিতেছি, যাহার বায়ু নির্গত হইয়াছে সে যেন উঠিয়া যায় এবং অযু করিয়া আসে। হযরত জারীর (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন! সমস্ত লোক অযু করিয়া লইলে ভাল হয় না? (ইহাতে উদ্দেশ্যও হাসিল হইয়া যাইবে এবং যাহার বায়ু নির্গত হইয়াছে তাহার বিষয়টিও গোপন থাকিবে এবং সে সকলের সামনে লজ্জিতও হইবে না।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি জাহিলিয়াতের যুগেও উত্তম সর্দার ছিলে ইসলামের যুগেও উত্তম সর্দার। (দোষ গোপনের কেমন সুন্দর পদ্ধতি বলিয়াছ।)

মুসলমানের দোষ-ত্রুটিকে এড়াইয়া যাওয়া ও ক্ষমা করা

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ (রাঃ)এর চিঠির ঘটনা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত মেকদাদ (রাঃ)কে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা এখান হইতে রওয়ানা হইয়া (মক্কা ও মদীনার পথে মদীনা হইতে বার মাইল দূরে) রাওজায়ে খাখ্ নামক স্থানে পৌঁছিবে। সেখানে তোমরা হাওদায় উপবিষ্টা একজন মহিলার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহার নিকট একটি চিঠি রহিয়াছে। সেই চিঠি তাহার নিকট হইতে লইয়া আসিবে। আমরা রওয়ানা হইলাম। আমাদের

ঘোড়া প্রতিযোগিতামূলক খুব দ্রুত দৌড়াইতেছিল। আমরা যখন রাওজায়ে খাখে পৌঁছিলাম তখন সেখানে হাওদায় উপবিষ্টা একজন মহিলাকে পাইলাম। আমরা তাহাকে বলিলাম, চিঠি বাহির করিয়া দাও। মহিলা বলিল, আমার নিকট কোন চিঠি নাই। আমরা বলিলাম, চিঠি বাহির করিয়া দাও, নতুবা তোমার সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিব (এবং তালাশ করিব)। এই কথা শুনিয়া সে তাহার চুলের খোপা হইতে সেই চিঠি বাহির করিয়া দিল।

আমরা চিঠি লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। দেখা গেল, সেই চিঠি হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ (রাঃ)এর পক্ষ হইতে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নিকট লেখা হইয়াছে। উহাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু গোপন কথা লিখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হাতেব! ইহা কি? হযরত হাতেব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার ব্যাপারে (ফয়সালা করিতে) তাড়াহুড়া করিবেন না। আমি কোরাইশ গোত্র হইতে নহি, বরং তাহাদের মিত্রদের মধ্য হইতে। আপনার সহিত মক্কার মুহাজিরীনদের প্রত্যেকের মক্কার মুশরিকদের সহিত আত্মীয়তা রহিয়াছে। আর এই আত্মীয়তার কারণে মুশরিকরা মুসলমানদের মক্কায় অবস্থিত পরিবার-পরিজন ও তাহাদের মালসম্পদের হেফাজত করিবে। আমার যখন তাহাদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই তখন আমি চাহিলাম (আপনার গোপন কথা তাহাদেরকে জানাইয়া) তাহাদের উপর এহসান করি, যাহাতে ইহার বিনিময়ে তাহারা আমার আত্মীয়-স্বজনের হেফাজত করে। আমি এই কাজ এইজন্য করি নাই যে, আমি আমার দ্বীন হইতে মুরতাদ হইয়া গিয়াছি বা ইসলামের পর আমার নিকট কুফর পছন্দনীয় হইয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, এই ব্যক্তি তোমাদের সহিত সত্য কথা বলিয়াছে। হযরত ওমর

(রাঃ) বলিলেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, এই ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছে। তুমি কি জান? হয়ত আল্লাহ তায়ালা বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা যাহা ইচ্ছা হয় কর আমি তোমাদেরকে মাফ করিয়া দিয়াছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা এই সূরা নাযিল করিলেন—

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ - الى - فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রুদিগকে এবং তোমাদের শত্রুদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না যে, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতে থাক, অথচ তোমাদের নিকট যেই সত্যধর্ম আসিয়াছে তাহারা উহা অবিশ্বাস করে, তাহারা রাসূলকে এবং তোমাদিগকে এই কারণে দেশান্তরিত করিয়াছে যে, তোমরা স্বীয় রব আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছ (সুতরাং এমন লোকদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না) যদি তোমরা আমার পথে জেহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া থাক। (তবে কি করিয়া) তোমরা গোপনে তাহাদের সহিত বন্ধুত্বসূচক কথাবার্তা বল, অথচ আমি সমস্ত বিষয়ই পূর্ণ অবগত আছি। তোমরা যাহা গোপনে করিয়া থাক আর যাহা প্রকাশ্যে করিয়া থাক, আর তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি এইরূপ করিবে সে সত্যপথ হইতে সরিয়া পড়িল।'

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অনুরূপ হাদীস হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে, হযরত হাতেব (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি এই কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ধোকার উদ্দেশ্যে বা মুনাফিক হওয়ার কারণে করি নাই। আমি একীনের সহিত জানি, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূলকে বিজয়ী করিবেন এবং তাঁহার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিবেন। (অতএব আমি যদি কাফেরদেরকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা জানাইয়া দেই, ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।) প্রকৃত বিষয় হইল আমি কোরাইশদের মধ্যে বহিরাগত লোক। আমার মা তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। এইজন্য আমি চাহিলাম, তাহাদের উপর একটু এহসান করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তাহার মস্তক উড়াইয়া দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি বদরে অংশগ্রহণকারীদের একজনকে কতল করিবে? তুমি কি জান, হয়ত আল্লাহ তায়ালা বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, 'যাও, তোমরা যাহা ইচ্ছা কর।'

হযরত আলী (রাঃ) ও এক চোরের ঘটনা

আবু মাতার (রহঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হইল এবং লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি উট চুরি করিয়াছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার মনে হয় তুমি চুরি কর নাই। সে বলিল, না, আমি চুরি করিয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হয়ত তোমার ভুল হইয়াছে (এবং নিজের উট মনে করিয়া অন্যের উট লইয়া গিয়াছ।) সে বলিল, না, আমি চুরি করিয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে কাম্বার! এই ব্যক্তিলে লইয়া যাও এবং তাহার আঙ্গুল বাঁধিয়া দাও এবং আগুন জ্বালাইয়া লও, আর হাত কাটার জন্য জল্লাদকে ডাকিয়া আন এবং আমার আসার অপেক্ষা করিও। হযরত আলী (রাঃ) পুনরায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চুরি করিয়াছ? সে বলিল, না। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। লোকেরা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, সে যখন একবার আপনার নিকট স্বীকার করিয়াছে তখন আপনি তাহাকে কেন ছাড়িয়া দিলেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহার কথামত তাহাকে ধরিয়াছি, আবার তাহার কথাতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক

ব্যক্তিকে আনা হইল, যে চুরি করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাহার হাত কাটা হইতে লাগিলে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি কেন কাঁদিব না, অথচ আমার এক উম্মতের হাত তোমাদের সকলের উপস্থিতিতে কাটা হইতেছে? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন না কেন? তিনি বলিলেন, সেই বিচারক অত্যন্ত খারাপ, যে শরীয়তের শাস্তি ক্ষমা করিয়া দেয়। তবে এই সকল অপরাধে তোমরা নিজেরা একে অপরকে ক্ষমা করিয়া দিও। (শরীয়তমত অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর বিচারক তাহা ক্ষমা করিতে পারে না।)

এক নেশাগ্রস্ত লোকের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বিচার

আবু মাজেদ হানাফী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আপন ভাতিজাকে লইয়া হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট আসিল। ভাতিজা নেশাগ্রস্ত ছিল। উক্ত ব্যক্তি বলিল, আমি তাহাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাইয়াছি। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে ভালভাবে নাড়াচাড়া দাও এবং ঝাঁকাও এবং তাহার মুখের গন্ধ শুকিয়া দেখ। লোকেরা তাহাকে নাড়াচাড়া দিল এবং ঝাঁকি দিল এবং তাহার মুখ শুঁকিয়া দেখিল যে, মুখ হইতে শরাবের দুর্গন্ধ আসিতেছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আদেশে তাহাকে জেলখানায় রাখা হইল। পরদিন তাহাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, চাবুকের অগ্রভাগের গিঁটকে থেঁতলাইয়া লও যাহাতে উহা হালকা চাবুকে পরিণত হয়। সুতরাং চাবুকের অগ্রভাগের গিঁটকে থেঁতলানো হইল। তারপর তিনি জল্লাদকে বলিলেন, তাহাকে মার, কিন্তু হাত এত উপরে উঠাইবে না যে, বগল দেখা যায় এবং প্রত্যেক অঙ্গকে উহার হক প্রদান কর। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহাকে এইভাবে চাবুক লাগাইলেন যে, খুব জোরেও নয় আবার জল্লাদের হাতও বেশী উপরে না উঠে। চাবুক লাগানোর সময় লোকটি

জুব্বা ও সালোয়ার পরিহিত ছিল। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি এতীমের জন্য অত্যন্ত খারাপ অভিভাবক! (হে অমুক) তুমি তাহাকে উত্তমরূপে আদব তমীয শিক্ষা দাও নাই। আর সে যখন অপমানকর কাজ করিল তখন তাহা ঢাকিয়াও রাখ নাই। তারপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমাকে পছন্দ করেন। কিন্তু যখন কোন শাসকের নিকট কাহারো অপরাধ শরীয়তমত প্রমাণিত হয় তখন শাসকের কর্তব্য হইল তাহাকে শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রদান করে।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাহার হাত কাটা হইল সে একজন আনসারী ছিল। তাহাকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হইল তখন দুঃখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন অবস্থা হইল যেন তাহার মুখে কেহ ছাই ছিটাইয়া দিয়াছে। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তিকে আনার কারণে আপনার কষ্ট হইতেছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার কেন কষ্ট হইবে না, যখন তোমরা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হইয়া রহিয়াছ? (তোমাদের উচিত ছিল, আমার নিকট আনার পূর্বেই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিতে।) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন। (আর আমি এইজন্য ক্ষমা করিতে পারি না যে,) যখন শাসনকর্তার নিকট শরীয়তমত কোন অপরাধ প্রমাণ হইয়া যায় তখন তাহার জন্য উহার শরীয়তসম্মত শাস্তি কার্যকর করা জরুরী হইয়া যায়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا

অর্থ ঃ আর তাহাদের জন্য উচিত, ক্ষমা করিয়া দেয় এবং এড়াইয়া যায়।

হযরত আমর ইবনে শোআইব (রাঃ) বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম যে

শরীয়তের শাস্তি কার্যকর করা হইয়াছে উহা এইভাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হইল। অতঃপর সাক্ষীগণ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত কাটার আদেশ দিলেন। যখন উক্ত ব্যক্তির হাত কাটা হইতে লাগিল তখন লোকেরা দেখিল, দুঃখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক এমন মনে হইতেছিল, যেন কেহ উহার উপর ছাই ছিটাইয়া দিয়াছে। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তির হাত কাটার কারণে আপনার অনেক দুঃখ হইতেছে কি? তিনি বলিলেন, আমার কেন দুঃখ হইবে না, যখন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হইয়া রহিয়াছ? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন (এবং হাত কাটার হুকুম না দিতেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট আনার পূর্বে তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিলে না কেন? ইমামের সম্মুখে যখন শরীয়তের শাস্তি প্রমাণ হইয়া যায় তখন তিনি উহাকে বাতিল করিতে পারেন না।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) কর্তৃক একজন শরাব পানকারীকে চাবুক মারা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হজ্জ অথবা ওমরাতে হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা এক আরোহীকে আসিতে দেখিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার মনে হয় এই ব্যক্তি আমাদেরকে তালাশ করিতেছে। লোকটি আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কি হইয়াছে? যদি ঋণগ্রস্ত হও তবে আমরা তোমার সাহায্য করিব, আর যদি তুমি কাহাকেও ভয় পাইতেছ তবে আমরা তোমাকে নিরাপত্তা দিব। কিন্তু তুমি যদি কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়া থাক তবে তোমাকেও তাহার বদলায় হত্যা করা হইবে। আর যদি তুমি

কাহারো প্রতিবেশী হওয়াকে অপছন্দ করিয়া থাক তবে আমরা তোমাকে অন্যত্র স্থানান্তর করিয়া দিব। সে বলিল, আমি বনু তাইম গোত্রের লোক। আমি শরাব পান করিয়াছিলাম। এই কারণে হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে চাবুক মারিয়াছেন এবং আমার মাথা মুণ্ডন করিয়াছেন, আমার মুখ কালো করিয়া লোকদের মধ্যে আমাকে ঘুরাইয়াছেন, আর লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দিয়াছেন যে, তোমরা তাহার নিকট বসিবে না এবং তাহার সহিত খানাও খাইবে না। ইহাতে আমার মনে তিনটি বিষয়ের একটিকে অবলম্বন করার কথা আসিয়াছে। হয়ত আমি তলোয়ার লইয়া হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে হত্যা করি, আর না হয় আমি আপনার নিকট চলিয়া আসি আর আপনি আমার স্থান পরিবর্তন করিয়া আমাকে সিরিয়ায় পাঠাইয়া দেন, কারণ সিরিয়ার লোকেরা আমাকে চিনে না। নতুবা আমি শত্রুর সহিত মিলিয়া যাই এবং তাহাদের সহিত খাওয়া দাওয়া করি।

হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তুমি শত্রুর সহিত মিলিয়া যাও, আর উহার বিনিময়ে ওমর অজস্র মাল লাভ করে ইহা আমাকে একটুও আনন্দ দান করিবে না। আমি তো জাহিলিয়াতের যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক শরাব পানকারী ছিলাম। শরাব পান করা যেনা করার ন্যায় (অপরাধ) নয়। অপরদিকে হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে এই চিঠি লিখিলেন—

সালামুন আলাইকা, আম্মাবাদ, বনু তাইম গোত্রের অমুকের বেটা অমুক আমার নিকট এই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছে, আল্লাহর কসম, আগামীতে যদি তুমি পুনরায় এরূপ কর তবে আমি তোমার মুখ কালো করিয়া তোমাকে লোকদের মধ্যে ঘুরাইব। আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি যদি তুমি উহার সত্যতা যাচাই করিতে চাও তবে দ্বিতীয় বার এই কাজ করিয়া দেখিতে পার। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দাও যে, লোকেরা তাহার সহিত উঠাবসা করে এবং তাহার সহিত খাওয়া দাওয়া করে। যদি সে (আগামীতে শরাব পান করা হইতে) তওবা করিয়া লয়

তবে তাহার সাক্ষ্যও গ্রহণ কর। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে সওয়ারীও দিলেন দুইশত দেরহামও প্রদান করিলেন। (কান্য)

মুসলমানের (অনুচিত) কাজের ভাল ব্যাখ্যা করা

আবু আওন (রহঃ) ও আরো অনেকে বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) এই দাবী করিলেন যে, হযরত মালেক ইবনে নুওয়াইরাহ (রাঃ)এর পক্ষ হইতে যে কথা তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে সেই হিসাবে তিনি মুরতাদ হইয়া গিয়াছেন। হযরত মালেক (রাঃ) তাহার এই দাবীকে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি ইসলামের উপর বিদ্যমান আছি। আমি আমার দ্বীন পরিবর্তন করি নাই। হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত মালেক (রাঃ)এর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) নিজ সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন এবং হযরত মালেক (রাঃ)কে সামনে আনিয়া হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার আসাদী (রাঃ)কে হুকুম দিলেন, আর তিনি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিলেন। হযরত মালেক (রাঃ)এর স্ত্রী উম্মে মুতাম্মিমকে হযরত খালেদ (রাঃ) কব্জা করিয়া লইলেন এবং (ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর) তাহাকে বিবাহ করিয়া লইলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন এই সংবাদ পাইলেন যে, হযরত খালেদ (রাঃ) হযরত মালেক (রাঃ)কে কতল করিয়া তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন তখন তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, খালেদ যেনা করিয়াছে আপনি তাহাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করিতে পারি না, কারণ তিনি ইজতেহাদ (অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম উদঘাটন করিতে চেষ্টা) করিয়াছেন, যাহাতে তাহার ভুল হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি অন্যায়ভাবে কতল করিয়াছেন। অতএব উহার বদলায় তাহাকে কতল করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি

তাহাকে কতলও করিতে পারি না, কারণ তিনি ইজতেহাদ (অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম উদঘাটনের চেষ্টা) করিয়াছেন এবং উহাতে তাহার ভুল হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তাহাকে অন্ততঃ পদচ্যুত করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যে তলোয়ার কাফেরদের উপর উত্তোলন করিয়াছেন, আমি উহাকে কখনও খাপে ঢুকাইতে পারি না। (কান্‌য)

গুনাহ্‌কে ঘৃণা করা, গুনাহগারকে নয়

আবু কেলাবা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) এক লোকের নিকট দিয়া গেলেন। সে কোন গুনাহের কাজ করিয়াছিল এবং লোকেরা তাহাকে গালমন্দ করিতেছিল। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা বল দেখি, যদি তোমরা তাহাকে কুয়ার মধ্যে পতিত পাইতে তবে তাহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করিতে কি না? লোকেরা বলিল, অবশ্যই উদ্ধার করিতাম। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তাহাকে গালমন্দ করিও না, বরং আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় কর যে, তিনি তোমাদেরকে এই গুনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। লোকেরা বলিল, আপনি কি এই লোকটিকে ঘৃণা করেন না? তিনি বলিলেন, আমি তাহার খারাপ কাজকে ঘৃণা করি। যখন সে উহা ছাড়িয়া দিবে তখন সে আমার ভাই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দ্বারা কোন গুনাহের কাজ হইতে দেখ তখন তাহার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হইয়া যাইও না, অর্থাৎ তাহাকে এই বদদোয়া দিতে আরম্ভ কর যে, আয় আল্লাহ, তাহাকে লাঞ্ছিত করুন, আয় আল্লাহ, তাহার উপর লা'নত করুন, বরং আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার জন্য ও নিজেদের জন্য আফিয়াত (অর্থাৎ গুনাহ হইতে রক্ষা করা)এর দোয়া কর। আমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা ততক্ষণ পর্যন্ত কাহারো সম্পর্কে কোন কথা বলিতাম না যতক্ষণ না

আমরা জানিয়া লইতাম যে, তাহার মৃত্যু কি অবস্থায় হইয়াছে। যদি তাহার মৃত্যু ঈমানের উপর হইত তবে আমরা তাহার সম্পর্কে এই একীন ও বিশ্বাস রাখিতাম যে, সে বড় কল্যাণ হাসিল করিয়াছে। আর যদি তাহার খারাপ মৃত্যু হইত তবে তাহার সম্পর্কে ভয় করিতাম।

অন্তরকে কপটতা ও হিংসা হইতে পবিত্র রাখা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ও অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, এখন তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। এমন সময় একজন আনসারী (সাহাবী) আসিলেন। তাহার দাড়ি হইতে অযুর পানি ঝরিয়া পড়িতেছিল, আর তিনি নিজের জুতা বাম হাতের সহিত ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই কথা বলিলেন এবং একই অবস্থায় সেই আনসারী উদয় হইলেন। তৃতীয় দিন তিনি পুনরায় একই কথা বলিলেন, আর সেই আনসারী একই অবস্থায় আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) সেই আনসারীর পিছন পিছনে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আমার পিতার সহিত আমার ঝগড়া হইয়াছে, এইজন্য আমি কসম খাইয়াছি যে, তিনদিন পর্যন্ত তাহার নিকট যাইব না। অতএব যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে আমাকে তিন দিনের জন্য আপনার নিকট আশ্রয় দিবেন। আনসারী বলিলেন, আচ্ছা।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি তাহার নিকট তিন রাত্র কাটাইলাম, কিন্তু আমি তাহাকে রাত্রে বেশী এবাদত করিতে দেখিলাম

না। অবশ্য রাত্রে যখনই তাহার চোখ খুলিত তখন বিছানার উপর পার্শ্ব বদলাইবার সময় সামান্য একটু আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিতেন। ফজরের নামাজের জন্য বিছানা হইতে উঠিতেন আর যখন কোন কথা বলিতেন তখন ভাল কথা ব্যতীত বলিতেন না। তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাহার সমস্ত আমল সাধারণ আমলের মতই মনে হইল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ হিসাবে বিশেষ কোন আমল দেখিলাম না।) অতএব আমি তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার পিতার সহিত না কোন ঝগড়া হইয়াছে আর না তাহার নিকট যাইব না বলিয়া কোন কসম হইয়াছে। বরং ঘটনা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনার সম্পর্কে তিনবার এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, এখন তোমাদের সম্মুখে একজন বেহেশতী লোক আসিবে, আর প্রতিবার আপনিই সম্মুখে আসিয়াছেন। আমি চিন্তা করিলাম, আপনার নিকট থাকিয়া আপনার বিশেষ আমল দেখিব এবং আপনার অনুসরণ করিব। কিন্তু এখন আপনিই বলুন, কি সেই আমল? যাহার বদৌলতে আপনি এই মর্তবায় পৌঁছিয়াছেন, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, আমার কোন বিশেষ আমল নাই, যাহা তুমি দেখিয়াছ তাহাই আমার আমল। ইহা শুনিয়া আমি রওয়ানা হইলাম। আমি যখন পিছন ফিরিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার আমল তো উহাই যাহা তুমি দেখিয়াছ। তবে একটি বিশেষ আমল আছে, আর তাহা এই যে, আমার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি কপটতা নাই এবং আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও কোন বিশেষ নেয়ামত দান করিয়া থাকিলে আমি উহার প্রতি হিংসা করি না। আমি বলিলাম, এই জিনিসই আপনাকে এত বিরাট মর্তবায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

বাযযারের রেওয়ায়াতে উক্ত সাহাবীর নাম হযরত সা'দ (রাঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে। আর এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে

যে, হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! আমার আমল তো উহাই যাহা তুমি দেখিয়াছ। অবশ্য আরেকটি আমল এই যে, রাত্রে যখন আমি শয়ন করি তখন আমার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা ইত্যাদি থাকে না, অথবা এই ধরনের কোন কথা বলিয়াছেন।

নাসাঈ, বাইহাকী ও আসবাহানীর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, এই জিনিসই আপনাকে এত উচা মর্তবায় পৌঁছাইয়াছে। আর ইহা আমাদের সামর্থ্যের বাহিরে।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে আছে, উক্ত সাহাবীর নাম হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) ছিল। আর এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমার আমল উহাই যাহা তুমি দেখিয়াছ, তবে একটি আমল ইহাও আছে যে, আমার অন্তরে কোন মুসলমানের জন্য কোন খারাপ চিন্তা নাই, আর না আমি কোন খারাপ কথা বলি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, এই জিনিসই আপনাকে এত উচা মর্তবায় পৌঁছাইয়াছে, আর ইহা আমার শক্তির বাহিরের জিনিস।

হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন, কতিপয় লোক হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তাহার চেহারা উজ্জ্বল ও চমকাইতে ছিল। কেহ একজন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার চেহারা কেন চমকাইতেছে? তিনি বলিলেন, আমার নিজের দুইটি আমলের উপর খুব ভরসা হইতেছে। একটি এই যে, আমি কোন অনর্থক কথা বলিতাম না, দ্বিতীয় এই যে, আমার অন্তর সমস্ত মুসলমান হইতে একেবারে পাক-সাফ ছিল।

মুসলমানদের ভাল অবস্থায় আনন্দিত হওয়া

ইবনে বুরাইদাহ আসলামী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে মন্দ কথা বলিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে মন্দ বলিতেছ, অথচ আমার মধ্যে তিনটি গুণ রহিয়াছে। প্রথম এই যে, যখন আমি কোরআনের কোন আয়াত পাঠ করি তখন আমার মনে চায়, এই আয়াত সম্পর্কে আমার যাহা কিছু জানা আছে, তাহা সমস্ত মানুষ জানুক। দ্বিতীয় এই যে, যখন আমি কোন মুসলমান শাসনকর্তা সম্পর্কে জানিতে পারি যে, সে ইনসাফের সহিত ফয়সালা করে তখন আমি আনন্দিত হই। যদিও হয়ত কখনও আমার কোন মোকদ্দমার ফয়সালার জন্য তাহার নিকট যাওয়ার সুযোগ হইবে না। তৃতীয় এই যে, যখন আমি শুনি যে, মুসলমানদের অমুক এলাকায় বৃষ্টি হইয়াছে তখন আনন্দিত হই, অথচ সেই এলাকায় আমার কোন জানোয়ার চরে না। (তাবারানী)

লোকদের সহিত নম্র ব্যবহার করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন '(এই ব্যক্তি) নিজ খান্দানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তি।' (অতঃপর তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন) সে ভিতরে প্রবেশ করিলে তিনি অত্যন্ত খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তারপর সে চলিয়া গেল। তাহার পর অপর এক ব্যক্তি অনুমতি চাহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (এই ব্যক্তি) আপন খান্দানের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। যখন সে ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন তিনি কোন খুশী বা আনন্দ প্রকাশ করিলেন না। সে চলিয়া গেলে আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অনুমতি চাহিলে আপনি বলিলেন, খারাপ লোক। কিন্তু সে যখন ভিতরে প্রবেশ করিল তখন আপনি অত্যন্ত খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

তারপর দ্বিতীয় জন অনুমতি চাহিলে আপনি তাহার ব্যাপারে প্রশংসামূলক কথা বলিলেন, কিন্তু যখন সে ভিতরে প্রবেশ করিল তখন আপনাকে তাহার সহিত প্রথম ব্যক্তির ন্যায় হাসি খুশীর আচরণ করিতে দেখিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ লোক সেই ব্যক্তি, যাহার খারাপ আচরণের কারণে লোকজন তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে।

হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। সম্মুখ হইতে এক ব্যক্তি আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, আপন খান্দানের সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তিও অত্যন্ত খারাপ লোক। সে যখন নিকটে আসিল তখন তিনি তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। যখন সে চলিয়া গেল তখন সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, আপন খান্দানের সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তি ও অত্যন্ত খারাপ লোক, কিন্তু যখন সে নিকটে আসিল তখন তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি মুনাফিক। আমি তাহার মুনাফিকীর কারণে তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিতেছিলাম। কারণ, আমার আশংকা হইতেছিল, সে অন্যদেরকে আমার বিরোধী বানাইয়া দিবে এবং তাহাদেরকে নষ্ট করিয়া দিবে।

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় কোরাইশের এক ব্যক্তি সম্মুখ হইতে আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন। যখন সে উঠিয়া চলিয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, হে বুরাইদাহ! তুমি এই ব্যক্তিকে চিন কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। কোরাইশের এক উচ্চ বংশের লোক, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও তিনবার একই

উত্তর দিলাম। অবশেষে আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার জানামত বলিয়াছি, আপনি আমার অপেক্ষা ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যাহাদের (নেক আমলের) কোন ওজন কায়েম করিবেন না। (কারণ তাহাদের নিকট কোন আমলই থাকিবে না।)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, অনেক সময় আমরা কিছু লোকের সম্মুখে হাসিয়া কথা বলি, কিন্তু আমাদের অন্তর তাহাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করিতে থাকে।

মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন। তিনি এমনভাবে নিজের কাপড়ের কিনারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহার হাঁটু দেখা যাইতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার অবস্থা দেখিয়া) বলিলেন, তোমাদের সঙ্গী ঝগড়া করিয়া আসিতেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া সালাম দিলেন এবং আরজ করিলেন, আমার ও ইবনে খাত্তাবের মধ্যে কিছু কথা বাড়াবাড়ি হইয়াছে আর আমি তাড়াহুড়ার মধ্যে তাহাকে কিছু অনুচিত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু পরে আমি অনুতপ্ত হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছি, কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। অতএব আমি আপনার নিকট হাজির হইয়াছি। (এখন আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।) নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। অপরদিকে কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রাঃ)ও অনুতপ্ত হইলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কি আবু বকর আছেন? ঘরের লোকেরা বলিলেন, না। অতএব তিনিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া হাজির হইলেন এবং সালাম দিলেন। তাহাকে দেখিয়া (রাগে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক পরিবর্তন হইতে লাগিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘাবড়াইয়া গেলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুইবার আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমার অন্যায়ই বেশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন তোমরা সকলে বলিয়াছিলে, আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। কিন্তু আবু বকর তখন বলিয়াছিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন এবং সে নিজের মাল জান দ্বারা আমার সহানুভূতি করিয়াছে। অতঃপর তিনি দুইবার বলিলেন, তোমরা কি আমার এই সঙ্গীকে আমার খাতিরে ছাড়িয়া দিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের পর আর কেহ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে কোন কষ্ট দেয় নাই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে কিছু মন্দ কথা বলিলেন। তারপর তিনি (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ)) বলিলেন, (আমার অন্যায় হইয়াছে) হে আমার ভাই, তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর, অর্থাৎ ক্ষমা চাও। হযরত ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হওয়ার কারণে চুপ করিয়া রহিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কয়েকবার বলিলেন, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)এর রাগ কমিল না। লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বসিয়া গেল এবং তাঁহাকে ঘটনা জানাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হে ওমর!) তোমার ভাই তোমাকে তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে বলিতেছে, আর

তুমি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া নবী বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি যতবার আমাকে ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য বলিয়াছেন আমি ততবার (মনে মনে) তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছি। আর আপনার পর আল্লাহর সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আমার নিকট তাহার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনার পর আমার নিকটও তাহার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার সঙ্গীর ব্যাপারে আমাকে তোমরা কষ্ট দিও না, কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তোমরা সকলে বলিয়াছিলে, আপনি মিথ্যা বলিতেছেন, আর আবু বকর বলিয়াছিল, আপনি সত্য বলিতেছেন। যদি কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সঙ্গী নামে উল্লেখ না করিতেন তবে আমি তাহাকে খলীল (অর্থাৎ বিশেষ বন্ধু) বানাইয়া লইতাম। যাহাই হউক সে আমার দ্বীনী ভাই আর এই ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর জন্য। মনোযোগ দিয়া শোন, আবু বকর ইবনে কোহাফার দরজা ব্যতীত (মসজিদে নববীর দিকে) যত দরজা আছে সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের পরস্পর ক্ষমা চাওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) আমাকে তাহার ইন্তেকালের সময় ডাকিয়া বলিলেন, সতীনদের মধ্যে যেমন অনেক কিছু হইয়া থাকে, আমাদের মধ্যেও তাহা হইয়াছে। অতএব যাহা কিছুই হইয়াছে উহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকেও ক্ষমা করেন আর তোমাকেও ক্ষমা করিয়া দেন। আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা

আপনাকে এই সমস্ত বিষয় হইতে ক্ষমা করুন, ধরপাকড় না করেন এবং উহার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ দান করুন। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে খুশী করিয়াছ, আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও খুশী করেন। অতঃপর হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকেও অনুরূপ কথা বলিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট আসা ও তাহাকে সন্তুষ্ট করা

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) যখন অসুস্থ হইলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে ফাতেমা ! এই যে হযরত আবু বকর (রাঃ) তোমার নিকট ভিতরে আসার অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাহাকে অনুমতি প্রদান করি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ফাতেমা (রাঃ) অনুমতি দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে সন্তুষ্ট (করার চেষ্টা) করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ঘর-বাড়ী, মাল-দৌলত, পরিবার-পরিজন একমাত্র এইজন্য ছাড়িয়াছিলাম, যাহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাহার পরিবারবর্গ আপনারা সন্তুষ্ট হন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এইভাবে তাহাকে সন্তুষ্ট (করার চেষ্টা) করিতে থাকিলেন। অবশেষে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর এক ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। কেহ আসিয়া সেই ব্যক্তিকে বলিল, কি ব্যাপার,

হযরত ওমর (রাঃ) তোমাকে কেন ঘৃণা করেন? যখন অনেক লোক ঘরে আসিয়া তাহাকে এই কথা বলিল, তখন সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে ওমর! আমি কি (মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া) ইসলামে কোন ফাটল সৃষ্টি করিয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। সে বলিল, আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। সে বলিল, আমি কি ইসলামের মধ্যে বিদআত অর্থাৎ নতুন জিনিস চালু করিয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। সে বলিল, তবে আমাকে কি কারণে ঘৃণা করেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

অর্থ ঃ 'আর যাহারা মুমিন পুরুষদিগকে ও মুমিন নারীদিগকে কষ্ট দেয় এমন কোন কাজের (দোষারোপ) দ্বারা যাহা তাহারা করে নাই, তাহারা মিথ্যাপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।'

আর আপনি (এই কথা বলিয়া) আমাকে কষ্ট দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমা না করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি সত্য বলিয়াছে, আল্লাহর কসম, সে না ফাটল ধরাইয়াছে, আর না অন্য কোন কাজ করিয়াছে। (আমার দ্বারাই অন্যায় হইয়াছে) আয় আল্লাহ, আমার অন্যায়কে ক্ষমা করুন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে সে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ও হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর ঘটনা

রাজা' ইবনে রাবীআহ (রহঃ) বলেন, আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। উক্ত মজলিসে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

আমর (রাঃ)ও বসিয়াছিলেন। এমন সময় মজলিসের নিকট দিয়া হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) গেলেন। তিনি সালাম দিলেন এবং মজলিসের সকলে সালামের উত্তর দিলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হযরত হাসান (রাঃ)এর পিছন পিছন গেলেন এবং নিকটে যাইয়া বলিলেন, ও আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)কে বলিলেন, এই সেই ব্যক্তি যিনি আসমানবাসীদের নিকট সমস্ত জমিনবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আল্লাহর কসম, সিফফীনের যুদ্ধের পর হইতে আজ পর্যন্ত আমি তাহার সহিত কথা বলি নাই। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি তাহার নিকট যাইয়া নিজের ওজর পেশ করিতে পারেন না? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। ইতিমধ্যে হযরত হাসান (রাঃ) নিজ ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেখানে দাঁড়াইয়া গেলেন। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। হযরত হাসান (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর জন্য অনুমতি চাহিলেন। (তাহাকেও অনুমতি দেওয়া হইলে) তিনিও ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, হযরত হাসান (রাঃ)এর অতিক্রমকালে আপনি আমাদেরকে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা আবার একটু বলুন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি বলিয়াছিলাম, এই সেই ব্যক্তি যিনি আসমানবাসীদের নিকট সমস্ত জমিনবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, যখন তুমি জান যে, আমি আসমানবাসীদের নিকট সমস্ত জমিনবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তবে সিফফীনের যুদ্ধের দিন আমাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করিলে বা আমাদের বিরুদ্ধাচারীদের সংখ্যা কেন বৃদ্ধি করিলে? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন,

আল্লাহর কসম, না আমি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি, আর না আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তলোয়ার চালাইয়াছি। অবশ্য আমি আমার পিতার সহিত ছিলাম। হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, আপনার কি জানা নাই যে, যেই কাজে আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী হয় সেই কাজে মাখলুকের কথা মানা উচিত নয়? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, জানা আছে, কিন্তু আমি পিতার সহিত এইজন্য গিয়াছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হইতে অনবরত রোযা রাখিয়া আসিতেছিলাম। আমার পিতা এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সম্পর্কে নালিশ করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আবদুল্লাহ ইবনে আমর দিনভর রোযা রাখে আর রাত্রভর এবাদত করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, কখনও রোযা রাখিবে, আবার কখনও রোযা ভঙ্গ করিবে, আর রাত্রে কিছু সময় এবাদত করিবে আবার কিছু সময় ঘুমাইবে। কেননা আমি নামাযও পড়ি আবার ঘুমাই এবং রোযাও রাখি আবার রোযা ভঙ্গও করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইহাও বলিয়াছিলেন, হে আবদুল্লাহ! আপন পিতার কথা মান্য করিও। এইজন্য তিনি যখন সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন তখন আমাকেও তাহার সহিত যাইতে হইয়াছিল।

রাজা' ইবনে রাবীআহ (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে ছিলাম। (সেখানে আরো লোকজন ছিল।) এমন সময় হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) সেখান দিয়া গেলেন এবং তিনি সালাম দিলেন। লোকেরা সকলে সালামের উত্তর দিল, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) চুপ রহিলেন। যখন লোকেরা চুপ করিল তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উচ্চ আওয়াজে বলিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তারপর তিনি লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে

সেই ব্যক্তির কথা বলিব না, যিনি আসমানবাসীদের নিকট জমিনবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? লোকেরা বলিল, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি যিনি এখন এখান দিয়া গেলেন। আল্লাহর কসম, সিফফীনের যুদ্ধের পর হইতে আজ পর্যন্ত না আমি তাহার সহিত কোন কথা বলিয়াছি, আর না তিনি আমার সহিত কোন কথা বলিয়াছেন। আল্লাহর কসম, তাহার আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া আমার নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ মাল লাভ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি তাহার নিকট কেন যান না? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহার নিকট যাইতে প্রস্তুত আছি।

সুতরাং তাহারা উভয়ে ঠিক করিলেন, আগামীকাল সকালে তাহার নিকট যাইবেন। পরদিন সকালে আমিও তাহাদের উভয়ের সহিত গেলাম। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। হযরত হুসাইন (রাঃ) অনুমতি দিলেন। আমি ও হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলাম। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হযরত ইবনে আমর (রাঃ)এর জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু হযরত হুসাইন (রাঃ) অনুমতি দিলেন না। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) অনুমতি চাহিতে থাকিলেন। অবশেষে হযরত হুসাইন (রাঃ) অনুমতি দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) নিজের জায়গা হইতে সরিতে চাহিলেন। তিনি হযরত হুসাইন (রাঃ)এর পার্শ্বে বসা ছিলেন। হযরত হুসাইন (রাঃ) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)কে নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। হযরত ইবনে আমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া রহিলেন, বসিলেন না। হযরত হুসাইন (রাঃ) যখন তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন তখন তিনি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)কে সরাইয়া জায়গা করিয়া দিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উভয়ের মাঝখানে বসিয়া গেলেন।

অতঃপর হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আমর! এই কথাই কি?

আপনি কি মনে করেন, আমি আসমানবাসীদের নিকট সমস্ত জমিনবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন, জ্বি হাঁ, কা'বার রবের কসম, আপনি আসমানবাসীদের নিকট সমস্ত জমিনবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, তবে কেন সিফফীনের যুদ্ধের দিন আপনি আমার ও আমার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন? আল্লাহর কসম, আমার পিতা তো আমার অপেক্ষা উত্তম ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে আপনার পিতা আপনার অপেক্ষা উত্তম ছিলেন, কিন্তু কথা হইল, (আমার পিতা) হযরত আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সম্পর্কে নালিশ করিয়াছিলেন যে, আবদুল্লাহ দিনভর রোযা রাখে এবং রাত্রভর এবাদত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, রাত্রে নামায পড় এবং কিছু সময় ঘুমাও এবং দিনে রোযা রাখ এবং রোযা ভঙ্গও কর। আর (নিজ পিতা) আমরের কথা মান্য করিও। সিফফীনের যুদ্ধের সময় তিনি আমাকে কসম দিয়া বলিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর। আল্লাহর কসম, আমি না সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি, আর না তলোয়ার উত্তোলন করিয়াছি, আর না বর্শা দ্বারা কাহাকেও আঘাত করিয়াছি, আর না তীর নিক্ষেপ করিয়াছি। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি জানা নাই যে, যেই কাজে খালেক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী হয় সেই কাজে মাখলুককে মান্য করিতে হয় না? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, জানা আছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নিজের ওজর ব্যক্ত করিতে থাকিলেন। অবশেষে হযরত হুসাইন (রাঃ) তাহার ওজর কবুল করিলেন।

মুসলমানের প্রয়োজন মিটানো

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার জানা নাই যে, আল্লাহ তায়ালা এই দুই নেয়ামতের মধ্য হইতে কোনটার দ্বারা আমার উপর বড় দয়া

করিয়াছেন। প্রথমতঃ এক ব্যক্তি আশা করিয়া খাঁটি চেহারা লইয়া আমার নিকট আসে যে, আমার দ্বারা তাহার প্রয়োজন মিটিবে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তায়ালা আমার দ্বারা সহজভাবে তাহার প্রয়োজনকে মিটাইয়া দেন। (অর্থাৎ তাহার এই আশা করিয়া আমার নিকট আসা বা আমার দ্বারা তাহার প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়া, কোন্‌টি আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত।) আর আমি কোন মুসলমানের একটি প্রয়োজন মিটাইয়া দেই ইহা আমার নিকট জমিনভর্তি স্বর্ণ-রূপা পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

মুসলমানের প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া থাকা

আবু ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত খাওলা (রাঃ) লোকদের সহিত যাইতেছিলেন। (পথে) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে থামিতে বলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) থামিয়া গেলেন এবং তাহার নিকট গেলেন, তাহার দিকে মাথা ঝুকাইয়া দিলেন এবং নিজের উভয় হাত তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। (তিনি অনেক বৃদ্ধা ছিলেন বলিয়া হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে সামলাইবার জন্য তাহার কাঁধে হাত রাখিয়াছিলেন।) এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া থাকিলেন যতক্ষণ না হযরত খাওলা (রাঃ) নিজের কথা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, এই বৃদ্ধার জন্য আপনি কোরাইশের বড় বড় লোকদেরকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার নাশ হউক! তুমি জান কি এই মহিলা কে? সে বলিল, না, আমি জানি না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইনি সেই মহিলা, যাহার নালিশ আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপর হইতে শুনিয়াছিলেন। ইনি হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ)। আল্লাহর কসম, তিনি যদি রাত্র হওয়া পর্যন্ত না সরিতেন তবে আমিও তাহার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

ছুমামাহ ইবনে হাযান (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নিজ গাধায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। এক মহিলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মহিলা বলিল, থামুন, হে ওমর! হযরত ওমর (রাঃ) থামিয়া গেলেন। উক্ত মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত অত্যন্ত কড়া কথা বলিল। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আজকের ন্যায় এরূপ দৃশ্য আর দেখি নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই মহিলার কথা কেন শুনিব না, অথচ এই মহিলা এমন, যাহার কথা আল্লাহ তায়ালা শুনিয়াছেন এবং এই মহিলার ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সেই স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছেন, যে তাহার স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করিতেছিল এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করিতেছিল।'

মুসলমানের প্রয়োজনে হাঁটিয়া যাওয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এ'তেকাফ করিয়াছিলেন। তাহার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া সালাম দিল এবং (চুপচাপ) বসিয়া গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে ব্যথিত ও চিন্তিত দেখিতেছি, কি ব্যাপার? সে বলিল, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই! আমি অবশ্যই চিন্তিত, কারণ অমুক ব্যক্তির আমার নিকট কিছু পাওনা রহিয়াছে। (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের প্রতি ইশারা করিয়া বলিল,) আর এই

কবরওয়ালার ইজ্জতের কসম, আমি সেই পাওনা পরিশোধ করিতে সক্ষম নই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আমি কি তোমার ব্যাপারে তাহার নিকট সুপারিশ করিয়া দিব? সে আরজ করিল, যদি আপনি ভাল মনে করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জুতা পরিধান করিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইলেন। সে ব্যক্তি আরজ করিল, আপনি কি আপনার এ'তেকাফের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি বলিলেন, ভুলি নাই, বরং আমি এই কবরওয়ালার নিকট হইতে শুনিয়াছি। আর তাহা বেশীদিন হয় নাই। এই কথা বলিতে যাইয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের কোন প্রয়োজনে চলাফেরা করে এবং চেষ্টা করে তবে তাহার জন্য ইহা দশবৎসর এ'তেকাফ করা হইতে উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিনের এ'তেকাফ করে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দকের আড় সৃষ্টি করিয়া দেন, যাহার দূরত্ব আসমান জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব হইতে অধিক। (একদিনের এ'তেকাফের ফযীলত যদি এই হয় তবে দশ বৎসরের এ'তেকাফের ফযীলত কত হইবে।)

মুসলমানের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে ও সাধারণভাবে আনসারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। যখন কাহারো সহিত বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেন তখন তাহার বাড়ীতে যাইতেন। আর যখন সাধারণভাবে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেন তখন তাহাদের মসজিদে যাইতেন। (সেখানে সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইত।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক ঘরের লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তাহাদের সেখানে খানা খাইলেন। যখন বাহির হওয়ার

ইচ্ছা করিলেন তখন ঘরের মধ্যে নামাযের স্থান বানাইবার আদেশ করিলেন। তাহারা একটি চাটাইয়ের উপর পানি ছিটাইয়া বিছাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার উপর নামায পড়িলেন এবং তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন।

সঙ্গীদের পরস্পর সাক্ষাৎ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবাদের দুইজনের মধ্যে পরস্পর ভাই বানাইয়া দিতেন। (ইহাতে তাহাদের মধ্যে এরূপ মহব্বত সৃষ্টি হইত যে,) তাহাদের একে অপরের সহিত সাক্ষাৎ একরাত্রির ব্যবধানে হইলেও ইহা তাহাদের নিকট অনেক দীর্ঘ মনে হইত। তারপর যখন তাহাদের সাক্ষাৎ হইত তখন তাহারা অত্যন্ত মহব্বত ও নম্রতার সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, আমার (নিকট হইতে পৃথক হওয়ার) পর আপনি কেমন ছিলেন? আর অন্যান্য যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক হইত না, তাহাদের অবস্থা এই ছিল যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তাহারা পরস্পর একে অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইতেন।

আওন (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সঙ্গীগণ (কুফা হইতে মদীনায়) তাহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি পরস্পর একে অপরের নিকট যাও? তাহারা বলিল, (হাঁ) আমরা এই কাজ ছাড়িতে পারি না। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি পরস্পর একে অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাক? তাহারা বলিল, হাঁ। হে আবু আবদুর রহমান, (আমাদের অবস্থা তো এই যে,) আমাদের কেহ যদি তাহার ভাইয়ের সাক্ষাৎ না পায় তবে পায়ে হাঁটিয়া তাহাকে তালাশ করিতে করিতে কুফার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া যায় এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তবে ফিরিয়া আসে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, যতদিন তোমরা এই কাজ করিতে

থাকিবে ততদিন তোমরা কল্যাণের উপর থাকিবে।

হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য মাদায়েন হইতে সিরিয়া পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছেন। তিনি তখন হাঁটু পর্যন্ত ছোট একটি সালোয়ার পরিধান করিয়াছিলেন।

সাক্ষাতের প্রার্থী আগত লোকদের একরাম ও সম্মান করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি (আমার একরাম ও সম্মানার্থে) আমার দিকে একটি বালিশ আগাইয়া দিলেন, যাহার ভিতর খেজুর গাছের ছাল ভরা ছিল। কিন্তু আমি (আদব রক্ষার্থে) উহার উপর বসিলাম না, বরং বালিশটি আমার ও তাঁহার মাঝখানে পড়িয়া রহিল।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একরাম করা

হযরত উম্মে সা'দ বিনতে সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য নিজের কাপড় বিছাইয়া দিলে আমি উহার উপর বসিলাম। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, (এই মহিলা কে?) তিনি বলিলেন, এই মহিলা সেই ব্যক্তির কন্যা যিনি আমার অপেক্ষাও উত্তম ছিলেন এবং তোমার অপেক্ষাও উত্তম ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, সেই ব্যক্তি কে?

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তির কন্যা যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং জান্নাতে তাহার ঠিকানা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার পরে আমি ও তুমি অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছি।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সালমান (রাঃ)এর পরস্পর একরাম করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বালিশের উপর হেলান দিয়াছিলেন। হযরত সালমান (রাঃ)কে দেখিয়া তিনি সেই বালিশ হযরত সালমান (রাঃ)এর জন্য রাখিয়া দিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সেই কথা আমাদেরকেও শুনান। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি একটি বালিশে হেলান দিয়াছিলেন। তিনি সেই বালিশ আমার জন্য রাখিয়া দিলেন। অতঃপর আমাকে বলিলেন, হে সালমান, যে কোন মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের নিকট যায় আর সেই মেযবান তাহার সম্মানার্থে বালিশ রাখিয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার মাগফিরাত করিয়া দেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) একটি বালিশের উপর হেলান দিয়াছিলেন। তিনি উহা হযরত সালমান (রাঃ)এর জন্য আগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, হে সালমান! যে কোন মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের নিকট যায় আর সেই মেযবান তাহার সম্মানার্থে বালিশ আগাইয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার মাগফিরাত করিয়া দেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত সালমান (রাঃ) তাহার জন্য একটি বালিশ আগাইয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, ইহা কি? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমানের নিকট তাহার অপর মুসলমান ভাই আসে আর সে তাহার সম্মানার্থে একটি বালিশ আগাইয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে মাফ করিয়া দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রাঃ)এর একরাম করা

ইবরাহীম ইবনে নাশীত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জায যুবাইদী (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তাহার নীচে একটি গদি বিছানো ছিল। তিনি উহা উঠাইয়া আমার দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি আপন সহচরের একরাম ও সম্মান করে না তাহার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

মেহমানের সম্মান করা

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু উসাইদ সায়েদী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন বিবাহে (ওলীমাতে) দাওয়াত দিলেন। সেইদিন তাহার স্ত্রী আগত মেহমানদের খেদমত করিতেছিলেন, অথচ তিনি দুলহান ছিলেন। তাহার স্ত্রী বলিলেন, তোমরা জান কি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (সেদিন) কি ভিজাইয়া ছিলাম? আমি রাত্রে তামা অথবা পাথরের ছোট একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু খেজুর ভিজাইয়াছিলাম। (যাহাতে তিনি শরবত পান করিতে পারেন।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায যুবাইদী (রাঃ)এর উক্তি

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায

যুবাইদী (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি একটি বালিশে হেলান দিয়াছিলেন। তিনি উহা উঠাইয়া তাহাদের জন্য রাখিয়া দিলেন। তাহারা উভয়ে বলিল, আমরা তো এইজন্য আসি নাই, বরং আমরা তো আপনার নিকট হইতে কিছু কথা শুনিতে আসিয়াছি, যাহাতে আমাদের উপকার হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি মেহমানের একরাম ও সম্মান করে না তাহার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর রাস্তায় নিজ ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাকে, রুটির একটি টুকরা ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ইফতার করিয়া লয়। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে গরুর ন্যায় (বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদ খাদ্যের জন্য) আপন জিহ্বা নাড়িতে থাকে আর খাদেমকে বলিতে থাকে, হে গোলাম, অমুক জিনিস উঠাইয়া নে, হে গোলাম, অমুক জিনিস রাখ এবং এমনভাবে খাওয়াতে ব্যস্ত হয় যে, আল্লাহর যিকির একেবারেই করে না।

কাওমের সম্মানী লোকের সম্মান করা

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তিনি ঘরভরা সাহাবাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত জারীর (রাঃ) দরজায় দাঁড়াইয়া গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া ডানে বায়ে তাকাইলেন। কোথাও বসার জায়গা না দেখিয়া তিনি নিজের চাদর মোবারক লইলেন এবং উহাকে পেঁচাইয়া হযরত জারীর (রাঃ)এর দিকে ছুড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, ইহার উপর বসিয়া যাও। হযরত জারীর (রাঃ) চাদর লইয়া নিজের বুকের সহিত লাগাইলেন এবং চুম্বন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেরত দিলেন এবং

আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার এরূপ সম্মান করুন, যেরূপ আপনি আমার সম্মান করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তোমাদের নিকট কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসে তখন তোমরা তাহার সম্মান করিও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘর লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি কোথায়ও বসার জায়গা পাইলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর মোবারক তাহার দিকে ছুড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহার উপর বসিয়া যাও। হযরত জারীর (রাঃ) উহা লইয়া বুকের সহিত লাগাইলেন এবং চুম্বন করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার এরূপ সম্মান করুন যেরূপ আপনি আমার সম্মান করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তোমাদের নিকট কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসে তখন তোমরা তাহার সম্মান করিও।

হযরত উয়াইনা ইবনে হিস্ন (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত উয়াইনা ইবনে হিস্ন (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলে জমিনের উপর বসা ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উয়াইনা (রাঃ)এর জন্য গদী আনাইলেন এবং তাহাকে উহার উপর বসাইলেন এবং বলিলেন, যখন তোমাদের নিকট কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসে তখন তোমরা তাহার সম্মান করিও।

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন তখন তিনি তাহার জন্য একটি বালিশ রাখিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি জমিনের উপর বসিলেন এবং আরজ করিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি জমিনের বুকে না বড়াই (অহংকার) চান, আর না ফাসাদ করিতে চান, এবং তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী, আজ আমরা (আদী ইবনে হাতেমের জন্য) আপনার পক্ষ হইতে যে (সম্মান প্রদর্শনের) দৃশ্য দেখিলাম তাহা ইতিপূর্বে কাহারো জন্য দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ, এই ব্যক্তি এক কাওমের অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি। যখন তোমাদের নিকট কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসে তখন তোমরা তাহার সম্মান করিও। (কান্‌য)

হযরত আবু রাশেদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু রাশেদ আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি আমার কাওমের একশতজন লোকের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমরা যখন তাঁহার নিকটবর্তী হইলাম তখন থামিয়া গেলাম। আমার সঙ্গীগণ আমাকে বলিল, হে আবু মুগবিয়া, তুমি আগে যাও। যদি তুমি ভাল অবস্থা দেখ তবে আমাদেরকে আসিয়া জানাইও, আমরাও তাঁহার খেদমতে হাজির হইব। আর যদি ভাল অবস্থা না দেখ তবে আমাদেরকে আসিয়া সংবাদ দিও, আমরা নিজেদের এলাকায় ফিরিয়া যাইব। হযরত আবু রাশেদ (রাঃ) বলেন, আমি বয়সে সকলের ছোট ছিলাম, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া (জাহিলিয়াতের নিয়মে) বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, 'আনইম সাবাহান' (অর্থাৎ সুপ্রভাত)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুসলমানগণ একে অপরকে এইভাবে

সালাম করে না। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুসলমানগণ একে অপরকে কিভাবে সালাম করে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন তুমি কোন মুসলমান কাওমের নিকট যাও তখন এইভাবে বলিও, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আমি বলিলাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। তিনি বলিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি আবু মুগবিয়া আবদুল্লাতে ওয়ালওযযা। তিনি বলিলেন, (এই উপনামও নাম ঠিক নয়) বরং তুমি 'আবু রাশেদ আবদুর রহমান' এবং তিনি আমাকে তাঁহার পাশে বসাইলেন ও সম্মান করিলেন। আমাকে নিজের চাদর পরিধান করাইলেন, জুতা মোবারক ও লাঠি দান করিলেন। আর আমি মুসলমান হইয়া গেলাম। তাঁহার নিকটে কিছু লোক বসিয়াছিল। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা দেখিতেছি, আপনি এই ব্যক্তির অনেক সম্মান করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি আপন কাওমের সর্দার ও সম্মানিত লোক। যখন তোমাদের নিকট কোন কাওমের সর্দার আসে তখন তোমরা তাহার সম্মান করিবে। সামনে হাদীসের আরো অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

কাওমের সর্দারের মনতুষ্টি করা

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি জুআইলকে কেমন মনে কর? আমি বলিলাম, আমার নিকট তো তাহাকে অন্যান্য লোকদের ন্যায় মিসকীন (গরীব) মনে হয়। তিনি পুনরায় বলিলেন, অমুককে তোমার কেমন মনে হয়? আমি বলিলাম, সে তো সর্দারদের মধ্য হইতে এক সর্দার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ধরনের লোক

দ্বারা যদি জমিন পরিপূর্ণ হইয়া যায় তবে এক জুআইল তাহাদের অপেক্ষা উত্তম। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুকও তো এই ধরনেরই, কিন্তু আপনি তাহার অনেক সম্মান করিয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি আপন কাওমের সর্দার, সেহেতু আমি তাহার মনতুষ্টির জন্য তাহাকে সম্মান করিয়া থাকি।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উয়াইনা ইবনে হিসন ও আকরা' ইবনে হারেস্‌কে একশত করিয়া উট দান করিলেন, আর জুআইলকে কিছুই দিলেন না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি উয়াইনা ও আকরা' দ্বারা সমস্ত জমিন পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি জুআইল ইবনে সুরাকা তাহাদের সকল অপেক্ষা উত্তম। আমি তাহাদের উভয়ের মনতুষ্টি করিতেছি, আর জুআইলকে তাহার ঈমানের সোপর্দ করিতেছি। (অর্থাৎ তাহার ঈমানের কারণে আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের সম্মান করা

ইয়াযীদ ইবনে হাইয়ান (রহঃ) বলেন, আমি, হুসাইন ইবনে সাবরাহ ও আমর ইবনে মুসলিম (রহঃ), আমরা তিনজন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং তাহার নিকট বসিলাম। হুসাইন (রহঃ) বলিলেন, হে যায়েদ, আপনি অনেক কল্যাণকর জিনিস দেখিয়াছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন, তাঁহার হাদীস শুনিয়াছেন, তাঁহার সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পিছনে নামায পড়িয়াছেন। হে যায়েদ, আপনি অনেক কল্যাণকর জিনিস দেখিয়াছেন। হে যায়েদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছেন এমন একটি হাদীস আপনি আমাদেরকেও শুনাইয়া দিন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আল্লাহর কসম, আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যে সকল হাদীস আমি মুখস্ত রাখিয়াছিলাম তাহা হইতে কিছু ভুলিয়াও গিয়াছি। অতএব যে হাদীস আমি তোমাদেরকে শুনাই তাহা শুনিয়া লও, আর যাহা আমি শুনাইতে না পারি উহার জন্য আমাকে বাধ্য করিও না। অতঃপর তিনি বলিলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুম্ নামক ঝর্ণার নিকট আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। প্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বয়ান করিলেন, ওয়াজ ও নসীহত করিলেন, তারপর বলিলেন—

'আম্মাবাদ, হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শুন, আমি একজন মানুষ, অতিসত্বর আমার রবের দূত (মালাকুল মওত) আমাকে ডাকিতে আসিবে, আর আমি চলিয়া যাইব। আমি তোমাদের মাঝে দুইটি অতি ভারী জিনিস রাখিয়া যাইতেছি। এক আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) উহাতে হেদায়াত ও নূর রহিয়াছে। অতএব আল্লাহর কিতাবকে ধারণ কর এবং মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ। অতঃপর তিনি কোরআন সম্পর্কে অনেক উৎসাহ প্রদান করিলেন। তারপর বলিলেন, দ্বিতীয় জিনিস হইল, আমার পরিবার-পরিজন। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিতে অসিয়ত করিতেছি, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিতে অসিয়ত করিতেছি।'

হুসাইন (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়েদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন কাহারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ কি তাহার পরিবারভুক্ত নহেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ তাহার পরিবারভুক্ত বটে, তবে তাহার প্রকৃত পরিবার হইল তাহারা, যাহাদের

জন্য তাঁহার পর যাকাত সদকা গ্রহণ করা হারাম। হুসাইন (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কাহারা? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, তাহারা হইলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর আওলাদ, হযরত আকীল (রাঃ)এর আওলাদ, হযরত জা'ফর (রাঃ)এর আওলাদ ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর আওলাদ। হুসাইন (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের সকলের জন্য কি যাকাত সদকা গ্রহণ করা হারাম? তিনি বলিলেন, হাঁ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা খেয়াল রাখিবে। (অর্থাৎ এই সম্পর্কের কারণে তাহাদের সম্মান করিবে।)

হযরত আব্বাস (রাঃ)কে সম্মান করা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা (রাঃ)দের সহিত বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়াছিলেন। এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্মুখ দিক হইতে আসিলেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার জন্য বসিবার জায়গা করিয়া দিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সম্মুখে বসিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, সম্মানী লোকদের মর্যাদা সম্মানী লোকেরাই বুঝে।

অতঃপর হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গলার স্বরকে অত্যন্ত নীচু করিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ অসুস্থ হইয়া

পড়িয়াছেন। (এই কারণে তিনি স্বর উঁচা করিতে পারিতেছেন না।) তাহার এই অসুস্থতা আমার দিলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথায় মগ্ন রহিলেন এবং কথা শেষ হইলে তিনি চলিয়া গেলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)এর যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি দেখিলাম, আপনি নিজের স্বরকে অত্যন্ত নীচু করিয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, যখন হযরত আব্বাস (রাঃ) আসেন তখন যেন আমি নিজের স্বরকে নীচু করি, যেমন তিনি তোমাদেরকে আমার সম্মুখে স্বর নীচু করিতে আদেশ করিয়াছেন। (কান্য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তিনি সেই স্থান হইতে শুধু হযরত আব্বাস (রাঃ)এর জন্য উঠিয়া যাইতেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)এর জন্য তাহার এই সম্মান প্রদর্শনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী হইতেন। একদিন হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্মুখ দিক হইতে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চাচা সম্মুখ দিক হইতে আসিতেছেন। তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, এই যে (হযরত) আব্বাস (রাঃ) সম্মুখ দিক হইতে আসিতেছেন, তিনি সাদা কাপড় পরিধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পর তাহার সন্তানগণ কালো কাপড় পরিধান করিবে এবং তাহার সন্তানদের

মধ্য হইতে বারজন বাদশাহ হইবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি (হযরত) আবু বকর (রাঃ)কে কিছু বলিয়াছেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তাহাকে ভাল কথাই বলিয়াছি। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আপনি সর্বদা ভাল কথাই বলিয়া থাকেন। (কিন্তু আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাকে একটু বলিবেন কি?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি বলিয়াছি, আমার চাচা আসিতেছেন, তিনি সাদা কাপড় পরিধান করিয়াছেন, তাহার পর তাহার সন্তানগণ কালো কাপড় পরিধান করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে বারজন বাদশাহ হইবে।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ)এর দাদা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিসে বসিতেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার ডান পার্শ্বে ও হযরত ওমর (রাঃ) তাহার বাম পার্শ্বে, আর হযরত ওসমান (রাঃ) তাহার সম্মুখে বসিতেন। হযরত ওসমান (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয়াদি লেখার কাজ করিতেন। যখন হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) আসিতেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের স্থান হইতে সরিয়া যাইতেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) সেই স্থানে বসিতেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ)কে মহব্বত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত মুত্তালিব ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি হইয়াছে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের—বনু হাশেম ও কোরাইশদের কি হইবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের সহিত আপনার কি হইয়াছে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তাহারা যখন নিজেরা পরস্পর সাক্ষাৎ করে তখন তাহারা অত্যন্ত হাসিমুখ থাকে আর যখন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন তাহাদের চেহারা ভিন্ন রকম থাকে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত রাগান্বিত হইলেন যে, তাঁহার দুই চক্ষুর মাঝের রগ ফুলিয়া উঠিল। তারপর যখন তাঁহার রাগ কমিল তখন তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, কাহারো অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করিতে পারে না যতক্ষণ সে তোমাদেরকে (অর্থাৎ বনু হাশেমকে) আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের খাতিরে মহব্বত না করে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা আব্বাস (রাঃ)এর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয়। মানুষের চাচা তাহার পিতা সমতুল্য হইয়া থাকে।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই সমস্ত কোরাইশের লোকেরা নিজেরা পরস্পর যখন সাক্ষাৎ করে তখন তাহারা একে অপরের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করে আর যখন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে তখন তাহাদের চেহারার অবস্থা এমন হয় যাহা আমাদের পরিচিত নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, কোন মানুষের অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না সে তোমাদের (বনু হাশেম)কে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের খাতিরে মহব্বত করিবে।

হযরত ইসমাহ (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) মসজিদে যাওয়ার পর লোকদের চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জানি না, আমার দ্বারা কি

অন্যায় হইয়াছে? আমি যখনই মসজিদে যাই লোকদের চেহারায় অসন্তোষের ভাব দেখিতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসিলেন এবং বলিলেন, হে লোকেরা, তোমরা মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না (হযরত) আব্বাস (রাঃ)কে মহব্বত করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠাইলেন। সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আবুল ফজল, নিজের মালের যাকাত প্রদান করুন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি এই হইতে সেই হইতে এবং তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে অনেক কঠোর কথা বলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি আল্লাহর ভয় না হইত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার মর্যাদার খেয়াল না হইত তবে আমি আপনার কথার সমুচিত জবাব দিতাম। অতঃপর উভয়ে পৃথক হইয়া গেলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) একদিকে গেলেন, আর হযরত আব্বাস (রাঃ) আরেক দিকে চলিয়া গেলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) চলিতে চলিতে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর হাত ধরিলেন এবং তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে লোকদের নিকট হইতে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠাইয়াছেন। সর্বপ্রথম আপনার চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ

হইয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবুল ফজল, আপনার মালের যাকাত প্রদান করুন। ইহাতে তিনি আমাকে এই এই কথা বলিলেন এবং আমাকে তিরস্কার করিলেন ও কঠোর কথা বলিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, যদি আল্লাহর ভয় না হইত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার পদমর্যাদার খেয়াল না হইত তবে আমি আপনার কথার সমুচিত জবাব দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনিয়া) বলিলেন, তুমি তাহার সম্মান করিয়াছ, আল্লাহ তোমার সম্মান করুন, তুমি কি জান না, মানুষের চাচা তাহার পিতা সমতুল্য হইয়া থাকে? হযরত আব্বাস (রাঃ)এর সহিত যাকাতের বিষয়ে কিছু বলিও না, কেননা আমরা তাহার নিকট হইতে দুই বৎসরের যাকাত অগ্রীম গ্রহণ করিয়াছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর পিতা (আবদুল মুত্তালিব) এর সমালোচনা করিল এবং তাহার সম্পর্কে অপমানকর কথা বলিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) সেই ব্যক্তিকে একটি চড় মারিলেন। লোকজন জমা হইয়া গেল। কিছু লোক বলিল, আল্লাহর কসম, হযরত আব্বাস (রাঃ) যেমন এই ব্যক্তিকে চড় মারিয়াছেন, আমরাও তাহাকে তেমন চড় মারিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘটনা জানিতে পারিলেন তখন লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল দেখি, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানী ব্যক্তি কে? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি। তিনি বলিলেন, শুন, আব্বাস আমার হইতে ও আমি আব্বাস হইতে। (অর্থাৎ আমাদের উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।) আমাদের বংশের যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদেরকে মন্দ বলিও না, ইহাতে আমাদের বংশের জীবিত লোকদের কষ্ট হয়।

ইবনে আসাকির (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস রেওয়ায়াত করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে

যে, সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার গোস্বা হইতে আল্লাহর পানাহ চাহিতেছি, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে তাহাদের উভয়ের নিয়ম এই ছিল যে, সওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় হযরত আব্বাস (রাঃ)এর সহিত তাহাদের কাহারো সাক্ষাৎ হইলে তাহারা (হযরত আব্বাস (রাঃ)এর সম্মানার্থে) সওয়ারী হইতে নামিয়া যাইতেন এবং সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া তাহার সহিত পায়ে হাঁটিতেন এবং তাহাকে নিজ ঘরে বা তাহার মজলিস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া পৃথক হইতেন।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যে সকল নতুন আইন জারি করিয়াছিলেন এবং সকলে উহা পছন্দ করিয়াছিল তন্মধ্যে একটি এই যে, এক ব্যক্তি ঝগড়া করিতে যাইয়া হযরত আববাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর সহিত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক আচরণ করিল। এই কারণে হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাকে প্রহার করিলেন। এই প্রহারের উপর কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চাচাকে সম্মান করেন, আর আমি তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার অনুমতি দিয়া দিব? এই ব্যক্তির বেয়াদপিকে যে ভাল মনে করিতেছে সেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করিতেছে। সুতরাং হযরত ওসমান (রাঃ)এর এই আইনকে সমস্ত সাহাবা (রাঃ) পছন্দ করিলেন (যে, যে ব্যক্তি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর সহিত বেয়াদপি করিবে তাহাকে প্রহার করা হইবে।)।

হযরত আলী (রাঃ)কে সম্মান করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন। তাহার চতুর্পার্শ্বে সাহাবা (রাঃ) বসিয়াছিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) সম্মুখ দিক হইতে আসিলেন। তিনি আসিয়া সকলকে সালাম দিলেন এবং দাঁড়াইয়া নিজের জন্য বসিবার জায়গা দেখিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবাদের চেহারার দিকে তাকাইয়া রহিলেন যে, কে তাহাকে বসিবার জন্য জায়গা দেয়? হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি নিজের জায়গা হইতে সামান্য সরিয়া বলিলেন, হে আবুল হাসান, এইখানে আস। হযরত আলী (রাঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মাঝখানে বসিলেন। ইহাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে খুশীর ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সম্মানী লোকেদের মর্যাদা সম্মানী লোকেরাই বুঝিতে পারে। (বিদায়াহ)

রাবাহ ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, এক জামাত (কুফা শহরের) রাহবাহ (নামক) মহল্লায় হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আসসালামু আলাইকা ইয়া মাওলানা (অর্থাৎ হে আমাদের মনিব)। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তো আরবের লোক, আমি তোমাদের মনিব কিভাবে হইতে পারি? (অনারবরা গোলাম হয়, আরবরা তো গোলাম হয় না।) তাহারা বলিল, আমরা 'গাদীরে খুম' এর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আমি যাহার মনিব (ও বন্ধু) আলীও তাহার মনিব (ও বন্ধু)। হযরত রাবাহ (রহঃ) বলেন, তাহারা চলিয়া গেলে আমি তাহাদের পিছন পিছন গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকগুলি কাহারা? লোকেরা বলিল, ইহারা আনসারদের কতিপয় লোক, যাহাদের মধ্যে হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)ও আছেন।

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক বাহিনীতে প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিলেন। আমরা যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তোমাদের আমীরকে কেমন পাইয়াছ? তখন আমি অথবা অন্য কেহ তাঁহার নিকট হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে কোন নালিশ করিল। সাধারণতঃ মাটির দিকে দৃষ্টি অবনত রাখা আমার অভ্যাস ছিল। আমি মাথা উঠাইয়া দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক (রাগে) লালবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি বলিতেছেন, আমি যাহার বন্ধু আলীও তাহার বন্ধু। আমি আরজ করিলাম, আগামীতে আমি কখনও হযরত আলী (রাঃ)এর ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিব না।

হযরত আমর ইবনে শাছ আসলামী (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে ঘোড়সওয়ারদের এক জামাতের সহিত ইয়ামান পাঠাইলেন। আমিও তাহার সহিত গেলাম। হযরত আলী (রাঃ) সফরে আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিলেন। ইহাতে তাহার প্রতি আমার মনে রাগ সৃষ্টি হইল। আমি যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম তখন বিভিন্ন মজলিসে হযরত আলী (রাঃ)এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলাম এবং যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহার নিকট হযরত আলী (রাঃ)এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি সম্মুখ দিক হইতে আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, আমি তাঁহার চোখের দিকে দেখিতেছি তখন তিনি আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আমি তাহার নিকট আসিয়া বসিয়া গেলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আমর! মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়াছ। আমি বলিলাম, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া

হইতে আমি আল্লাহ ও ইসলামের পানাহ চাহিতেছি।’ তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিয়াছে, সে আমাকে কষ্ট দিয়াছে।

হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে বসিয়াছিলাম। আমার সহিত আরো দুই ব্যক্তি ছিল। আমরা সকলে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে মন্দ কথা বলিলাম। এমন সময় সম্মুখ দিক হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিলেন। তাঁহার চেহারা মোবারকে পরিস্কার রাগের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। আমি তাঁহার গোস্বা হইতে আল্লাহর পানাহ চাহিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আমাকে কষ্ট দাও? যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিয়াছে সে আমাকে কষ্ট দিয়াছে।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর উপস্থিতিতে হযরত আলী (রাঃ)এর দোষ আলোচনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) বলিলেন, তুমি কি এই কবরওয়ালাকে চিন? ইনি (হযরত) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবদুল মুত্তালিব, আর তিনি আলী ইবনে আবি তালেব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই।) সর্বদা হযরত আলী (রাঃ)এর গুণাবলী আলোচনা করিবে, কেননা যদি তুমি তাহাকে কষ্ট দাও তবে তুমি এই পবিত্র যাতকে তাহার কবরে কষ্ট দিবে।

আবু বকর ইবনে খালেদ ইবনে উরফুতাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সা’দ ইবনে মালেক (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনাদেরকে কুফাতে হযরত আলী (রাঃ)কে মন্দ বলার জন্য বাধ্য করা হয়। আপনি কি তাহাকে মন্দ বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পানাহ! সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে সা’দের প্রাণ রহিয়াছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে হযরত আলী (রাঃ)এর মর্যাদা সম্পর্কে এমন কথা শুনিয়াছি, যদি আমার মাথার সিঁথির উপর

করাত রাখা হয় তবুও আমি হযরত আলী (রাঃ)কে মন্দ বলিব না।

আমের ইবনে সা'দ ইবনে ওক্কাস (রহঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত সা'দ (রাঃ) আমাকে এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) আমাকে হুকুম দিলেন এবং বলিলেন, আপনি আবু তুরাব (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)কে মন্দ বলেন না কেন? আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে তিনটি এমন কথা বলিয়াছেন যদি আমি উহা হইতে একটিও পাইতাম তবে তাহা আমার নিকট লালবর্ণের উটের পাল পাওয়া অপেক্ষা প্রিয় হইত। সেই তিন কথা যতক্ষণ আমার স্মরণ থাকিবে ততক্ষণ আমি তাহাকে মন্দ বলিতে পারি না। এক জেহাদের সফরে (অর্থাৎ গাযওয়ায়ে তবুকে) যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে মদীনায় নিজের স্থানে রাখিয়া যাইতে চাহিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে মহিলা ও শিশুদের সহিত পিছনে রাখিয়া যাইতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার জন্য এমন হইবে যেমন হযরত হারুন আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্য ছিলেন? পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, আমার পরে কেহ নবী হইবে না।

এমনিভাবে খাইবারের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আজ আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা প্রদান করিব, যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলও তাহাকে মহব্বত করেন। এই সম্মানের কথা শুনিয়া আমার আগ্রহ হইল, এই ঝাণ্ডা আমি লাভ করি এবং এই আগ্রহে আমি বারবার মাথা উঠাইতেছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার নিকট আলীকে ডাকিয়া আন। হযরত আলী (রাঃ) আসিলেন। তাহার চোখে অসুখ ছিল। তিনি তাহার চোখে নিজের মুখের লালা লাগাইয়া দিলেন এবং তাহাকে ঝাণ্ডা প্রদান

করিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাহার হাতে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করিলেন। আর (তৃতীয় বিষয় হইল) যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَ نِسَائَنَا وَ نِسَائَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ - الاية

অর্থ ঃ 'আর আপনি বলিয়া দিন, আস আমরা ডাকিয়া লই আমাদের সন্তানগণকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে, আর আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদিগকে ও স্বয়ং তোমাদিগকে, অতঃপর আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এইরূপে দোয়া করি যে, আল্লাহর লা'নত দেই অসত্য পন্থীদের উপর।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং বলিলেন,আয় আল্লাহ, ইহারা আমার পরিবার।

(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী)

আবু নাজীহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন হজ্জে আসিলেন তখন তিনি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর হাত ধরিয়া বলিলেন, হে আবু ইসহাক! জেহাদের ব্যস্ততার কারণে আমরা কয়েক বৎসর হজ্জ করিতে পারি নাই। যেই কারণে আমরা হজ্জের অনেক সুন্নাত ভুলিয়া যাইতেছি। অতএব আপনি তওয়াফ করুন, আমরাও আপনার সহিত তওয়াফ করিব। তওয়াফের পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহাকে নিজের সঙ্গে 'দারুন নাদওয়া'তে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে নিজের সিংহাসনের উপর বসাইলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ)এর আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলিতে লাগিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার ঘরে আনিয়া নিজ সিংহাসনের উপর বসাইলেন, তারপর হযরত আলী (রাঃ)কে মন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন। আল্লাহর কসম, যদি হযরত আলী (রাঃ)এর তিনটি বিষয়ের

একটিও আমি পাই তবে উহা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। প্রথমতঃ তবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার জন্য এমন যেমন হযরত হারুন আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্য ছিলেন। তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কেহ নবী হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে এই কথা বলিতেন তবে ইহা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল।

দ্বিতীয়তঃ খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বলিলেন, আজ আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা প্রদান করিব, যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলও তাহাকে মহব্বত করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার হাতে বিজয় দান করিবেন। আর সে ময়দান হইতে পলায়নকারী নহে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে এই কথাগুলি বলিতেন তবে ইহা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইত।

তৃতীয় এই যে, (তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা ছিলেন) আমিও যদি তাহার জামাতা হইতাম এবং তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইত এবং হযরত আলী (রাঃ)এর ন্যায় তাহার কন্যা হইতে আমারও দুই পুত্র হইত তবে ইহা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইত। আমি আজকের পর কখনও আপনার ঘরে আসিব না। এই বলিয়া হযরত সা'দ (রাঃ) নিজের চাদর ঝাড়িয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। (বিদায়াহ)

আবু আবদুল্লাহ জাদালী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলা হয়? (আর তোমরা উহার প্রতিকার কর না?)

আমি বলিলাম, আল্লাহর পানাহ! সুবহানাল্লাহ! অথবা এই ধরনের অন্য কোন কলেমা আমি বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আলীকে মন্দ বলিল সে আমাকে মন্দ বলিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আবু আবদুল্লাহ জাদালী (রহঃ) বলেন, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তোমাদের সকলের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি মন্দ বলা হয় না? আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে মন্দ বলা হইতে পারে? তিনি বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ) ও তাহাকে যাহারা ভালবাসে তাহাদেরকে কি মন্দ বলা হয় না? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মহব্বত করিতেন!

হযরত আলী (রাঃ)এর বংশ ও দ্বীন সম্পর্কে তাহার নিজের উক্তি

আবু সাদেক (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ আমার বংশ এবং তাঁহার দ্বীন আমার দ্বীন। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে অপমান করে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করে। (মুন্তাখাব)

হযরত হাসান (রাঃ)কে সম্মান করা

আবদুর রহমান ইবনে আসবাহানী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের উপর বসিয়াছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) আসিলেন এবং বলিলেন, আপনি আমার নানার মিম্বর হইতে নামিয়া যান। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, ইহা তোমার নানার বসার স্থান এবং তিনি তাহাকে নিজের কোলে উঠাইয়া

লইলেন এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই ছেলে আমার বলার কারণে বলিতেছে না (বরং সে নিজের পক্ষ হইতেই বলিতেছে।)। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমি আপনাকে দোষারোপ করিতেছি না।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বারের উপর খোতবা দিতেছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান (রাঃ) আসিলেন এবং মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, আপনি আমার নানার মিম্বার হইতে নামিয়া যান। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এই কাজ আমাদের পরামর্শ ছাড়া হইয়াছে।

হযরত হুসাইন (রাঃ)কে সম্মান করা

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বারের উপর বয়ান করিতেছিলেন। এমন সময় হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আপনি আমার নানার মিম্বার হইতে নামিয়া যান। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে ইহা তোমার নানার মিম্বার, আমার বাবার নহে, তোমাকে এই কথা বলিতে কে বলিয়াছে? হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, তাহাকে কেহ বলে নাই। (অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) হযরত হুসাইন (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,) এই প্রতারক, আমি তোমাকে পিটাইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ভাতিজাকে মারিও না, সে সত্য কথা বলিয়াছে, তাহার নানার মিম্বারই বটে।

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমি মিম্বারে উঠিয়া হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং তাহাকে বলিলাম, আমার নানার মিম্বার হইতে নামিয়া যান এবং আপনার পিতার মিম্বারে যাইয়া বসুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতার তো কোন মিম্বার নাই। এই বলিয়া তিনি আমাকে তাহার পার্শ্বে বসাইলেন। অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আমাকে তাহার ঘরে

লইয়া গেলেন এবং আমাকে বলিলেন, হে আমার বেটা, তোমাকে এই কথা কে শিখাইয়া দিয়াছে? আমি বলিলাম, কেহ শিখায় নাই। তিনি বলিলেন, তুমি যদি আমাদের নিকট আসা যাওয়া কর তবে খুব ভাল হইবে। সুতরাং একদিন আমি তাহার নিকট গেলাম। তখন তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর সহিত নির্জনে কথা বলিতেছিলেন। আমি দেখিলাম, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিও অনুমতি পান নাই। ইহা দেখিয়া আমি ফেরত চলিয়া আসিলাম।

পরবর্তীতে যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমার বেটা, তুমি আমাদের নিকট কেন আস না? আমি বলিলাম, আমি একদিন গিয়াছিলাম, আপনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর সহিত নির্জনে কথা বলিতেছিলেন। দেখিলাম আপনার পুত্র হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)ও (অনুমতি না পাইয়া) ফেরত চলিয়া গেল। সুতরাং আমিও চলিয়া আসিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর অপেক্ষা অনুমতি পাওয়ার বেশী হকদার। কেননা আজ আমাদের মাথায় সম্মানের যে মুকুট দেখিতেছ তাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (নবী পরিবারের) উসিলায় দান করিয়াছেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) স্নেহভরে আমার মাথার উপর হাত রাখিলেন।

ওকবা ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কয়েকদিন পর একদিন আসরের নামাযের পর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত মসজিদ হইতে বাহির হইলাম। হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত হাঁটিতেছিলেন। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) ছেলেদের সহিত খেলিতেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে নিজের কাঁধের উপর উঠাইয়া লইলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

بِاَبِىْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِىِّ + لَيْسَ شَبِيْهًا بِعَلِىِّ

অর্থ ঃ 'এই ছেলের উপর আমার পিতা কোরবান হউন, তাহার

চেহারা সুরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সামঞ্জস্যতা রাখে, আলীর সহিত নহে।'

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই কবিতা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) হাসিতেছিলেন।

ওমায়ের ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনার পেটের যেই স্থানে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি সেই স্থান হইতে আপনি একটু কাপড় সরান। হযরত হাসান (রাঃ) নিজের পেটের উপর হইতে কাপড় সরাইলেন এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহার পেটে চুম্বন করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহার নাভির উপর চুম্বন করিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহার নাভির উপর হাত রাখিলেন।

মাকবুরী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর সহিত বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) সেখান দিয়া গেলেন। হযরত হাসান (রাঃ) সালাম দিলেন, লোকেরা তাহার সালামের উত্তর দিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি খেয়াল করিতে পারেন নাই যে, হযরত হাসান (রাঃ) গিয়াছেন এবং সালাম দিয়াছেন। কেহ তাহাকে বলিল, এই সালাম হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) দিয়াছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিছনে গেলেন এবং বলিলেন, হে আমার সর্দার! ওয়া আলাইকাস সালাম। কেহ বলিল, আপনি তাহাকে 'হে আমার সর্দার' বলিতেছেন? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে সে সাইয়েদ অর্থাৎ সর্দার।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলে মারওয়ান

—৩৭

তাহাকে দেখার জন্য গেল এবং বলিল, এই পর্যন্ত যতদিন আপনার সহিত রহিয়াছি, আপনার কোন কাজে মনে রাগ আসে নাই, কিন্তু হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)এর প্রতি আপনার ভালবাসা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত গোস্বা হইয়াছি। এই কথা শুনামাত্রই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) শরীর গুটাইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফরে গেলাম। পথে এক জায়গায় তিনি হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)এর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তাহারা উভয়ে তাহাদের মায়ের সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, আমার ছেলেদের কি হইয়াছে? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, তাহারা পিপাসার কারণে কাঁদিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পিছনে রাখা মশকের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখিলেন, উহাতে পানি আছে কিনা? (কিন্তু উহাতে পানি ছিল না।) সেদিন পানি খুবই কম ছিল। লোকেরাও পানি তালাশ করিতেছিল। তিনি উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন, কাহারো নিকট পানি আছে কি? এই আওয়াজ শুনিয়া লোকেরা নিজেদের পিছনে রাখা মশকের প্রতি হাত বাড়াইয়া দেখিল উহাতে পানি আছে কিনা, কিন্তু কেহ এক কাতরা পানি পাইল না।

এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হে ফাতেমা!) একজনকে আমার নিকট দিয়া দাও। হযরত ফাতেমা (রাঃ) পর্দার নীচে দিয়া তাহার নিকট এক ছেলেকে দিয়া দিলেন। ছেলেকে দেওয়ার সময় আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর হাতের সাদা অংশ দেখিতে পাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে লইয়া নিজের বুকের সহিত লাগাইলেন। ছেলেটি কাঁদিতেছিল, চুপ হইতেছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহ্বা মোবারক বাহির করিলেন, ছেলে উহা চুষিতে লাগিল এবং চুষিতে চুষিতে চুপ হইয়া গেল। আমি আর তাহার কান্নার আওয়াজ শুনিতে

পাইলাম না। দ্বিতীয় ছেলেটি কাঁদিতেছিল, সেও চুপ হইতেছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ছেলেকেও আমার নিকট দিয়া দাও। হযরত ফাতেমা (রাঃ) দ্বিতীয় ছেলেকেও তাঁহার নিকট দিয়া দিলেন। তিনি তাহার সহিতও একই রকম করিলেন। সেও চুপ হইয়া গেল। আমি আর কাহারো কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রওয়ানা হও। সুতরাং মহিলাদের কারণে আমরা ডানে বামে সরিয়া পড়িলাম এবং রাস্তার মাঝখানে যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিলিত হইলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন তাহাদের সহিত এইরূপ স্নেহময় আচরণ করিতে দেখিয়াছি তখন আমি কেন তাহাদেরকে ভালবাসিব না?

ওলামায়ে কেরাম ও বড়দের ও সম্মানী লোকদের সম্মান করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর একে অপরকে সম্মান করা

আম্মার ইবনে আবি আম্মার (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) একদিন সওয়ারীতে আরোহণ করিতে লাগিলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ হাত দ্বারা তাহার সওয়ারীর পাদানী ধরিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই! আপনি এক পার্শ্বে সরিয়া যান (আমার পাদানী ধরিবেন না)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমাদেরকে আমাদের ওলামায়ে কেরাম ও বড়দের সহিত এরূপ (সম্মান) করারই আদেশ করা হইয়াছে। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু আপনার হাতটা দেখান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজের হাত বাহির করিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) উহাকে চুম্বন

করিলেন এবং বলিলেন, আমাদেরকেও নবী পরিবারের সহিত এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) আরোহণ করিতে লাগিলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহার সওয়ারীর পাদানী ধরিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচার বেটা, আপনি সরিয়া যান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, না, আমরা ওলামায়ে কেরাম ও বড়দের সহিত এরূপ (সম্মানজনক আচরণ) করিয়া থাকি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর রেকাব ধরিলেন এবং বলিলেন, আমাদেরকে আমাদের উস্তাদ ও বড়দের রেকাব অর্থাৎ পাদানী ধরার হুকুম করা হইয়াছে।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে সম্মান করা

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) ও সাহাবাদের এক জামাতের সহিত বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট পেয়ালা আনা হইল যাহাতে পানীয় জাতীয় কিছু ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পেয়ালা হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে দিলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি আমার অপেক্ষা এই পেয়ালার অধিক হকদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তুমি লও। তিনি লইলেন এবং পান করার পূর্বে পুনরায় আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি (প্রথম) পান কর, কেননা বরকত আমাদের বড়দের সহিত রহিয়াছে। যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের মধ্য হইতে নয়।

কথা বলিতে বড়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার আদেশ

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও হযরত সাহল ইবনে আবি হাছমা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রাঃ) ও হযরত মুহাইয়েসা ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাহারা উভয়ে খাইবারে গেলেন এবং খেজুর বাগানে যাইয়া উভয়ে একে অপর হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রাঃ)কে কেহ কতল করিয়া দিল। এই ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাহল (রাঃ), হযরত হুয়াইয়েসা ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত মুহাইয়েসা ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তাহাদের নিহত সঙ্গীর ব্যাপারে আলাপ করিতে লাগিলেন। হযরত আবদুর রহমান প্রথম কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি সকলের মধ্যে ছোট ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বড়কে বড়ের মর্যাদা দাও।

বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হইল, যে বয়সে বড় সে কথা বলুক। যাহা হউক তাহারা নিজেদের সঙ্গীর ব্যাপারে কথা বলিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তোমাদের গোত্রের পঞ্চাশজন লোক কসম খাইয়া বলিতে পারে তবে তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তির কেসাস অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের হকদার হইতে পার। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা তো এমন ঘটনা যাহা আমরা দেখি নাই। (অতএব আমরা কিভাবে কসম খাইব।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অন্যথায় ইহুদীরা যদি পঞ্চাশজন কসম খাইয়া লয় তবে তাহাদের উপর কেসাস আসিবে না। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা তো কাফের কাওম। (তাহারা তো মিথ্যা কসম খাইতে দ্বিধা করিবে না।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঝগড়া মিটাইবার জন্য) নিজের পক্ষ হইতে তাহাদেরকে রক্তবিনিময় প্রদান করিলেন।

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র (রাঃ)কে সম্মান করার ঘটনা

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র (রাঃ) বলেন, (ইয়ামানের হাযারা মউত এলাকায়) আমাদের বিশাল রাজত্ব ছিল। সেখানকার লোকেরা আমাদেরকে মান্য করিত। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের সংবাদ পাওয়ার পর) আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি পরম আগ্রহ লইয়া এই রাজত্ব ছাড়িয়া রওয়ানা হইলাম। আমার পৌছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবাদেরকে আমার আগমনের সুসংবাদ দিয়াছিলেন। তারপর আমি যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম তখন আমি তাহাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং নিজের চাদর মোবারক বিছাইয়া আমাকে উহার উপর বসাইলেন। অতঃপর তিনি নিজ মিম্বারের উপর বসিলেন এবং আমাকেও নিজের পার্শ্বে মিম্বারের উপর বসাইলেন। তিনি নিজের উভয় হাত উত্তোলন করিয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং সমস্ত নবীগণের প্রতি দরূদ পাঠ করিলেন। ইতিমধ্যে সমস্ত লোকজন তাঁহার নিকট সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, এই ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র দূরদূরান্ত হাযারা মউত হইতে স্বেচ্ছায় তোমাদের নিকট আসিয়াছে। তাহাকে এখানে আসার জন্য কেহ বাধ্য করে নাই। সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল ও তাঁহার দ্বীনের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া আসিয়াছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, এই ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র না তোমাদের আগ্রহে আসিয়াছে, আর না তোমাদের ভয়ে আসিয়াছে, বরং সে তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতে আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চাদর মোবারক বিছাইয়া আমাকে তাঁহার পাশে বসাইলেন এবং আমাকে তাঁহার বুকের সহিত

লাগাইলেন এবং নিজের সহিত মিম্বারের উপর বসাইলেন। অতঃপর লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, তাহার সহিত নম্র ব্যবহার কর, কেননা সে এইমাত্র আপন রাজত্ব ছাড়িয়া নতুন আসিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, আমার যাহা কিছু ছিল তাহা আমার বংশের লোকেরা আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে পরিমাণ তাহারা তোমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিয়াছে আমি তোমাকে তাহাও দিব এবং উহার দ্বিগুণ দিব। অতঃপর হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)কে সম্মান করার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ)এর হাতের ক্ষত যখন তাজা হইয়া সেখান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া তাহার নিকট গেলেন এবং তাহার সহিত গলাগলি করিলেন। তাহার রক্তের ছিটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা ও দাড়ির উপর পড়িতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ত হইতে যতই বাঁচাইতে চেষ্টা করা হইতেছিল তিনি ততই হযরত সা'দ (রাঃ)এর আরো নিকটবর্তী হইতেছিলেন। অবশেষে হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই অবস্থায় ইন্তেকাল হইয়া গেল।

একজন আনসারী বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ (রাঃ) যখন (ইহুদী গোত্র) বনু কোরাইযাহ সম্পর্কে আপন ফয়সালা শুনাইয়া দিলেন এবং ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার ক্ষতস্থান ফাটিয়া গেল। (এবং সেখান হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল।)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি তাহার নিকট আসিলেন এবং তাহার মাথা নিজের কোলের উপর রাখিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর শরীর একটি সাদা কাপড়ে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কাপড়খানি এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকিলে তাহার উভয় পা খুলিয়া গেল। হযরত

সা'দ (রাঃ) সাদা চামড়া ও ভারী শরীরের ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আয় আল্লাহ, সা'দ আপনার রাস্তায় জেহাদ করিয়াছে, আপনার রাসূলকে সত্য মানিয়াছে এবং তাহার দায়িত্বে যে কাজ ছিল তাহা সে পরিপূর্ণভাবে আদায় করিয়াছে, অতএব তাহার রূহকে আপনি এমনভাবে কবুল করুন যেমন উত্তম হইতে উত্তম কোন রূহকে আপনি কবুল করিয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া শুনিয়া হযরত সা'দ (রাঃ) চক্ষু মেলিলেন এবং বলিলেন, আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনোযোগ দিয়া শুনুন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত সা'দ (রাঃ)এর মাথা নিজ কোলের উপর লইতে দেখিয়া তাহার পরিবারের লোকেরা ঘাবড়াইয়া গেল। কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, আপনাকে হযরত সা'দ (রাঃ)এর মাথা নিজ কোলের উপর লইতে দেখিয়া তাহার পরিবারের লোকেরা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনিয়া) বলিলেন, বর্তমানে এই ঘরে যত লোক আছে তত পরিমাণ ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার নিকট হযরত সা'দ (রাঃ)এর ইন্তেকালে হাজির হওয়ার অনুমতি চাহিয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ)এর মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন—

وَيْلُ اُمِّكَ سَعْدًا + حَزَامَةً وَجِدًّا

অর্থ ঃ হে সা'দ, তোমার মায়ের জন্য ধ্বংস, তুমি তো প্রত্যেক কাজ পূর্ণ সতর্কতার সহিত করিতে এবং পরিপূর্ণ চেষ্টা ও মেহনত করিতে।

কেহ তাহার মাকে বলিল, আপনি হযরত সা'দ (রাঃ)এর শোকগাঁথা পাঠ করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে তো সত্য কবিতা পাঠ করিতেছে। অন্যান্য লোকেরা তো মিথ্যা কবিতা পাঠ করিয়া থাকে।

হযরত মুআইকীব (রাঃ)কে সম্মান করার ঘটনা

হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একবার লোকদের সহিত একত্রে বসিয়া খাওয়ার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)এর রাত্রের খাবার রাখা হইল। তিনি (খাওয়ার জন্য) বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত মুআইকীব ইবনে আবি ফাতেমা দাওসী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন এবং তিনি হাবশায়ও হিজরত করিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, নিকটে আসিয়া এইখানে বস। আল্লাহর কসম, তোমার যে (কুষ্ঠ) রোগ, এই রোগে আক্রান্ত আর কেহ হইলে সে আমার নিকট হইতে এক বর্শা পরিমাণ দূরে বসিত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) লোকদেরকে তাহার সহিত দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু লোকেরা (তাহার সহিত খাইতে) ভয় পাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে হযরত মুআইকীর (রাঃ)ও ছিলেন। তাহার কুষ্ঠ রোগ ছিল। তিনিও লোকদের সহিত খানা খাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার সম্মুখ হইতে এবং তোমার দিক হইতে খাও। তুমি ব্যতীত আর কেহ হইলে আমার সহিত একপাত্রে কখনও খানা খাইতে পারিত না, বরং আমার ও তাহার মধ্যে তো এক বর্শা পরিমাণ দূরত্ব থাকিত।

হযরত আমর ইবনে তোফায়েল (রাঃ)কে একরাম করার ঘটনা

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আবি আওন দাওসী (রহঃ) বলেন, হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাঃ) তাহার গোত্র দাওস হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত মদীনাতে তাঁহার সঙ্গে থাকিলেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর) যখন আরবের লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল তখন তিনি মুসলমানদের

সহিত গেলেন এবং মোরতাদদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিলেন। তুলাইহা ও নাজদ এলাকার সমস্ত মোরতাদ হইতে অবসর হইয়া তাহারা ইয়ামামাতে গেলেন। তাহার সহিত তাহার ছেলে হযরত আমর ইবনে তোফায়েলও ছিলেন। হযরত তোফায়েল (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়া গেলেন এবং তাহার ছেলে হযরত আমর ও আহত হইলেন এবং তাহার একটি হাত কাটিয়া গেল।

এই আমর ইবনে তোফায়েল (রাঃ) একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলেন। এমন সময় খানা আনা হইল। হযরত আমর (রাঃ) একদিকে সরিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার? তুমি হয়ত তোমার কাটা হাতের কারণে সরিয়া গিয়াছ। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই খানা চাখিব না যতক্ষণ না তুমি নিজ হাত দ্বারা এই খানা মাখাইবে। কেননা আল্লাহর কসম, তুমি ব্যতীত এইখানে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেহ এমন নাই যাহার শরীরের কিছু অংশ জান্নাতে চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর হযরত আমর (রাঃ) লোকদের সহিত ইয়ারমূকের যুদ্ধে গেলেন এবং সেখানে শহীদ হইলেন।

সম্মানী লোকদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে চিঠিতে লিখিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি (দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য) সমস্ত লোকদেরকে এক সঙ্গে অনুমতি দিয়া দাও। (এরূপ করিও না, বরং) আমার চিঠি পাওয়ার পর তুমি এই নিয়ম বানাও যে, প্রথম সম্মানী, মর্যাদাবান ও উচ্চপদস্থ লোকদেরকে অনুমতি প্রদান করিবে। তাহারা (ভিতরে প্রবেশ করিয়া) বসিয়া গেলে তারপর সাধারণ লোকদেরকে অনুমতি দিবে।

বড়দেরকে সর্দার বানানো

হাকীম ইবনে কায়েস ইবনে আসেম (রহঃ) বলেন, তাহার পিতা হযরত কায়েস ইবনে আয়েম (রাঃ) ইন্তেকালের সময় নিজ ছেলেদেরকে এই অসিয়ত করিলেন—

আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিবে এবং বড়দেরকে সর্দার বানাইবে, কেননা যখন কোন কাওম নিজ বড়দেরকে সর্দার বানায় তখন সে আপন বাপ-দাদার সঠিক স্থলাভিষিক্ত হয়। আর যখন তাহারা নিজেদের সর্বকনিষ্ঠকে সর্দার বানায় তখন সে সমকক্ষদের দৃষ্টিতে অবজ্ঞার পাত্র হয়। নিজের নিকট মাল রাখিবে এবং উহা উপার্জন করিবে। কারণ মাল দ্বারা দানশীল ব্যক্তি সম্মান লাভ করে এবং কৃপণ ও কমজাত লোকদের হইতে অমুখাপেক্ষী থাকে। লোকদের নিকট কিছু চাহিবে না। কেননা সওয়াল করা উপার্জনের সর্বনিকৃষ্ট পন্থা। আমার মৃত্যুর পর বিলাপ করিবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কেহ বিলাপ করে নাই। আমি যখন মারা যাইব তখন আমাকে এমন স্থানে দাফন করিবে যেন বনু বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের লোকেরা জানিতে না পারে। কেননা জাহিলিয়াতের যুগে আমি তাহাদের উপর অতর্কিতে হামলা করিয়াছিলাম। (হইতে পারে এই কারণে তাহারা আমার কবরের উপর কোন অশোভনীয় কাজ করিবে।)

রায় ও আমলে ভিন্নতা সত্ত্বেও একে অপরের সম্মান করা

জঙ্গে জামালে হযরত আলী (রাঃ)এর আদেশ

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) তাহার আপন চাচা হইতে বর্ণনা করেন। তাহার চাচা বলিয়াছেন, জঙ্গে জামালের দিন আমরা যখন কাতারবন্দি হইয়া দাঁড়াইলাম এবং হযরত আলী (রাঃ) আমাদের কাতারবন্দি করিলেন তখন (আমাদের প্রতিপক্ষও যেহেতু সকলে

মুসলমান ছিলেন সেহেতু) তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, কেহ তীর নিক্ষেপ করিবে না, বর্শা দ্বারা আঘাত করিবে না এবং তলোয়ার চালাইবে না। তাহাদের (অর্থাৎ প্রতিপক্ষের) সহিত তোমরা প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে না, তাহাদের সহিত নম্র কথা বলিবে। কেননা ইহা এমন এক স্থান, যে ব্যক্তি এই স্থানে সফলকাম হইবে সে কেয়ামতের দিনও সফলকাম হইবে। সুতরাং আমরা (অস্ত্র চালনা ব্যতীত শুধু) দাঁড়াইয়া থাকিলাম। এইভাবে যখন বেলা বাড়িয়া গেল তখন (প্রতিপক্ষের বাহিনী হইতে) সকলে উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হে হযরত ওসমান (রাঃ)এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা! (আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও।) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রহঃ) আমাদের অগ্রভাগে ঝাণ্ডা হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে আওয়াজ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে হানাফিয়া, এই সমস্ত লোকেরা কি বলিতেছে? ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, (তাহারা বলিতেছে,) হে হযরত ওসমান (রাঃ)এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা। ইহা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আজ আপনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর হত্যাকারীদেরকে উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিন।

মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আহলে জামাল অর্থাৎ জামাল যুদ্ধে প্রতিপক্ষদেরকে সর্বপ্রথম তিনদিন পর্যন্ত দাওয়াত দিয়াছেন, তারপর তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। তৃতীয় দিন হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, প্রতিপক্ষের লোকেরা আমাদেরকে অনেক বেশী আহত করিয়া ফেলিয়াছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমি লোকদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছি, কোন বিষয়ে আমি বেখবর নহি। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, পানি ঢালিয়া আন। পানি আনা হইলে তিনি উহা দ্বারা

অযূ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি হাত উঠাইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, যদি তোমরা তাহাদের উপর বিজয়ী হও তবে পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে না, কোন আহতকে কতল করিবে না। তাহারা যুদ্ধের ময়দানে যে সকল অস্ত্র আনিয়াছে তাহা কব্জা করিয়া লইবে। অস্ত্র ব্যতীত যে সকল সামানপত্র থাকিবে তাহা নিহতদের ওয়ারিশদের জন্য হইবে। (অর্থাৎ তাহা তোমাদের জন্য গনীমত হিসাবে গণ্য হইবে না।)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসটি মুনকাতে'। অর্থাৎ হাদীসটির সনদে শেষ পর্যন্ত এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর উল্লেখ নাই। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) কিছু কব্জা করেন নাই এবং কোন নিহত ব্যক্তির হাতিয়ারও কব্জা করেন নাই।

আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট গেলে সে বলিল, আমি আপনার পিতার ন্যায় এরূপ উত্তম বিজয়ী আর কাহাকেও দেখি নাই। জামাল যুদ্ধের দিন যখনই আমরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম তখনই এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে ঘোষণা দিল যে, কোন পলায়নকারীকে যেন হত্যা করা না হয়, আর কোন আহতকে খতম করিয়া দেওয়া না হয়।

জামাল যুদ্ধে প্রতিপক্ষের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

আব্দে খায়ের (রহঃ) বলেন, কেহ হযরত আলী (রাঃ)কে জামাল যুদ্ধে প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা আমাদের ভাই, আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল বলিয়া আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলাম। এখন তাহারা বিদ্রোহ হইতে তওবা করিয়াছে, আর আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি।

মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে আলী (রাঃ) ইবনে আবি তালেব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) জামাল যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন, আমরা

বিরুদ্ধাচারীদের প্রতি কলেমায়ে শাহাদাতের কারণে দয়া করিব। (অর্থাৎ তাহাদেরকে কতল করিব না।) আর যে নিহত হইবে তাহার ছেলেদেরকে তাহার অস্ত্র ও সামানপত্রাদির ওয়ারিস বানাইব। (অর্থাৎ আমরা লইব না)

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, জামাল যুদ্ধে প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহারা কি মুশরিক? তিনি বলিলেন, শিরিক হইতে তো তাহারা পালাইয়া আসিয়াছে। পুনরায় প্রশ্ন করা হইল, তাহারা কি মুনাফিক? তিনি বলিলেন, মুনাফিক তো আল্লাহর যিকির অত্যন্ত কম করে। (আর ইহারা আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। অতএব তাহারা মুনাফিকও নয়।) পুনরায় প্রশ্ন করা হইল, তবে তাহারা কি? তিনি উত্তর দিলেন, তাহারা আমাদের ভাই, আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল।

হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত তালহা (রাঃ)এর গোলাম আবু হাবীবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন জামাল যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ হইতে অবসর হইলেন তখন আমি হযরত তালহা (রাঃ)এর ছেলে হযরত এমরান ইবনে তালহা (রাঃ)এর সহিত হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট গেলাম। (এই যুদ্ধে হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর বিপক্ষে ছিলেন।) হযরত আলী (রাঃ) হযরত এমরান (রাঃ)কে স্বাগত জানাইলেন এবং নিজের নিকটে বসাইয়া বলিলেন, আমি আশা করি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও তোমার পিতাকে ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে শামিল করিবেন যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ

অর্থ ঃ 'আর (পৃথিবীতে) তাহাদের মনে যে বিদ্বেষ ছিল আমি তাহা

দূর করিয়া দিব, সকলেই ভাই ভাইরূপে উচ্চাসনসমূহে মুখামুখি (হইয়া) বসিবে।'

তারপর বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, অমুক মহিলা কেমন আছে? অমুক মহিলা কেমন আছে? তাহার পিতা (হযরত তালহা (রাঃ)এর সন্তানের মায়েদের (অর্থাৎ হযরত তালহা (রাঃ)এর স্ত্রীদের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমরা এই কয়েক বৎসর তোমাদের জমিনের উপর এইজন্য কব্জা করিয়া রাখিয়াছি যাহাতে লোকেরা তোমাদের নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া না লইতে পারে। তারপর বলিলেন, হে অমুক! তাহাকে ইবনে কুরাইযার নিকট লইয়া যাও এবং তাহাকে বল, যেন বিগত বৎসরগুলির সমস্ত আমদানী তাহাকে দিয়া দেয় এবং জমিনও ফেরত দিয়া দেয়। এক কোণে দুই ব্যক্তি বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন হারেস আ'ওয়ার ছিল। তাহারা উভয়ে বলিল, আল্লাহ তায়ালা (হযরত আলী (রাঃ) হইতে উত্তম ফয়সালাকারী। আমরা তাহাকে কতল করিতেছি আর সে কিনা জান্নাতে আমাদের ভাই হইবে! (ইহা কিভাবে হইতে পারে?) হযরত আলী (রাঃ) (তাহাদের কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং) বলিলেন, তোমরা দুইজন এখান হইতে উঠিয়া যাও এবং আল্লাহর জমিনে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে চলিয়া যাও। এই আয়াত যদি আমার ও হযরত তালহার উপর প্রযোজ্য না হয় তবে আর কাহার উপর হইবে? হে আমার ভাতিজা! তোমার কোন প্রয়োজন হইলে আমার নিকট আসিও।

ইবনে সা'দ (রহঃ) রিবঈ ইবনে হেরাশ (রহঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের শেষে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই দুই ব্যক্তির কথা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) সজোরে এক চিৎকার দিয়া উঠিলেন যাহাতে সমস্ত মহল গুঞ্জরিয়া উঠিল। অতঃপর বলিলেন, এই আয়াত যদি আমাদের উপর প্রযোজ্য না হয় তবে আর কাহার উপর হইবে?

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ইবনে

জুরমূয আসিয়া হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট ভিতরে আসার অনুমতি চাহিল। (জামাল যুদ্ধে ইবনে জুরমূয হযরত যুবায়ের (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিল।) হযরত আলী (রাঃ) দীর্ঘক্ষণ পর তাহাকে অনুমতি দিলেন। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, যাহারা যুদ্ধের ময়দানে জীবন বাজি রাখিল তাহাদের সহিত আপনি এই আচরণ করেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোর মুখে মাটি পড়ুক! আমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, আমি হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে হইব যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা মুহাম্মাদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, আমি, হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য হইতে হইব যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন। অতঃপর পূর্বোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)কে মন্দ বলার উপর ভর্ৎসনা

আমর ইবনে গালেব (রহঃ) বলেন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলিতেছে। তিনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, চুপ কর, আল্লাহ তায়ালা তোকে কল্যাণ হইতে দূর করেন এবং তোর পিছনে গালিগালাজকারী নিযুক্ত করিয়া দেন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি জান্নাতেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হইবেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আম্মার (রাঃ) বলিলেন, দূর হ, আল্লাহ তায়ালা তোকে কল্যাণ হইতে দূর করেন। তুই কি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় বিবিকে কষ্ট দিতেছিস! (কান্‌য)

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) এক পথ অবলম্বন করিয়াছেন (যাহা হযরত আলী (রাঃ)এর বিপরীত ছিল।) আর আমরা জানি তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার দ্বারা আমাদের পরীক্ষা লইতে চান যে, আমরা আল্লাহর কথা মানি, না তাঁহার কথা মানি।

হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)কে কূফা প্রেরণ করিলেন, যাহাতে তাহারা কূফাবাসীকে (হযরত আলী (রাঃ)এর সাহায্যের জন্য) প্রস্তুত করিয়া আনেন। তখন হযরত আম্মার (রাঃ) বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, আমি জানি তিনি (অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)) দুনিয়া ও আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাহার দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করিতেছেন, যাহাতে তিনি দেখিয়া লন যে, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার অনুসরণ কর, না তাহার অনুসরণ কর।

নিজের রায়ের বিপরীত বড়দের অনুসরণ করার আদেশ

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট কিতাবুল্লার (অর্থাৎ কোরআনের) একটি আয়াত পড়িতে গেলাম। তিনি আমাকে সেই আয়াত একরকম পড়াইয়া দিলেন। আমি আরজ করিলাম, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে এই আয়াত আপনি যেমন পড়াইয়াছেন উহার বিপরীত পড়াইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং এত কাঁদিলেন যে, আমি তাহার চোখের পানি কঙ্করের উপর দেখিতে লাগিলাম। তারপর বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তোমাকে যেরূপ পড়াইয়াছেন তুমি সেরূপ পড়। আল্লাহর কসম,

—৩৮

তাহার কেরাত (বাগদাদের প্রসিদ্ধ শহর) সাইলাহীনের রাস্তা অপেক্ষা সুস্পষ্ট। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামের এক মজবুত দূর্গ ছিলেন, যাহার ভিতর ইসলাম প্রবেশ করিত, বাহির হইত না। তিনি যখন শহীদ হইয়া গেলেন তখন সেই দূর্গে ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। এখন ইসলাম সেই দূর্গ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, ভিতরে প্রবেশ করিতেছে না।

বড়দের খাতিরে রাগ হওয়া

হযরত ওমর (রাঃ)এর রাগ হওয়া

শুরাইহ ইবনে ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে বলিল, হে কারীগণ, (অর্থাৎ হে আলেমগণ) তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আমাদের অপেক্ষা কাপুরুষ। যখন তোমাদের নিকট কিছু চাওয়া হয় তখন তোমরা অত্যাধিক কৃপণ হইয়া যাও এবং যখন তোমরা খানা খাও সর্বাপেক্ষা বড় লোকমা লও? হযরত আবু দারদা (রাঃ) শুনিয়া এড়াইয়া গেলেন। তাহার কোন উত্তর দিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনা জানার পর হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাহাকে মাফ করুন, ইহা কি জরুরী যে, আমরা লোকদের নিকট হইতে যাহাকিছু শুনি উহার উপর তাহাদেরকে ধরপাকড় করি? হযরত ওমর (রাঃ) সেই ব্যক্তির নিকট গেলেন, যে হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে এই সমস্ত কথা বলিয়াছিল। তিনি তাহার জামার বুকে ধরিয়া গলা চাপিয়া ধরিলেন এবং ছেঁচড়াইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, আমরা তো এমনি হাসি-তামাশা করিতেছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর উপর ওহীর মাধ্যমে এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

অর্থ ঃ আর যদি আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহারা বলিয়া দিবে যে, আমরা তো কেবল গল্পগুজব ও হাসি-তামাশা করিতেছিলাম।

জুবাইর ইবনে নুফাইর (রহঃ) বলেন, কতিপয় লোক হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিল, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম, আমরা আপনার অপেক্ষা অধিক ইনসাফের সহিত ফয়সালাকারী, অধিক হক কথা বলনেওয়ালা এবং মুনাফিকদের উপর অধিক কঠোর আর কাহাকেও দেখি নাই। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আপনি সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি। হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলিলেন, তোমরা ভুল বলিতেছ। আমরা এমন ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত ওমর (রাঃ) হইতেও উত্তম। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আওফ! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত আওফ (রাঃ) ঠিক বলিয়াছেন, তোমরা ভুল বলিয়াছ। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) মেশক হইতে অধিক পবিত্র ও খুশবুদার ছিলেন, আর আমি তো আপন পরিবারের উট হইতে অধিক পথভ্রষ্ট। (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে নিজের গুপ্তচর ছড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। একবার তাহারা আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, কতিপয় লোক অমুক স্থানে সমবেত হইয়াছে, আর তাহারা আপনাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে উত্তম বলিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং লোক পাঠাইয়া তাহাদেরকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, হে নিকৃষ্টতম লোকেরা! হে গোত্রের দুষ্ট লোকেরা! হে সতী-সাধ্বী নারীকে বিনষ্টকারীগণ! তাহারা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাদেরকে এরূপ কেন বলিতেছেন? আমাদের দ্বারা কি অন্যায় হইয়াছে? তারপর বলিলেন, তোমরা আমার মধ্যে ও হযরত আবু বকর

সিদ্দীক (রাঃ)এর মধ্যে কেন পার্থক্য করিলে? (এবং আমাকে তাহার অপেক্ষা উত্তম কেন বলিলে?) সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমার মনের আশা এই যে, জান্নাতে আমি যেন এমন জায়গায় স্থান লাভ করি, যেখান হইতে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দেখিতে পাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, এই উম্মতের মধ্যে নবীর পর হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্বোত্তম ব্যক্তি। অতএব আমার এই কথার পর যে ব্যক্তি অন্য কোন কথা বলিবে সে অপবাদ দানকারী সাব্যস্ত হইবে এবং তাহার শাস্তি অপবাদ দানকারীর শাস্তি হইবে।

যিয়াদ ইবনে এলাকাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে বলিতেছে, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) আমাদের নবীর পর উম্মতের সর্বোত্তম লোক। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার এই কথা শুনিয়া তাহাকে চাবুক দ্বারা মারিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এই হতভাগা মিথ্যা বলিতেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার অপেক্ষা ও আমার পিতা অপেক্ষা এবং তোমার অপেক্ষা ও তোমার পিতা অপেক্ষা উত্তম।

হযরত আলী (রাঃ)এর রাগ হওয়া

আবু যিনাদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, কি ব্যাপার মুহাজির ও আনসারগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে আগে বাড়াইয়া দিল, অথচ আপনি তাহার অপেক্ষা অধিক গুণাগুণের অধিকারী। ইসলামে তাহার অপেক্ষা অগ্রগামী এবং আপনার বহু অগ্রগণ্যতা হাসিল রহিয়াছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি তুমি কোরাইশ গোত্রের হইয়া থাক তবে আমার মনে হয় তুমি কোরাইশের আয়েযাহ খান্দানের হইবে। সে বলিল, জ্বি হাঁ। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে না হইত তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কতল করিয়া দিতাম। তুমি যদি জীবিত থাক তবে

আমি তোমাকে এমন ভীতসন্ত্রস্ত করিব যে, তুমি উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার রাস্তা খুঁজিয়া পাইবে না। তোমার নাশ হউক। হযরত আবু বকর (রাঃ) চারটি গুণে আমার অপেক্ষা অগ্রগামী। প্রথম এই যে, তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইমাম বানানো হইয়াছে। দ্বিতীয় এই যে, তিনি আমার পূর্বে হিজরত করিয়াছেন। তৃতীয় এই যে, হিজরতের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত গুহাতে অবস্থান করিয়াছেন। চতুর্থ এই যে, তিনি আমার পূর্বে নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিয়াছেন। তোমার নাশ হউক! আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে সমস্ত লোকদের নিন্দা করিয়াছেন, আর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রশংসা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ . الاية

অর্থ ঃ যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য না কর তবে আল্লাহ্ তায়ালা (ই তাঁহার সাহায্য করিবেন, যেমন তিনি) তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন সেই সময়ে যখন কাফেররা তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দিয়াছিল। যখন দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি, যেই সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় সঙ্গী (হযরত আবু বকর (রাঃ))কে বলিতেছিলেন, তুমি বিষন্ন হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ (র সাহায্য) আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রাগ হওয়া

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় তাহার খেদমতে একটি ঘোড়া পেশ করা হইল। এক ব্যক্তি বলিল, এই ঘোড়াটি আমাকে আরোহণের জন্য দিয়া দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই ঘোড়া এমন এক বালককে দান করি, যাহাকে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও

ঘোড়ায় চড়ানো হইয়াছে, ইহা আমার নিকট তোমাকে দান করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। উক্ত ব্যক্তি এই কথায় রাগান্বিত হইয়া বলিল, আমি আপনার ও আপনার পিতা অপেক্ষা উত্তম ঘোড় সওয়ার। সে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার শানে বেআদবীমূলক এই ধরনের কথা বলিল তখন আমার অনেক রাগ হইল। আমি উঠিয়া তাহার মাথা ধরিলাম এবং তাহাকে উপুড় করিয়া হেঁচড়াইলাম, যাহাতে তাহার নাক হইতে এমনভাবে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল যেন কোন বড় মশকের মুখ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। (যেহেতু লোকটি আনসারী ছিল সেহেতু) আনসারগণ আমার নিকট হইতে তাহার বদলা ও প্রতিশোধ লইতে চাহিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) জানিতে পারিয়া বলিলেন, ইহারা মনে করে আমি মুগীরা ইবনে শো'বা হইতে তাহাদেরকে বদলা দেওয়াইব। যাহারা আল্লাহর জন্য তাঁহার বান্দাদেরকে মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখে তাহাদের নিকট হইতে বদলা গ্রহণ করার পরিবর্তে বেশী উপযুক্ত কাজ হইল, আমি ঐ সমস্ত লোকদেরকে (যাহারা বদলা গ্রহণ করিতে চায়) তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেই।

হযরত ওমর (রাঃ)এর দুই ব্যক্তিকে প্রহার করা

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, টাখনুর নীচে লুঙ্গি নামাইয়া রাখিয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, নিজের লুঙ্গি উপরে উঠাইয়া লও। (হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর লুঙ্গিও টাখনুর নীচে ছিল) সে বলিল, হে ইবনে মাসউদ, আপনিও লুঙ্গি উপরে উঠাইয়া লউন। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার মত নই। কারণ আমার পায়ের গোছা পাতলা এবং আমি লোকদের ইমামতি করি। (অতএব আমি লুঙ্গি নিচু করিয়া রাখি যাহাতে আমার পায়ের গোছা দেখিয়া লোকেদের মনে আমার প্রতি অভক্তি সৃষ্টি না হয়।) এই ঘটনা কোন প্রকারে হযরত ওমর

(রাঃ)এর কানে পৌঁছিলে তিনি লোকটিকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, তুমি ইবনে মাসউদের সহিত মুখে মুখে কথা বল?

আলা (রহঃ) নিজ উস্তাদগণ হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) মদীনাতে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া তাহার ঘর বানানোর কাজ দেখিতেছিলেন। এমন সময় একজন কোরাইশী ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, এই কাজ আপনি ছাড়া আর কেহ তো করিতে পারে। হযরত ওমর (রাঃ) একটি ইট উঠাইয়া লোকটির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি আমাকে আবদুল্লাহ হইতে বিমুখ করিতে চাও?

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর কারণে এক ব্যক্তিকে প্রহার করা

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তির কিছু পাওনা হক ছিল। সে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর বিরোধিতার উপর কসম খাইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ত্রিশটি চাবুক এমনভাবে লাগাইলেন যে, তাহার চামড়া ফাটিয়া গেল এবং (শরীর) ফুলিয়া গেল।

হযরত আলী (রাঃ)এর ইবনে সাবাকে কতল করার ইচ্ছা করা

উম্মে মূসা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) জানিতে পারিলেন, ইবনে সাবা তাহাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম বলিয়া থাকে। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে কতল করার ইচ্ছা করিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি এমন ব্যক্তিকে কতল করিতে চান যে কিনা আপনাকে সম্মান করে এবং অন্যদের অপেক্ষা আপনাকে উত্তম বলে? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কমপক্ষে এতখানি শাস্তি তো অবশ্যই হইতে হইবে যে, যেই শহরে আমি বাস করি, সে সেখানে

থাকিতে পারিবে না।

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) জানিতে পারিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর মর্যাদা কম বলিয়া থাকে। তিনি একটি তলোয়ার আনাইলেন এবং তাহাকে কতল করিতে ইচ্ছা করিলেন। লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট তাহার ব্যাপারে সুপারিশ করিলে তিনি বলিলেন, যেই শহরে আমি বাস করি সেখানে সে থাকিতে পারিবে না। অতএব তাহাকে দেশান্তর করিয়া সিরিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কাসীর (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছ কি? সে বলিল, না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দেখিয়াছ কি? সে বলিল, না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি বলিতে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি তবে আমি তোমাকে কতল করিয়া দিতাম। আর যদি তুমি বলিতে, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দেখিয়াছি তবে আমি তোমাকে শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রদান করিতাম। (কেননা তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা অপবাদের শামিল। অতএব তোমাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করিতাম।)

আলকামা (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি এই সংবাদ পাইয়াছি যে, কিছু লোক আমাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম বলিয়া থাকে। আমি যদি এই কাজ হইতে পূর্বে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়া থাকিতাম তবে আজ আমি তাহাদেরকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিতাম। কারণ আমি ইহা পছন্দ করি না যে, যে কাজ হইতে আমি নিষেধ করি নাই উহার উপর কাহাকেও শাস্তি প্রদান করি। অতএব

আমার আজকের এই ঘোষণার পর যদি কেহ এরূপ কথা বলে তবে সে অপবাদদানকারী সাব্যস্ত হইবে এবং তাহাকে অপবাদদানকারীর শাস্তি প্রদান করা হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), তারপর হযরত ওমর (রাঃ)। তাহাদের পর আমরা কতগুলি নতুন কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি, যাহার ফয়সালা আল্লাহ তায়ালাই করিবেন। (অর্থাৎ সেইগুলি সঠিক না ভুল, উহার ফয়সালা আল্লাহ্ তায়ালাই করিবেন।)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর খোতবা

সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রহঃ) বলেন, আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়া গেলাম যাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল এবং তাহাদের উভয়ের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করিতেছিল। আমি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট যাইয়া এই সমস্ত কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষণ করুন, যে এই দুইজনের ব্যাপারে ভাল ও নেক ইচ্ছা ব্যতীত অন্যকিছু মনে স্থান দিবে, তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই ও তাহার উজির ছিলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে আরোহণ করিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি উক্ত ভাষণে বলিলেন—

'লোকদের কি হইয়াছে, তাহারা কোরাইশের দুই সর্দার ও মুসলমানদের দুই পিতা সম্পর্কে এমন কথা বলে যাহা হইতে আমি দূরে ও দায়মুক্ত। আমি তাহাদেরকে তাহাদের মন্দ কথার শাস্তি প্রদান করিব। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি বীজকে বিদীর্ণ (করিয়া অঙ্কুর সৃষ্টি) করিয়াছেন, প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দুইজনের (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর) সহিত একমাত্র মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তিই মহব্বত করিবে। তাহাদের সহিত একমাত্র বদকার ও খারাপ

লোকই বিদ্বেষ রাখিবে। তাহারা উভয়ে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উভয়ে নেককাজের আদেশ করিতেন এবং মন্দকাজ হইতে নিষেধ করিতেন ও শাস্তি প্রদান করিতেন। যে কাজই করিতেন উহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতের বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করিতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাহারো রায়কে তাহাদের রায়ের সমতুল্য মনে করিতেন না, তাহাদের ন্যায় আর কাহাকেও এত মহব্বত করিতেন না। তিনি দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং (সেই যুগের সমস্ত) লোকেরাও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। অতঃপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে) হযরত আবু বকর (রাঃ) নামাযের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা আপন নবীকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নিলেন তখন মুসলমানগণ তাহাকে নামাযের দায়িত্বে বহাল রাখিলেন, উপরন্তু তাহার উপর যাকাত (গ্রহণের) দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। কেননা কোরআনে নামায ও যাকাতের আলোচনা একত্রে করা হইয়াছে।

বনু আবদুল মুত্তালিব হইতে আমিই সর্বপ্রথম তাহার নাম (খেলাফতের জন্য) পেশ করিয়াছিলাম, অথচ খলীফা হওয়াকে তিনি সর্বাপেক্ষা অপছন্দ করিতেছিলেন, বরং তিনি চাহিতেছিলেন, আমাদের মধ্য হইতে আর কেহ তাহার স্থলে খলীফা হয়। আল্লাহর কসম, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর) অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম, সর্বাপেক্ষা স্নেহশীল, দয়াবান, জ্ঞানী ও মুত্তাকী ছিলেন এবং ইসলামে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে স্নেহ-মমতায় হযরত মীকাঈল আলাইহিস সালামের সহিত এবং ক্ষমা ও গাম্ভীর্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি (খলীফা হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর

চলিয়াছেন। তারপর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের পর হযরত ওমর (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়াছেন। কিছুলোক তাহার খেলাফতের উপর রাজী ছিল আর কিছু লোক অসন্তুষ্ট ছিল। আমি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলাম যাহারা তাহার খেলাফতের উপর রাজী ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম, হযরত ওমর (রাঃ) এমন সুন্দররূপে খেলাফতের কাজকে সামলাইয়াছেন যে, তাহার দুনিয়া হইতে বিদায়ের পূর্বেই ঐ সমস্ত লোক যাহারা শুরুতে তাহার খেলাফতের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল তাহারা সকলে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি খেলাফতের কাজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গী হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পদ্ধতিতে চালাইয়াছেন এবং তিনি তাহাদের এমনভাবে পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন যেমন উটের বাচ্চা তাহার মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। আল্লাহর কসম, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পর অবশিষ্টদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। অত্যন্ত মেহেরবান, দয়াবান ছিলেন। জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সাহায্য করিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার মুখে হক কথাকে এমনভাবে জারি করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমরা দেখিতাম, ফেরেশতা তাহার মুখে কথা বলিতেছে।

তাহার ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করিয়াছেন এবং তাহার হিজরতকে দ্বীন কায়েম হওয়ার উসিলা বানাইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের অন্তরে তাহার মহব্বত ও মোনাফিকদের অন্তরে তাহার ত্রাশ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দুশমনের জন্য কঠোর স্বভাব ও কঠোর ভাষী হওয়ার ব্যাপারে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সহিত এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গোস্বা ও শক্ত নারাজ হওয়ার ব্যাপারে তাহাকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সহিত তুলনা

করিয়াছিলেন। এখন বল, কে তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির ন্যায় লোক আনিয়া দিতে পারিবে? এই দুইজনের মর্তবায় একমাত্র সেই পৌঁছিতে পারিবে, যে তাহাদেরকে মহব্বত করিবে এবং তাহাদের অনুসরণ করিবে। যে ব্যক্তি এই দুইজনকে মহব্বত করে সে আমাকে মহব্বত করে আর যে তাহাদের সহিত শত্রুতা রাখে সে আমার সহিত শত্রুতা রাখে আর আমি তাহার ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

তাহাদের দুইজনের ব্যাপারে যদি আমি এই কথা পূর্বে বলিতাম তবে তাহাদের বিরুদ্ধে যে কথা বলিত আমি তাহাকে আজ কঠিন শাস্তি দিতাম। অতএব আমার আজকের এই বয়ানের পর যাহাকে এই অপরাধে আমার নিকট ধরিয়া আনা হইবে তাহাকে মিথ্যা অপবাদ দানকারীর শাস্তি দেওয়া হইবে। মনোযোগ দিয়া শুন, এই উম্মতের নবীর পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)। তাহার পর হযরত ওমর (রাঃ)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় আছে। আমি আমার এই কথা কয়টি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।'

হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) ও এক ব্যক্তির ঘটনা

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) হযরত ওসমান (রাঃ) আগুনের মধ্যে আছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে? সে বলিল, যেহেতু তিনি অনেক নতুন কাজ করিয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি রায়! যদি তোমার কোন মেয়ে থাকে তুমি কি বিনা পরামর্শে তাহাকে বিবাহ দিয়া দিবে? সে বলিল, না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে তাঁহার নিজের রায় অপেক্ষা আর কাহারো রায় কি উত্তম হইতে পারে? আচ্ছা, আমাকে বল,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজের ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি সেই কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সহিত এস্তেখারা করিতেন কিনা? সে বলিল, অবশ্যই তিনি এস্তেখারা করিতেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার এস্তেখারার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জন্য ভাল ও উত্তম জিনিস চাহিতেন কিনা? সে বলিল, হাঁ, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জন্য উত্তম জিনিস চাহিতেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত নিজের দুই মেয়েকে বিবাহ দিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যাহা ভাল ও উত্তম তাহা চাহিয়াছিলেন কিনা? অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এখনও তাহা চাহেন নাই। তবে মনোযোগ দিয়া শুন, তুমি যদি ব্যতিক্রম কোন জবাব দিতে তবে আমি তোমার গর্দান উড়াইয়া দিতাম।

হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর উক্তি

সালেম (রহঃ)এর পিতা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে যাহার কথা বলিতে কষ্ট হইত বলিয়া তাহার কথা স্পষ্ট হইত না। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর সমালোচনা করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কি বলিতেছেন? হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, আপনাদের জানা আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বকর, ওমর ও ওসমান বলিতাম। (অর্থাৎ তিনজনের নাম একত্রে বলিতাম, কারণ সমস্ত সাহাবা (রাঃ) এই তিনজনকে সম্মান করিতেন।) বর্তমানে মাল উদ্দেশ্য হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হযরত ওসমান (রাঃ) যদি তাহাকে মাল দান করেন তবে হযরত ওসমান (রাঃ) তাহার নিকট পছন্দনীয়।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর বদদোয়া

আমের ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, একবার হযরত সা'দ (রাঃ) হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন যে হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর শানে অশোভনীয় কথা বলিতেছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, তুমি এমন লোকদেরকে খারাপ বলিতেছ যাহারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। আল্লাহর কসম, হয় তুমি তাহাদের সম্পর্কে খারাপ কথা হইতে বিরত হইবে, আর না হয় আমি তোমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করিব। সে উত্তরে বলিল, ইনি আমাকে এমনভাবে ভয় দেখাইতেছেন, যেন তিনি একজন নবী। হযরত সা'দ (রাঃ) বদদোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তি যদি এমন লোকদেরকে খারাপ বলিয়া থাকে যাহারা আপনার পক্ষ হইতে বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছে তবে তাহাকে এমন শাস্তি প্রদান করুন যাহা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। তৎক্ষণাৎ একটি বুখতী উটনী দ্রুতবেগে আসিল। লোকজন উহাকে দেখিয়া এদিক-সেদিক সরিয়া গেল। উটনী উক্ত লোকটিকে পা দ্বারা পাড়াইয়া (মারিয়া) ফেলিল। আমি দেখিলাম, লোকজন হযরত সা'দ (রাঃ)এর পিছনে পিছনে ছুটিতেছে আর বলিতেছে, হে আবু ইসহাক! আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়া কবুল করিয়াছেন।

মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে খারাপ বলিল। হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাঃ) তাহার বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলে একটি উট অথবা উটনী আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। হযরত সা'দ (রাঃ) এই কারণে একটি গোলাম আযাদ করিলেন এবং কসম খাইলেন যে, আগামীতে কখনও কাহারো জন্য বদদোয়া করিবেন না।

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, আমি মদীনার এক বাজারে ঘুরিতেছিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে আমি আহজারুযযাইত নামক স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, অনেক লোক ভীড় করিয়া আছে, আর এক ব্যক্তি আপন সওয়ারীর উপর বসিয়া হযরত আলী (রাঃ)কে মন্দ

বলিতেছে। লোকজন তাহার চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

এমন সময় হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? লোকেরা বলিল, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে মন্দ বলিতেছে। হযরত সা'দ (রাঃ) অগ্রসর হইলেন। লোকেরা তাহাকে রাস্তা দিয়া দিল। তিনি সেই ব্যক্তির নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে অমুক, তুমি কি কারণে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে মন্দ বলিতেছ? তিনি কি সকলের পূর্বে মুসলমান হন নাই? তিনি কি সকলের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়েন নাই? তিনি কি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুনিয়াত্যাগী যাহেদ ও সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ছিলেন না?

তাঁহার আরো অনেক গুণাগুণ উল্লেখ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন, তিনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা ছিলেন না? যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা কি তাহার হাতে থাকিত না? অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) কেবলার দিকে মুখ করিয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! যদি এই ব্যক্তি তোমার এক দোস্তকে মন্দ বলিয়া থাকে তবে এই সমস্ত লোকদের বিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাহাদেরকে আপন কুদরত দেখাইয়া দাও। কায়েস (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমাদের (সেখান হইতে) বিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই (আল্লাহ তায়ালার কুদরত জাহির হইল এবং) তাহার সওয়ারী জমিনের ভিতর ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহাকে মাথা নীচের দিক করিয়া পাথরের উপর ফেলিয়া দিল। যদ্দরুন তাহার মাথা ফাটিয়া মগজ বাহির হইয়া গেল এবং সে মারা গেল।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর গোস্বা হওয়া

রাবাহ ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, হযরত মুগীরা (রাঃ) বড় জামে মসজিদে বসিয়াছিলেন এবং কুফার লোকজন তাহার ডানে বামে

বসিয়াছিল। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) নামে একজন সাহাবী আসিলেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) তাহাকে সালাম দিলেন এবং চৌকির উপর নিজের পায়ের দিকে তাহাকে বসাইলেন। এমন সময় কুফাবাসী এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত মুগীরা (রাঃ)এর সম্মুখে গালমন্দ করিতে লাগিল। হযরত সাঈদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুগীরা! এই লোকটি কাহাকে গালমন্দ করিতেছে? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, হে মুগীরা ইবনে শো'বা! হে মুগীরা ইবনে শো'বা! হে মুগীরা ইবনে শো'বা! আমি কি শুনিতেছি না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকে আপনার সম্মুখে গালমন্দ করা হইতেছে, আর আপনি তাহা নিষেধও করিতেছেন না এবং পরিবর্তন করার চেষ্টাও করিতেছেন না? আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমার কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই কথা শুনিয়াছে এবং আমার অন্তর উহা সংরক্ষণ করিয়াছে এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে মিথ্যা কথা বর্ণনা করিতে পারি না, কেননা আমি যদি তাঁহার পক্ষ হইতে মিথ্যা কথা বলি তবে তিনি কাল-কেয়ামতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আবু বকর জান্নাতে যাইবে, ওমর জান্নাতে যাইবে, ওসমান জান্নাতে যাইবে, আলী জান্নাতে যাইবে, তালহা জান্নাতে যাইবে, যুবায়ের জান্নাতে যাইবে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতে যাইবে, সা'দ ইবনে মালেক জান্নাতে যাইবে এবং ইসলাম গ্রহণে নবম ব্যক্তিও জান্নাতে যাইবে। আমি ইচ্ছা করিলে নবম ব্যক্তির নামও বলিতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, মসজিদে উপস্থিত লোকেরা শোরগোল করিয়া উঠিল এবং তাহারা কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী! সেই নবম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আল্লাহ অনেক বড়, নবম মুসলমান আমি এবং দশম ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর তিনি আরেক বার কসম খাইয়া বলিলেন, কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এতটুকু সময়ও কাটাইয়া থাকে যাহাতে তাহার চেহারা ধুলাযুক্ত হইয়াছে, আর তোমরা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের মত বয়স লাভ কর তবে তোমাদের সারা জীবনের আমল হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার এই সামান্য সময়ের সাহচর্য উত্তম।

ওবায়দুল্লাহ ইবনে জালেম মাযেনী (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কুফা হইতে যাওয়ার সময় হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) বক্তাদেরকে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলিতে লাগাইয়া দিলেন। আমি হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর পার্শ্বে বসা ছিলাম। হযরত সাঈদ (রাঃ) এই অবস্থা দেখিয়া রাগান্বিত হইলেন এবং উঠিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি তাহার পিছনে চলিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি কে দেখিতেছ না, যে নিজের জানের উপর জুলুম করিতেছে এবং একজন জান্নাতী লোককে মন্দ কথা বলার হুকুম করিতেছে? আমি নয়জন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহারা জান্নাতে যাইবে। (তন্মধ্যে একজন হযরত আলী (রাঃ)ও আছেন।) আর আমি দশম ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেও গুনাহগার হইব না।

বড়দের ইন্তেকালে কান্নাকাটি করা

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে বর্শা দ্বারা আঘাত করার পর তাহার নিকট পান করার জন্য কোন জিনিস আনা হইল। (তিনি উহা পান করিলে) তাহার ক্ষতস্থান দিয়া বাহির হইয়া গেল। (সকলেই বুঝিতে পারিলেন, আর বাঁচার আশা নাই।) হযরত সোহাইব (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, হায় ওমর! হায় আমার ভাই! আপনার পর আমাদের জন্য কে হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে

—৩৯

আমার ভাই! এরূপ বলিও না, তুমি কি জাননা, যাহার মৃত্যুর কারণে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা হয় তাহাকে আযাব দেওয়া হয়? (অবশ্য ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে মৃত্যুর সময় তাহার জন্য কান্নাকাটি করায় অসিয়ত করিয়া গিয়াছে।)

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ)এর পিতা বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে বর্শা দ্বারা আঘাত করার পর হযরত সোহাইব (রাঃ) উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কী, আমার উপর? হযরত সোহাইব (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি জানা নাই, যে ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে কান্নাকাটি করা হইবে তাহাকে আযাব দেওয়া হইবে?

হযরত মেকদাদ ইবনে মা'দী কারিব (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন আহত হইলেন তখন হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী! হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর! হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! আমাকে বসাও, আমি এই সমস্ত কিছু শুনার পর আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে নিজের বুকের উপর ঠেস দিয়া বসানোর পর তিনি হযরত হাফসা (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার উপর আমার যে হক রহিয়াছে উহার দোহাই দিয়া আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য আজকের পর আর বিলাপ করিবে না। তোমার চোখের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা নাই। (অতএব অশ্রু বহাইতে কোন দোষ নাই।) কিন্তু ইহা মনে রাখিও, যে মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা হইবে এবং তাহার এমন গুণাগুণ বর্ণনা করা হইবে যাহা তাহার মধ্যে ছিল না, তাহা ফেরেশতাগণ লিখিয়া লইবেন।

হযরত সাঈদ, ইবনে যায়েদ (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর কান্নাকাটি করা

যায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) কাঁদিতেছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল আওয়ার! আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি ইসলামের (বিরাট ক্ষতির) কারণে কাঁদিতেছি। কারণ হযরত ওমর (রাঃ)এর মৃত্যুতে ইসলামে এমন ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হইবে না।

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আসিয়া আমাদিগকে হযরত ওমর (রাঃ)এর দুনিয়া হইতে বিদায়ের সংবাদ দিলেন। সেদিন আমি লোকদেরকে যে পরিমাণ দুঃখ করিতে ও কাঁদিতে দেখিয়াছি, আর কখনও দেখি নাই। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, হযরত ওমর (রাঃ) অমুক কুকুরকে মহব্বত করেন তবে আমিও উহাকে মহব্বত করিতাম। আল্লাহর কসম, আমি বিশ্বাস রাখি যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালে কাঁটা ও ঝোপঝাড়ও ব্যথিত হইয়াছে।

হযরত নো'মান (রাঃ)এর মৃত্যুতে হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্নাকাটি করা

আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, যখন তাহার নিকট হযরত নো'মান (রাঃ)এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি নিজের মাথায় হাত রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর শাহাদাতে সাহাবা (রাঃ)দের কান্নাকাটি করা

আবুল আশআস সানআনী (রহঃ) বলেন, 'সানআ'এর গভর্নর, যাহার নাম হযরত সুমামা ইবনে আদী (রাঃ) ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তিনি যখন হযরত

ওসমান (রাঃ)এর ইন্তেকালের সংবাদ পাইলেন তখন কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, এখন আমাদের নিকট হইতে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। বাদশাহী ও জোরজবরদস্তির যুগ আসিয়া গিয়াছে। এখন যে জোর খাটাইয়া যাহা লইতে পারিবে সে তাহা খাইয়া ফেলিবে।

যায়েদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, যেদিন হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘর অবরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইল সেদিন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তাহার শাহাদাতের উপর কাঁদিতেছিলেন।

আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) যখন হযরত ওসমান (রাঃ)এর উপর কৃত জুলুম অত্যাচারের কথা আলোচনা করিতেন তখন কাঁদিতেন এবং তাহার হায় হায় করিয়া জোরে জোরে কান্নাকাটি করা যেন আমি এখনও শুনিতে পাইতেছি।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ)কে যখন শহীদ করা হইল তখন তিনি মান্নত করিলেন যে, আয় আল্লাহ, আগামীতে অমুক অমুক কাজ আর করিব না এবং আপনার সাক্ষাৎ লাভ (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত আর কখনও হাসিব না।

বড়দের মৃত্যুতে দিলের অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দাফন করিয়া) মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের দিলের অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করিলাম।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তখন আমাদের সকলের চেহারাগুলি একদিকে ছিল, কিন্তু যখন তিনি (দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া) আমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া গেলেন তখন আমাদের চেহারাগুলি ডানে বামে পৃথক পৃথক দিকে হইয়া গেল।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম তখন আমাদের চেহারা এক ছিল, (অর্থাৎ আমাদের মনোযোগ একদিকে ছিল) কিন্তু যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়া গেল তখন আমরা এদিক সেদিক দেখিতে লাগিলাম।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, যেদিন আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নিলেন সেদিন মদীনার প্রত্যেকটি জিনিস অন্ধকার হইয়া গেল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করিয়া আমরা হাত ঝাড়িতে না ঝাড়িতে আমাদের অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করিলাম।

হযরত আনাস (রাঃ) হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, আমি সেইদিনও ছিলাম যেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট মদীনায় আগমন করিলেন। সেদিনের ন্যায় উত্তম ও উজ্জ্বল দিন আমি আর দেখি নাই। আর আমি সেই দিনও উপস্থিত ছিলাম যেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইল। আমি সেদিন অপেক্ষা খারাপ ও অধিক অন্ধকার দিন আর দেখি নাই।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালে হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, (হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর) যখন আহলে শূরা একস্থানে একত্রিত হইলেন এবং হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাহাদের অবস্থা দেখিলেন যে, তাহারা

প্রত্যেকে নিজে না হইয়া অপরকে খলীফা বানাইতে চাহিতেছেন তখন তিনি বলিলেন, (উম্মতের অবস্থা বর্তমানে এরূপ যে,) তোমাদের প্রত্যেকের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হওয়া অপেক্ষা খেলাফতের দায়িত্ব একে অপরের উপর চাপাইয়া দিতে চাওয়া আমার নিকট অধিক ভয়ের কারণ মনে হইতেছে। আল্লাহর কসম, হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালে প্রত্যেক মুসলমান পরিবার দ্বীন–দুনিয়া উভয় দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

দুর্বল ও গরীব মুসলমানদের সম্মান করা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আমরা ছয়জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। আমি ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি ও হযরত বেলাল (রাঃ) এবং আরো দুই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেই ব্যক্তির নাম ভুলিয়া গিয়াছি। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, এই ছয়জনকে আপন মজলিস হইতে সরাইয়া দিন। কারণ ইহারা এই ধরনের, এই ধরনের (অর্থাৎ গরীব–মিসকীন) লোক। (আর আমরা ধনী ও উচ্চ বংশীয়, ইহাদের সহিত আমরা বসিতে পারি না) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে এরূপ করার খেয়াল হইল। আল্লাহ তায়ালা এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

অর্থ ঃ আর তাহাদেরকে বাহির করিবেন না, যাহারা সকাল–বিকাল স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে—শুধু তাঁহারই সন্তুষ্টি কামনা করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কোরাইশের কতিপয় সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া গেল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত

সোহাইব (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত খাব্বাব (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ) ও এই ধরনের কিছু গরীব ও দুর্বল মুসলমান বসিয়াছিলেন। কোরাইশের সেই সর্দারগণ ঠাট্টা করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাওমের মধ্য হইতে এই সমস্ত লোকই কি আপনার পছন্দ হইয়াছে? আমাদেরকে কি ইহাদের অধীন হইয়া চলিতে হইবে? ইহারাই কি ঐ সমস্ত লোক যাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়াছেন? আপনি এই সমস্ত লোকদেরকে আপনার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিন, তাহা হইলে হয়ত আমরা আপনার অনুসরণ করিব। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ - الى- فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۰

অর্থ ঃ আর কোরআন দ্বারা এরূপ লোকদিগকে ভয় দেখান, যাহারা ইহার ভয় পোষণ করে যে, তাহাদিগকে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে এইরূপ অবস্থায় সমবেত করা হইবে যে, গায়রুল্লাহ হইতে কেহ তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না এবং সুপারিশকারীও হইবে না, এই আশায় যে, তাহারা ভীত হইবে। আর তাহাদিগকে (আপনার মজলিস হইতে) বাহির করিবেন না, যাহারা সকাল-বিকাল স্বীয় প্রতিপালকের এবাদত করে—শুধু তাহারই সন্তুষ্টি কামনা করে। তাহাদের হিসাবের কিছুই আপনার দায়িত্বে নহে, এবং আপনার হিসাব একটুও তাহাদের দায়িত্বে নহে,—যদ্দরুন তাহাদিগকে আপনি বাহির করিয়া দিবেন, অন্যথায় আপনি অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।’

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)কে সম্মান করা

হযরত আনাস (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার কালাম عَبَسَ وَ تَوَلّٰى সম্পর্কে বলেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (মক্কার সর্দার) উবাই ইবনে খালাফের সহিত (দাওয়াত সংক্রান্ত) কথা বলিতেছিলেন। সুতরাং তিনি তাহার প্রতি মনোযোগ দিলেন। এই বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন— عبس و تولى ان جاءه الاعمى

অর্থ ঃ 'রাসূল মুখ ভার করিলেন এবং মনঃসংযোগ করিলেন না এই কারণে যে, তাহার নিকট এক অন্ধ আসিয়াছে।'

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)এর সম্মান করিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, عَبَسَ وَ تَوَلّٰى অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)এর ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। ঘটনা এই হইয়াছিল যে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি আমাকে সরলপথ দেখান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখন মুশরিকদের বড় এক ব্যক্তি বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)এর প্রতি মনোযোগ দিলেন না, বরং সেই বড় ব্যক্তির প্রতি মনোযোগী রহিলেন। তিনি সেই মুশরিককে বলিলেন, তুমি কি আমার কথায় কোন অসুবিধা দেখিতেছ? সে বলিল, না। এই পরিপ্রেক্ষিতে عَبَسَ وَ تَوَلّٰى নাযিল হইল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজেকে গরীব মুসলমানদের সহিত আবদ্ধ রাখার নির্দেশ

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ) বলেন, আকরা' ইবনে হারেস তামীমী ও উয়াইনা ইবনে হিসন ফাযারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিল, তিনি হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত সোহাইব (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ) ও আরো অন্যান্য দুর্বল, গরীব মুসলমানদের সহিত বসিয়া আছেন। তাহারা এই সমস্ত মুসলমানদেরকে তুচ্ছ মনে করিল। এইজন্য তাঁহাকে আড়ালে লইয়া যাইয়া বলিল, আপনার নিকট আরবের প্রতিনিধিদল আসে, কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে লজ্জাবোধ হয় যে, তাহারা আসিয়া আমাদের (মত সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের)কে এই সমস্ত গোলামদের সহিত বসিতে দেখিয়া কি বলিবে! অতএব আমরা যখন আপনার নিকট আসি তখন আপনি এই সমস্ত লোকদেরকে উঠাইয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে। তারপর তাহারা উভয়ে বলিল, আপনি আমাদেরকে এই কথা লিখিয়া দিন।

তিনি কাগজ আনাইলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)কে লেখার জন্য ডাকিলেন। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, আমরা এক কোণে বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এই আয়াত লইয়া আসিলেন—

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا :أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا. الاية

প্রথম আয়াতের অর্থ পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ এই যে,—'আর এইরূপে আমি এক (দল)কে অপর (দল)এর দ্বারা পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছি। যেন তাহারা বলে—ইহারাই কি আমাদের মধ্য হইতে যাহাদের প্রতি আল্লাহ করুণা করিয়াছেন? ইহা নয়

কি যে, আল্লাহ সত্য উপলব্ধিকারীদেরকে খুব জানেন? আর যখন ঐ সমস্ত লোক আপনার নিকট আসে—যাহারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে, তখন এরূপ বলিয়া দিন যে, তোমাদের উপর শান্তি রহিয়াছে, তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন।'

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কাগজ ফেলিয়া দিলেন এবং আমাদেরকে ডাকিয়া লইলেন। আমরা তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, 'সালামুন আলাইকুম'।

অতঃপর আমরা তাঁহার এত নিকটবর্তী হইলাম যে, আমাদের হাঁটু তাঁহার হাঁটুর সহিত লাগিয়া গেল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, যখন আমাদের সহিত বসিবার পর উঠিতে চাহিতেন তখন তিনি আমাদেরকে বসা অবস্থায় রাখিয়া উঠিয়া যাইতেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

অর্থ ঃ 'আপনি নিজেকে ঐ সমস্ত লোকদের সহিত আবদ্ধ রাখুন, যাহারা সকাল সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালকের এবাদত করে, শুধু তাহারই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং পার্থিব জীবনে জাঁকজমকের খেয়াল করিয়া আপনার দৃষ্টি যেন তাহাদের হইতে সরিয়া না যায়।'

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হইতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বসা অবস্থায় যখন তাঁহার উঠিবার সময় হইত তখন তাঁহাকে বসা অবস্থায় রাখিয়া আমরা প্রথম উঠিয়া যাইতাম। আমরা যতক্ষণ না উঠিতাম, তিনি বসিয়াই থাকিতেন।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, উয়াইনা ইবনে হিস্ন আকরা' ইবনে

হাবেস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাদের মন রক্ষা করিতেন এরূপ কিছু নবমুসলিম লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি মসজিদের সামনের অংশে বসিতেন এবং এই সমস্ত লোকদেরকেও তাহাদের জুব্বার দুর্গন্ধকে আমাদের হইতে দূর সরাইয়া দিতেন তবে আমরা আপনার নিকট বসিতে পারিতাম, আপনার সহিত আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বলিতে পারিতাম এবং আপনার নিকট হইতে (কোরআন হাদীসের জ্ঞান) অর্জন করিতে পারিতাম। তাহারা এই সমস্ত লোক বলিতে হযরত আবু যার (রাঃ) ও হযরত সালমান (রাঃ) ও অন্যান্য গরীব মুসলমানদেরকে বুঝাইতেছিল, যাহারা পশমের জুব্বা পরিধান করিতেন। পশমের জুব্বা ব্যতীত অন্য সুতি কাপড় তাহাদের নিকট ছিল না। (আর এই সকল জুব্বা হইতে পশমের দুর্গন্ধ আসিত।) তাহাদের এই প্রস্তাবের উপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ - الى- نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا.

তাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে দোযখের ধমক দিতেছেন।

আয়াতসমূহের অর্থ ঃ ‘এবং আপনার নিকট আপনার রবের যে কিতাব ওহীযোগে আসিয়াছে তাহা (লোকদেরকে) পড়িয়া শোনান, তাহার বাণীসমূহ কেহই পরিবর্তন করিতে পারিবে না। আর আপনি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন আশ্রয়ই পাইবেন না এবং আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত আবদ্ধ রাখুন—যাহারা সকাল সন্ধ্যায় স্বীয় প্রতিপালকের এবাদত শুধু তাঁহার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে এবং পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খেয়াল করিয়া আপনার দৃষ্টি যেন তাহাদের হইতে সরিয়া না যায়, আর (দরিদ্রদেরকে বিতাড়ন সম্পর্কে) এমন ব্যক্তির কথায়

কর্ণপাত করিবেন না, যাহার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছি এবং সে স্বীয় নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলে এবং তাহার অবস্থা সীমাতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আর আপনি বলিয়া দিন, সত্য (দ্বীন) তোমার রবের পক্ষ হইতে আসিয়াছে। সুতরাং যাহার মনে চায় ঈমান আনুক, আর যাহার মনে চায় কাফের থাকুক। নিশ্চয় আমি এরূপ অনাচারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। যাহার আবরণী তাহাদেরকে ঘিরিয়া লইবে।'

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর নবী উঠিয়া ঐ সমস্ত গরীব মুসলমানদেরকে তালাশ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদেরকে মসজিদের শেষ প্রান্তে আল্লাহর যিকিরে মশগুল পাইলেন। তাহাদেরকে পাইয়া তিনি বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বেই স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন, যেন আমি আপন উম্মতের এই সমস্ত লোকদের সহিত অবস্থান করি। আমার জীবন ও মরণ তোমাদের সহিত হইবে।

কায়েস ইবনে মাতাতিয়া ও হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, কায়েস ইবনে মাতাতিয়া এক মজলিসের নিকট আসিল। উক্ত মজলিসে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত সোহাইব রুমী (রাঃ) ও হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ) বসিয়াছিলেন। কায়েস বলিল, এই আওস ও খাযরাজ (গোত্রদ্বয় হইল আরব ও মর্যাদাসম্পন্ন লোক, তাহারা) এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহায্যের জন্য উঠিয়াছে (ইহা তো বুঝে আসে)। কিন্তু এই সমস্ত (অনারব গরীব মিসকীন) নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কি হইল? (তাহারাও দেখি, সাহায্যের জন্য উঠিয়াছে?) হযরত মুআয (রাঃ) উঠিয়া কায়েসের জামার বুকে ধরিয়া তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন এবং সে

যাহা বলিয়াছে তাহা জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া চাদর টানিতে টানিতে উঠিলেন এবং মসজিদে গেলেন। তারপর 'আসসালাতু জামেয়াতুন' বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল। (লোকজন সমবেত হইলে) তিনি বয়ান করিলেন, আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বয়ান করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে রব এক, (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা), পিতাও এক, (অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম), দ্বীনও এক (অর্থাৎ ইসলাম)। মনোযোগ দিয়া শুন, আরবী ভাষা না তোমাদের মা, আর না তোমাদের পিতা। ইহা একটি ভাষা। সুতরাং যে কেহ আরবী ভাষায় কথা বলিবে সে আরবী বলিয়া গণ্য হইবে। কায়েসের জামার বুকে ধরিয়া হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই মুনাফিকের ব্যাপারে কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে দোযখে যাইবে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এই কায়েস মুরতাদ হইয়া গেল এবং মুরতাদ অবস্থায়ই কতল হইল।

পিতামাতার সম্মান করা

মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অত্যন্ত গরম পাথরের জমিনে আমার মাকে কাঁধে লইয়া দুই ফারসাখ্ অর্থাৎ ছয় মাইল হাঁটিয়া গিয়াছি। সেই জমিন এত গরম ছিল যে, যদি আমি উহার উপর গোশতের টুকরা রাখিতাম তবে উহা সিদ্ধ হইয়া যাইত। (এই খেদমতের দ্বারা) আমি কি তাহার এহসানসমূহের শোকর আদায় করিতে পারিয়াছি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হয়ত প্রসবকালীন একবার ব্যথার শোকর আদায় হইয়াছে।

পিতার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসিল। তাহার সহিত একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অমুক, তোমার সহিত এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বলিল, ইনি আমার পিতা। তিনি বলিলেন, তাহার সম্মুখে হাঁটিও না, তাহার পূর্বে বসিও না, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিও না, এবং তাহাকে গালি দেওয়ার কারণ হইও না। (অর্থাৎ তুমি কাহারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়।)

আবু গাস্সানকে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর অসিয়ত

আবু গাস্সান (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত (মদীনার) প্রস্তরময় ময়দানের উপর দিয়া যাইতেছিলাম। পথে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, আমার পিতা। তিনি বলিলেন, তাহার সম্মুখে হাঁটিও না, বরং তাহার পিছনে অথবা তাহার পার্শ্বে হাঁটিও। অন্য কাহাকেও তোমার ও তাহার মাঝখানে আসার সুযোগ দিও না। তোমার পিতার ঘরের এমন ছাদের উপর হাঁটিও না যাহার ঘেরা না থাকে, কারণ ইহাতে তাহার অন্তরে (তোমার ছাদ হইতে পড়িয়া যাওয়ার) আশঙ্কা পয়দা হইবে। (এবং তিনি পেরেশান হইবেন।) যদি গোশতযুক্ত হাড়ের উপর তোমার পিতার দৃষ্টি পড়িয়া থাকে তবে তুমি উহা খাইও না, হয়ত তিনি উহা খাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

জেহাদে যাইতে অনুমতি প্রার্থনাকারীকে পিতামাতার খেদমত করার আদেশ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলিল, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তুমি তাহাদের দুইজনের খেদমত কর। (তাহাদের খেদমতের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে) ইহাই তোমার জেহাদ।

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জেহাদের উপর বাইআত হইতে চাই এবং আল্লাহর নিকট হইতে ইহার আজর ও সওয়াব লইতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা বা মাতা কেহ জীবিত আছেন কি? সে বলিল, জ্বি, হাঁ, উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি বলিলেন, তুমি আল্লাহর নিকট হইতে আজর ও সওয়াব লইতে চাও কি? সে বলিল, জ্বি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিজের পিতামাতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং উত্তমরূপে তাহাদের খেদমত কর।

আবু দাউদ (রাঃ)এর এক রেওয়ায়াতে আছে, সে ব্যক্তি বলিল, আমি আপনার নিকট হিজরতের উপর বাইআত হইতে আসিয়াছি কিন্তু আমি আমার পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদেরকে (খুশী করিয়া) হাসাও যেমন তাহাদেরকে (পেরেশান করিয়া) কাঁদাইয়াছ।

আবু দাউদ (রহঃ)এর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, ইয়ামানের এক ব্যক্তি হিজরত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তিনি তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন। ইয়ামানে তোমার কেহ আছে কি? সে বলিল, আমার পিতামাতা আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা উভয়ে তোমাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়াছিলেন কি? সে বলিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের নিকট অনুমতি চাও। যদি তাহারা তোমাকে অনুমতি দান করে তবে তুমি জেহাদে যাও, নতুবা তাহাদের খেদমত করিতে থাক।

আবু ইয়া'লা ও তাবারানী হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি জেহাদে যাইতে চাই, কিন্তু আমার জেহাদে যাওয়ার শক্তি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার পিতামাতার মধ্যে কেহ জীবিত আছেন কি? সে বলিল, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলিলেন, আপন মায়ের খেদমত করিতে করিতে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইয়া যাও। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তাহার খেদমত করিতে থাক।) তুমি যখন এই কাজ করিবে তখন তুমি যেন হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ সবই করিলে।

মায়ের কারণে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে খাইবারের জেহাদ হইতে নিষেধ করা

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, তোমরা এমন এলাকায় (জেহাদের জন্য) যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ যাহার অধিবাসীগণ জালেম, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে উক্ত এলাকার উপর বিজয় দান করিবেন, ইনশাআল্লাহ। তাঁহার উদ্দেশ্য খাইবার ছিল। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, আমার সহিত অবাধ্য ও দুর্বল বাহনওয়ালা যেন না যায়। এই ঘোষণা শুনিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহার মাকে যাইয়া বলিলেন, আমার সফরের সামানপত্র প্রস্তুত করিয়া দিন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জেহাদের জন্য প্রস্তুতির আদেশ দিয়াছেন। তাহার মা বলিলেন, তুমি যাইতেছ, অথচ তুমি জান যে, তুমি ব্যতীত আমি (ঘরের) ভিতরে আসা-যাওয়া করিতে পারি না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে থাকিয়া যাইতে পারি না। তাহার মা স্তন বাহির করিয়া দুধের দোহাই দিলেন। (কিন্তু হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মানিলেন না।) তাহার মা গোপনে আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত কথা জানাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,তুমি যাও, তোমার কাজ তোমাকে ছাড়াই হইয়া যাইবে।

অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলে তিনি অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখিতেছি, আপনি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় আমার ব্যাপারে আপনার নিকট কোন কথা পৌঁছিয়াছে, যেই কারণে আপনি এরূপ করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা তোমাকে নিজের স্তন বাহির করিয়া আপন দুধের দোহাই দিয়াছেন, তারপরও তুমি তাহার কথা মান নাই। তোমাদের কেহ কি এরূপ মনে করে যে, সে যদি তাহার পিতামাতা উভয়ের বা তাহাদের যে কোন একজনের নিকট থাকে তবে কি সে আল্লাহর রাস্তায় নহে? বরং সেই ব্যক্তিও আল্লাহর রাস্তায়ই থাকে, যে তাহার পিতামাতার নিকট থাকিয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহাদের হক আদায় করে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এই ঘটনার দুই বৎসর পর আমার মায়ের ইন্তেকাল হইল। আমি তাহার ইন্তেকাল পর্যন্ত এই দুই বৎসর কোন জেহাদে যাই নাই। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

কতিপয় সাহাবা (রাঃ)কে জেহাদ ছাড়িয়া পিতামাতার খেদমত করার আদেশ

তাবারানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করাইবার স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। (অর্থাৎ যেখানে কোরাইশগণ হাজীদেরকে পানি পান করাইত।) এমন সময় একজন মহিলা নিজের ছেলেকে লইয়া তাহার খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমার এই ছেলে জেহাদে যাইতে চায়, আর আমি তাহাকে নিষেধ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে বলিলেন, যতক্ষণ তোমার মা তোমাকে অনুমতি না দেয় বা তাহার ইন্তেকাল না হইয়া যায় ততক্ষণ তুমি তাহার নিকট থাক, ইহাতে তুমি বেশী সওয়াব লাভ করিবে।

তাবারানী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি তাহার মা সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। উক্ত ব্যক্তি জেহাদে যাইতে চাহিতেছিল আর তাহার মা তাহাকে নিষেধ করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিজের মায়ের নিকট অবস্থান কর। তাহার খেদমতে থাকার দরুন তুমি ঐ পরিমাণ সওয়াব লাভ করিবে যেই পরিমাণ জেহাদে গেলে লাভ করিতে।

হযরত তালহা ইবনে মুআবিয়া সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে যাইতে চাই। তিনি বলিলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মায়ের পায়ের সহিত লাগিয়া থাক, সেখানেই জান্নাত।

হযরত জাহেমা (রাঃ) বলেন, আমি জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামাতা আছেন

কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহাদের খেদমতে লাগিয়া থাক, কেননা তোমার জান্নাত তাহাদের পদতলে।

মুআবিয়া ইবনে জাহেমা সুলামী (রাঃ) বলেন, হযরত জাহেমা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে যাইতে চাই এবং এই ব্যাপারে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা আছেন কি? তিনি বলিলেন, আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার খেদমতে লাগিয়া থাক, কেননা তোমার জান্নাত তাহার পদতলে। হযরত জাহেমা (রাঃ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার বিভিন্ন মজলিসে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবার একই উত্তর দিলেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত নুআঈম (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্জ করিতে গেলেন। চলিতে চলিতে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের নিকট পৌঁছিয়া তিনি উহাকে চিনিতে পারিলেন এবং উহার নীচে বসিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গাছের নীচে বসিয়াছিলেন। এমন সময় এই পাহাড়ী রাস্তা দিয়া এক যুবক আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল এবং বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সহিত থাকিয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে আসিয়াছি, আমার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ও আখেরাতে সওয়াব হাসিল করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার পিতামাতা উভয়ে জীবিত আছেন কি? সে বলিল, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের খেদমত কর, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর। এই কথা শুনিয়া সে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেদিকেই ফেরত চলিয়া গেল।

হযরত আলী (রাঃ) ও তাহার দুই ছেলের ঘটনা

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)এর জন্য (তাহার পিতা হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট) বিবাহের পয়গাম দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এখনও তো সে ছোট। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমার সহিত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ব্যতীত সকল সম্পর্ক ও আত্মীয়তা কেয়ামতের দিন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং আমি চাই যে, (এই বিবাহের দ্বারা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা কায়েম হইয়া যায়।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)কে বলিলেন, তোমরা তোমাদের (বোনের সহিত তোমাদের) চাচার বিবাহ পড়াইয়া দাও। তাহারা বলিলেন, অন্যান্য মহিলাদের ন্যায় সেও একজন মহিলা। সে নিজের জন্য যাহা ইচ্ছা পছন্দ করিতে পারে।

হযরত আলী (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে হযরত হাসান (রাঃ) তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন এবং আরজ করিলেন, হে আব্বাজান, আপনার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করিতে পারিব না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর বিবাহ পড়াইয়া দাও।

হযরত উসামা (রাঃ)এর মায়ের খেদমত

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর আমলে একটি খেজুর গাছের দাম এক হাজার দেরহাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। হযরত উসামা (রাঃ) খেজুর গাছের ভিতর খোদাইয়া ভিতরের নরম অংশ তাহার মাকে খাওয়াইলেন। লোকেরা বলিল, আপনি এরূপ কেন করিলেন? (ইহাতে তো গাছটি মরিয়া

যাইবে।) অথচ আপনি জানেন, বর্তমানে একটি খেজুর গাছের দাম এক হাজার দেরহাম পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমার মা আমার নিকট খেজুর গাছের নরম অংশ খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আর আমার অভ্যাস হইল, আমার মা যখন আমার নিকট কোন জিনিস চান, তখন আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি অবশ্যই তাহাকে উহা দিয়া থাকি।

সন্তানদেরকে স্নেহ করা এবং তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

হযরত হুসাইন (রাঃ)এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার হইতে নামিয়া আসা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে বসিয়া লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেছিলেন। এমন সময় হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) (ঘর হইতে) বাহির হইলেন। তাহার গলায় একটি কাপড়ের টুকরা ঝুলিতেছিল যাহা মাটির উপর হেঁচড়াইতেছিল। তাহার পা উহাতে পেঁচাইয়া গেল এবং তিনি উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উঠাইবার জন্য মিম্বার হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। সাহাবা (রাঃ) হযরত হুসাইন (রাঃ)কে পড়িতে দেখিয়া তাহাকে উঠাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন। তিনি তাহাকে উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে ধ্বংস করুন। সন্তান তো শুধু ফেতনা ও পরীক্ষাই। আল্লাহর কসম, বাচ্চাকে উঠাইয়া আনার পূর্বে আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, কখন মিম্বার হইতে নামিয়া আসিয়াছি।
(তাবারানী)

নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে আরোহণ

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদারত অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) আসিয়া তাঁহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হাত দ্বারা ধরিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর তিনি যখন রুকুতে গেলেন তখন হযরত হাসান (রাঃ) তাহার পিঠের উপর দাঁড়াইয়া গেলেন। তারপর যখন তিনি উঠিলেন তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং হযরত হাসান (রাঃ) চলিয়া গেলেন।

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, একবার আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদারত অবস্থায় আছেন। এমন সময় হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) আসিয়া তাঁহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। তিনি তাহাকে নীচে নামাইলেন না (বরং তিনি সেজদারত অবস্থায় থাকিলেন) অবশেষে হযরত হাসান (রাঃ) নিজেই নামিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহার জন্য দুই পা ফাঁক করিয়া দিতেন আর হযরত হাসান (রাঃ) একদিক দিয়া ঢুকিয়া অপরদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেন।

বাহী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চেহারা সুরতে সর্বাপেক্ষা মিল কাহার ছিল? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চেহারা সুরতে সর্বাপেক্ষা মিল হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর ছিল এবং তিনি তাহাকে সর্বাপেক্ষা মহব্বত করিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও সেজদারত থাকিতেন, আর হযরত হাসান (রাঃ) আসিয়া তাঁহার পিঠে চড়িয়া বসিতেন এবং হযরত হাসান (রাঃ) যতক্ষণ সরিয়া না যাইতেন ততক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সেজদা হইতে উঠিতেন না। কখনও হযরত হাসান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটের নীচে ঢুকিয়া পড়িতেন, আর তিনি তাহার জন্য নিজের পা ফাঁক করিয়া দিতেন, আর হযরত হাসান (রাঃ) সেই পায়ের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় নামাযে থাকিতেন। যখন তিনি সেজদায় যাইতেন তখন হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) লাফাইয়া তাঁহার পিঠে চড়িয়া বসিতেন। লোকেরা তাহাদেরকে বাধা দিতে চাহিত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ইশারা করিতেন, তাহাদেরকে ছাড়িয়া দাও। তারপর নামায শেষ করিয়া তাহাদেরকে কোলে বসাইয়া লইতেন এবং বলিতেন, যে আমাকে মহব্বত করে সে যেন ইহাদেরকেও মহব্বত করে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় থাকিতেন, আর হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) হইতে কেহ একজন আসিয়া তাঁহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কারণে সেজদা দীর্ঘ করিতেন। লোকেরা বলিত হে আল্লাহর নবী, আপনি সেজদা অনেক দীর্ঘ করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিতেন, আমার ছেলে আমাকে তাহার সওয়ারী বানাইয়া লইয়াছিল, তাহার কারণে তাড়াতাড়ি উঠাকে পছন্দ করি নাই।

হযরত উমামা (রাঃ)কে কাঁধে লইয়া নামায পড়া

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপন নাতনী) হযরত উমামা বিনতে আবিল আস (রাঃ)কে কাঁধে লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং নামায পড়িলেন। যখন তিনি রুকুতে যাইতেন তখন তাহাকে নীচে নামাইয়া

দিতেন, আবার যখন (সেজদা হইতে) মাথা উঠাইতেন তখন তাহাকে উঠাইয়া (কাঁধের উপর বসাইয়া) লইতেন।

হযরত হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)কে কাঁধে লওয়া

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার এক কাঁধের উপর হযরত হাসান (রাঃ) ও অপর কাঁধের উপর হযরত হুসাইন (রাঃ) বসিয়াছিলেন। তিনি কখনও ইহাকে চুম্বন করিতেছিলেন, কখনও উহাকে চুম্বন করিতেছিলেন। তিনি এইভাবে উভয়কে কাঁধে লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইহাদের দুইজনকে মহব্বত করেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি এই দুইজনকে মহব্বত করিয়াছে সে আমাকে মহব্বত করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এই দুইজনের সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছে সে আমার সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছে।

হযরত হাসান (রাঃ)এর জিহ্বা চোষা

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি হযরত হাসান (রাঃ)এর জিহ্বা চুষিতেছেন, অথবা বলিয়াছেন, তাহার ঠোঁট চুষিতেছেন। আর যে জিহ্বা ও ঠোঁটকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুষিয়াছেন উহার উপর কখনও আযাব হইতে পারে না।

হযরত হাসান (রাঃ)কে চুম্বন করিতে দেখিয়া আকরা' (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত হাসান (রাঃ)কে চুম্বন করিলেন।

ইহা দেখিয়া হযরত আকরা' ইবনে হাবেস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আমার দশজন সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের একজনকেও চুম্বন করি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি লোকদের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তায়ালাও তাহার প্রতি দয়া করেন না।

সন্তানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ

হযরত আসওয়াদ ইবনে খালাফ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত হাসান (রাঃ)কে ধরিয়া চুম্বন করিলেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, মানুষ সন্তানের কারণে কৃপণতা করে, মূর্খতার কাজ করে (অর্থাৎ অন্যদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করে) সন্তানের কারণে কাপুরুষতা করে। (অর্থাৎ মৃত্যুকে ভয় করে এবং মনে করে আমি মারা গেলে আমার সন্তানদের কি উপায় হইবে?)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়াবান ছিলেন। তাঁহার এক ছেলে মদীনার এক প্রান্তে একজন মহিলার দুধপান করিতেন। সেই মহিলার স্বামী কামার ছিল। আমরা সেই ছেলেকে দেখিতে যাইতাম। উক্ত কামারের সমস্ত ঘর ইযখির ঘাসের ধুঁয়ায় পরিপূর্ণ থাকিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই শিশুকে চুম্বন করিতেন এবং শুঁকিয়া ঘ্রাণ লইতেন।

সন্তানের প্রতি মায়া-মমতার উপর সুসংবাদ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক মহিলা তাহার দুই মেয়ে লইয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট আসিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাকে তিনটি খেজুর দিলেন। মহিলা দুই মেয়েকে দুইটি খেজুর দিল এবং একটি নিজের মুখে দিতে যাইয়া দেখিল মেয়ে দুইটি তাহার দিকে তাকাইয়া

আছে। মহিলা নিজের খেজুরটি দুই টুকরা করিয়া দুইজনকে দিয়া দিল এবং চলিয়া গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলার ঘটনাটি তাঁহাকে শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মহিলাটি তাহার মমতার কারণে জান্নাতে দাখেল হইয়াছে।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। তাহার সঙ্গে তাহার দুই ছেলে ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাহিল। তিনি তাহাকে প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া তিনটি খেজুর দিলেন। মহিলাটি দুই ছেলের প্রত্যেককে একটি করিয়া খেজুর দিল। তাহারা নিজেদের খেজুর খাইয়া মায়ের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহাদেরকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া মহিলা নিজের খেজুরটি দুই টুকরা করিয়া দুইজনকে অর্ধেক করিয়া দিয়া দিল। মহিলাটির এই মমতা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছেলেদের প্রতি এই দয়ার কারণে মহিলাটির প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়াছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তাহার সহিত একটি ছোট্ট শিশু ছিল। সে তাহাকে বারবার জড়াইয়া ধরিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই শিশুটির প্রতি দয়া করিতেছ? সে বলিল, জ্বি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই শিশুটির প্রতি যেই পরিমাণ দয়া করিতেছ আল্লাহ তায়ালা উহা অপেক্ষা অধিক তোমার প্রতি দয়া করিতেছেন। তিনি তো আরহামুর রাহিমীন। (সমস্ত দয়াশীলদের অপেক্ষা অধিক দয়াশীল।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি বসিয়াছিল। এমন সময় তাহার এক

ছেলে আসিল। সে তাহাকে চুম্বন করিয়া নিজের উরুর উপর বসাইল। তারপর তাহার এক মেয়ে আসিল। সে তাহাকে নিজের সম্মুখে বসাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি দুইজনের সহিত সমান ব্যবহার কেন করিলে না? (অর্থাৎ ছেলেটির ন্যায় মেয়েটিকে চুম্বন করিলে না এবং নিজের উরুর উপর বসাইলে না।)

প্রতিবেশীর সম্মান করা

প্রতিবেশীর হক

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদারাহ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রতিবেশীর হক কি? তিনি বলিলেন, সে অসুস্থ হইলে তুমি তাহাকে দেখিতে যাইবে। তাহার ইন্তেকাল হইলে তুমি তাহার জানাযায় যাইবে। যদি সে তোমার নিকট করজ চায় তবে তাহাকে করজ দিবে। যদি সে গরীব হইয়া দূরাবস্থাগ্রস্ত হইয়া যায় তবে তাহার এই দূরাবস্থাকে গোপন করিবে। (অর্থাৎ গোপনে তাহাকে সাহায্য করিবে যাহাতে তাহার দূরাবস্থা কেহ জানিতে না পারে।) যদি সে কোন ভাল জিনিস পায় তবে তাহাকে মোবারকবাদ দিবে। যদি তাহার উপর কোন মুসীবত আসে তুমি তাহাকে সান্ত্বনা দিবে। নিজের দালান তাহার দালান অপেক্ষা উঁচা করিবে না। ইহাতে তাহার বাতাস বন্ধ হইয়া যাইবে। আর যখন তুমি নিজের হাড়িতে কোন সালন রান্না কর তখন উহা হইতে চামচ ভরিয়া তাহাকেও দিবে। নতুবা তোমার সালনের সুগন্ধে তাহার কষ্ট হইবে।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) তাহার শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, যদি সে বস্ত্রহীন হয়, তাহাকে বস্ত্র দান করিবে।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ও তাহার প্রতিবেশীর ঘটনা

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়াছে। তিনি বলিলেন, সবর কর। কিছুদিন পর আমি পুনরায় আরজ করিলাম, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়াছে। তিনি বলিলেন, সবর কর। আমি তৃতীয় বার আরজ করিলাম, আমার প্রতিবেশী আমাকে অত্যাধিক কষ্ট দিয়াছে। তিনি বলিলেন, নিজের ঘরের সমস্ত সামানপত্র উঠাইয়া গলির মধ্যে ফেলিয়া রাখ এবং তোমার নিকট যে কেহ আসে তাহাকে বলিতে থাক যে, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়াছে। এইভাবে সকলে তাহার প্রতি লা'নত দিতে থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীর সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আপন মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় এমন ব্যক্তিকে জেহাদের সফরে না নেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেহাদের উদ্দেশ্যে এক সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় বলিলেন, আজ আমাদের সঙ্গে এমন কেহ যাইবে না, যে তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়াছে। ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, আমি আমার প্রতিবেশীর দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আজ আমাদের সহিত যাইও না।

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা ও তাহার মাল চুরি করা কঠিন গুনাহ

হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, যেনার ব্যাপারে তোমরা কি বল? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, যেনা করা হারাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এই কাজকে হারাম করিয়া দিয়াছেন, কেয়ামত পর্যন্ত ইহা হারাম থাকিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কোন ব্যক্তি দশজন মহিলার সহিত যেনা করিলেও তাহা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত যেনা করা অপেক্ষা কম হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা চুরি করা সম্পর্কে কি বল? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যেহেতু চুরি করাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন সেহেতু চুরি করা হারাম। তিনি বলিলেন, কোন ব্যক্তি দশ ঘরে চুরি করিলেও তাহা প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা অপেক্ষা কম হইবে।

আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তিকে মহব্বত করেন আর তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন

মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, লোকদের মাধ্যমে আমার নিকট হযরত আবু যার (রাঃ)এর একটি হাদীস পৌঁছিয়াছে। আমি চাহিতেছিলাম, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া যায়। (যাহাতে সরাসরি তাহার নিকট হইতে হাদীসটি শুনিতে পারি।) সুতরাং একবার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবু যার! আপনার পক্ষ হইতে আমার নিকট একটি হাদীস পৌঁছিয়াছে। (আপনার নিকট হইতে সরাসরি হাদীস শুনার উদ্দেশ্যে) আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতার ভাল করুন। এখন তো তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে বল, (কোন্ হাদীস শুনিতে চাও?) আমি বলিলাম, আমার নিকট এই হাদীস

পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তিন ব্যক্তিকে মহব্বত করেন, আর তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আমার ধারণায়ও এই কথা আসিতে পারে না যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে মিথ্যা কথা বয়ান করিব। আমি বলিলাম, সেই তিন ব্যক্তি কাহারা যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন? তিনি বলিলেন, এক—ঐ ব্যক্তি, যে ধৈর্যের সহিত সওয়াবের আশায় আল্লাহর রাস্তায় দৃঢ়পদ রহিয়াছে এবং লড়াই করিতে করিতে শহীদ হইয়া গিয়াছে। তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার কিতাবে অর্থাৎ কোরআনে এই ব্যক্তির উল্লেখ পাইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালবাসেন, যাহারা তাঁহার রাস্তায় এইরূপ সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে। যেন তাহারা একটি সীসা গলানো প্রাচীর।'

আমি বলিলাম, দ্বিতীয়জন কে? তিনি বলিলেন, দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যাহার প্রতিবেশী খারাপ লোক, তাহাকে কষ্ট দিতে থাকে, আর সে অনবরত প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টের উপর সবর করিতে করিতে হয় আল্লাহ তায়ালা (সেই প্রতিবেশীকে সংশোধন করিয়া) তাহাকে (শান্তিময়) জীবন দিবেন নতুবা মৃত্যু দিয়া দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইবেন। অতঃপর হাদীসের আরো অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার ছেলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর নিকট যাওয়ার সময় দেখিলেন, তিনি আপন প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া করিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপন প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া করিও না, কেননা তোমার প্রতিবেশী তো এখানেই থাকিবে, আর (উস্কানীদাতা) লোকজন চলিয়া যাইবে। (কান্‌য)

নেক সফরসঙ্গীর সম্মান করা

হযরত রাবাহ ইবনে রাবী' (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক জেহাদে গেলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি তিনজনকে একটি করিয়া উট আরোহণের জন্য দিলেন। আমরা ময়দান ও সমতল ভূমিতে দুইজন আরোহণ করিতাম, আর একজন পিছন হইতে উট হাঁকাইত। আর পাহাড়ী এলাকায় আমরা সকলে উট হইতে নামিয়া যাইতাম। একবার আমি পায়ে হাঁটিতেছিলাম, এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া গেলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, হে রাবাহ, আমি দেখিতেছি, তুমি পায়ে হাঁটিতেছ, কি ব্যাপার? আমি বলিলাম, আমি এইমাত্র নামিয়াছি, আর আমার দুই সঙ্গী আরোহণ করিয়াছে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সামনে চলিয়া গেলেন এবং তিনি) আমার উভয় সঙ্গীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়া গেলেন। তাঁহার অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই আমার সঙ্গীদ্বয় উট বসাইল এবং উভয়ে উহা হইতে নামিয়া গেল। যখন আমি তাহাদের নিকট পৌছিলাম তখন তাহারা উভয়ে বলিল, তুমি এই উটের অগ্রভাগে বসিয়া যাও এবং (মদীনায়) ফিরা পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া থাকিবে। আর আমরা দুইজন পালাক্রমে আরোহণ করিতে থাকিব। (তোমাকে আর পায়ে হাঁটিতে হইবে না) আমি বলিলাম, কেন? তাহারা বলিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এইমাত্র বলিয়া গেলেন যে, তোমাদের সঙ্গী খুবই নেক লোক, তোমরা তাহার সহিত উত্তমরূপে থাকিও।

লোকদের সহিত তাহাদের মর্যাদা অনুপাতে ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘটনা

আমর ইবনে মেখরাক (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় তাহার নিকট দিয়া একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি গেল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া নিজের সহিত (খাইতে) বসাইলেন। ইতিমধ্যে আরো এক ব্যক্তি গেল। তিনি (তাহাকে ডাকিয়া বসাইলেন না, বরং) তাহাকে এক টুকরা রুটি দিয়া দিলেন। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল (যে, উভয়ের সহিত একরকম আচরণ করিলেন না কেন?) তিনি বলিলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন লোকদের সহিত তাহাদের মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করি। (এবং প্রত্যেককে তাহার স্থানে রাখি।)

মাইমূন ইবনে আবি শাবীব (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট একজন ভিক্ষুক আসিল। তিনি বলিলেন, তাহাকে একটা টুকরা দিয়া দাও। তারপর একজন সম্ভ্রান্ত লোক আসিল। তিনি তাহাকে আপন (দস্তরখানে) বসাইলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি (দুইজনের সহিত) দুই রকম আচরণ কেন করিলেন? তিনি বলিলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এক সফরে ছিলেন। তিনি কোরাইশের কিছু লোকের জন্য দুপুরের খানা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। (খানা প্রস্তুত হওয়ার পর।) একজন ধনী সম্ভ্রান্ত লোক আসিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া লও। তাহাকে ডাকা হইলে সে সওয়ারী হইতে নামিয়া আসিল এবং খানা খাইল। অতঃপর সে চলিয়া গেলে একজন ভিক্ষুক

আসিল। তিনি বলিলেন, তাহাকে (রুটির) একটা টুকরা দিয়া দাও। তারপর বলিলেন, এই ধনী ব্যক্তির সহিত এইরূপ খাতির করা আমাদের কর্তব্য ছিল। আর ভিক্ষুক আসিয়া যখন চাহিল তখন আমি তাহাকে এই পরিমাণ দেওয়ার হুকুম করিলাম যাহাতে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়াছেন......... অতঃপর হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এক জোড়া কাপড় ও একশত দীনার দান করিলেন। কেহ একজন এই ব্যাপারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মানুষের সহিত তাহাদের মর্যাদা অনুপাতে ব্যবহার কর। এই ব্যক্তির মর্যাদা আমার নিকট ইহাই ছিল।

মুসলমানকে সালাম করা

মুযাইনা গোত্রের আগার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক জারীব (একটি পরিমাণ) খেজুর দেওয়ার হুকুম দিলেন। সেই খেজুর এক আনসারীর নিকট ছিল। সে খেজুর দিতে টালবাহানা করিতেছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জানাইলে তিনি বলিলেন, হে আবূ বকর! তুমি সকালবেলা তাহার সহিত যাইয়া (আনসারী হইতে) তাহাকে খেজুর লইয়া দিও। হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, সকালে নামাযের পর অমুক জায়গায় আসিও। আমি নামায পড়িয়া সেখানে যাইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে উপস্থিত পাইলাম। আমরা উভয়ে সেই আনসারীর নিকট গেলাম। পথে যে কেহ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দূর হইতে দেখিত, সে তাহাকে সালাম করিত। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, লোকেরা (অগ্রে সালাম করিয়া) তোমার

—৪১

উপর সম্মান হাসিল করিতেছে? আগামীতে কেহ যেন তোমার পূর্বে সালাম করিতে না পারে। সুতরাং আমরা দূর হইতে যে কোন লোককে দেখিতে পাইতাম, সে সালাম দেওয়ার পূর্বেই আমরা তাড়াতাড়ি তাহাকে সালাম দিতাম।

হযরত যুহরা ইবনে হুমাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিছনে সওয়ারীর উপর বসিয়াছিলাম। আমরা লোকদের নিকট দিয়া অতিক্রম করার সময় তিনি তাহাদেরকে সালাম দিতেন। লোকেরা উত্তরে আমাদের শব্দ অপেক্ষা বেশী শব্দ বলিত। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আজ তো লোকেরা আমাদের উপর জয়ী হইল। (অর্থাৎ তাহারা শব্দ বেশী বলিয়া বেশী সওয়াব লাভ করিল।)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আজ তো লোকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী নেকী অর্জন করিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত সওয়ারীর পিছনে বসিয়াছিলাম। আমরা যখন লোকজনের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতাম তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আসসালামু আলাইকুম বলিতেন, আর লোকেরা উত্তরে ওয়াআলাই কুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলিত। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আজ তো লোকেরা (সওয়াবের দিক দিয়া) আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রগামী থাকিল।

হযরত আবু উমামা (রাঃ)এর ওয়াজ

হযরত আবু উমামা (রাঃ) একবার ওয়াজ করিলেন। তিনি ওয়াজের মধ্যে বলিলেন, প্রত্যেক কাজে সবরকে মজবুত করিয়া ধর, চাই সেই কাজ তোমার পছন্দমত হউক বা না হউক। কেননা সবর একটি অত্যন্ত ভাল গুণ। বর্তমানে তোমাদের নিকট দুনিয়া অত্যন্ত পছন্দনীয়, সে তোমাদের সম্মুখে নিজের আঁচল বিছাইয়া দিয়াছে এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ (এর মধ্যে আমলের আগ্রহ ছিল এইজন্য তাহারা) নিজ ঘরের বারান্দায় বসিতেন, আর বলিতেন, আমরা এইখানে এইজন্য বসিয়াছি, যাহাতে লোকদেরকে সালাম করিতে পারি এবং লোকেরাও আমাদেরকে সালাম করিতে পারে। (কান্য)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চলিতাম তখন রাস্তায় কোন গাছের কারণে আমরা পরস্পর পৃথক হইয়া গেলে পুনরায় যখন একত্রিত হইতাম তখন একে অপরকে সালাম দিতাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর খেদমতে আসিতাম, তিনি আমার সহিত বাজারে যাইতেন। বাজারে যাওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যে কোন পুরাতন ও ভাঙ্গাচুরা বিক্রেতা বা যে কোন বিক্রেতা ও গরীব-মিসকীন বা যে কোন মুসলমানের নিকট দিয়া যাইতেন তাহাকে সালাম দিতেন। একদিন আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বাজারে লইয়া গেলেন। আমি বলিলাম, আপনি বাজারে কেন আসেন? আপনি তো কোন বিক্রেতার নিকট দাঁড়ান না, কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন না, কোন দরদামও জানিতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসেও বসেন না। আসুন, আমরা এখানে বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, ওহে ভুঁড়িওয়ালা,—আমার পেট বড় ছিল—আমরা তো শুধু সালাম করার জন্য বাজারে আসি। সুতরাং যাহাকে পাও সালাম কর। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আমরা তো সালামের জন্য বাজারে আসি, অতএব যাহাকে পাইব সালাম করিব।

হযরত আবু উমামা (রাঃ)এর আমল

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)এর সহিত কোন লোকের সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র তিনি তাহাকে সালাম দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা মতে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে অগ্রে সালাম দিয়াছে। অবশ্য এক ইহুদী ইচ্ছাকৃতভাবে একটি থামের পিছনে লুকাইয়াছিল। (হযরত আবু উমামা (রাঃ) যখন নিকটে পৌঁছিলেন) সে হঠাৎ বাহির হইয়া তাহাকে প্রথমে সালাম দিল। হযরত আবু উমামা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে ইহুদী, তোমার নাশ হউক! তুমি এরূপ কেন করিলে? সে বলিল, আমি দেখিলাম, আপনি খুব বেশী সালাম দেন (এবং অগ্রে সালাম দেন)। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, সালাম অত্যন্ত ফযীলতের আমল। এইজন্য আমি চাহিলাম এই ফযীলত আমিও হাসিল করিব। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলিলেন, তোমার নাশ হউক! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের উম্মতে (মুসলিমা)এর জন্য আসসালামু আলাইকুমকে পরস্পরের সালাম সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং আমাদের সহিত বসবাসকারী যিম্মী কাফেরদের জন্য নিরাপত্তার চিহ্ন বানাইয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু উমামা (রাঃ) নিজ ঘরে ফিরিতেছিলেন। আমি তাহার হাত ধরিয়া সঙ্গে চলিতেছিলেন। রাস্তায় যে কোন লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, চাই সে মুসলমান হউক বা খৃষ্টান,—ছোট হউক বা বড় হউক, প্রত্যেককে তিনি সালামুন আলাইকুম বলিতেছিলেন। যখন তিনি ঘরের দরজায় পৌঁছিলেন তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমাদেরকে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, আমরা যেন পরস্পর সালামের প্রসার করি।

বশীর ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে কেহ তাহার পূর্বে সালাম দিতে পারিত না।

সালামের উত্তর দেওয়া

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি উত্তরে বলিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তারপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি উত্তরে বলিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন, ওয়াআলাইকা। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক আসিয়া আপনাকে সালাম দিল আর (আমিও আপনাকে সালাম দিলাম, কিন্তু) আপনি তাহাদের দুইজনের উত্তর আমার অপেক্ষা উত্তম দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তো সালামের মধ্যে কোন জিনিস বাকি রাখ নাই। (অর্থাৎ তুমি আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলিয়াছ) আর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا.

অর্থ ঃ আর যখন কেহ তোমাদেরকে সালাম করে, তখন তোমরা তাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট বাক্যে সালাম (এর উত্তর) কর অথবা সেই শব্দটাই (উত্তরে) বলিয়া দাও।

(যেহেতু তুমি সালামের সবকয়টা শব্দই বলিয়া দিয়াছে, সেহেতু) আমি তোমার সালামের উত্তর তোমার শব্দেই দিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, এই যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস

সালাম তোমাকে সালাম বলিতেছেন। আমি বলিলাম, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আরো কিছু শব্দ বাড়াইয়া বলিতে চাহিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই শব্দগুলির দ্বারা সালাম পরিপূর্ণ হইয়া যায়। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উত্তরে বলিলেন, রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম, আহালাল বাইত।

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) ও আরো অনেকে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নিকট (ভিতরে প্রবেশের জন্য) অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। উত্তরে হযরত সা'দ (রাঃ) আস্তে করিয়া বলিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি এত আস্তে বলিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উত্তর শুনিতে পাইলেন না। এইভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার সালাম দিলেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ) তিনবার আস্তে করিয়া উত্তর দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তর না শুনিয়া) ফিরিয়া চলিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে গেলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন—আপনার প্রতিবারের সালাম আমার কানে পৌঁছিয়াছে এবং আমি আপনার প্রত্যেক সালামের উত্তর দিয়াছি, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া আস্তে দিয়াছি যাহাতে আপনি শুনিতে না পান। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অধিক পরিমাণে আপনার সালামের বরকত হাসিল করি। অতঃপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সম্মুখে তৈল পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তৈল

খাইলেন। খাওয়ার পর তিনি এই দোয়া করিলেন—

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ.

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সহিত দেখা–সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনি যখন আনসারদের ঘরে যাইতেন তখন তাহাদের ছোট বাচ্চারা তাঁহার চারিপার্শ্বে আসিয়া একত্রিত হইত। তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিতেন এবং তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন এবং তাহাদেরকে সালাম দিতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাঃ)এর দ্বারে আসিলেন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলিয়া সালাম দিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) আস্তে করিয়া উত্তর দিলেন, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিতে না পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার সালাম দিলেন। আর তাঁহার অভ্যাস ইহাই ছিল যে, তিনবারের বেশী সালাম দিতেন না। তিনবার ঘরের লোকেরা ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিলে তো ঠিক আছে, নতুবা তিনি ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট দিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। (তাহারা উভয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট আসিলেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)কে

বলিলেন, তোমার ভাইয়ের সালামের উত্তর কেন দিলে না? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি (তাহার সালাম) শুনিতেই পাই নাই। আমি তো এক গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চিন্তা করিতেছিলে? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি শয়তানের বিরুদ্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। সে আমার মনে এমন সমস্ত খারাপ কথা ঢালিতেছিল যে, জমিনের উপর যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ পাইলেও আমি সেই সমস্ত কথা মুখে আনিতে পারিব না। শয়তান যখন এই সমস্ত খারাপ কথা আমার মনে ঢালিতে লাগিল তখন আমি মনে মনে বলিলাম, হায়! আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম যে, এই সমস্ত শয়তানী কথা হইতে কিভাবে নাজাত মিলিবে? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অভিযোগ করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, শয়তান যে সকল খারাপ কথা মনের মধ্যে ঢালে উহা হইতে নাজাতের কি উপায় হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ইহা হইতে সেই কলেমা পড়ার দ্বারা নাজাত পাইবে যেই কলেমা আমি আমার চাচার মৃত্যুর সময় তাহার নিকট পেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা পড়েন নাই।

ইবনে সা'দ (রহঃ) এই ঘটনাই হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) গেলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমি কি আপনাকে আশ্চর্য কথা শুনাইব না? আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর হাত ধরিয়া উভয়ে চলিলেন এবং আমার নিকট আসিলেন। হযরত আবু বকর

(রাঃ) বলিলেন, হে ওসমান, তোমার ভাই (ওমর) বলিতেছে যে, সে তোমার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তোমাকে সালাম দিয়াছিল কিন্তু তুমি তাহার সালামের উত্তর দেও নাই। তুমি এরূপ কেন করিলে?

আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমি তো এরূপ করি নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই এরূপ করিয়াছে এবং আল্লাহর কসম, এইরূপ (অহংকার) করা হে বনু উমাইয়া! তোমাদের পুরানো অভ্যাস। আমি বলিলাম, (হে ওমর!) আমি না তোমার যাওয়া টের পাইয়াছি আর না তোমার সালাম টের পাইয়াছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমার মনে হয় তুমি কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলে, যেই কারণে তুমি টের পাও নাই। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি চিন্তা করিতেছিলে? আমি বলিলাম, আমি চিন্তা করিতেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল, অথচ আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারিলাম না যে, এই উম্মতের নাজাত কিসে হইবে? আমি এই ব্যাপারে চিন্তাও করিতেছিলাম আবার নিজের এই ভুলের উপর আশ্চর্যও হইতেছিলাম।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই উম্মতের নাজাত কিসে হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে সেই কলেমাকে গ্রহণ করিবে যাহা আমি আমার চাচার নিকট পেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা কবুল করেন নাই। এই কলেমা তাহার জন্য নাজাতের উপায় হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চাচার নিকট এই কলেমা পেশ করিয়াছিলাম—

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদের ভিতর হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন কিন্তু আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং দুইবার এই কথা বলিলাম যে, হে আমীরুল মুমিনীন, ইসলামে কি নতুন কোন জিনিস সৃষ্টি হইয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, তেমন কিছু নয়, তবে আমি এইমাত্র মসজিদের ভিতর হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেনও, কিন্তু আমার সালামের উত্তর দিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) লোক পাঠাইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকাইলেন। তিনি আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আপনার ভাই সা'দের সালামের উত্তর কেন দিলেন না? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি তো এমন করি নাই। (হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন,) আমি বলিলাম, আপনি এরূপ করিয়াছেন।

কথা বাড়িতে বাড়িতে এক পর্যায়ে হযরত ওসমান (রাঃ) কসম খাইয়া বসিলেন এবং আমিও আমার কথার উপর কসম খাইলাম। কিছুক্ষণ পর হযরত ওসমান (রাঃ)এর স্মরণ হইল এবং তিনি বলিলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাহি। আপনি আমার নিকট দিয়া এইমাত্র গিয়াছিলেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনা একটি কথা চিন্তা করিতেছিলাম। সেই কথাটি যখনই আমার স্মরণ হয় তখন আমার দৃষ্টি ও দিলের উপর পর্দা পড়িয়া যায় (যেই কারণে আমি না কিছু দেখিতে পাই, আর না কিছু বুঝিতে পারি।) আমি বলিলাম, আমি কি আপনাকে সেই কথা বলিব? একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার শুরুতে যাহা পড়িতে হয় উহার

আলোচনা করিলেন, এমন সময় একজন গ্রাম্যলোক আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত কথায় মশগুল হইয়া গেলেন। তারপর তিনি উঠিলেন (এবং চলিয়া যাইতে লাগিলেন।) আমিও তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। আমার আশংকা হইল যে, আমার পৌছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভিতর ঢুকিয়া না পড়েন। এইজন্য আমি জমিনের উপর পা দ্বারা জোরে আঘাত করিলাম। তিনি (আওয়াজ শুনিয়া) আমার দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন, কে? আবু ইসহাক? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, কি ব্যাপার? আমি বলিলাম, তেমন কিছু নয়, তবে আপনি দোয়ার শুরুতে যাহা পড়িতে হয় উহার আলোচনা করিলেন, এমন সময় এই গ্রাম্য লোকটি আসিয়া পড়িল, আর আপনি তাহার সহিত কথায় মশগুল হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, সেই মাছওয়ালা (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম)এর দোয়া। যাহা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় করিয়াছিলেন—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

এই কলেমাগুলি দ্বারা যে কোন মুসলমান দোয়া করিবে আল্লাহ তাহার দোয়া অবশ্যই কবুল করিবেন।

সালাম পাঠানো

হযরত সালমান (রাঃ)এর ঘটনা

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, হযরত আশআস ইবনে কায়েস ও হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রহঃ) হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং মাদায়েন শহরের এক প্রান্তে তাহার ঝুপড়িতে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সালাম দিলেন এবং তাহাকে হাইয়াকাল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে

(দীর্ঘ) হায়াত দান করুন।) বলিয়া দোয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা উভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই কি সালমান ফারসী? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। তাহারা বলিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী? তিনি বলিলেন, জানি না। তাহারা (উত্তর শুনিয়া) সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া গেলেন এবং তাহারা পরস্পর বলিলেন, হয়ত আমরা যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছি, ইনি সেই সালমান ফারসী নহেন।

হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তোমরা যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছ আমিই সেই ব্যক্তি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার মসলিসে বসিয়াছি, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী তো সে, যে তাঁহার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (অর্থাৎ ঈমানের উপর যাহার মৃত্যু হইবে আর আমার কি অবস্থায় মৃত্যু হইবে, তাহা জানা নাই।) তোমরা কি প্রয়োজনে আমার নিকট আসিয়াছ? তাহারা বলিলেন, সিরিয়ায় আপনার এক ভাই আছেন, আমরা তাহার নিকট হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি। হযরত সালমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? তাহারা বলিলেন, তিনি হযরত আবু দারদা (রাঃ)। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের দুইজনের সঙ্গে তিনি যে হাদিয়া পাঠাইয়াছেন, উহা কোথায়? তাহারা বলিলেন, তিনি তো আমাদের সঙ্গে কোন হাদিয়া পাঠান নাই।

হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং যে আমানত আনিয়াছ তাহা আমাকে দিয়া দাও। আজ পর্যন্ত যে কেহ তাহার নিকট হইতে আমার নিকট আসিয়াছে সে তাহার পক্ষ হইতে অবশ্যই হাদিয়া আনিয়াছে। তাহারা বলিলেন, আপনি আমাদের সম্পর্কে এমন কথা প্রকাশ করিবেন না, আমাদের নিকট সর্বপ্রকার মাল-সামানা রহিয়াছে, আপনি যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের মাল-সামানা লইতে চাই না। আমি তো সেই

হাদিয়া চাই যাহা তিনি তোমাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তাহারা বলিলেন, আল্লাহর কসম, তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুই পাঠান নাই, আমাদেরকে শুধু এইটুকু বলিয়াছেন, তোমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি আছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহার সহিত একাকী কথা বলিতেন তখন তাহার সহিত আর কাহাকেও ডাকিতেন না। তোমরা যখন তাহার নিকট যাইবে তখন আমার পক্ষ হইতে তাহাকে সালাম বলিবে। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি এই সালামের হাদিয়া ব্যতীত আর কোন্ হাদিয়া চাহিতেছি? সালাম হইতে উত্তম হাদিয়া আর কি হইতে পারে? ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বরকতময় পবিত্র সালাম।

মুসাফাহা ও মুআনাকা করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুসাফাহার (হাত মিলানোর) তরীকা

হযরত জুন্দুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন সাহাবা (রাঃ)দের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখন যতক্ষণ না সালাম করিতেন মুসাফাহা করিতেন না। (অর্থাৎ হাত মিলাইতেন না।)

এক ব্যক্তি হযরত আবু যার (রাঃ)কে বলিল, আমি আপনার নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, যদি কোন গোপন কথা না হয় তবে আমি তোমাকে সেই হাদীস অবশ্যই শুনাইব। সেই ব্যক্তি বলিল, আপনারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখন কি তিনি আপনাদের সহিত মুসাফাহা করিতেন? হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আমার সহিত যখনই তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই তিনি আমার সহিত মুসাফাহা

করিয়াছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত মুসাফাহা করিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি একদিকে সরিয়া আরজ করিলেন, আমি এখন জুনুবী। (অর্থাৎ আমি নাপাক অবস্থায় আছি, আমার উপর গোসল ফরজ হইয়া রহিয়াছে।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন কোন মুসলমান আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত মুসাফাহা করে তখন তাহাদের উভয়ের গুনাহসমুহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআনাকার (কোলাকুলির) তরীকা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (সাক্ষাতের সময়) কি একে অপরের সামনে ঝুঁকিব? তিনি বলিলেন, না। আমরা বলিলাম, আমরা কি একে অপরের সহিত মুআনাকা (অর্থাৎ কোলাকুলি) করিব? তিনি বলিলেন, না। আমরা বলিলাম, তবে কি আমরা পরস্পর মুসাফাহা করিব? তিনি বলিলেন, হাঁ। (অর্থাৎ মুসাফাহা সর্বদা হইতে পারে আর মুআনাকা তো সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর হওয়া উচিত।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি যখন তাহার ভাই অথবা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন কি সে তাহার সামনে ঝুঁকিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। উক্ত ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে এবং চুম্বন করিবে? তিনি বলিলেন, না। সেই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তাহার হাত ধরিয়া মুসাফাহা করিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ।

রাযীন হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, জড়াইয়া ধরা ও চুম্বন করার উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। তবে যদি সফর হইতে আসিয়া থাকে তবে এরূপ করিতে পারে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যখন মদীনায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) আসিয়া দরজা খট্খটাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুশীর আতিশয্যে) খালি গায়ে কাপড় টানিতে টানিতে উঠিয়া তাহার দিকে চলিলেন। আল্লাহর কসম, আমি ইতিপূর্বে বা পরে কখনও তাঁহাকে খালি গায়ে (কাহাকেও স্বাগত জানাইতে) দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইয়া তাহার সহিত মুআনাকা করিলেন এবং তাহাকে চুম্বন করিলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের মুসাফাহা ও মুআনাকার তরীকা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) যখন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতেন তখন তাহারা একে অপরের সহিত মুসাফাহা করিতেন। আর যখন সফর হইতে আসিতেন তখন তাহারা পরস্পর মুআনাকা করিতেন।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, রাত্রের কোন অংশে যদি হযরত ওমর (রাঃ)এর মনে তাহার কোন ভাইয়ের কথা স্মরণ হইত (তবে তাহার জন্য রাত কাটানো অতি কষ্টকর হইয়া যাইত এবং) তিনি বলিতেন, হায় এই রাত্র কত দীর্ঘ। (ফজরের) ফরজ নামায পড়িয়াই দ্রুত (সেই ভাইয়ের উদ্দেশ্যে) যাইতেন। যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত তখন কোলাকুলি করিতেন এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেন।

হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় আসিলেন তখন জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকেরা তাহাকে স্বাগত জানাইতে আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ভাই কোথায়?

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)। লোকেরা বলিল, তিনি এখনই আপনার নিকট আসিতেছেন। অতঃপর হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) (সওয়ারী হইতে) নীচে নামিলেন এবং তাহার সহিত মুআনাকা (কোলাকুলি) করিলেন। হাদীসের বাকী অংশ সামনে আসিতেছে।

মুসলমানের হাত, পা ও মাথা চুম্বন করা

শা'বী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) তাহাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহার দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি জানিনা, জা'ফরের আগমনে আমার বেশী আনন্দ হইতেছে, না খাইবার বিজয়ে বেশী আনন্দ হইতেছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সহিত মুআনাকা করিলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত-পা চুম্বন করা

আবদুর রহমান ইবনে রাযীন (রহঃ) বলেন, হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজের এই হাত দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছি। আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, বাইআতের পর আমরা হযরত সালামা (রাঃ)এর হাতকে চুম্বন করিলাম এবং তিনি ইহাতে নিষেধ করিলেন না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে চুম্বন করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুম্বন করিয়াছেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, (তবুকের যুদ্ধে আমার না যাওয়ার উপর) যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার তওবা কবুল হওয়ার আয়াত নাযিল হইল তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

সাহাবা (রাঃ)দের পরস্পর একে অপরকে চুম্বন করা

আবু রাজা উতারিদী (রহঃ) বলেন, আমি মদীনায় আসার পর দেখিলাম, লোকজন এক জায়গায় সমবেত হইয়া আছে এবং তাহাদের মাঝখানে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মাথা চুম্বন করিতেছে, আর বলিতেছে আমি আপনার উপর কোরবান হই। আপনি না হইলে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই চুম্বনকারী ব্যক্তি কে? এবং যাহাকে চুম্বন করিতেছে, তিনি কে? কেহ একজন বলিল, ইনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মাথায় এইজন্য চুম্বন করিতেছেন যে, মুরতাদগণ যখন যাকাত আদায় করিতে অস্বীকার করিল তখন সকলের রায় ছিল তাহাদের সহিত যুদ্ধ না করা হউক, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একা রায় ছিল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হউক। সকলের রায়ের বিপরীতে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল হইল আর ইহাতে ইসলামের বড় উপকার সাধিত হইল।

হযরত যারে' ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনায় আসিলে আমাদেরকে বলা হইল যে, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাঁহার উভয় হাত–পাকে চুম্বন করিতে লাগিলাম।

হযরত মাযীদাহ আব্দী (রাঃ) বলেন, হযরত আশাজ্জ (রাঃ) হাঁটিয়া আসিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরিয়া চুম্বন করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে

—৪২

বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল পছন্দ করেন। হযরত আশাজ্জ (রাঃ) আরজ করিলেন, এই অভ্যাস কি আমার মধ্যে জন্মগতভাবে, না পরবর্তীতে সৃষ্টি হইয়াছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং জন্মগতভাবে ছিল। তিনি বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে জন্মগতভাবে এরূপ অভ্যাস দান করিয়াছেন, যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল পছন্দ করেন।

হযরত তামীম ইবনে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় আগমন করিলেন তখন হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) তাহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাহার সহিত মুসাফাহা করিলেন এবং তাহার হাত চুম্বন করিলেন। অতঃপর উভয়ে নিরিবিলি একত্রে বসিয়া (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগকে স্মরণ করিয়া) কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত তামীম (রাঃ) বলিতেন, (বড়দের) হাত চুম্বন করা সুন্নাত। (কান্য)

বিভিন্ন সাহাবা (রাঃ)দের হাত চুম্বন করা

ইয়াহইয়া ইবনে হারেস যিমারী (রহঃ) বলেন, হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি আরজ করিলাম, আপনি কি আপনার এই হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, আপনি একটু আপনার হাতখানা আমাকে দিন আমি উহাকে চুম্বন করি। তিনি আমাকে নিজের হাতখানা দিলেন, আর আমি উহাতে চুম্বন করিলাম।

ইউনুস ইবনে মাইসারা (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)কে অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে গেলাম। এমন সময় হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ)ও সেখানে আসিলেন। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া নিজের হাত বাড়াইয়া তাহার হাত ধরিলেন এবং

উহাকে নিজের চেহারা ও বুকের উপর বুলাইলেন। কারণ, হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) এই হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছিলেন। হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)কে বলিলেন, হে ইয়াযীদ, আপনি আপনার রব সম্পর্কে কি ধারণা রাখেন? হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) বলিলেন, ভাল ধারণা রাখি। হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) বলিলেন, আপনার জন্য সুসংবাদ, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সহিত যেরূপ ধারণা করিবে আমি তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিব। যদি সে ভাল ধারণা করে তবে ভাল ব্যবহার করিব, আর যদি খারাপ ধারণা করে তবে খারাপ ব্যবহার করিব।

আবদুর রহমান ইবনে রাযীন (রহঃ) বলেন, আমরা রাবাযাহ এলাকার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় লোকেরা বলিল, এইখানে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাঃ) থাকেন। আমরা তাহার নিকট গেলাম এবং তাহাকে সালাম দিলাম। তিনি নিজের উভয় হাত বাহির করিয়া বলিলেন, আমি এই দুই হাত দ্বারা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছিলাম। তাহার হাত দুইখানা উটের পায়ের ন্যায় বড় আকারের ছিল। আমরা উঠিয়া তাহার হাত চুম্বন করিলাম।

ইবনে জাদআন (রহঃ) বলেন, হযরত সাবেত (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আপনার হাত দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পর্শ করিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। সুতরাং হযরত সাবেত (রহঃ) তাহার হাতকে চুম্বন করিলেন।

হযরত সোহাইব (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে হযরত আব্বাস (রাঃ)এর হাত ও উভয় পা চুম্বন করিতে দেখিয়াছি।

মুসলমানের সম্মানে দাঁড়াইয়া যাওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা ও উঠাবসায় মিল রাখে এরূপ হযরত ফাতেমা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক আর কাহাকেও আমি দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে আসিতে দেখিতেন তখন তাহাকে মারহাবা বলিতেন এবং দাঁড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিতেন। অতঃপর তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া তাহাকে নিজের জায়গায় বসাইতেন। আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট যাইতেন তখন তিনিও তাঁহাকে মারহাবা বলিতেন এবং দাঁড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুরোগের সময় হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে মারহাবা বলিলেন এবং তাহাকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর তাহাকে কানে কানে কিছু কথা বলিলেন হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর পুনরায় চুপিচুপি কিছু কথা বলিলেন, আর তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি মহিলাদেরকে বলিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, এই মেয়েটির (অর্থাৎ হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর) অন্যান্য মহিলাদের অপেক্ষা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, কিন্তু দেখিতেছি, সেও অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের ন্যায়, এইমাত্র কাঁদিতেছিল আবার হাসিতে লাগিল। তারপর আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, (ইহা একটি গোপন কথা, যদি আমি আপনাকে বলিয়া দেই) তবে আমি গোপন কথা ফাঁসকারী সাব্যস্ত হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আমাকে চুপিচুপি বলিয়াছিলেন যে, আমার ইন্তেকালের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, তারপর তিনি পুনরায় চুপে চুপে বলিলেন, আমার বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সহিত মিলিত হইবে। ইহাতে আমার খুব আনন্দ হইল এবং আমার নিকট এই কথা খুবই ভাল লাগিল। (এইজন্য আমি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সাহাবা (রাঃ)দের দাঁড়াইয়া যাওয়া

হেলাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহিরে আসিতেন তখন আমরা তাহার সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া যাইতাম, যতক্ষণ না তিনি আবার নিজ ঘরে প্রবেশ করিতেন।

সাহাবা (রাঃ)দেরকে দাঁড়াইতে নিষেধ করা

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি ভর দিয়া আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, অনারব লোকেরা যেমন একে অপরের সম্মানার্থে (হাত বাঁধিয়া) দাঁড়াইয়া থাকে, তোমরা এরূপ দাঁড়াইও না।

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর আল্লাহ তায়ালা রহম করুন। তিনি বলিলেন, দাঁড়াইয়া যাও, আমরা এই মুনাফিকের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফরিয়াদ জানাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দাঁড়ানো তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য হওয়া চাই, অন্য কাহারো জন্য নয়। (অতএব আগমনকারীর অন্তরের চাহিদা ইহাই হওয়া চাই যে, আমার জন্য কেহ না

দাঁড়ায়।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা সাহাবা (রাঃ)দের নিকট যেই পরিমাণ প্রিয় ছিল আর কোন জিনিস এই পরিমাণ প্রিয় ছিল না, এতদসত্ত্বেও তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইতেন না, কারণ তাহারা জানিতেন যে, দাঁড়ানোকে তিনি পছন্দ করেন না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া সেই স্থানে নিজে বসিয়া যায়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর অভ্যাস এই ছিল যে, যখন তাহার জন্য কেহ নিজের জায়গা হইতে উঠিয়া যাইত তখন তিনি তাহার জায়গায় বসিতেন না।

আবু খালেদ ওয়ালিবী (রহঃ) বলেন, আমরা দাঁড়াইয়া হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, যাহাতে তিনি আগে যান। এমন সময় তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি তোমাদেরকে (সৈন্যদের ন্যায়) মাথা সোজা ও বুক টান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছি!

আবু মিজলায (রহঃ) বলেন, একবার হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বাহিরে আসিলেন। বাহিরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বসিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) তো (হযরত মুআবিয়া (রাঃ)কে দেখিয়া) দাঁড়াইয়া গেলেন, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বসিয়া রহিলেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একটু ভারী ও অধিক মর্যাদাবান লোক ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে যে, আল্লাহর বান্দাগণ তাহার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সে যেন দোযখের আগুনে নিজের ঘর বানাইয়া লয়।

মুসলমানের খাতিরে নিজের জায়গা হইতে সরিয়া যাওয়া

হযরত ওয়াসেলা ইবনে খাত্তাব কোরাইশী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী বসিয়াছিলেন। তিনি তাহার খাতিরে নিজের জায়গা হইতে একটু সরিয়া বসিলেন। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জায়গা তো অনেক আছে (তবুও আপনি কেন সরিলেন?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ইহাও মুমিনের হক যে, যখন তাহার ভাই তাহাকে দেখে তখন তাহার খাতিরে নিজের জায়গা হইতে একটু সরিয়া যায়। (কান্‌য)

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) একাকী বসিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ব্যক্তির খাতিরে নিজের জায়গা হইতে একটু সরিয়া গেলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জায়গা তো অনেক রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, ইহাও মুসলমানের হক।

পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে সম্মান করার বর্ণনায় হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর খাতিরে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিজের জায়গা হইতে সরিয়া বসার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, হে আবুল হাসান, এখানে আস। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মাঝখানে বসিয়া গেলেন।

আপন মজলিসের সাথীর সম্মান করা

কাসীর ইবনে মুররাহ (রহঃ) বলেন, আমি জুমুআর দিন মসজিদে যাইয়া দেখিলাম হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) এক মজলিসে পা মেলিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি পা গুটাইয়া

লইলেন এবং বলিলেন, জান কি, আমি কেন পা মেলিয়া রাখিয়াছিলাম? আমি এইজন্য পা মেলিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহাতে কোন নেক ব্যক্তি এখানে আসিয়া বসিতে পারে।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানের যোগ্য সেই ব্যক্তি, যে আমার মজলিসের সাথী। তাহার উচিত, লোকদের ঘাড় ডিঙ্গাইয়া আসিয়া আমার নিকট বসে। (কারণ ইমাম অথবা যে ব্যক্তি সামনের কাতারে খালি জায়গা ব্যতীত আর কোথাও জায়গা না পায়, তাহার জন্য লোকদেরকে ডিঙ্গাইয়া সম্মুখে যাওয়া জায়েয রহিয়াছে।)

মুসলমানের একরাম ও খাতির-যত্নকে কবুল করা

আবু জা'ফর (রহঃ) বলেন, দুই ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিল। হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের জন্য একটি গদি বিছাইয়া দিলেন। তাহাদের একজন গদির উপর বসিল, আর অপরজন মাটির উপর বসিল। যে ব্যক্তি মাটির উপর বসিল তাহাকে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, উঠ, গদির উপর বস। কেননা এরূপ একরাম ও খাতিরকে একমাত্র গাধাই অস্বীকার করিয়া থাকে। (কান্‌য)

মুসলমানের গোপন বিষয়কে গোপন রাখা

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার মেয়ে হযরত হাফসা (রাঃ) বিধবা হইয়া গেল। (তাহার স্বামী) হযরত খুনাইস ইবনে হোযাফাহ সাহমী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মদীনাতে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহাকে বলিলাম, আপনার মর্জি হইলে আমি হাফসা বিনতে ওমরকে আপনার

নিকট বিবাহ দিয়া দিতে পারি। তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা (রাঃ)এর জন্য বিবাহের পয়গাম দিলেন। সুতরাং আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবাহ দিয়া দিলাম। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট হাফসাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়াছিলে, আমি উহার কোন উত্তর দেই নাই, ইহাতে হয়ত তুমি মনে মনে রাগ হইয়া থাকিবে। আমি বলিলাম, হাঁ, আমার মনে রাগ আসিয়াছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত হাফসা (রাঃ)এর ব্যাপারে আলোচনা করিতে শুনিয়াছিলাম। (আর উহা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন।) সেহেতু আমি কোন উত্তর দেই নাই। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ না করিলে আমি অবশ্যই করিতাম।

হযরত আনাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিলাম। যখন দেখিলাম, আমি তাহার খেদমত হইতে অবসর হইয়াছি তখন (মনে মনে) বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন দুপুরবেলা আরাম করিবেন। সুতরাং আমি তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে ছেলেরা খেলাধুলা করিতেছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিলেন এবং ছেলেদেরকে সালাম দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকিয়া অন্য একটি কাজে প্রেরণ করিলেন। সেই কাজটি যেন আমার মুখের ভিতর রহিয়াছে (অর্থাৎ উহা একটি গোপন বিষয় ছিল।) আমি

তাঁহার কাজ পূর্ণ করিয়া (আবার তাঁহাকে জানানোর জন্য) তাঁহার নিকট ফিরিয়া গেলাম। এই কারণে আমার মায়ের নিকট পৌঁছিতে দেরী হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি এত দেরী করিলে কেন? আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি কাজে পাঠাইয়াছিলেন। আমার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজ ছিল? আমি বলিলাম, উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি গোপন বিষয় ছিল। আমার মা বলিলেন, ঠিক আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় গোপন রাখ। অতএব আমি আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই গোপন বিষয় কাহাকেও বলি না। (হে আমার সঙ্গীগণ!) যদি আমি উহা কাহাকেও বলিতাম তবে তোমাদেরকে অবশ্যই বলিতাম।

এতীমের সম্মান করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াও।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করিতে লাগিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম হউক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হউক? তুমি এতীমের উপর দয়া কর এবং তাহার মাথায় হাত বুলাও এবং নিজের খাবার হইতে তাহাকে খাওয়াও। ইহাতে তোমার অন্তর নরম হইয়া যাইবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হইবে।

হযরত বশীর ইবনে আকরাবাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত বশীর ইবনে আকরাবাহ জুহানী (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের

দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পিতার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, শহীদ হইয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহম করুন। এই সংবাদ শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধরিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন এবং আমাকে নিজের সহিত সওয়ারীর উপর বসাইলেন এবং বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমার পিতা হইয়া যাই, আর আয়েশা তোমার মা হইয়া যায়।

পিতার বন্ধুকে সম্মান করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন মক্কা শরীফ যাইতেন তখন নিজের সঙ্গে একটি গাধাও রাখিতেন। উটের উপর সফর করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া যাইতেন তখন আরামের জন্য গাধায় সওয়ার হইতেন। একটি পাগড়ীও সঙ্গে রাখিতেন যাহা (প্রয়োজনের সময়) মাথায় বাঁধিতেন। একদিন তিনি সেই গাধার উপর বসিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক তাহার নিকট দিয়া গেল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অমুকের বেটা অমুক নও? সে বলিল, হাঁ। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে নিজের সেই গাধা দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহার উপর সওয়ার হইয়া যাও। নিজের পাগড়ীও দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা নিজের মাথা বাঁধিয়া লও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর এক সঙ্গী বলিলেন, আপনি যেই গাধার উপর আরাম করিতেন উহা তাহাকে দিলেন এবং যেই পাগড়ী দ্বারা নিজের মাথা বাঁধিতেন তাহাও দিয়া দিলেন? আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাফ করুন! (আপনি এরূপ কেন করিলেন?) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ

করিতে শুনিয়াছি যে, নেক কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নেক কাজ হইল, মানুষ তাহার পিতার ইন্তেকালের পর পিতার মহব্বতের ও সম্পর্কের লোকদের সহিত সদ্ব্যবহার করে। এই গ্রাম্য লোকটির পিতা (আমার পিতা) হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রিয় বন্ধু ছিলেন।

আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে তাহার এক সঙ্গী বলিল, এই গ্রাম্য লোকটিকে দুইটি দেরহাম দেওয়া কি যথেষ্ট ছিল না? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিজের পিতার বন্ধুদের সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমার নূরকে নিভাইয়া দিবেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার

হযরত আবু উসাইদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতার ইন্তেকালের পর এমন কোন কাজ আছে কি যাহা করিলে আমি পিতামাতার সহি সদ্ব্যবহারকারী গণ্য হইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, তাহাদের জন্য দোয়া করা, ইস্তেগফার (অর্থাৎ গুনাহমাফির দোয়া) করা, তাহাদের ইন্তেকালের পর তাহাদের ওয়াদাকে পূরণ করা, পিতামাতার কারণে যে সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক হয় উহা বজায় রাখা এবং তাহাদের বন্ধুদের সম্মান করা।

মুসলমানের দাওয়াত কবুল করা

হযরত আবু আইউব (রাঃ)এর ঘটনা

যিয়াদ ইবনে আনউম আফরিকী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর খেলাফত আমলে এক জেহাদে সমুদ্র সফর করিতেছিলাম। আমাদের নৌকা হযরত আবু আইউব (রাঃ)এর নৌকার

সহিত মিলিত হইল। যখন আমাদের দুপরের খাবার আসিল তখন আমরা তাহাকে (খাওয়ার জন্য) ডাকিলাম। তিনি আমাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়াছ, অথচ আমি রোযা রাখিয়াছি। তথাপি আমি তোমাদের দাওয়াত অবশ্যই কবুল করিব। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মুসলমানের আপন ভাইয়ের উপর ছয়টি হক ওয়াজিব। তন্মধ্য হইতে যদি একটিও ছাড়িয়া দেয় তবে সে আপন ভাইয়ের ওয়াজিব হক ছাড়িয়া দিল। যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে সালাম দিবে, দাওয়াত দিলে উহা গ্রহণ করিবে, হাঁচি দিলে উহার উত্তর দিবে, (অর্থাৎ তাহাকে দোয়া দিবে।) অসুস্থ হইলে তাহাকে দেখিতে যাইবে, তাহার ইন্তেকাল হইলে জানাযায় শরীক হইবে এবং সে কোন নসীহত প্রার্থনা করিলে তাহাকে নসীহত করিবে। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

বিভিন্ন সাহাবা (রাঃ)এর উক্তি

হুমাইদ ইবনে নুআইম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে কেহ খাওয়ার দাওয়াত করিলে তাহারা উহা কবুল করিলেন (এবং তাহার ঘরে খাওয়ার জন্য গেলেন।) তাহারা উভয়ে যখন খানা খাইয়া বাহির হইলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আমি এই দাওয়াতে শরীক তো হইয়াছি কিন্তু আমার মন বলিতেছে, শরীক না হইলে ভাল ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, কেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার আশংকা হইল, সে এই দাওয়াত গর্ব করার জন্য করিয়াছে।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বিবাহ করিলেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)কে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তখন আমীরুল মুমিনীন ছিলেন। তিনি যখন (খাওয়ার জন্য) আসিলেন তখন

বলিলেন, আমি রোযা রাখিয়াছি,তথাপি আমার মন চাহিল যে, আপনার দাওয়াত কবুল করি এবং আপনার জন্য বরকতের দোয়া করি। (অর্থাৎ দাওয়াতে হাজির হওয়া জরুরী, খাওয়া জরুরী নহে।)

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, যদি তোমার কোন বন্ধু বা প্রতিবেশী বা আত্মীয় সরকারী কর্মচারী হয় আর তোমাকে কোন হাদিয়া দেয় বা তোমাকে খাওয়ার দাওয়াত করে তবে তুমি উহা কবুল করিও। কারণ, (তাহার উপার্জন সন্দেহযুক্ত হইলেও) তুমি উহা বিনা পরিশ্রমে পাইতেছ, আর (হারাম উপার্জনের) গুনাহ তাহার উপর থাকিতেছে।

(কান্‌য)

মুসলমানের পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া

মুআবিয়া ইবনে কুররাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত মা'কেল মুযানী (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। তিনি রাস্তা হইতে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দিলেন। সামনে যাইয়া আমিও রাস্তায় একটি কষ্টদায়ক জিনিস দেখিতে পাইলাম। আমি দ্রুত উহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, তুমি এরূপ কেন করিতেছ? আমি বলিলাম, আপনাকে এই কাজ করিতে দেখিয়াছি, অতএব আমিও এই কাজ করিতে চাহিতেছি। তিনি বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, তুমি খুবই ভাল কাজ করিয়াছ। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তা হইতে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দিবে তাহার জন্য এক নেকী লেখা হইবে। আর যাহার একটি নেকীও (আল্লাহর নিকট) কবুল হইয়া যাইবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁচি আসিল। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন—يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাঁচি দিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি (হাঁচি দেওয়ার পর) কি বলিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বল। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাহার উত্তরে কি বলিব? তিনি বলিলেন, তোমরা يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বল। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি তাহাদের উত্তরে কি বলিব? তিনি বলিলেন, তুমি يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ বল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখাইতেন যে, আমাদের মধ্যে কেহ হাঁচি দিলে আমরা যেন তাহার হাঁচির উত্তর দেই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখাইতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ হাঁচি দিলে সে যেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। যখন হাঁচিদাতা এই দোয়া পড়ে তখন উপস্থিত লোকেরা يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলিবে। আর যখন উপস্থিত লোকেরা এই দোয়া পড়ে তখন হাঁচিদাতার জন্য يَغْفِرُ اللّٰهُ لِي وَلَكُمْ বলা উচিত।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের এক কোণে এক ব্যক্তির হাঁচি আসিলে সে বলিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উত্তরে বলিলেন, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ। অতঃপর ঘরের কোণে অপর এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়া বলিল—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি (সওয়াবের দিক দিয়া) প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা নয় মর্তবা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। (কান্য)

হাঁচি দিয়া যে আলহামদুলিল্লাহ্ বলিল না তাহার উত্তর না দেওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তি হাঁচি দিল। তিনি এক ব্যক্তির উত্তর দিলেন এবং অপর ব্যক্তির উত্তর দিলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ্ বলিয়াছে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে নাই। (এইজন্য আমি প্রথম ব্যক্তির উত্তর দিয়াছি, দ্বিতীয় ব্যক্তির দেই নাই।)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তি হাঁচি দিল। তাহাদের মধ্যে একজন (দুনিয়াবী হিসাবে) বেশী মর্যাদাবান ছিল। মর্যাদাবান লোকটির হাঁচি আসিল, কিন্তু সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাঁচির উত্তর দিলেন না। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির হাঁচি আসিল। সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাঁচির উত্তর দিলেন। মর্যাদাবান লোকটি বলিল, আমার হাঁচি আসিল, কিন্তু আপনি আমার হাঁচির উত্তর দিলেন না, আর এই ব্যক্তির হাঁচি আসিল, আর আপনি তাহার উত্তর দিলেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে (হাঁচির পর) আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়াছে, এইজন্য আমিও আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়াছি। আর তুমি আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছ, সেই জন্য আমিও তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি তখন হযরত উম্মে ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ঘরে ছিলেন। আমার হাঁচি আসিল, কিন্তু তিনি আমার হাঁচির উত্তর দিলেন না। উম্মুল ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাঁচি আসিলে তিনি তাহার হাঁচির উত্তর দিলেন। আমি আমার মায়ের নিকট যাইয়া ঘটনা জানাইলাম। তারপর যখন হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমার মায়ের নিকট আসিলেন তখন আমার মা তাহাকে খুব তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আমার ছেলে হাঁচি দিল, আপনি তাহার উত্তর দিলেন না, আর হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) হাঁচি দিলেন তো আপনি তাহার উত্তর দিলেন। হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমার মাকে বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কাহারো যদি হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে তবে তোমরা তাহার হাঁচির উত্তর দিও। আর যদি সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ না বলে তবে তোমরা তাহার হাঁচির উত্তর দিও না। আমার ছেলে (অর্থাৎ হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) হাঁচি দিল, কিন্তু সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিল না, এইজন্য আমি তাহার হাঁচির উত্তর দেই নাই। আর উম্মুল ফজল (রাঃ)এর হাঁচি আসিলে তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিলেন, এইজন্য আমি তাহার হাঁচির উত্তর দিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমার মা বলিলেন, আপনি ভাল করিয়াছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আমল

মাকহুল আযদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর পাশে বসিয়াছিলাম। এমন সময় মসজিদের কোণে এক ব্যক্তির হাঁচি আসিল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিয়া থাক তবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর হাঁচি আসিলে

—৪৩

কেহ যদি يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলিত তবে তিনি তাহার উত্তরে বলিতেন—

يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ وَغَفَرَلَنَا وَاِيَّاكُمْ

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তির হাঁচি আসিল। সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কৃপণতা করিয়াছ। তুমি যখন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছ তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ কেন পাঠ করিলে না!

যাহহাক ইবনে কায়েস ইয়াশকুরী (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তির হাঁচি আসিলে সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি ইহার সহিত وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ মিলাইয়া পরিপূর্ণ করিয়া দিতে তবে বেশী ভাল হইত।

আবু হামযা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে হাঁচির উত্তরে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

عَافَانَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অসুস্থকে দেখিতে যাওয়া এবং তাহাকে কি বলা উচিত?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থকে দেখিতে যাওয়া

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমার চোখে ব্যথার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি অনেক বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে দেখিতে আসিলেন তখন আমি আরজ করিলাম, আমার অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আর আমি একজন ধনী ব্যক্তি, আমার এক মেয়ে ব্যতীত আর কেহ ওয়ারিশ নাই। আমি কি আমার মালের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করিয়া দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। আমি বলিলাম, অর্ধেক মাল সদকা করিব কি? তিনি বলিলেন, না, তবে এক-তৃতীয়াংশ সদকা কর আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে ধনবান ও সচ্ছল রাখিয়া যাও, ইহা তাহাদেরকে এরূপ গরীব ফকীর রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা উত্তম যে, তাহারা লোকদের নিকট হাত পাতিয়া বেড়ায়। তুমি যাহা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিবে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ হইতে) উহার সওয়াব দেওয়া হইবে। এমনকি তুমি যেই লোকমা স্ত্রীর মুখে দিবে উহারও সওয়াব দেওয়া হইবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে হইতেছে অন্যান্য মুহাজিরগণ আপনার সহিত মক্কা হইতে ফিরিয়া যাইবে আর আমি এখানেই থাকিয়াই যাইব এবং আমার ইন্তেকাল মক্কায়ই হইয়া যাইবে। আমি যেহেতু মক্কা হইতে হিজরত করিয়া গিয়াছি সেহেতু আমি চাই না যে, এখানেই আমার ইন্তেকাল হউক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তোমার জীবন দীর্ঘ হইবে (এই রোগে তোমার মৃত্যু হইবে না।) আর তুমি যে কোন নেক আমল করিবে উহার দ্বারা তোমার মর্তবা বুলন্দ হইবে, তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমার দ্বারা ইসলামও মুসলমানদের অনেক উপকার সাধন হইবে এবং অন্যদের বিরাট ক্ষতি সাধিত হইবে। আয় আল্লাহ! আমার সাহাবাদের হিজরতকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছান। (অর্থাৎ পরিপূর্ণ করুন, মক্কায় ইন্তেকালের দ্বারা তাহাদের হিজরত ভঙ্গ না হইয়া যায়) এবং (মক্কায় মৃত্যু দান করিয়া) তাহাদেরকে উল্টা দিকে ফিরাইয়া দিবেন না। অবশ্য সা'দ ইবনে খাওলা দয়ার পাত্র বটে। (কারণ তিনি মক্কা হইতে হিজরত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদায় হজ্জে মক্কাতেই তাহার

ইন্তেকাল হইয়া গেল।) উক্ত বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মক্কায় ইন্তেকালের দরুন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি একবার অসুস্থ হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) পায়ে হাঁটিয়া আমাকে দেখার জন্য আসিলেন। আমি তখন অজ্ঞান ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূ করিলেন এবং তাহার অযূর পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। ইহাতে আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জ্ঞান ফিরার পর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইলাম। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মালের ব্যাপারে কি করিব? আমি আমার মালের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব? তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হইল।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধায় চড়িলেন। গাধার পিঠে জিনের উপর ফদকের বুনানো চাদর ছিল। গাধার পিঠে আমাকে পিছনে বসাইয়া তিনি অসুস্থ হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)কে দেখার জন্য গেলেন। এই ঘটনা বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটিয়াছিল। চলিতে চলিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে ছালূলও ছিল। সে তখনও নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়াছিল না। উক্ত মজলিসে মুসলমান, মূর্তিপূজক মুশরিক ও ইহুদী বিভিন্ন ধরনের লোকজন একত্রে বসা ছিল। সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)ও ছিলেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাধার ধুলাবালি উক্ত মজলিসের উপর পড়িল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চাদর দ্বারা নিজের নাক ঢাকিয়া লইল এবং বলিল, আমাদের উপর ধুলাবালি উড়াইও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং গাধা হইতে নামিয়া তাহাদেরকে

আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদেরকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, এই মিঞা, আপনি যাহা বলিতেছেন যদি তাহা হক ও সত্য হইয়া থাকে তবে ইহা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু আমাদের মজলিসে আসিয়া আপনার কথা শুনাইয়া আমাদেরকে কষ্ট দিবেন না, বরং আপনি নিজের ঘরে ফিরিয়া যান এবং আমাদের মধ্য হইতে যে কেহ আপনার নিকট যায় আপনি তাহাকে নিজের কথাবার্তা শুনান। হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের মজলিসে আসিবেন এবং আমাদেরকে আপনার কথা শুনাইবেন। আমরা ইহা পছন্দ করি। এই কথার উপর মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীগণ পরস্পর একে অপরকে গালমন্দ করিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে পরিস্থিতি এমন উত্তপ্ত হইল যে, তাহারা একে অপরের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে শান্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে চুপ হইয়া গেল।

অতঃপর তিনি নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলেন। তিনি হযরত সা'দ (রাঃ)কে বলিলেন, হে সা'দ! আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যাহা বলিয়াছে তুমি কি তাহা শুনিয়াছ?

হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং ছাড়িয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সবকিছু দান করিয়াছেন। অথচ আপনার আগমনের পূর্বে এইখানকার (মদীনার) বাসিন্দারা এই ব্যাপারে একমত হইয়াছিল যে, তাহাকে মুকুট পরাইয়া নিজেদের সর্দার বানাইবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (দ্বীনে) হক লইয়া আপনার আগমন উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে তখন ইহাকে সে গলাধঃকরণ করিতে না পারিয়া আপনার প্রতি হিংসাপ্রবণ হইয়া গিয়াছে। আজ যাহা কিছু আপনি দেখিয়াছেন তাহা সেই হিংসার কারণে হইয়াছে।

একজন অসুস্থ গ্রাম্যলোককে দেখিতে যাওয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কোন অসুস্থকে দেখিতে যাইতেন তখন বলিতেন—

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

অর্থ ঃ ভয়ের কোন কারণ নাই, ইনশাআল্লাহ এই অসুস্থতা (গুনাহ হইতে) পবিত্র করিয়া দিবে।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গ্রাম্য লোকটিকেও এই কথা বলিলেন। লোকটি উত্তরে বলিল, আপনি বলিতেছেন পবিত্র করিয়া দিবে, কখনও নয় বরং ইহা তো এক তীব্র জ্বর, যাহা এক বৃদ্ধের শরীরে জোশ মারিতেছে, এই জ্বর তাহাকে কবরস্থানে পৌছাইয়া ছাড়িবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা, তবে এমনই হউক। (অতএব বৃদ্ধ লোকটি সেই রোগেই মারা গেল।)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ)কে দেখিতে যাওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ)এর তীব্র জ্বর হইল। আমি তাহাদের উভয়ের নিকট গেলাম। আমি বলিলাম, হে আব্বাজান, আপনি কেমন আছেন? হে বেলাল, আপনি কেমন আছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যখন জ্বর তীব্র হইত তখন এই কবিতা পড়িতেন—

كُلُّ امْرِيءٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهٖ + وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ

অর্থ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পরিবারের মধ্যে থাকে, আর তাহাকে সুপ্রভাত বলা হয়, অথচ মৃত্যু তাহার জুতার ফিতা হইতেও নিকটে।

হযরত বেলাল (রাঃ)এর জ্বর নামিয়া গেলে (মক্কার কথা স্মরণ করিয়া) এই কবিতা পড়িতেন—

أَلَا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِىْ إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

অর্থ ঃ মনোযোগ দিয়া শুন, হায়, আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, কোন রাত্র আমি (মক্কার) পাহাড়ঘেরা ময়দানে কাটাইব, আর আমার চারিপার্শ্বে ইযখির ও জালীল ঘাস থাকিবে।

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِىْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

অর্থ ঃ আমি কি কোনদিন মাজিন্নার ঝর্ণার ধারে অবতরণ করিব? শামা ও তাফীল নামী মক্কার পাহাড় কি আমি কোনদিন দেখিব?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সমস্ত কথা জানাইলাম। তিনি দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! মক্কার সহিত আমাদের যেই পরিমাণ মহব্বত, সেই পরিমাণ অথবা উহা হইতে অধিক মহব্বত মদীনার জন্য আমাদের অন্তরে পয়দা করিয়া দিন। আয় আল্লাহ! মদীনাকে স্বাস্থ্যকর স্থান বানাইয়া দিন এবং আমাদের জন্য মদীনার মুদ ও সা' (দুই প্রকারের পরিমাপ)এর মধ্যে বরকত দান করুন, আর মদীনার জ্বরকে জুহফা নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া দিন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গুণাবলী

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আজ রোযা রাখিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আজ অসুস্থকে দেখিতে গিয়াছে?

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আজ কোন জানাযায় শরীক হইয়াছে? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আজ কোন মিসকীনকে খানা খাওয়াইয়াছে? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি একদিনে এই সমস্ত কাজ করিবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)কে দেখিতে যাওয়া

আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)কে অসুস্থাবস্থায় দেখিতে আসিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যে কোন মুসলমান কোন অসুস্থকে দেখিতে যায়, যদি সে সকালে যায় তবে তাহার সহিত সত্তর হাজার ফেরেশতা যান এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য ইস্তেগফার (অর্থাৎ গুনাহমাফির দোয়া) করিতে থাকেন। আর সে (এই রুগী দেখার বিনিময়ে) জান্নাতে একটি বাগান লাভ করিবে। আর যদি সে সন্ধ্যায় রুগী দেখিতে যায় তবে তাহার সহিত সত্তর হাজার ফেরেশতা যান এবং তাহারা সকলে তাহার জন্য ইস্তেগফার করিতে থাকেন, আর সে ইহার বিনিময়ে জান্নাতে একটি বাগান করিবে।

আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে অসুস্থাবস্থায় দেখিতে গেলেন। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি রুগী দেখার নিয়তে আসিয়াছেন, না এমনি সাক্ষাৎ করার নিয়তে আসিয়াছেন? হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, না, আমি রুগী দেখার নিয়তে আসিয়াছি। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু ফাখ্তাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)কে দেখিতে আসিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু মূসা! আপনি কি রুগী দেখিতে আসিয়াছেন, না সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন? হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! না, আমি রুগী দেখিতে আসিয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে দেখিতে যায় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করে আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে একটি খারীফ অর্থাৎ বাগান দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, খারীফের কি অর্থ? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, খারীফ সেই নালাকে বলা হয় যাহা দ্বারা খেজুর বাগানে পানি দেওয়া হয়।

হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাঃ)এর হযরত হাসান (রাঃ)কে দেখিতে যাওয়া

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)কে দেখিতে আসিলে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি হাসানকে দেখিতে আসিয়াছ, অথচ তোমার অন্তরে (আমার বিরুদ্ধে) অনেক কিছু রহিয়াছে। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি তো আমার রব নহেন যে, যেদিকে ইচ্ছা আমার অন্তরকে ঘুরাইয়া দিবেন। (সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই আপনার বিপরীত রায় আমার অন্তরে ঢালিয়া দিয়াছেন) হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এই মতবিরোধ আমাদের জন্য তোমার হিতকামনায় বাধা হইবে না। (অর্থাৎ মতবিরোধ সত্ত্বেও তোমার উপকার করিব) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে কোন মুসলমান তাহার অসুস্থ ভাইকে দেখিতে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সত্তর হাজার

ফেরেশতা পাঠান। দিনের বেলা যে কোন সময় সে দেখিতে যাইবে, সেই সময় হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। এমনিভাবে রাত্রে যে কোন সময় সে দেখিতে যাইবে সেই সময় হইতে সকাল পর্যন্ত উক্ত ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

হযরত সালমান (রাঃ)এর উক্তি

সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। তিনি কিন্দা (নামক কুফার এক) মহল্লায় কোন এক অসুস্থকে দেখিতে গেলেন। তাহার নিকট যাইয়া তিনি বলিলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ হউক, আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনের অসুস্থতাকে তাহার গুনাহের কাফফারা ও আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ বানাইয়া দেন। আর বদকার লোকের অসুস্থতা সেই উটের ন্যায় হইয়া থাকে যাহাকে উহার ঘরের লোকেরা একবার বাঁধিয়া রাখিল, আবার বাঁধন খুলিয়া দিল। উট কিছুই বুঝে না, কেন বাঁধিয়াছিল, কেনই বা আবার বাঁধন খুলিয়া দিল?

সাঈদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান (রাঃ)এর সহিত তাহার কিন্দাহ গোত্রীয় এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখিতে গেলাম। হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার মুমিন বান্দাকে কোন রোগ বা বিপদ্–আপদে লিপ্ত করেন, তারপর তাহাকে সুস্থতা ও অব্যাহতি দান করেন। আর এই অসুস্থতা ও বিপদ–আপদ তাহার বিগত গুনাহের জন্য কাফফারা হইয়া যায় এবং সে আগামীতে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির তালাশে লাগিয়া যায়। আর আল্লাহ্ তায়ালা আপন বদকার বান্দাকে রোগ বা বিপদ আপদে লিপ্ত করেন, পুনরায় তাহাকে সুস্থতা ও অব্যাহতি দান করেন, কিন্তু সে সেই উটের মত হয় যাহাকে তাহার ঘরের লোকেরা বাঁধিয়া রাখে, আবার বাঁধন খুলিয়া দেয়। উট মোটেও বুঝে না যে, ঘরের লোকেরা তাহাকে কেন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আবার কেনই বা বাঁধন খুলিয়া দিল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন কোন অসুস্থকে দেখিতে যাইতেন তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন আছে। আর যখন তাহার নিকট হইতে উঠিতেন তখন বলিতেন, خَارَ اللّٰهُ لَكَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবি হুসাইন (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একজন অসুস্থকে দেখিতে গেলেন। তাহার সহিত আরো কিছু লোক ছিল। ঘরের ভিতর একজন মহিলা ছিল। তাহার এক সঙ্গী সেই মহিলার দিকে তাকাইতে লাগিল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমার চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইত তবে ইহা তোমার জন্য (না-মাহরাম মহিলাকে দেখা অপেক্ষা) অধিক উত্তম ছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থের নিকট কি বলিতেন ও কি করিতেন?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অসুস্থকে দেখিতে যাইতেন তখন তাহার মাথার নিকট বসিতেন। অতঃপর সাতবার এই দোয়া পাঠ করিতেন—

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَـرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

মৃত্যুর সময় না হইলে লোকটি অবশ্যই সুস্থ হইয়া যাইত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অসুস্থ লোককে দেখিতে যাইতেন তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন—

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شَافِىَ اِلَّا اَنْتَ

ইবনে জারীর (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে শব্দগুলি এরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অসুস্থকে দেখিতে যাইতেন তখন নিজের ডান হাত রুগীর ডান গালের উপর রাখিয়া এই দোয়া পাঠ করিতেন—

لَا بَأْسَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا يَكْشِفُ الضُّرَّ إِلَّا أَنْتَ .

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অসুস্থ লোকের নিকট যাইতেন তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন—

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অসুস্থকে দেখিতে যাইতেন তখন নিজের হাত শরীরের সেই স্থানে রাখিতেন যেখানে কষ্ট অনুভব হইতেছে। তারপর এই দোয়া পাঠ করিতেন—

بِسْمِ اللّٰهِ لَا بَأْسَ

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি যখন বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন তখন বলিলেন, হে সালমান, আল্লাহ তোমার রোগ দূর করিয়া দিন, তোমার গুনাহকে মাফ করিয়া দিন এবং মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীন ও শরীর উভয় দিক হইতে তোমাকে সুস্থতা দান করুন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অসুস্থের নিকট যাইতেন বা তাঁহার নিকট কোন অসুস্থকে আনা হইত তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন—

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কলেমাগুলির দ্বারা হেফাজতের দোয়া করিতেন। অতঃপর উপরোক্ত কলেমাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসের পরবর্তী অংশে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত্যুরোগে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বাড়িয়া গেল তখন আমি তাঁহার হাত লইয়া এই কলেমাগুলি পড়িয়া শরীরের উপর বুলাইতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে নিজের হাত টানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন এবং রফীকে আ'লা (অর্থাৎ আপনার নিজের) সহিত মিলাইয়া দিন। ইহাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা ছিল যাহা আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিতে পাইয়াছি।

ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করা

হযরত আনাস (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম দিতেন তখন তিনবার সালাম দিতেন। (অর্থাৎ অনুমতি প্রার্থনার জন্য ঘরের বাহির হইতে তিনবার সালাম দিতেন, অনুমতি হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতেন নতুবা ফিরিয়া যাইতেন। অথবা তিনবার সালাম দেওয়ার অর্থ এই যে, যখন কাহারো সহিত সাক্ষাতের জন্য তাহার ঘরে যাইতেন তখন একবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য, দ্বিতীয়বার ঘরে প্রবেশের সময় ও তৃতীয়বার বিদায়ের সময়। এইভাবে তিনবার সালাম দিতেন। অথবা তিনবার সালাম দেওয়ার অর্থ এই যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বড় কোন মজলিসে যাইতেন তখন সকলকে সালাম শুনাইবার জন্য ডানে বায়ে ও সামনে তিনবার সালাম দিতেন।) আর যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতেন তখন তিনবার বলিতেন।

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমাদের ঘরে আসিলেন। তিনি (ঘরে প্রবেশের অনুমতির জন্য) 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলিলেন। আমার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সালামের) উত্তর নীচুস্বরে দিলেন। আমি বলিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুমতি দিতে চাহিতেছেন না? আমার পিতা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার আমাদেরকে সালাম দিতে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। (আমার পিতা) হযরত সা'দ (রাঃ) নীচু স্বরে উত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলিলেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।

তারপর তিনি ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহার পিছন পিছন গেলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেকটি সালাম শুনিতে পাইয়াছি এবং প্রত্যেক সালামের উত্তর আস্তে করিয়া দিয়াছি যাহাতে আপনার পক্ষ হইতে আমাদের উপর বেশী বেশী সালাম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহার জন্য গোসলের পানি তৈয়ার করিলেন। তিনি উহা দ্বারা গোসল করিলেন। তারপর হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাফরান অথবা ওয়ারস (একপ্রকার সুগন্ধি ঘাস) দ্বারা রঙানো চাদর

দিলেন। তিনি উহা পরিধান করিলেন। অতঃপর তিনি হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ্, সা'দের খান্দানের উপর আপনি আপনার রহমত ও দয়া নাযিল করুন। তারপর তিনি সামান্য খানা খাইলেন। তিনি যখন যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে একটি গাধা পেশ করিলেন, যাহার উপর একটি সুন্দর চাদর বিছাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, হে কায়েস, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে যাও।

সুতরাং আমি সঙ্গে চলিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমার সহিত গাধায় চড়িয়া বস। আমি অস্বীকার করিলে তিনি বলিলেন, আমার সহিত চড়িয়া বস, না হয় ফেরত চলিয়া যাও। সুতরাং আমি ফেরত চলিয়া আসিলাম।

এক ব্যক্তি সালাম না দিয়া অনুমতি চাহিল

বিরঈ ইবনে হেরাশ (রহঃ) বলেন, আমাকে বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তি এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমি ভিতরে আসিব কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদীকে বলিলেন, বাহিরে যাইয়া এই ব্যক্তিকে বল, সে যেন এরূপ বলে, আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে আসিব কি? সে ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি লওয়ার উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করে নাই। উক্ত ব্যক্তি বলেন, আমি বাহির হইতে তাঁহার এই কথা শুনিতে পাইলাম এবং বাঁদী বাহিরে আসার পূর্বেই বলিলাম, আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে আসিব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওয়া আলাইকা, ভিতরে আস। সামনে হাদীসের আরো অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর অনুমতি প্রার্থনা করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর তলায় ছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) (অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসসালামু আলাইকুম, ওমর ভিতরে আসিবে কি?

খতীব (রহঃ) এই ঘটনাকে এই শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকা আইউহান নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইকুম, ওমর ভিতরে আসিবে কি?

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনবার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছি। তারপর তিনি আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লোক পাঠাইয়া ডাকাইলেন। আমরা আসিলাম এবং অনুমতি চাহিলাম।

হযরত সাফীনা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) আসিলেন এবং তিনি অনুমতির জন্য আস্তে দরজা খট্খটাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার জন্য (দরজা) খুলিয়া দাও।

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, দরজার সামনে দাঁড়াইয়া অনুমতি চাহিও না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভিতরে ছিলেন। আমি আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইলাম এবং অনুমতি চাহিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতে বলিলেন, একটু দূরে সরিয়া যাও। (আমি দূরে সরিয়া গেলাম) তারপর আসিয়া অনুমতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন, দৃষ্টির জন্যই তো অনুমতির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অনুমতির পূর্বে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি করিতে নিষেধ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক হুজরা শরীফের ভিতরে উঁকি দিল। তিনি (তাহাকে দেখিয়া) একটি তীরের ফলা অথবা কয়েকটি তীরের ফলা লইয়া তাহার দিকে উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে দেখিতেছিলাম, তিনি যেন তাহাকে আচমকা খোঁচা দেওয়ার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার ছিদ্র দিয়া উঁকি দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি চিরুনী ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাথা চুলকাইতেছিলেন। তিনি যখন তাহাকে (উঁকি দিতে) দেখিলেন তখন বলিলেন, আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, তুমি উঁকি দিতেছ তবে এই চিরুনী তোমার চোখে ঢুকাইয়া দিতাম। দৃষ্টির জন্যই অনুমতি লওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) বলেন, আমি আনসারদের এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত আবু মূসা (রাঃ) ঘাবড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তিনবার অনুমতি চাহিয়াছি, কিন্তু অনুমতি পাই নাই। অবশেষে আমি চলিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা

(রাঃ) (কে ডাকিয়া) বলিলেন, তুমি ভিতরে কেন আসিলে না? হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, আমি তিনবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, তারপরও অনুমতি না পাইয়া চলিয়া আসিয়াছি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পায় তখন তাহার ফিরিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে ইহার সাক্ষী পেশ করিতে হইবে। তোমাদের মধ্য হইতে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই হাদীস শুনিয়াছে কি? হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই হাদীস শুনিয়াছি, অতএব আল্লাহর কসম, আমাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক ব্যক্তিই তোমার সহিত (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) দাঁড়াইবে। হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, আমি সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক ছিলাম। সুতরাং আমি তাহার সহিত উঠিয়া যাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস এরশাদ করিয়াছিলেন।

ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর এই বাক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃতই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস আমার অজানা রহিয়াছে। আর ইহার কারণ হইল, বাজারের বেচাকেনা আমাকে মশগুল করিয়া রাখিয়াছিল।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি না পাইয়া আমি ফেরত চলিয়া আসিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) লোক পাঠাইয়া আমাকে ডাকাইলেন। (আমি উপস্থিত হইলে) তিনি আমাকে বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা, আমার দ্বারে অপেক্ষা করা আপনার নিকট অনেক কষ্টকর মনে হইয়াছে। আপনার জানা থাকা উচিত যে, এইভাবে

লোকদের জন্যও আপনার দ্বারে অপেক্ষা করা কষ্টকর হইয়া থাকে। আমি বলিলাম, (আমি এই কারণে ফিরিয়া যাই নাই,) বরং আমি তিনবার আপনার নিকট অনুমতি চাহিয়াছি। অনুমতি না পাইয়া ফেরত চলিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি এই নিয়মের কথা কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই নিয়মের কথা শুনিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে যাহা আমরা শুনি নাই, তাহা আপনি শুনিয়াছেন? আপনি এই কথার উপর সাক্ষী পেশ না করিতে পারিলে, আপনাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করিব।

(হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন,) আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলাম, কয়েকজন আনসারী সাহাবা মসজিদে বসিয়া আছেন। আমি তাহাদের নিকট আসিলাম এবং তাহাদেরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিলেন, এই ব্যাপারে কাহারো কি সন্দেহ আছে? আমি তাহাদেরকে হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা বলিলাম। তাহারা বলিল, আপনার সহিত আমাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক ব্যক্তিই যাইবে।

সুতরাং আমার সহিত হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) অথবা হযরত আবু মাসঊদ (রাঃ) উঠিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং সেখানে যাইয়া তিনি এই ঘটনা শুনাইলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাতের জন্য গেলেন। আমরাও তাঁহার সহিত গেলাম। সেখানে পৌঁছিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার সালাম দিলেন। তারপর তিনি তৃতীয়বার সালাম দিলেন, কিন্তু তৃতীয়বারেও অনুমতি পাইলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তৃতীয়বারের

পর) বলিলেন, আমাদের দায়িত্বে যাহা ছিল আমরা তাহা আদায় করিয়াছি। তারপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) পিছন পিছন আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যতবার সালাম দিয়াছেন, প্রত্যেকবার আমি আপনার সালাম শুনিয়াছি এবং প্রত্যেকবার উত্তর দিয়াছি। আমি চাহিতেছিলাম, আপনি আমাকে এবং পরিবারের লোকদেরকে বারবার সালাম দেন (এইজন্য আমি আস্তে উত্তর দিয়াছি)। এই ঘটনা শুনানোর পর হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে পূর্ণ আমানতদার। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, (আমিও আপনাকে এইরূপই মনে করি) তবে আমার উদ্দেশ্য হইল, বিষয়টি ভালভাবে প্রমাণিত হইয়া যাক।

অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে সাহাবা (রাঃ)দের ঘটনাবলী

হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তাহার এক বাঁদী হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর এক মেয়েকে লইয়া হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট গেল। বাঁদী বলিল, ভিতরে আসিব কি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। সে ফিরিয়া চলিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া আন এবং বল যে, (অনুমতি লইবার জন্য) এইভাবে বলে, আসসালামু আলাইকুম, ভিতরে আসিব কি?

আসলাম (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আসলাম, আমার দরজায় পাহারা দাও, কিন্তু কাহারো নিকট হইতে কখনও কোন জিনিস গ্রহণ করিও না। একদিন তিনি আমার শরীরে নতুন কাপড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাপড় কোথা হইতে পাইয়াছ? আমি বলিলাম, হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ওবায়দুল্লার নিকট হইতে লইতে

পার, তবে আর কাহারো নিকট হইতে কখনও লইবে না। তারপর আমি একদিন দরজায় (পাহারার উদ্দেশ্যে) দাঁড়াইয়াছিলাম। এমন সময় হযরত যুবায়ের (রাঃ) আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি ভিতরে যাইতে পারি? আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, কিছু সময়ের জন্য ব্যস্ত আছেন। হযরত যুবায়ের (রাঃ) হাত উঠাইয়া এমন জোরে আমার কানের পিছনে মারিলেন যে, আমি চিৎকার দিয়া উঠিলাম। আমি ভিতরে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, হযরত যুবায়ের (রাঃ) আমাকে মারিয়াছেন এবং ভাহার সমস্ত ঘটনা জানাইলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম, আমি যুবায়েরকে দেখিয়া লইব। অতঃপর বলিলেন, তাহাকে ভিতরে পাঠাইয়া দাও। আমি তাহাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ভিতরে পাঠাইয়া দিলাম।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি এই গোলামকে কেন মারিলেন? হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, সে বলিতেছিল যে, আমাদেরকে আপনার নিকট প্রবেশ করিতে দিবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইতিপূর্বে কখনও সে আপনাকে আমার দরজা হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে কি? হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় যদি সে আপনাকে বলিয়া থাকে যে, একটু অপেক্ষা করুন, আমীরুল মুমিনীন মশগুল আছেন, আপনি কি আমাকে অপারগ মনে করিয়া একটু অপেক্ষা করিতে পারিলেন না? আল্লাহর কসম, যখন কোন হিংস্র জন্তুকে আহত করা হয় তখন অন্যান্য হিংস্র জন্তুরা তাহাকে খাইয়া ফেলে। (অর্থাৎ আপনি যখন তাহাকে মারিয়াছেন তখন অন্যান্যরাও তাহাকে মারিবে।) (কানয)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমার নিকট আসিলেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম। আমার বাঁদী আমার মাথা আঁচড়াইয়া দিতেছিল। আমি তাহাকে থামাইয়া দিলাম। হযরত

ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, তাহাকে আঁচড়াইয়া দাও। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আপনি যদি আমাকে সংবাদ দিতেন তবে আমি নিজেই আপনার খেদমতে হাজির হইয়া যাইতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, প্রয়োজন যেহেতু আমার (অতএব আমারই আসা উচিত)।

এক ব্যক্তি বলেন, একবার ফজরের নামাযের পর আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিয়া নিজের স্ত্রীকে একটি চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি পছন্দ করি নাই যে, তোমাদেরকে অপেক্ষা করাই।

হযরত মূসা ইবনে তালহা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত নিজের মায়ের নিকট যাইতেছিলাম। পিতা (ঘরের ভিতর) ঢুকিয়া গেলেন। আমিও তাহার পিছনে ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলে তিনি আমার দিকে ঘুরিয়া আমার বুকের উপর এত জোরে মারিলেন যে, আমি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম। তারপর বলিলেন, তুমি অনুমতি না লইয়াই ভিতরে প্রবেশ করিতেছ?

মুসলিম ইবনে নযীর (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নিকট অনুমতি লওয়ার জন্য ভিতরে উঁকি দিয়া বলিল, আমি ভিতরে আসিব কি? হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, তোমার চক্ষু তো ভিতরে আসিয়া গিয়াছে, অবশ্য তোমার পাছা এখনও ভিতরে আসে নাই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি আমার মায়ের নিকটও ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লইব? হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, যদি মায়ের নিকট হইতে অনুমতি না লও তবে হয়ত কখনও তাহাকে এমন অবস্থায় দেখিবে যাহা তোমার অপছন্দ লাগিবে।

আবু সুওয়াইদ আবদী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলাম। আমরা সেখানে যাইয়া তাহার দরজার উপর বসিয়া গেলাম, যাহাতে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি মিলে। যখন অনুমতি পাইতে দেরী হইল তখন আমি উঠিয়া দরজার ছিদ্র দ্বারা ভিতরে দেখিতে

লাগিলাম। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) টের পাইলেন। তারপর তিনি যখন আমাদেরকে অনুমতি দিলেন তখন আমরা ভিতরে যাইয়া বসিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে একটু পূর্বে আমার ঘরে উঁকি দিতেছিল? আমি বলিলাম, আমি। তিনি বলিলেন, তুমি কি কারণে আমার ঘরে উঁকি দেওয়া জায়েয মনে করিলে? আমি বলিলাম, অনুমতি পাইতে দেরী হইতেছিল বলিয়া দেখিয়াছিলাম, দেখার উদ্দেশ্যে উঁকি দেই নাই। অতঃপর সঙ্গীগণ কিছু বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, হে আবু আব্দির রহমান! আপনি জেহাদের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলিলেন, যে জেহাদ করিবে সে নিজের জন্য করিবে?

আল্লাহর জন্য মুসলমানকে মহব্বত করা

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলামের কোন কড়া সর্বাপেক্ষা মজবুত? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, নামায। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নামায অতি উত্তম জিনিস। কিন্তু আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা নহে। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, রমজান মাসের রোযা। তিনি বলিলেন, রোযাও অতি উত্তম জিনিস তবে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা নহে। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, জেহাদ। তিনি বলিলেন, জেহাদও অতি উত্তম জিনিস তবে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহা নহে। অতঃপর বলিলেন, ঈমানের সর্বাপেক্ষা মজবুত কড়া হইল, তোমরা আল্লাহর জন্য মহব্বত কর ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখ।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি, কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়? কেহ বলিল, নামায ও যাকাত।

কেহ বলিল, জেহাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হইল, আল্লাহর জন্য মহব্বত করা ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুত্তাকী লোককে মহব্বত করিতেন।

হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বলেন, দুই ব্যক্তি এমন আছেন, যাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত মহব্বত করিয়াছেন, একজন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও দ্বিতীয়জন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বাহিনীর আমীর বানাইয়া পাঠাইতেন, আর সেই বাহিনীতে তাঁহার সকলধরনের সাহাবা (রাঃ) থাকিতেন। কেহ হযরত আমর (রাঃ)কে বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে আমীর বানাইতেন, নৈকট্যদান করিতেন, মহব্বত করিতেন। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমীর বানাইতেন, তবে আমি জানিনা, তিনি কি আমার মনতুষ্টির জন্য এই কাজ করিতেন, না প্রকৃতই আমাকে মহব্বত করিতেন? অবশ্য আমি তোমাদেরকে এমন দুই ব্যক্তির কথা বলিব যাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের মুহূর্ত পর্যন্ত মহব্বত করিয়াছেন। একজন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও অপরজন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)।

ইবনে সা'দ (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, অতঃপর লোকেরা বলিল, আল্লাহর কসম, ইনি (অর্থাৎ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)) সিফফীনের যুদ্ধে আপনাদের হাতে কতল হইয়াছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ, সত্যই তিনি আমাদের হাতে কতল হইয়াছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর প্রশ্ন

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায়) বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি লইতে আসিলেন। তাহারা বলিলেন, হে উসামা, ভিতরে যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে আমাদের জন্য অনুমতি লইয়া আস। আমি ভিতরে যাইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) ভিতরে আসার অনুমতি চাহিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি জান কি, তাহারা কেন ভিতরে আসার অনুমতি চাহিতেছে? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আমি জানি, তাহাদেরকে ভিতরে পাঠাইয়া দাও। তাহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি যে, আপনার আত্মীয়দের মধ্য হইতে আপনার নিকট কে অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ (রাঃ)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আপনার পরিবারস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোকদের মধ্য হইতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই ব্যক্তি, যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমিও তাহার উপর অনুগ্রহ করিয়াছি, আর সে হইল উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)। (ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর স্থলে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর নাম উল্লেখিত হইয়াছে।) তাহারা বলিলেন, তাহার পর কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)। ইহা শুনিয়া হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার চাচাকে সবার পরে রাখিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আলী আপনার পূর্বে হিজরত করিয়াছে। (আর আমাদের নিকট মর্তবা দ্বীনের জন্য মেহনত হিসাবে হইয়া থাকে।)

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের মধ্যে আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে? তিনি বলিলেন, আয়েশা (রাঃ)। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলিলেন, আবু বকর (রাঃ)। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কে? তিনি বলিলেন, আবু ওবায়দাহ (রাঃ)।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকদের মধ্যে আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে? তিনি বলিলেন, আয়েশা (রাঃ)। আমি বলিলাম, আমি পুরুষদের মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনি বলিলেন, তাহার পিতা।

কাহাকেও আল্লাহর জন্য মহব্বত করিলে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গেল। নিকটে বসা লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এই লোকটিকে মহব্বত করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি তাহাকে জানাইয়াছ? সে বলিল, না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে জানাইয়া দাও। সুতরাং লোকটি উঠিয়া তাহার পিছন পিছন গেল এবং তাহাকে বলিল, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করি। লোকটি উত্তরে এই দোয়া

দিল—

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ

অর্থ ঃ যেই সত্তার কারণে তুমি আমাকে মহব্বত করিয়াছ তিনি তোমাকে মহব্বত করুন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে সালাম করিল এবং ফিরিয়া চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই ব্যক্তিকে মহব্বত করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি তাহাকে এই কথা বলিয়াছ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, এই কথা তোমার ভাইকে বলিয়া দাও। অতএব আমি তৎক্ষণাৎ চলিলাম এবং যাইয়া তাহাকে সালাম দিলাম। অতঃপর তাহার কাঁধ ধরিয়া বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করি। সে বলিল, আমিও আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করি। আমি বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে হুকুম না করিতেন তবে আমি (তোমাকে জানানোর) এই কাজ করিতাম না।

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, আমি হযরত আবু যার (রাঃ)কে মহব্বত করি। তিনি বলিলেন, তুমি কি তাহাকে এই কথা জানাইয়াছ? আমি বলিলাম, না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে জানাইয়া দাও। তারপর যখন হযরত আবু যার (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তখন আমি বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করি। তিনি উত্তরে আমাকে এই দোয়া দিলেন—

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ

অতঃপর আমি ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, নিজের মহব্বতের কথা বলার মধ্যে আজর ও সওয়াব রহিয়াছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট দিয়া এক ব্যক্তি গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কিভাবে জানিলেন? তিনি বলিলেন, যেহেতু আমি তাহাকে মহব্বত করি। (কেননা দিলের সহিত দিলের সম্পর্ক হইয়া থাকে। অতএব যদি তুমি কাহাকেও মহব্বত কর তবে মনে করিও সেও তোমাকে মহব্বত করে।)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমার সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর সাক্ষাৎ হইল। তিনি পিছন দিক হইতে আমার কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আমি তোমাকে মহব্বত করি। আমি উত্তরে এই দোয়া দিলাম—

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ

অতঃপর তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কেহ কাহাকেও মহব্বত করে তখন সে যেন তাহাকে জানাইয়া দেয়। যদি তিনি এই কথা না বলিতেন তবে আমি তোমাকে জানাইতাম না। তারপর তিনি আমাকে বিবাহের পয়গাম দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, দেখ, আমাদের এখানে একটি মেয়ে আছে। (তাহার মধ্যে অনেক গুণ রহিয়াছে, শুধু একটি দোষ) মেয়েটি কানী অর্থাৎ একচক্ষুহীন। (অর্থাৎ দোষও বলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে ধোকা না হয়।)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত কর এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখ। আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব কর এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দুশমনী কর। কেননা

আল্লাহ তায়ালার সহিত বন্ধুত্ব ও নৈকট্য একমাত্র এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারাই হাসিল হয়। যতক্ষণ মানুষ এরূপ না হইবে, যতই নামায পড়ুক আর যতই রোযা রাখুক ঈমানের স্বাদ পাইবে না। বর্তমানে তো লোকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব শুধু দুনিয়াবী বিষয়ের কারণে রহিয়া গিয়াছে।

মুসলমানের সহিত কথাবার্তা বন্ধ করা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সৎভাই হযরত তোফায়েলের ছেলে হযরত আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন জিনিস বিক্রয় করিয়াছিলেন বা হাদিয়া স্বরূপ কাহাকেও দিয়াছিলেন। তারপর তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাহার ভাগিনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাহার এই কাজের ব্যাপারে (আপত্তি করিয়া) বলিয়াছেন যে, আল্লাহর কসম, হযরত আয়েশা (রাঃ) (এরূপ মুক্তহস্তে খরচ করা হইতে) নিজে বিরত হইবেন, আর না হয় আমি তাহার খরচের ব্যাপারে বিধি–নিষেধ আরোপ করিয়া তাহাকে বিরত করিব। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহ কি এরূপ কথা বলিয়াছে? লোকেরা বলিল, হাঁ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর নামে কসম করিতেছি যে, ইবনে যুবায়েরের সহিত কখনও কথা বলিব না।

এইভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একজনকে সুপারিশের জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইবনে যুবায়েরের ব্যাপারে না কাহারো সুপারিশ গ্রহণ করিব, আর না আমি আমার কসম ভঙ্গ করিব। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) যখন

দেখিলেন, অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তখন তিনি বনু যোহরা গোত্রের হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস (রাঃ)এর সহিত এই ব্যাপারে আলাপ করিলেন এবং তাহাদেরকে বলিলেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, আপনারা আমাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট লইয়া চলুন। কেননা, আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর জন্য জায়েয নাই। অতএব এই দুইজন হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)কে নিজেদের চাদর দ্বারা আবৃত করিয়া লইয়া আসিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের জন্য এইভাবে বলিলেন, আসসালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আমরা ভিতরে আসিব কি? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আস। তাহারা বলিলেন, আমরা সকলে আসিব কি? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, সকলে আস। তিনি জানিতেন না যে, তাহাদের দুইজনের সঙ্গে ইবনে যুবায়ের (রাঃ)ও আছেন।

যখন তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন তখন ইবনে যুবায়ের (রাঃ) পর্দার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত মেসওয়ার (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)ও আল্লাহর দোহাই দিলেন যেন তিনি ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর সহিত কথা বলেন এবং তাহার ওজরকে কবুল করেন। তাহারা বলিলেন, আপনার তো জানা আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুসলমানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নাই যে, সে তাহার ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখে। যখন তাহারা উভয়ে বারবার (আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখার ও মাফ করার) ফযীলত স্মরণ করাইলেন এবং মুসলমানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহের কথা বারবার বলিলেন

তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাদেরকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি কসম করিয়াছি, আর কসম ভঙ্গ করা অনেক কঠিন জিনিস। কিন্তু তাহারা উভয়ে পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলেন। অবশেষে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর সহিত কথা বলিলেন এবং নিজের কসম ভাঙ্গার কাফফারা হিসাবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করিলেন। তারপর যখনই তাহার এই কসমের কথা স্মরণ হইত তিনি এত কাঁদিতেন যে, চোখের পানিতে তাঁহার ওড়না ভিজিয়া যাইত।

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)ও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত সর্বাপেক্ষা সদাচরণ করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন জিনিস জমা করিয়া রাখিতেন না, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে যাহা কিছুই আসিত, সবই সদকা করিয়া দিতেন। তাহার এই অভ্যাসের উপর ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হাতকে এত বেশী খরচ করা হইতে বিরত রাখা উচিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, কি! আমার হাতকে বন্ধ করিবে? আমিও কসম খাইতেছি যে, তাহার সহিত কখনও কথা বলিব না।

ইবনে যুবায়ের (রাঃ) (অত্যন্ত পেরেশান হইলেন এবং তিনি) কোরাইশের বহু লোকের মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানার বংশের লোকদেরকে সুপারিশের জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) কাহারো সুপারিশ কবুল করিলেন না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানার বংশ বনু যোহরা গোত্রের হযরত আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগূস (রাঃ) ও হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)কে

বলিলেন, যখন আমরা অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিব তখন তুমি পর্দার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িও। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাহাই করিলেন। (শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহার প্রতি রাজি হইয়া গেলেন এবং নিজের কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।) হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) পরে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খেদমতে দশজন গোলাম প্রেরণ করিলেন যাহাদেরকে তিনি (নিজের কসমের কাফফারা স্বরূপ) আযাদ করিয়া দিলেন এবং তারপরও তিনি গোলাম আযাদ করিতে থাকিলেন যাহার সংখ্যা চল্লিশজন পর্যন্ত পৌঁছিল। (চল্লিশজন গোলাম আযাদ করিয়াও মন শান্ত হইল না সুতরাং) তিনি বলিলেন, ভাল হইত যদি আমি কসমের সময় কোন আমল নিজের উপর নির্ধারিত করিয়া লইতাম, আর সেই আমল করিয়া আমার মন শান্ত হইয়া যাইত। (যেমন যদি আমি এরূপ বলিতাম যে, ইবনে যুবায়েরের সহিত কথা বলিলে দুইজন গোলাম আযাদ করিব তবে এখন দুইজন আযাদ করিয়া আমার মন শান্ত হইয়া যাইত, কিন্তু আমি তো পরিমাণ নির্দিষ্ট করি নাই। অতএব যতই করি মনে শান্তি আসিতেছে না।)

পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ মিটাইয়া আপোষ করাইয়া দেওয়া

কোবাবাসীদের মধ্যে আপোষ করানো

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, কোবাবাসী পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইল। এমনকি তাহারা একে অপরের উপর পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন, চল যাই, তাহাদের মধ্যে আপোষ করাইয়া দেই।

হযরত সাহ্ল (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের মধ্যে পরস্পর কিছু ঝগড়া হইয়া গেলে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কতিপয় সাহাবা (রাঃ)দেরকে লইয়া তাহাদের মধ্যে আপোষ করাইতে গেলেন। অতঃপর হাদীসের আরো অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও দুই দলের মধ্যে আপোষ করানো

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হইল যে, আপনি যদি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তবে ভাল হইত। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধায় সওয়ার হইয়া চলিলেন এবং অন্যান্য মুসলমানগণ তাহার সহিত পায়দল চলিলেন। পথে লোনা জমিন ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহার নিকট পৌঁছিলেন তখন সে বলিল, আপনি আমার নিকট হইতে একটু দূরে থাকুন, আল্লাহর কসম, আপনার গাধার দুর্গন্ধে আমার কষ্ট হইতেছে। এই কথা শুনিয়া একজন আনসারী বলিলেন, আল্লাহর কসম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাধা তোমার অপেক্ষা অধিক সুগন্ধীযুক্ত। ইহাতে আবদুল্লাহর কাওমের এক ব্যক্তি রাগান্বিত হইল এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে গালাগালি আরম্ভ হইয়া গেল। ইহাতে তাহাদের উভয় পক্ষের লোকেরা উত্তেজিত হইয়া খেজুর ডাল, হাত ও জুতা দ্বারা একে অপরকে মারিতে লাগিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জানিতে পারিলাম এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَ اِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

অর্থ ঃ 'যদি মুমিনদের দুইদল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিয়া দাও।'

ইতিপূর্বে অসুস্থকে দেখিতে যাওয়ার বর্ণনায় ইমাম বোখারী (রহঃ)এর

এই হাদীস হযরত উসামা (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই কথার উপর মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীগণ একে অপরকে গালমন্দ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে পরিস্থিতি এমন উত্তপ্ত হইল যে, তাহারা একে অপরের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে শান্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে চুপ হইয়া গেল।

আওস ও খাযরাজের মধ্যে আপোষ করানো

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আওস ও খাযরাজ আনসারদের দুইটি গোত্র ছিল। জাহিলিয়াতের যুগে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মদীনায়) আগমন করিলেন তখন তাহাদের এই শত্রুতা মিটিয়া গেল এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে পরস্পর মহব্বত পয়দা করিয়া দিলেন। একবার তাহারা নিজেদের এক মজলিসে বসিয়াছিলেন, এমন সময় আওসের এক ব্যক্তি একটি কবিতা পাঠ করিল যাহাতে খাযরাজের কিছু দোষ আলোচনা করা হইয়াছিল। ইহার উত্তরে খাযরাজের এক ব্যক্তি আওসের দোষ বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা পাঠ করিল। তাহারা পাল্টাপাল্টি এইভাবে কবিতা পাঠ করিতে করিতে একসময় উভয় গোত্র লড়াইয়ের জন্য উদ্যত হইয়া গেল এবং অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সংবাদ পাইলেন এবং এই ব্যাপারে ওহীও নাযিল হইল, তখন তিনি দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং (দ্রুত চলার জন্য) তিনি নিজের পায়ের গোছার উপর কাপড় উঠাইয়া লইয়াছিলেন। তাহাদেরকে দেখামাত্র তিনি উচ্চস্বরে এই আয়াত পাঠ করিলেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, আল্লাহকে (এইরূপ) ভয় কর যেরূপ ভয় করা উচিত এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিও না।'

তিনি আরো আয়াত পাঠ করিলেন। এই আয়াতসমূহ শুনিবার পর তাহারা অস্ত্র ফেলিয়া দিলেন এবং একে অপরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মুসলমানের সহিত সত্য ওয়াদা করা

হারুন ইবনে রিয়াব (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন বলিলেন, অমুক লোককে তালাশ করিয়া আন, কেননা আমি তাহার সহিত নিজের মেয়েকে (বিবাহ) দেওয়ার একপ্রকার ওয়াদা করিয়াছিলাম। আমি চাই না, এমন অবস্থায় আল্লাহর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় যে, মুনাফেকীর তিন আলামত হইতে কোন আলামত আমার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। (অর্থাৎ ওয়াদা খেলাফীর আলামত) অতএব আমি আপনাদেরকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমার মেয়েকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া দিলাম।

মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হইতে বাঁচা

দুই ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি এক মজলিসের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সালাম দিল। মজলিসের লোকেরা উহার উত্তর দিল। সে যখন মজলিস অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল তখন মজলিসের এক ব্যক্তি বলিল, আমি এই ব্যক্তিকে মোটেও পছন্দ করি না। মজলিসের অন্যান্য লোকেরা বলিল, চুপ কর, আল্লাহর কসম, আমরা তোমার এই কথা তাহাকে অবশ্যই বলিয়া দিব। হে অমুক, যাও সে যাহা বলিয়াছে, তাহাকে যাইয়া

বলিয়া দাও। (সে যাইয়া তাহাকে বলিয়া দিল।) উক্ত ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্তি করিল এবং সেই ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে তাহাও জানাইয়া দিল। সে এইভাবে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে লোক পাঠাইয়া ডাকুন, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সে আমার সহিত কেন শত্রুতা রাখে। (উক্ত ব্যক্তি আসার পর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই ব্যক্তির সহিত কেন শত্রুতা রাখ? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহার প্রতিবেশী এবং আমি তাহাকে ভালভাবে জানি। আমি তাহাকে কখনও নফল নামায পড়িতে দেখি নাই, সে তো শুধু ফরয নামাযই পড়ে যাহা নেক, বদ প্রত্যেকেই পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তাহাকে একটু জিজ্ঞাসা করুন, কখনও কি এমন হইয়াছে যে, আমি নামাযের অযূ ঠিকমত করি নাই বা সময় পার করিয়া নামায পড়িয়াছি? সেই ব্যক্তি বলিল, না। তারপর প্রথম ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহার প্রতিবেশী, তাহাকে ভালভাবে জানি। আমি তাহাকে কখনও কোন মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে দেখি নাই। (অর্থাৎ নফল সদকা করিতে দেখি নাই।) সে তো শুধু যাকাতই আদায় করে যাহা ভাল-মন্দ প্রত্যেকেই আদায় করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে একটু জিজ্ঞাসা করুন, সে কি কখনও দেখিয়াছে যে, আমি কোন ভিক্ষুককে নিষেধ করিয়াছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, না। তারপর সেই ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহার প্রতিবেশী, তাহাকে আমি ভালভাবে জানি, আমি তাহাকে কখনও নফল রোযা রাখিতে দেখি নাই। সে তো শুধু (রমযান) মাসের রোযাই রাখে, যাহা ভাল-মন্দ প্রত্যেকেই রাখিয়া থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কি কখনও এরূপ দেখিয়াছে যে, আমি অসুস্থও নই সফরেও নই, অথচ আমি রোযা রাখি নাই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, না। তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বিতীয় ব্যক্তিকে) বলিলেন, আমার মতে এই ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা। (কারণ তোমার মনে খারাপ ধারণা রহিয়াছে, আর তাহার মনে কোন খারাপ ধারণা নাই।)

মুসলমানের প্রশংসা করা এবং প্রশংসার কোন্ পদ্ধতি আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, বনু লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তিনবার আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কবিতা শুনাইতে চাই। (চতুর্থ বারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন।) সে কিছু কবিতা শুনাইল যাহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ছিল। কবিতা শুনিয়া তিনি বলিলেন, কোন কবি যদি ভাল কবিতা পাঠ করিয়া থাকে তবে তুমিও ভাল কবিতাই পাঠ করিয়াছ।

হযরত উসামা (রাঃ) কর্তৃক হযরত খাল্লাদ (রাঃ)এর প্রশংসা করা

হযরত খাল্লাদ ইবনে সায়েব (রাঃ) বলেন, আমি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি আমার মুখের উপর প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, আমি আপনার মুখের উপর প্রশংসা এইজন্য করিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন কোন মুমিনের প্রশংসা তাহার মুখের

উপর করা হয়, তখন তাহার অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি লাভ করে। (কারণ, মুমিন প্রশংসার দ্বারা আত্মগর্বে লিপ্ত হয় না, বরং তাহার এই একীন হইয়া যায় যে, নেক আমলের কারণে লোকেরা তাহার প্রশংসা করিতেছে।)

প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করা

মুতাররিফ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা নিজের ঘটনা এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি বনু আমেরের প্রতিনিধি দলের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলাম। আমরা বলিলাম, আপনি আমাদের সাইয়েদ অর্থাৎ সর্দার। তিনি বলিলেন, (প্রকৃত) সাইয়েদ তো আল্লাহ তায়ালা। আমরা আরজ করিলাম, আপনি সম্মানের দিক দিয়া আমাদের সকলের উপরে এবং দানশীলতায় সর্বাপেক্ষা বড়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, তোমরা এরূপ বলিতে পার, তবে কিছু কম করিয়া বলিলে আরো ভাল। শয়তান তোমাদের উপর জয়ী হইয়া তোমাদেরকে তাহার উকিল না বানাইয়া লয়।

রাযীন (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি চাই না যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মর্তবা দান করিয়াছেন, তোমরা আমাকে উহা হইতে উপরে উঠাও। আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ—আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, হে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তির ছেলে এবং আমাদের সর্দার ও সর্দারের ছেলে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আমার সম্পর্কে তাহাই বল যাহা আমি তোমাদেরকে বলি। যাহাতে শয়তান

তোমাদেরকে সঠিক পথ হইতে সরাইতে না পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যেই মর্তবা দান করিয়াছেন, আমাকে সেই মর্তবায় রাখ, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল।

মুখের উপর প্রশংসা করা

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মুখের উপর প্রশংসা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তিনবার বলিলেন, তুমি নিজের সঙ্গীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিলে। তোমাদের কাহারো যদি অপর কাহারো প্রশংসা করিতেই হয় এবং সে তাহার ভাল গুণাবলী নিশ্চিতভাবে জানে তবে এরূপ বলা উচিত যে, অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা এই, আল্লাহ তাহার ব্যাপারে ভাল জানেন। আল্লাহর সম্মুখে সে যেন কাহাকেও পবিত্র বলিয়া ঘোষণা না করে, বরং যদি তাহার সম্পর্কে কিছু জানা থাকে তবে এরূপ বলে যে, তাহার ব্যাপারে আমার ধারণা এই।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতে শুনিলেন এবং সে তাহার প্রশংসায় সীমা অতিক্রম করিতেছিল। তিনি বলিলেন, তুমি (প্রশংসায় অতিরঞ্জন করিয়া) তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

হযরত রাজা ইবনে আবি রাজা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত মেহজান আসলামী (রাঃ)এর সহিত গেলাম এবং আমরা বসরাবাসীদের মসজিদ পর্যন্ত পৌছিলাম। সেখানে মসজিদের এক দরজায় হযরত বুরাইদাহ আসলামী (রাঃ) বসিয়াছিলেন। মসজিদের ভিতর সাকবাহ নামী এক ব্যক্তি অনেক দীর্ঘ নামায পড়িতেছিল। হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) একটি চাদর গায়ে দিয়াছিলেন এবং তাহার স্বভাবে হাস্যরসিকতা ছিল। তিনি বলিলেন, হে মেহজান, আপনিও কি এরূপ নামায পড়েন যেরূপ সাকবাহ পড়ে? হযরত মেহজান (রাঃ) কোন উত্তর দিলেন না এবং

ফিরিয়া আসিলেন। হযরত মেহজান (রাঃ) বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিলেন। তারপর আমরা চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে আমরা ওহুদ পাহাড়ে যাইয়া উঠিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, হায় আফসোস! একদিন বসতির লোকেরা এই বসতিকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে অথচ সেইদিন এই বসতি অত্যাধিক আবাদ হইবে। মদীনায় দাজ্জাল আসিবে, কিন্তু সে মদীনার প্রত্যেক দ্বারে ফেরেশতা দণ্ডায়মান পাইবে। অতএব সে মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন। আমরা যখন মসজিদে পৌঁছিলাম তখন তিনি এক ব্যক্তিকে রুকু–সেজদা করিয়া নামায পড়িতে দেখিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি অমুক, এবং আমি তাহার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, ক্ষান্ত হও, তাহার প্রশংসা তাহাকে শুনাইও না, নতুবা সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তারপর তিনি হাঁটিতে লাগিলেন এবং যখন তিনি নিজ হুজরা শরীফের নিকট পৌঁছিলেন তখন নিজের উভয় হাত ঝাড়িয়া তিনবার বলিলেন, তোমাদের দ্বীনের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হইল, যাহা করিতে সহজ। তোমাদের দ্বীনের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হইল, যাহা করিতে সহজ।

একই রেওয়ায়াত ইমাম আহমাদ (রহঃ) একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মেহজান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত নামাযী লোকটির সম্পর্কে অত্যাধিক প্রশংসা করিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি অমুক, তাহার মধ্যে এই এই গুণাবলী রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চুপ থাক। তাহাকে এই কথাগুলি শুনাইও না, নতুবা তুমি তাহাকে ধ্বংস

করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি চলিতে লাগিলেন। যখন আমরা হুজরা শরীফের নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের দ্বীনের মধ্যে সর্বোত্তম আমল উহাই, যাহা করিতে সর্বাধিক সহজ, তোমাদের দ্বীনের মধ্যে সর্বোত্তম আমল উহাই, যাহা করিতে সর্বাধিক সহজ, তোমাদের দ্বীনের মধ্যে সর্বোত্তম আমল উহাই, যাহা করিতে সর্বাধিক সহজ।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মেহজান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহর নবী, এই ব্যক্তি অমুক, মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং মদীনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী নামায পড়িয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন, তাহাকে শুনাইও না, নতুবা তুমি তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। তারপর বলিলেন, তোমরা এমন উম্মত যাহাদের সহিত আল্লাহ তায়ালা সহজ করার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ)এর পিতা বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে সালাম দিল। লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাহার মুখের উপর তাহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি তো এই ব্যক্তিকে জবাই করিয়া দিয়াছ, আল্লাহ তোমাকে জবাই করুক। তুমি তাহার মুখের উপর তাহার দ্বীন সম্পর্কে প্রশংসা করিতেছ?

হাসান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রশংসা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকেও ধ্বংস করিতেছ, তোমাকেও ধ্বংস করিতেছ। (কান্‌য)

হযরত জারূদ (রাঃ)এর সহিত হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হাসান (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়াছিলেন।

তাহার নিকট চাবুক রাখা ছিল। আরো অনেক লোক হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিল। এমন সময় সম্মুখ হইতে হযরত জারুদ (রাঃ) আসিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, ইনি রাবীয়াহ গোত্রের সর্দার। তাহার এই কথা হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার আশেপাশের লোকেরা এবং হযরত জারুদ (রাঃ)ও শুনিতে পাইলেন। হযরত জারুদ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকটে আসিলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে চাবুক দ্বারা মারিলেন। হযরত জারুদ (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার কি ক্ষতি করিয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার কি ক্ষতি করিয়াছ? তুমি কি এই ব্যক্তির কথা শুন নাই? হযরত জারুদ (রাঃ) বলিলেন, শুনিয়াছি, তাহাতে কি হইয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার আশংকা হইয়াছে যে, (তাহার প্রশংসামূলক কথা শুনিয়া) তোমার অন্তরে (আত্মগর্ব ও অহংকারের ন্যায়) খারাপ আছর পয়দা না হয়। এইজন্য আমি চাহিলাম, এই সমস্ত (খারাপ) আছর ঝাড়িয়া দেই।

প্রশংসাকারীর চেহারায় ধুলা দেওয়া

হুমাম ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ)এর প্রশংসা করিতে লাগিল। হযরত মেকদাদ (রাঃ) যিনি মোটাসোটা লোক ছিলেন। তিনি তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার চেহারার উপর কোষ ভরিয়া কঙ্কর উঠাইয়া ঢালিতে লাগিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনার কি হইয়াছে? হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমরা (দুনিয়ার স্বার্থে) কোন প্রশংসাকারীকে দেখ তখন তাহার চেহারায় ধুলাবালি ঢালিয়া দিও। (হযরত মেকদাদ (রাঃ) এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বুঝিয়াছেন, কিন্তু হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, তাহাকে কিছু দিও না।)

আবু মা'মার (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন এক আমীরের

প্রশংসা করিতে লাগিল। হযরত মেকদাদ (রাঃ) তাহার উপর মাটি দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়াছেন, যেন (স্বার্থ হাসিলের জন্য) প্রশংসাকারীদের চেহারার উপর মাটি দিয়া দেই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর আমল

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহার চেহারার উপর মাটি দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখ তখন তাহাদের চেহারার উপর মাটি দিয়া দিও।

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর প্রশংসা করিতেছিল। (কিছুক্ষণ পর) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহার চেহারায় মাটি দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখ তখন তাহাদের চেহারায় মাটি দিয়া দিও।

নাফে' (রহঃ) ও আরো অন্যান্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, হে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, অথবা এরূপ বলিল, হে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে! হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, না আমি লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, আর না সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে, বরং আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হইতে এক বান্দা, আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং তাহার আযাবকে ভয় করি। আল্লাহর কসম, তোমরা (অনর্থক) মানুষের প্রশংসা করিয়া তাহার পিছনে লাগ, আর তাহাকে ধ্বংস করিয়া দাও। (অর্থাৎ তোমার প্রশংসায় তাহার অন্তরে আত্মগর্ব সৃষ্টি হয়, আর সে ধ্বংস হয়।)

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, কখনও মানুষ যখন তাহার ঘর হইতে বাহিরে যায় তখন তাহার সহিত দ্বীন থাকে, কিন্তু যখন সে ঘরে ফিরে তখন তাহার সহিত দ্বীনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, আর তাহা এইভাবে যে, সেই ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া এমন ব্যক্তির নিকট যায়, যে না নিজের কোন উপকার বা অপকারের মালিক, আর না তাহার কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে। সে (উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু পাওয়ার আশায় তাহার প্রশংসা করে এবং) আল্লাহর কসম খাইয়াই বলে, আপনি এমন, আপনি তেমন। (কিন্তু সে তাহাকে কিছুই দেয় না।) অতঃপর সে এমন অবস্থায় ঘরে ফিরে যে, তাহার কোন প্রয়োজনই পূর্ণ হয় নাই, অথচ সে আল্লাহকে নিজের উপর অসন্তুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখা ও উহাকে ছিন্ন করা

আবু তালেবের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে) একবার কোরাইশগণ কঠিন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িল। এমনকি এই দুর্ভিক্ষে তাহাদেরকে পুরাতন হাড় পর্যন্ত খাইতে হইল। সেই সময় কোরাইশের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর ন্যায় সচ্ছল আর কেহ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, চাচাজান, আপনি তো জানেন, আপনার ভাই আবু তালেবের সন্তানাদি অনেক বেশী,আর কোরাইশের উপর কঠিন দুর্ভিক্ষের অবস্থাও দেখিতেছেন। আসুন, তাহার নিকট যাই এবং আমরা তাহার কিছু সন্তানাদির দায়িত্ব গ্রহণ করি। সুতরাং তাহারা উভয়ে আবু তালেবের

নিকট যাইয়া বলিলেন, হে আবু তালেব, আপনি আপনার কাওমের (দুর) অবস্থা দেখিতেছেন এবং আমরা জানি, আপনিও কোরাইশের একজন। (দুর্ভিক্ষের কারণে আপনারও অবস্থা ভাল নয়) আমরা আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি, যাহাতে আপনার কয়েকজন সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আবু তালেব বলিলেন, (আমার বড় ছেলে) আকীলকে আমার নিকট থাকিতে দাও। বাকীদের সহিত তোমরা যাহা ইচ্ছা হয়, কর। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে ও হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত জা'ফর (রাঃ)কে লইয়া লইলেন। তাহারা উভয়ে এই দুইজনের সহিত থাকিতে লাগিলেন, যতক্ষণ না তাহারা নিজেরা আয় উপার্জন করিয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া গেলেন।

বর্ণনাকারী সুলাইমান ইবনে দাউদ (রহঃ) বলেন, হযরত জা'ফর (রাঃ) হাবশায় হিজরত করা পর্যন্ত হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট ছিলেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমি একজন গোলাম আযাদ করিতে চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই গোলাম তোমার সেই মামাকে দিয়া দাও, যিনি গ্রামে বাস করেন। সে তাহার জানোয়ার চরাইবে, ইহাতে তুমি বেশী সওয়াব লাভ করিবে।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

অর্থ ঃ 'আর আত্মীয়–স্বজনকে তাহাদের প্রাপ্য হক প্রদান কর।'

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে

ফাতেমা, ফদক (এলাকা)এর আমদানী তোমার। (ফদক হেজাজের মধ্যে মদীনা হইতে দুই তিন মাইল দূরত্বে একটি বস্তির নাম, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মালের অংশ হিসাবে পাইয়াছিলেন।)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয়ের সহিত আমি তো সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তাহারা আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তাহারা আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করে। আমি সহ্য করিয়া তাহাদেরকে ক্ষমা করি আর তাহারা আমার সহিত মূর্খতার আচরণ করে। (অর্থাৎ অনর্থক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং কঠোর ব্যবহার করে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি এমনি হও যেমন তুমি বলিতেছ তবে তুমি যেন তাহাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করিতেছ এবং যতদিন তুমি এই গুণাবলীর উপর থাকিবে ততদিন আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমার সহিত সাহায্যকারী থাকিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় এমন রহিয়াছে যাহাদের সহিত আমি তো সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তাহারা ছিন্ন করে, আমি তাহাদেরকে মাফ করি, তদুপরি তাহারা আমার উপর জুলুম করিতে থাকে, আমি তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করি আর তাহারা আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করে, আমি কি তাহাদের অসদ্ব্যবহারের বদলা অসদ্ব্যবহার দিয়া দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এরূপ করিলে তোমরা সকলে (জুলুমের মধ্যে) শরীক হইয়া যাইবে, বরং উত্তম পন্থা অবলম্বন কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম করিতে থাক। তুমি যতক্ষণ এরূপ করিতে থাকিবে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমার সহিত একজন সাহায্যকারী ফেরেশতা থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও একজন আত্মীয়তা ছিন্নকারীর ঘটনা

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম আবু আইউব সুলাইমান (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যায় অর্থাৎ জুমুআর রাত্রিতে আমাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমাদের এই মজলিসে যদি কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বসিয়া থাকে তবে আমি অত্যন্ত তাকীদের সহিত বলিতেছি, সে যেন আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যায়। তাহার এই ঘোষণার পর কেহ দাঁড়াইল না। তিনি তিনবার বলার পর এক যুবক নিজের ফুফুর নিকট গেল, যাহার সহিত সে দুই বৎসর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সে যখন তাহার ফুফুর নিকট গেল তখন ফুফু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি মনে করিয়া আসিলে? সে বলিল, আমি এইমাত্র হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে এরূপ এরূপ বলিতে শুনিয়াছি। (এইজন্য আসিয়াছি) ফুফু বলিলেন, তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি এরূপ কেন বলিলেন? (যুবক ফিরিয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে) তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জুমুআর রাত্রিতে সমস্ত বনি আদমের আমল আল্লাহ তায়ালার সমীপে পেশ করা হয়। (অন্যান্য সকলের আমল কবুল হয়) কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল হয় না। (অতএব এমন ব্যক্তির কারণে আমাদের দোয়াও কবুল হইবে না।)

দোয়ার সময় আত্মীয়তা ছিন্নকারীকে উঠিয়া যাইতে বলা

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, একদিন ফজরের নামাযের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক মজলিসে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আত্মীয়তা ছিন্নকারীকে কসম দিয়া বলিতেছি, সে যেন

contents

আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যায়, কেননা আমরা এখন আমাদের রবের নিকট দোয়া করিতে চাহিতেছি। আর আসমানের দরজা আত্মীয়তা ছিন্নকারীর জন্য বন্ধ থাকে। (অতএব তাহার কারণে আমাদের দোয়াও কবুল না হইতে পারে।)

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত